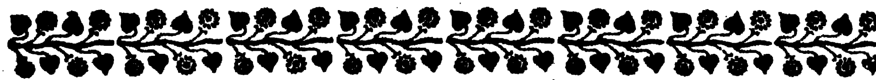
THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।	New Series, January, 1916	নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী, ১৯১৬।	Vol. X. No. 1.

কাজের লোক আফিস, ১১ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



"কাজের লোকে"র

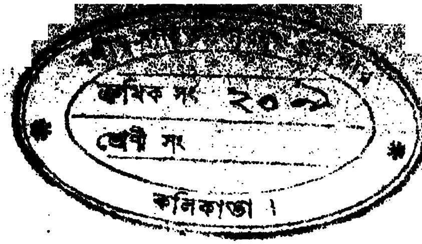
বিজ্ঞাপনের হার।

অন্ততঃ তিন মাসের কম কোনও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	প্রতি মাস	৮৲
৪র্থ অর্থাৎ মলাটের শেষ পৃষ্ঠা	„	১০৲
সাধারণ পৃষ্ঠা	„	৬৲
প্রতি কলম	„	২৷০
প্রতি ইঞ্চি	„	৷০

আকারে "কাজের লোক" অন্য মাসিক পত্রিকার প্রায় দ্বিগুণ।

ইহার কমে লইলে আমাদের খরচে পোষায় না, আমরা লই না,—তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। ছাপা বেশী হয়, নিজের স্বার্থের জন্য আমাদের কাগজ বেশী ছাপা আবশ্যক। খরচ না পোষাইলে পরের বিজ্ঞাপন ছাপিয়া কোন লাভ নাই।



অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷° টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা।	New Series. JANUARY 1916.	নব পর্য্যায়। জানুয়ারী, ১৯১৬।	Vol. X. No. 1.

ভগবানের ইচ্ছায় এবং আশীর্ব্বাদে "কাজের লোক" আজ দশম বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা পাঠক, পাঠিকা, এবং লেখক, লেখিকাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জ্ঞাপন করত পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হই।

নয়বর্ষকাল কঠোর পরিশ্রমে এই গুরুভার বহন করিয়া আসিতেছি, "কাজের-লোক" দেশের যদি এক কণামাত্র হিতসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বিবেচনা করিব।

"কাজের লোক" যে শিল্প বাণিজ্যের দিকে সাধারণের কথঞ্চিৎ মনোযোগ এবং প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, কাজেরলোকের উত্তরোত্তর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিই তাহার প্রমাণ। সাধারণের সহানুভূতি এবং সাহায্য ব্যতিত "কাজেরলোক" এতদিন জীবিত থাকিতে সক্ষম হইত না। আমাদের ক্ষুদ্র প্রার্থনা, সাধারণে যে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া "কাজেরলোককে" জীবিত রাখিয়া আসিতেছেন, যেন একজনেরও নিকট হইতে সে স্নেহ হইতে বঞ্চিত না হই। আরও প্রার্থনা, এবারেও যেন "কাজেরলোকের" প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট হইতে এক একটী নূতন গ্রাহক পাইয়া আমরা উৎসাহিত হই। ইচ্ছা করিলেই সকলেই যে সাহায্য করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝি কিন্তু অনেকে যে আমাদের জন্য এখনও সে চেষ্টা করেন নাই ইহা আমাদের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। আমাদের প্রিয় গ্রাহকগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে আমরা অন্ততঃ একটীও নূতন গ্রাহক চাই। বড় দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছে, আমাদিগকে এ শঙ্কটে রক্ষা করিতেই হইবে, নচেৎ কাগজ চালান কঠিন হইবে।

নিতান্ত দুঃখের সহিত আমরা জানাইতেছি যে, যুদ্ধের জন্য কাগজের প্রতিদিনই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, সুইডেন হইতে কাগজ প্রস্তুতের মালমসলা বিলাতে আসিত, শুনা যাইতেছে যে তাহারা আর সে সকল দ্রব্য রপ্তানি করিবে না, লণ্ডনের বহু প্রাচীন একখানি কাগজ কাগজের অসম্ভবমূল্য বৃদ্ধির জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ত গেল বিলাতের কথা, কিন্তু সেই হুজুকে এদেশের কাগজের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে, কাগজ চালান এখন কঠিন সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ীগণই তাহাদের ব্যবসায় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন—তাহা

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না

সাজিতেছে, লোকে অধিক মূল্যেও তাহা ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু সংবাদ পত্রের এদেশে মূল্য বৃদ্ধি করিলে চলে না। এদেশের লোকের নিকট এখনও সংবাদ পত্রের তেমন আদর নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত সংবাদ পত্রকে এদেশের লোকে তেমন আবশ্যকীয় সামগ্রী মনে করেন না। সুতরাং এদেশে সংবাদ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিলে কাগজ একেবারেই অচল হয়। এমন অবস্থায় পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে, বহুক্ষতি সহ্য করিয়াই প্রকৃতপক্ষে কোনরূপে কাগজগুলিকে বাঁচাইয়া যাইতে হইতেছে। জানিনা, কতদিনে কাল সমরের নিবৃত্তি হইবে এবং কতদিন জগতের লোককে ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে।

প্রতি বৎসরই আমরা ১৷৷০ টাকা মূল্যে দুই শত ছাত্রকে গ্রাহক করিয়া লইতাম, কিন্তু যে রূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যে আমরা এবারে অধিক দিন সে নিয়ম রক্ষা করিতে পারিব, তাহার ত উপায় দেখিতেছি না—যে কোনরূপে যথাসাধ্য ব্যয় সংক্ষেপ না করিলে উপায় নাই। সেই জন্য আমরা নিয়ম করিতে বাধ্য হইলাম যে, যে সকল ছাত্র গ্রাহক হইতে চাহেন এবং গ্রাহক আছেন, তাঁহারা যেন মার্চ্চের ৩০শে তারিখের মধ্যে গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হয়েন এবং অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দেন নচেৎ মার্চ্চ মাস হইতে আমরা নিশ্চয়ই ১৷৷০ টাকার গ্রাহক আর লইব না। এবৎসরের "কাজের লোকে" আমাদের অভিলষিত বহু আবশ্যকীয় বিষয় প্রকাশিত হইবে। কারণ চিরজীবনের বহু সংগৃহীত বিষয় এখনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই, সে আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে। "কাজের লোক,,কে আমরা বিবিধ বিষয়ের বিশ্বকোষ বিশেষ করিয়া রাখিয়া যাইতে চাই। এমন দিন কি আসিবে না, যে দিন "কাজের লোকের" উদ্দেশ্য সফল হইবে ?

অন্ন-সংস্থান*

—:০:—

লেখক—শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ।

আমাদের দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি বিধান করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় উদ্ভাবনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের বৈষয়িক জীবন-ধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ, মন্দগতি ও অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আমরা যে জীবনসংগ্রামের আবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, তাহাতে জয়লাভ করিবার উপযোগী সামর্থ্য আমাদের একেবারেই নাই; এবং পাশ্চাত্য জগতের সহিত শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। প্রথমতঃ, আমাদের সমাজের যে শ্রেণীর লোক প্রধানতঃ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত। আর যাহাদেরই বা কিঞ্চিৎ বুদ্ধিশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য আছে, তাহারাও সাধারণতঃ নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন উপায় উদ্ভাবন অথবা নবাঙ্কিত উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্য করিতে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধনিসম্প্রদায় এবং মহাজনগণ অতিশয় স্বাতন্ত্র প্রিয়, তাঁহারা শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একেবারেই অনুৎসাহী এবং এক প্রকার উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার, যে পরিমাণ মূলধনের সাহায্যে আমাদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য চলিতেছে, তাহাও ব্যক্তিগত এবং পরস্পরবিভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ, সমবেতব্যবসায়, যৌথ-কারবার, মহাজনসঙ্ঘ প্রভৃতির অভাবে আমাদের জাতীয় ধনভাণ্ডার নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তৃতীয়তঃ, যে উৎসাহ, পরিচালনাশক্তি ও দায়িত্বোচিত দায়িত্ববোধের ফলে জগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিচিত্র শক্তি একস্থানে এবং এক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া বিরাট শক্তিসমুচ্চয়ের সংঘটন করে, সেই কর্ম্মকৌশল, ব্যবসায়বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও ঐক্যবিধায়িনী ক্ষমতা আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থায় বিকশিত হইতে পারে না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসায়কে অপসারিত করিয়া সাহিত্যশিক্ষাই একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিয়াছে। কাজেই আমাদের শিক্ষিত সমাজ প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক জগতের তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় আমাদের বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যে সন্দিহান হইব, এবং শিল্প-সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা দুরাশা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলে চলিবে না; উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে। এই জীবনসংগ্রামে সফলতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মুখে যে কয়টী পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়, এবং গ্রামগত ও পরিবার-বদ্ধ শিল্প পদ্ধতিই প্রচলিত। এখানে পাশ্চাত্য জগতের বিপুল আয়োজন, বিরাট কারখানা-সংঘটন ও বিশাল ব্যবসায়-কলেবরের সৃষ্টি হয় নাই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ, মূলধনের, সমবায়সাধন, বিচিত্র বিজ্ঞাপন প্রণালী, পণ্য-

* ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মুল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মুল্য দিতে হইবে

সরবরাহের শৃঙ্খলা এবং শ্রমবিভাগনীতির প্রবর্ত্তন প্রভৃতির ফলে ইউরোপীয়েরা সমগ্র পৃথিবীর দেশ প্রদেশ গুলিকে যে ভাবে করতলগত করিয়া বিশাল বিশ্ববাজারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রতাপে অন্যান্য জাতির বৈষয়িক সাধনা যে ফলবতী হইতে পারিবে, তাহার আশা করা সুকঠিন। এই শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগত বৈষয়িক জীবন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না, তাহাই প্রধান ভাবিবার বিষয়। আমাদের যে সামান্য ধনশক্তি ব্যবসায়বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা আছে, তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিব কিনা —ইহাই আমাদের প্রথম সমস্যা

শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশেই বৃহৎ আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়-পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিকভাবে অথবা স্বাধীনরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই জন্য আধুনিক পাশ্চাত্যজগতে কলকারখানাগুলি, গৃহশিল্প, গ্রাম্য ব্যবসায় ও হস্তনির্ম্মিত কাজের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইয়া বহুলোকের স্বাধীন অন্নের সংস্থান করিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে শিল্প ও ব্যবসায়ের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলিই শিল্পজগতে সম্পূর্ণ স্থান অধিকার করে নাই।

জীবজগতের সর্ব্বত্রই এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য চলিতেছে; এবং প্রকৃতিদেবী অসমর্থ ও অনুপযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকেই অপসারিত করিয়া উপযুক্ত ও সামর্থ্যবান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকেই অঙ্কে স্থান দিয়াছেন। যে ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানে নিজের প্রয়োজন মত পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জ ব্যবহার করিয়া নিজের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারে, সেই ব্যক্তি, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানেই প্রকৃতির নিয়মে জীবনসংগ্রামে পুষ্টি ও বিকাশলাভের অধিকারী। কলেবরের আয়তন, আকার ও বিস্তৃতিই এই উপযোগিতালাভের একমাত্র অঙ্গ নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন এবং জগতের বিবিধ ভাব ও শক্তিসমুচ্চয়ের ব্যবহার করিতে হইবে।

জীবনবিকাশের এই নিয়ম শিল্পজগতেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, অনেক সময়ে ক্ষুদ্র কারবারই বৃহৎ অনুষ্ঠান অপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এমন অনেক অবস্থা আছে, যেস্থলে বিরাট আয়োজন করিলে লাভবান্ হইবার আশা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাই বেশী। সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের স্থান কোনরূপেই বিনষ্ট হইতে পারে না। মানবের অভাব বৈচিত্র্য এবং অভাবপূরণ করিবার ক্ষমতা, শ্রমবিভাগনীতি প্রবর্ত্তন, ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা, রাষ্ট্রীয় সুব্যবস্থা প্রভৃতির উপরেই বৃহৎ অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এই সমুদয় সকল সমাজে সকল সময়েই থাকে না; সুতরাং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া বৃহৎ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সকল সময়েই উপস্থিত হয় না।

এতদ্ব্যতীত সুকুমার শিল্প, চিত্রকলা, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যে সমুদয় যন্ত্রাদি প্রয়োগে সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। তাহাদের উৎকর্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র শিল্প নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এসকল স্থলেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়-পদ্ধতিই বৃহত্তর অনুষ্ঠান গুলিকে পরাজিত করিয়া শিল্প-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

আবার, বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলির অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে; ইহাদের সাহায্যে অল্প সময়ে বহুদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে বটে; কিন্তু এই সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে বিতরণ করিতে বহুকালব্যাপী বহুলোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। অধিকন্তু; কেবলমাত্র বৃহৎ কারবারের দ্বারাই মানবের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জনপদের মধ্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তি ও সুযোগসমূহ এমন বিচিত্রভাবে পড়িয়া থাকে, যে সেইগুলিকে মানবের অভাব-মোচনের জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে বিবিধ পরস্পর সম্বন্ধ আনুষঙ্গিক অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন শিল্প ও ব্যবসায়ের আয়োজন করা আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক কলকারখানার প্রসার যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন, এবং শ্রম-বিভাগ-নীতি প্রয়োগ করিয়া বিরাট ব্যবসায়-পদ্ধতি যতই প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকুক না কেন, মানবের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইবে না।

আমাদিগকে শিল্প-জগতের এই নিয়মানুসারেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের মধ্যে যে অসংখ্য সুযোগ রহিয়াছে, তাহারই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য আমাদের শ্রমজীবিগণের কায়িক পরিশ্রম ব্যবসায়িগণের উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি এবং মহাজনগণের ব্যবসায় প্রযুক্ত মূলধন যে ভাবে পরিচালিত করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফললাভ হইতে পারে, আমাদিগকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, আমরা কি উপায়ে আমাদের শ্রম জীবিগণের পরিশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত করিতে পারি। পূর্ব্বেই

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

বন্ধ হইয়াছে, শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য, উদ্ভাবনী শক্তি, কলা-চাতুর্য্য এবং হস্ত বা চক্ষুরিন্দ্রিয়গত কৌশল একেবারেই জন্মিতে পায় না। এ অবস্থায় জাতিভেদের ফলে যাহারা পুরুষানুক্রমে কোন শিল্প বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বংশগত নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে, আমাদের প্রাচীন সামাজিক ও বৈষয়িক সভ্যতার নিদর্শন সেই শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতির বিদ্যা, ও বুদ্ধি, স্বভাব ও অভ্যাসের সাহায্য গ্রহণ না করিলে আমাদের আর সম্বল কোথায়? এই সুযোগগুলি ব্যবহার করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি নূতন বৈজ্ঞানিক এবং উন্নত প্রক্রিয়া ও যন্ত্র প্রণালীগুলি ক্রমশঃ আয়ত্ত করিয়া জাতিগত বিদ্যার পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন করিতে পারে, তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বাস্তবিকই কি আমাদের শিল্পিকুল এবং ব্যবসায়ী জাতির শিল্প ও ব্যবসায়-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত নহে? যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছে; এবং এ[illegible] বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ বৈষয়িক অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া স্বকীয় কার্য্যদক্ষতা ও শিল্পপটুত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের শিক্ষার যতই অভাব থাকুক না কেন, আমাদের এখনও ভাবিবার প্রয়োজন নাই, যে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের উন্নতি একেবারে অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে, যাঁহারা প্রচার করিতে চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ষের শ্রমজীবিগণ যুগে যুগে একই অবস্থায় থাকিয়া একই জাতিগত নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে এবং কখনও কোন বিষয়ে অবস্থোচিত নূতন ব্যবস্থা করিয়া উদ্ভাবনী শক্তি এবং পরিবর্ত্তনশীলতার পরিচয় প্রদান করে নাই, তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি একই অবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের নিত্য নব ভাব ও শক্তিপুঞ্জ সম্বন্ধে একেবারে নিস্পন্দ ও উদাসীন হইয়া থাকিত, তাহা হইলে কি ভারতীয় চিত্রকলা, রঞ্জনশিল্প, হস্তনির্ম্মিত কারুকার্য্য এবং বিবিধ পরিবারবদ্ধ ব্যবসায়-প্রসূত বিলাসদ্রব্য বহুকাল ধরিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইত? কৃষিক্ষেত্রেও ভারতীয় কৃষকসম্প্রদায় আমেরিকাখণ্ডের আবিষ্কারকাল হইতে যে সকল নূতন নূতন উদ্ভিজ্জ পদার্থ এদেশের জল-বায়ু ও ভূমির উপযোগী করিয়া চাষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারই ফলে আমাদের আধুনিক কৃষিজাত-দ্রব্যের অর্দ্ধভাগে ও অধিক পাইয়া থাকি।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, আমাদের শিল্পিকুল স্বকীয় শিল্প ও ব্যবসায়েই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদি অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। স্বকীয় জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে যেরূপ পরিবর্ত্তনসাধন ও নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন করিতে হয়, সেরূপ ক্ষমতা তাহাদের নাই।

যাহা হউক, এই জাতিগত শিল্প-ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের অন্য কোন গতি নাই। যাঁহারা আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের শিল্পের অধ্যক্ষগণ এবং ব্যবসায়ের ধুরন্ধরেরা যেন একথা ভুলিয়া গিয়া কারখানাসমূহে সমাজস্থ যে কোন শ্রেণীর লোক নিযুক্ত না করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে মসীজীবী বাঙ্গালী সন্তানকে হঠাৎ বিচিত্র শিল্পী জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টায় বৈষয়িক জগতের এই সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে, ইহার ফলে বয়ন এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যে কয়েকটী প্রয়াস হইয়াছে, সমস্তগুলিই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়া সমাজে ঘোরতর নৈরাশ্য ও অবসাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

শিল্পিগণের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের উন্নতি বিধান করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, কি উপায়ে আমাদের সমাজে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিচালক এবং ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ ও ধুরন্ধরের সৃষ্টি হইতে পারে। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসায়ক্ষেত্রে ধুরন্ধর এবং অধ্যক্ষেরাই সমাজের বৈষয়িক জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা; মহাজনগণ এবং ধনিসম্প্রদায় নহে! ইঁহারাই সমাজের প্রয়োজন ও অভাবানুসারে উপযুক্ত আয়োজন করিয়া বৈষয়িক সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করেন। ইঁহাদেরই ব্যবসায়-বুদ্ধি, ধনবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি, সর্ব্ববিধ অবস্থা পর্য্যালোচন করিবার শক্তি এবং কর্ম্মতৎপরতার প্রভাবে বিভিন্ন স্থান হইতে মহাজনগণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীরা আকৃষ্ট হইয়া স্বকীয় শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহারাই সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন এবং মূলধনপ্রয়োগের অভিনব কারবার আবিষ্কার করেন। ইঁহাদেরই চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী এবং ব্যবসায়-পাণ্ডিত্য ধনী মহাজনদিগের গন্তব্যপথ এবং কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া দিয়া তাঁহাদের ভাগ্যগঠন করিয়া দেয়। ইঁহারাই কলে ধনী সম্প্রদায়ের মূলধন সর্ব্বত্র ধুরন্ধরের পরিচালনা-শক্তি এবং ব্যবসায়বুদ্ধি অনুসরণ

করিয়া পরাধীনভাবে কার্য্য করে। বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র মূলধনের সাহায্যে মহাজনগণ কখনও নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি অথবা নূতন কারবার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন না। ধনী সম্প্রদায় সাধারণতঃ গতানুগতিকভাবে কার্য্য করিয়া অভ্যস্ত কারবার এবং পুরাতন ব্যবসায়েই সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন। লাভবান হইবার নূতন নূতন সুযোগ আবিষ্কার দ্বারা ধুরন্ধরেরা নূতন নূতন ব্যবসায়ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিলে এই লাভজনক কারবারের প্রতি ধনবান্ মহাজনগণ আকৃষ্ট হইয়া হইয়া থাকেন।

এইরূপ ধুরন্ধর আমাদের দেশে এখনও আবির্ভূত হয়েন নাই। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমরা এরূপ ব্যবসায়বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মবীরের সাক্ষাৎ না পাই, ততদিন আমাদের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকিবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার এবং অভিনব শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্ভাবন দ্বারা ধনী মহাজনগণের মূলধন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ, উপযুক্ত ধুরন্ধর ও পরিচালকের সৃষ্টি হয়।

(ক্রমশঃ)

পরিবেশন।

—:০:—

আমি আজ যে প্রসঙ্গটী লইয়া প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, অনেকে হয়তো তাহা একটা অবাস্তব কথা মনে করিবেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রকৃতিই এই যে,সংসারে অসুবিধা অপচয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা, ইহা নারীর স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি, সকল দেশের, সকল জাতির নারীপ্রকৃতিতে এই ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তবে অনেক নারীতে যে স্বভাবদত্ত এই প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয় না, সেটা তাঁহাদের নিজের দোষ; পশুপক্ষীদেরও স্ত্রীগণ সন্তানপালন করিতেছে, পুরুষ আহার সংগ্রহ করিতেছে। যে নারী শিক্ষিতা হইয়া বিলাসিনী হন এবং গৃহকার্য্যেও অসুবিধা অপচয় নিবারণে চেষ্টা করেন না, তাঁহার শিক্ষাকে, বিলাসকে আমি ধিক্কার প্রদান করি। আমি তো মনে করি, যে শিক্ষিতা নারীর অধিকতর কর্ম্মপটু ও পরিচ্ছন্ন হওয়াই উচিত। আমিও নারী, সুতরাং যে বিষয়টী পুরুষেরা অবাস্তব প্রসঙ্গ ভাবিবেন, তাহা আমার দৃষ্টিপথে পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া ইহার প্রতিবিধানে মনোযোগ আকর্ষণ করে, সুতরাং এই প্রবন্ধটী পুরুষগণের অপ্রয়োজনীয় হইলেও দেশীয় ভগিনীগণের জন্য লিখিত হইতেছে, যদি তাঁহারা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করেন, তবে অনেক অপচয় নিবারিত হইবে; এই তো গেল আমার দীর্ঘ কৈফিয়ত, এখন কাজের কথা আরম্ভ করি।

আমাদের দেশে কোন কাজকর্ম্মে লোককে নিমন্ত্রণ করিলে পরিবেশন করিবার সময় অনেক জিনিস নষ্ট হয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য লোককে দেওয়া এবং ভোজনকারীর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার পাতে চাপাইয়া দেওয়া যেন একটা ফ্যাসান হইয়াছে। একটা লোকের পাতে অন্ততঃ ২০।২৫ রকমের খাদ্য না দিলে দাতার মনেও একটু সঙ্কোচ থাকে, গৃহিতাও গৃহে গিয়া নিন্দাবাদ প্রচার করে; লোকে কি ২০।২৫ রকমের খাদ্য খাইতেই পারে? এত রকম খাদ্য না আয়োজন করাই উচিত! কেহ হয়তো বলিতে পারেন, সকলে কিছু এক রকম খাদ্য পছন্দ করেন না, নানাপ্রকার হইলে যাঁহার যাহাতে রুচি, তিনি তাহা খাইয়া তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন, তাহার উত্তর এই দিতেছি, যে সকলে কিছু একবিধ আয়োজন করেন না, আজ একবাড়ীতে হয় তো একরূপ আয়োজন হইল, কাল অন্যত্রে অন্যবিধ আয়োজন হইবে, ফলে কোনরূপ খাদ্যই লুপ্ত হইয়া যাইবে না; এবং যে কয়টী সেদিন আয়োজন হইয়াছে, তাহাতেই যিনি যাহা ভাল বাসেন, তিনি তাহা খাইবেন, ইহাতে অনেক অপচয় নিবারণ হইবে।

লুচী এবং পোলাও দুইই প্রস্তুত হয়, নানাবিধ ফল, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন নানা মৎস্য ও নানাবিধ তরকারি এবং মাংস, নানাবিধ সুমিষ্ট লেহ্য একত্র দেওয়া হয়, কিন্তু উদর পূর্ণ হইলে সুধাও মিষ্ট লাগে না, কাজে কাজেই, অর্দ্ধেক খাদ্য অনাস্বাদিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। যদি খুব সামান্য পরিমাণে প্রত্যেক খাদ্য দেওয়া হয়, আমি জানি, তাহাতে অনেক নিন্দা হয়; দেশের লোকের এমন রুচি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে পাতে জিনিস ফেলা যাইবে সেও ভাল, তথাপি অনেক দ্রব্য সম্মুখে দেওয়া চাই, আরও—ভোক্তা যদি পরিতৃপ্ত হইয়া আর গ্রহণে অনিচ্ছুক হ'ন তথাপি পরিবেশনকারীর জোর করিয়া দেওয়া চাই, নচেৎ মহানিন্দা, কর্ম্মকর্ত্তার কৃপণ উপাধি হাতে হাতে লাভ হইবে। অনেকে বলিবেন, পাতে যে জিনিস ফেলা যায়, তাহা অপচয় হয় না, গরীব ও ভিক্ষুকেরা খাইয়া থাকে, কিন্তু পাতে দিয়া নষ্ট করিয়া তাহা দিবার অপেক্ষা ভাণ্ডার হইতে দেওয়া তো আরও ভাল! বেশ তো, একদিন ভদ্রলোকদেরও একদিন কাঙ্গালীদের যথাসাধ্য খাওয়ান হউক না কেন, সে যে আরও ভাল!

পরিবেশনের সময় একটী পাত্রে খাবার রাখিয়া তদুপরি একটী চামচ দেওয়া হউক, গৃহিতা প্রথম প্রথম লজ্জাবশতঃ ইচ্ছামত লইবেন না বটে; কিন্তু ইহা চলিত হইলেও অল্প দিনেই সে লজ্জা যাইবে। পাত্রের উপর চামচ দিয়া ভোজনার্থীকে ইচ্ছামত লইতে

দেওয়া, অল্প বা মধ্যবিধ প্রকারের আয়োজন করা, কোন ভোজ হইলেই সাধ্যমত কাঙ্গালী বিদায় করা, এই তিনটী ঘরে ঘরে প্রচলিত হইলে, অনেক উপকার হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, যদি একে ইহা আরম্ভ করেন, তবে অল্পদিনে সঙ্কোচ ঘুচিয়া যাইবে, অথচ একটী সুন্দর নীতি প্রচলন হইয়া যাইবে।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

আমাদের মন্তব্য :—একটী পাত্রে সাজাইয়া দেওয়ার প্রথা এদেশে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব, একত্রে বহুলোক ভোজন করান এদেশের সামাজিক প্রথা, পাত্রে সাজাইয়া সম্মুখে ধরা, এবং নিজে হাতে লওয়া সমাজ ও স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ হইবে। তবে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পরিবেশনে যে মিতব্যয়িতার আবশ্যক হইয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কা: সঃ।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

—:০:—

চীনা বাসন ভাঙ্গিলে অনেকে তাহা অব্যবহার্য্য মনে করিয়া ফেলিয়া দেন। সামান্য ফটকিরি আগুণে গলাইয়া তাহা দ্বারা ভগ্নাংশ জুড়িয়া দিলে তাহা বেশ লাগিয়া যায়। কাচও ঐ উপায়ে জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

নূতন জুতার অনেক সময়ে পালিস লাগে না। একটা লেবু দুই ভাগ করিয়া তদ্দারা জুতা ঘর্ষণ কর। লেবুর রস যখন শুকাইয়া যাইবে, তখন পালিস লাগাও।

কাপড়ে ল্যাভেণ্ডারের ছিটা দিয়া কাগজের থলিয়ার মধ্যে তাহা রাখিয়া থলিয়ার মুখ বন্ধ করিয়া দিলে পোকা লাগিবে না।

গোল আলুর খোসা ছাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া রাখিলে রন্ধনে আলুর রং বিকৃত হয় না।

কাপড়ে চিহ্ন করিবার পূর্ব্বে প্রথমে পেন্সিলের দিয়া লিখ। পেন্সিলের দাগের উপর কালী দিয়া লিখিলে দাগ বেশ পরিষ্কার হইবে। লিখিবার সময় নূতন নিভ ব্যবহার করা উচিৎ।

বাঁশের গৃহসজ্জা অপরিষ্কার হইলে লবণ মিশ্রিত গরমজলে ব্রুস ডুবাইয়া তাহা দ্বারা উহা ঘর্ষণ কর। তার পর কোমল বস্ত্রদ্বারা জল মুছিয়া কিছুক্ষণের জন্য উহা বাতাসে রাখিয়া দাও। গৃহসজ্জা উজ্জ্বল হইবে।

কাচের গ্লাস, বাটী, থালা বিবর্ণ হইলে লবণ মিশ্রিত ভিনিগার দ্বারা উহা মার্জ্জন করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধৌত কর, তবে উহা পরিষ্কার হইবে।

অয়েল ক্লথ শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। যদি সপ্তাহে একবার সমভাগ ওলিভ অয়েল ও ভিনিগারে দ্বারা ভিজাইয়া তাহা দ্বারা অয়েল ক্লথ ঘসিয়া ফেলা হয়, তবে উহা দীর্ঘ স্থায়ী হয়।

কাচের গ্লাস বা বাটীতে দুধ লাগিলে তাহা প্রথমে ঠাণ্ডা জলে কয়েক মিনিট ডুবাইয়া রাখিয়া তার পর সাবান জল দ্বারা ধৌত কর। অবশেষে উহা জল দ্বারা ধুইয়া শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া ফেল।

ছেলেদের মুখে ঘা হইলে এক চা চামচ সোহাগা চুর্ণ এক টেবিল চামচ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার একটু শিশুর মুখে আঙ্গুল দিয়া দিলে ঘা সারিয়া যায়।

জোঁকের দ্বারা অতি সহজে আবহাওয়া নির্ণয় করা যায়। একটা বড় কাচের শিশিতে প্রায় আধসের জল ভর। জলের উপর একটু স্থান খালি থাকা চাই। জলের মধ্যে একটা সুস্থকায় জোঁক ছাড়িয়া দিয়া শিশির মুখ সূক্ষ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন কর। যদি দেখা যায়, জোঁক জলের তলায় কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে, আকাশ পরিষ্কার হইবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে জোঁক জলের উপরে থাকিবে। যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে, ততক্ষণ জলের উপরেই থাকিবে। যদি বাতাসের সম্ভাবনা থাকে তবে জলের মধ্যে অতি চঞ্চল হইয়া ধাবিত হইতে থাকে। ঝড়ের সম্ভাবনা হইলে জলের উপরে উঠিয়া অতিশয় ব্যস্ততা প্রদর্শন করে। তুষার পাতের সম্ভাবনা হইলে জলের তলায় এবং বরফ হইলে শিশির মুখে কাছে যাইয়া বাস করে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একবার এবং শীতকালে এক পক্ষে একবার জল বদলান দরকার। সঃ

ফটকিরি এবং প্যারিস প্ল্যাষ্টার জলে মিশ্রিত করিয়া কর্দ্দমবৎ করিয়া প্রস্তর জুড়িতে পারা যায়।

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ ।

জন্ম হইতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি।—গত ১২ই জানুয়ারী তারিখের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুর্শিদাবাদ জেলার মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে মিঃ দে বলিয়াছেন;—মুর্শিদাবাদে কেবল মাত্র জ্বররোগে ১৯১৫ সালের ৩০এ নবেম্বর পর্য্যন্ত ১১ মাসে ৪৫০১৩ জনের এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯১৪ সালে ঐ ১১ মাসে ৪৬৮১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ১৯১৫ সালে এই জেলায় ৯৫০২০০ গ্রেণ কুইনাইন বিতরণ এবং ৬৮-২৮০০০ গ্রেণ কুইনাইন ভেণ্ডারদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী সমূহের তালিকা হইতে জানা যায় যে, জন্ম হইতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। অবশ্যই এই হইতে হহা নিঃসংশয় বলা চলে না তাহা স্বীকার করিয়াও আমারা মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া ভাত ও চিন্তিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া প্রধান জেলা সমূহে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির মৃত্যু সংখ্যাগণনা করিলে জন্ম হইতে মৃত্যু সংখ্যাই বেশি হইবে বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভা প্রত্যেক জেলার জন্মমৃত্যুর সংখ্যা আলোচনা করুন। বঙ্গদেশে মৃত্যুর সংখ্যা যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে,তাহাতে অচিরে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। আমরা গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ দুই পক্ষকেই দেশের এই দুর্গতি বিশেষভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতে আহ্বান করিতেছি।

ইউরোপের যুদ্ধে ভাবি ফল ।

জার্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে জগতের শিল্পে, বাণিজ্যে এবং সভ্যতায় কি পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের জাতি সকলের শারীরিক পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধেও কথা হইতেছে। এ যুদ্ধে য়ুরোপের নানা দেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সবল লোকের উচ্ছেদ হইতেছে—যাহারা দুর্ব্বল, তাহারাই জাতিরক্ষার জন্য দেশে থাকিয়া যাইতেছে—অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধে যাইবার অনুপযুক্ত, তাহারাই দেশে থাকিতেছে; তাহারাই বিবাহ করিবে—তাহারাই জাতির ধারা বজায় রাখিবে। নেপোলিয়ন যখন ফরাসীদিগকে লইয়া পৃথিবী বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন সেই সব যুদ্ধের ফলে ফরাসী জাতি দুর্ব্বল হইয়াছিল—তাহাদের দৈর্ঘ্য কমিয়াছিল। তাই অনেকে অনুমান করিতেছেন, এবারকার যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণদিগের দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চি কমিবে, আর ফরাসীরা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বেঁটে জাতি হইবে।

তামাক চাষের কথা ।

কুচবিহারের স্বর্গীয় মহারাজ রাজকুমার ভিক্টরের সহিত মিঃ মজুমদার নামক এক ভদ্রলোককে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় ও কিউবা দ্বীপ পরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরে মাসিডোনিয়া ও এসিয়া মাইনরের তামাক উৎপাদনের কেন্দ্র সমূহ এবং ইউরোপের তামাকের কারখানা সকল পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি উভয়ে মিলিয়া তামাকের চাষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মাসিডোনিয়া ও এসিয়া মাইনরের তামাকু ক্ষেত্র সমূহ বিশ্ববিখ্যাত, এইখানেই টানিয়া টোব্যাকোর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্র ও কারখানা পরিদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ যে গ্রন্থখানি প্রস্তুত হইয়াছে,তাহা তামাকুর চাষ ও তাহার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। প্রিন্স ভিক্টর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে তামাকের আদি জন্মভূমি ইউনাইটেড ষ্টেট্-সের ঠিক পরেই ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু গুণের হিসাবে ভারতজাত তামাকু অতি নিকৃষ্ট। মিঃ মজুমদার ভারতের তামাকুর চাষের উন্নতির তিনটী পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বাছাই করিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাকের চাষ বৃদ্ধি করা; তামাকের পাইট ও তাহার শোধনের সম্পূর্ণ আধুনিক কলকব্জা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা এবং যে সকল দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাকু জন্মে, তথা হইতে তাহাদের বীজ সংগ্রহ করিয়া এখানে তাহাদের চাষ করা। প্রথম উপায়টী পুষার কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব্বেই অবলম্বিত হইয়াছে। মিঃ মজুমদার কুচবিহারের তামাকু ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আনীত উৎকৃষ্ট বীজের চাষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহার ফলও নাকি ভাল হইয়াছে। মার্কিন বীজ হইতে যে তামাকু উৎপন্ন হইয়াছে, কারখানায় তাহার প্রতি মণের জন্য ৩৫ হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত দর পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু খাস ভারতের তামাকুর মূল্য মণকরা ৫৲ ১০৲ টাকার বেশী হয় না। সুতরাং মিঃ মজুমদারের পরীক্ষার ফল যে সন্তোষজনক তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

চিরুণীর কারখানা। যশোরের চিরুণীর কারখানার বেশ উন্নতি হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি কারখানায় বোতাম, মাদুর প্রভৃতি শিল্প দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়াছে। যাহাতে কারখানার কার্য্য আরও প্রসার লাভ করিতে পারে তজ্জন্য কারখানা ও কারবারের কর্ত্তৃপক্ষ প্রধান শিল্পী ও তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়কে রেঙ্গুন পাঠাইতেছেন।

ফ্রান্সে জার্ম্মাণের লাভ।

১। ফ্রান্সের জনসংখ্যা ৩' কোটি ৯০ লক্ষ। জর্ম্মণী ফ্রান্সের যে অংশ দখল করিয়াছে, তাহার জনসংখ্যা ৯০ লক্ষ।

২। জর্ম্মণেরা ফরাসিদের ধাতুর কারখানার শতকরা ৭৭ ভাগ দখল করিয়াছে।

৩। ফরাসীদের কল কারখানার ৩৪ ভাগ অধিকার করিয়াছে।

৪। ফরাসীদের কয়লার খনির ৬৮ ভাগ জর্ম্মণদের হস্তে পতিত হইয়াছে।

৫। কোক কয়লার ৭৮ ভাগ বিপক্ষগণ দখল করিয়াছে।

৬। ইস্পাতের কারখানার ৭০ ভাগ জর্ম্মণেরা হস্তগত করিয়াছে।

৭। ফ্রান্সের উত্তর ভাগেই যন্ত্রের বড় বড় কল প্রতিষ্ঠিত। ইংলণ্ডের যেমন লাঙ্কেশায়ার এবং লঙ্কেশায়ারে যেমন মানচেষ্টার কাপড়ের কলের জন্য বিখ্যাত, লিলঠিক সেইরূপ বস্ত্রের কলের জন্য প্রসিদ্ধ। এই লিল জর্ম্মণেরা অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

সঙ্কিঃ

কাগজের কথা।

বর্ত্তমান সময়ে গাছের মজ্জা হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। বংশ হইতেও কাগজ প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মে অনেক স্থানে বাঁশের বন আছে, সেই সব স্থানে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে হয়, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সে দিন বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিষ্টার লঙ্গুরোলে এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় একটী প্রস্তাব করেন। কানাড়া জেলায় কাগজের কল স্থাপনের উপযোগীতা সরকারকর্ত্তৃক বিবেচিত হউক,—ইহাই তাঁহার প্রস্তাব। নদীর জল হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত করিয়া কল চালাইবার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, বোম্বাই সরকার তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে, এ বিষয়ে সরকার নিশ্চেষ্ট নহেন; পরন্তু ব্যবসার প্রতিষ্ঠাকল্পে চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষে কাগজের কলের অভাবে সময় সময় আমাদিগকে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা এবার ভালরূপ বুঝা গিয়াছে। বিদেশী কাগজের আমদানী কমিয়া যাওয়ায়, এবার অনেক সংবাদপত্রের আকার ছোট করিতে হইয়াছে। আরও কিছুদিন এরূপ চলিলে কি হইবে, বলা যায় না। সরকারের সাহায্য পাইলে এদেশে কাগজের কল লাভের হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ মৎস্য বিভাগের কথা।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মান্দ্রাজের মৎস্যবিভাগের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে। বাঙ্গালার মৎস্যবিভাগের কাজ যে বিশেষ বিস্তার লাভ করিতেছে, এমন বোধ হয় না। বৎসর বৎসর বর্ষার জল যখন নদী নালা চাপাইয়া মাঠে উঠে ও সহসা জল সরিয়া যাইলে নষ্ট হয়। তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইবে, এমন কথা হইয়াছিল। আমেরিকায় যেমন ডিম ছাড়িবার পূর্ব্বে মাছগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে নির্দ্দিষ্টপথে লইয়া ডিম রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, এখানেও সেইরূপ হইবে, এমন কথাও হইয়াছিল। কিন্তু সে সব কথা সরকারী কাগজে ছাপার অক্ষরেই রহিয়া গিয়াছে। কাজে কিছুই হয় না। কিন্তু বাঙ্গালার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, বাঙ্গালায় যে সব বিল বাঁওর আছে, সে সকলে মৎস্যের চাষ ভাল করিয়া করিতে পারিলে বাঙ্গালীর মৎস্যের অভাব অনেকটা দূর হইতে পারে। সহরের লোককে ঝোলের বাটী খুঁজিয়া বাগদা-চিংড়ির বাবালোক আবিষ্কার করিতে হয় না। পদ্মা প্রভৃতির কূলে এখনও এমন সব স্থান আছে, যথায় খরিদদারের অভাবে জেলেরা মাছ ফেলিয়া দিতে বাধ্য হয়। সে সব স্থান হইতে মাছ সহরে আনিবার ব্যবস্থা করা কি একেবারেই অসম্ভব? কলিকাতা হইতে সিমলা শৈলে যদি মাছ লওয়া যায়, তবে সে সব স্থান হইতেই বা মাছ আনা অসম্ভব হইবে কেন? সেই সকল কাজ করিবার বা করাইবার জন্যই ত মৎস্যবিভাগের সৃষ্টি। যদি সেই সব কাজই না হয়, তবে আর পয়সা—প্রজার পয়সা খরচ করিয়া এ বিভাগ রাখা হয় কেন?

মুক্তিফৌজের সৎকার্য্য।

—:০:—

সালভেসন আর্ম্মি বা মুক্তিফৌজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানরূপ জনহিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। মুক্তিফৌজের ভারতবর্ষীয় শাখা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কতকগুলি অপরাধী জাতির সংশোধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহাদের চেষ্টায়, শিক্ষায় ও সদ্ব্যবহারে এই শ্রেণীর অপরাধী জাতিভুক্ত অনেক লোক চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি তাহাদের জাতিগত পেশা ভুলিয়া সৎ প্রভাবাপন্ন হইয়া শিল্প কার্য্য প্রভৃতি সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। মুক্তি ফৌজ সম্প্রতি আরও একটী সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাহারা আসাম গবর্ণমেণ্ট ও আসামের চা-কর সম্প্রদায়ের সহিত বন্দোবস্ত

করিয়া আসামের চা-বাগান সমূহে অপরাধী জাতিভুক্ত অথচ অধুনা সংশোধিতচরিত্র লোকদিগের মধ্য হইতে কুলি সরবরাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহারা যে সময়ে আসামে কার্য্য করিবে, সে সময়েও মুক্তিফৌজ তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। শীঘ্রই পঞ্জাব হইতে তিন শত লোক আসামে প্রেরিত হইবে এবং যে যে বাগানে তাহারা কার্য্য করিবে, সেই সেই বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগের রাহা খরচ ইত্যাদি প্রদান করিবেন। মুক্তি ফৌজ যদি এই কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইবে। এই ব্যবস্থায় কেবল যে চা-বাগান সমূহ উপকৃত হইবে তাহা নহে। চা-বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ সস্তায় সহজে কর্ম্মক্ষম ও পরিশ্রমী মজুর প্রাপ্ত হইবেন, অথচ তাহাদের তত্ত্বাবধানের ক্লেশকর ভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে না। ইহা ছাড়া, অপরাধী জাতিভুক্ত লোকগুলিও কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত আরও একটী মহৎ উপকার এই হইবে যে, দেশের লোকে কুলীর আড়কাটীর হাত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্রাণ পাইবে। কুলীর আড়কাটীর দৌরাত্ম্যে কত সুখশান্তিপূর্ণ গৃহস্থ পরিবারের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর এইরূপ গৃহস্থ পরিবার যদি রক্ষা পায়, তবে সেটা বড় অল্প লাভ নহে।

ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় প্রতিনিধি।

—ঃ০ঃ—

সহযোগী রায়ত বলিতেছেন—আপন আপন স্বার্থ রক্ষা করে স্বীয় অভাব অভিযোগ, আবেদন নিবেদন রাজ সরকারে জ্ঞাপন করিবার জন্য দেশের সকল সম্প্রদায় হইতেই ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। লোকসংখ্যার অনুপাতে যে সম্প্রদায় অতি নগণ্য, এমন যে চা ব্যবসায়ীর দল, তাঁহারাও গবর্ণমেন্টের এই অনুগ্রহ হইতে বাদ যায় নাই। দুঃখের বিষয়, দেশের কৃষক সম্প্রদায় দেশের এক মহাজনসঙ্ঘ, গবর্ণমেন্টের এই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত, ন্যায়পরায়ণের এই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। ন্যায়পরায়ণতা, দয়ালু ও সুবিচারক বলিয়া ইংরাজরাজ আজ জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জাতি, সকলের পূজনীয়। ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা যে অনুগ্রহ ও সুশাসনের ফলে হৃদয়ের রক্ত দিয়া তাঁহার পূজা করিবার জন্য লালায়িত, সেই ইংরাজ রাজ, সেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং সেই ন্যায়পরায়ণ মহানুভবতার নিকট বঙ্গীয় বিশাল কৃষক সমাজের আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য হইবে, ইহা প্রাণহীন, বিবেকহীন লোকেও বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং আমরা আশা করি, সন্তানতুল্য নির্ব্বোধ কৃষকদলের মুখের দিকে তাকাইয়া গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। আমরা আশা করি এইবার হইতেই তাহার আদেশ বাহির হইবে। আমরাও রায়তের সঙ্গে সর্ব্বান্তঃকরণে এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। গরীব কৃষক কুলের কথা বলে, এমন লোক রাজ সরকারে নিতান্ত আবশ্যকীয় উপকরণ।

ব্রিটিস ও জর্ম্মণ সম্পত্তি।—ইংলণ্ডের কমন্স সভায় সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে জর্ম্মণ রাজ্যে ব্রিটিসদের ১০৮ কোটী টাকা এবং ব্রিটনে জর্ম্মণদের ১৫৭৸০ কোটী টাকার সম্পত্তি নানাবাবদে সাধারণ ট্রাষ্টিদের হস্তে গচ্ছিত আছে।

Man is his own star.

মানুষ নিজেই তাহার সৌভাগ্যতারা।

—ঃ০ঃ—

"যে মানব ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তাহার গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত না হয়, সেই শেষে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া সৌভাগ্যের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।" মানুষ নিজেই তাহার শুভগ্রহ স্বরূপ, কর্ম্মী জগতে, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। জগতের বহুলোক সামান্য মুষ্টিমেয় সংখ্যক সৌভাগ্যশালী লোকের সৌভাগ্য এবং প্রচুর ধন সম্পত্তি দেখিয়া হিংসা পরবশ হইয়া ভগবানকে পক্ষপাতীত্ব দোষে কলঙ্কিত করে বটে, কিন্তু কি কঠোর পরিশ্রমে, কি কঠোর ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় গুণে যে ততবড় সৌভাগ্য এবং ধন সম্পত্তি অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহার মূল যদি অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সেই সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি নিজের কঠোর অধ্যবসায় গুণেই সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছে, দেখিতে পাইবে যে, সহস্র কত দুর্ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহার যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা পরিত্যাগ করে নাই, কঠোর সাধনা করিয়াই সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সে তাহার নিজের সৌভাগ্য নিজেই করিয়া লইয়াছে, "He is his own star"। এদেশের অনেকেই পুরুষকারের প্রতি সংশয় করিয়াই শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যে নিশ্চেষ্ট। উপেক্ষাতেই এদেশের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, যাহা আছে, তাহাও মজাইতে বসিয়াছে।

যদি উন্নতি কামনা থাকে, যদি আত্মোন্নতির ক্ষীণ আশাও হৃদয়ে থাকে, একমুহূর্ত্ত সময়ের অপব্যয় করিও না। অধ্যবসায়শালী হও, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হও, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর, দেখিবে তুমি মানুষ

হইতেছ। তুমি মানুষ হইলেই কর্ম্মী হইবে, যে কর্ম্মী সেই মানুষ। অলস দুর্ব্বল, অর্থ ও সময়ের অপব্যয়ী, অপরিনামদর্শী যাহারা, তাহারা কোন কার্য্যেই সফলতা লাভ করিতে পারে কি ?

নিজের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে হইবে, চেষ্টায় যে তুমি সফলতা লাভ করিতে পার, তাহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে, তবে সেই ঐকান্তিক কামনা সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে।

উচ্চ শিক্ষার বড়াই করিও না। শিক্ষাভিমানী হইয়া স্বজাতী এবং জাতীয় ভাষাকে যদি উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে চাও, তবে তোমার উচ্চ শিক্ষা অপেক্ষা তুমি মূর্খ হইলে ইহাপেক্ষা বিশেষঃ অনিষ্ট হইত না। দেশ দীন হইতে দীন হইয়া যাইতেছে, যদি শিক্ষিত হইয়া থাক, এই দীনতা দূরীকরণের যে সকল উপায় এবং উপকরণ, তাহাতেই তোমাকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দেশের দীনতা দূর করিতে তোমাকে বদ্ধ পরিকর হইতেই হইবে। অভাবেই আমাদের স্বভাব নষ্ট হইয়াছে এবং সেই নষ্ট স্বভাবের জন্যই আমরা জগতে নগণ্য হইয়া পড়িতেছি। আজ যদি ব্যক্তি গত ভাবে আমরা আত্মোন্নতি করিতে প্রাণপণ করিয়া বসি, তাহা হইলে সমগ্র দেশের লোক কর্ম্মী হইয়া অচিরে দেশের দীনতা ঘুচাইতে সক্ষম হইতে পারি। সমাজ যন্ত্রের তুমিও যে অংশ স্বরূপ, একথা কদাচ বিস্মৃত হইও না। তোমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র ধারাও সমাজ যন্ত্রের অতি আবশ্যকীয় অংশ চলিয়া থাকে, ইহা বিশ্বাস করিবে। সেই জন্য সমাজ ও দেশ তোমার নিকট অনেক চায়। কিন্তু তুমি যদি আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া আপনার শক্তি সামর্থে সংশয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া, শুদ্ধ বিলাস বিভ্রমে মজগুল হইয়া থাক, তাহা হইলে এদেশের উন্নতি কেমন করিয়া হইবে ? তাহা হইলে এদেশের শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, কেমন করিয়া উৎকর্ষতা লাভে সমর্থ হয় বল দেখি ? অলস অকর্ম্মণ্য হইবার তোমার অধিকার নাই। যেহেতুক তুমি সমাজের অংশ বিশেষ, তোমার নিশ্চেষ্টতাতেই দেশের এত দুর্দশা।

এই দীনতা দূরীকরণ কার্য্যে স্বাবলম্বনই প্রকৃষ্ট পন্থা। এখনও এদেশে স্বাবলম্বন করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার যথেষ্ট উপাদান আছে, কিন্তু তুমি যদি অন্ধ সাজিয়া সেই সকল সৌভাগ্যের উপকরণ পদ দলিত করিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যই তোমার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য সামগ্রী, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র। দেশে কঠোর দুর্ভিক্ষ হইলে তুমি কি কর ? তুমি আত্মাভিজ্ঞান শিক্ষাভিমান লইয়া বসিয়া থাকিবে না, স্বীয় উদরান্নের জন্য সমস্ত সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া পেটের জ্বালায় অপরের নিকট ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কুণ্ঠিতও হইবে না। সেদিন কি দেশের আসে নাই ? স্বাবলম্বন করিতে হইলেই আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। দেশের বহু কাজই একটু আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া করিলেই মূলধন সংগ্রহ করিয়া লইতে পারা অসম্ভব হয় না।

"কাজেরলোকে" তেমন পন্থা অসংখ্য দেখান হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের "কাজেরলোক" বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত। দেশের শিক্ষাভিমানী যুবকগণ বাঙ্গালা কাগজের প্রতি অতিশয় বিতশ্রদ্ধ, সেইজন্য আমাদের এত কষ্টের সংগ্রীহিত বিষয়াবলী বাঙ্গালীর সন্তানগণের হস্তে আশানুরূপ উঠাইতে পারা গেল না। যাক। আমরা বলিতেছিলাম, আত্মসম্ভ্রমজ্ঞানলাভে ও স্বাবলম্বনে এদেশের যুবকগণ শ্রমশীল হইলে যার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সামান্য বেতনেই সন্তুষ্ট হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করা সঙ্গত নহে। এদেশে যুবকগণের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই স্থানেই নিষ্ফল হইয়াছে। যেআয় বিলাসী এবং শ্রমকাতর হইয়া ইহারা উচ্চাশা বিসর্জ্জন দিয়া সামান্য আয়েই সন্তুষ্ট হইতে অভ্যস্ত হইয়া দেশের দৈন্য দশা আনয়ন করিয়াছে। সেইজন্যই জনৈক কমিশনার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এদেশের লোক উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়াসী নহে; ইহারা কেবল ক্রেতার জাতি। যাহারা কেবল ক্রেতার জাতি, তাহারা জাতীয় উন্নতি সাধনে অক্ষমই হইয়া থাকে। ঠিক তাই, আমরা কেবল ক্রয়ই করিয়া থাকি, এদেশ জাত শিল্পকলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, রপ্তানি তালিকায় এদেশের কৃষিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্য কদাচিত বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষিরও আর তেমন এদেশে উন্নতি নাই। অনাবৃষ্টিতেই অনেক স্থলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে, যদি শিল্প জাত দ্রব্যের এদেশে আধিক্য থাকিত, তাহা হইলে এই অন্ন কষ্টের যথেষ্ট লাঘব হইতে পারিত। এদেশে ক্যানালাদির প্রাচুর্য্য না হইলে কৃষির উন্নতি সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং শিল্পের উৎকর্ষতা সাধন ব্যতিত আমাদের গত্যন্তর নাই। এইজন্যই বৃথা শিক্ষাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া এখনও দেশের বর্ত্তমান শিল্পের উন্নতি করিয়া সাদরে সেই দেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার করিতে পারিলেই এদেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এইজন্য এদেশে শিল্পশিক্ষা-বিদ্যালয়, শিল্পশিক্ষার পুস্তকাদিই সৃষ্টি এবং পাঠই নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়।

তাই বলিতেছিলাম, মানুষকে নিজের অদৃষ্ট

ফিরাইতে হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সেই সকল বিষয়েই আলোচনা করিতেই হইবে। পরিশ্রম বৃথা যাইবে না—পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী। স্মরণ রাখিতে হইবে, "Man is his own Star,, মানুষ চেষ্টা করিলেই তাহার ভাগ্য নক্ষত্র ফিরাইয়া লইতে পারে। জগতের সমস্ত কর্ম্মবীর এইরূপেই সৌভাগ্য ফিরাইয়াছেন।

"Try again and again and you will positively succeed" ইহাই পাশ্চাত্য কর্ম্মবীরগণের উপদেশ, যাঁহারা কর্ম্মী হইয়াছেন, তাঁহারাই এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কঠোর সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে ধীমান্! সে কঠোর সাধনায় কবে ব'সবে?

(Pages for Businessman.)

Magazine Advertising.

মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন।

—•••—

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন, উচ্চ শ্রেণীর অবস্থাপন্ন পাঠকের নিকট যাইয়া থাকে সুতরাং বিজ্ঞাপিত সামগ্রীর বিক্রয়ের সম্ভাবনা অনেক। "Magazines appeal to a somewhat richer class of readers and it may appeal to the moneyed or leisured classes more freely."

ম্যাগাজিন বা মাসিক পত্রাদি বিশ্রাম সময়ে মনের সুস্থির অবস্থায় ধনী শ্রেণীর নরনারীগণ দ্বারা পঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী এবং অভিজ্ঞগণের মতে "মাসিকে" বিজ্ঞাপন দেওয়ায় অধিক সুফল হইয়া থাকে।

এদেশের ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে এক মুহূর্তের জন্যও মস্তিষ্ক চালনা করেন না, বিজ্ঞাপন দিতে হয়, সেইজন্য দিয়া থাকেন মাত্র। সে বিজ্ঞাপনের কোন পরিবর্ত্তনও করেন না, করিতে জানেন না, সেইজন্য যত টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় হয়, তাহার আর পুনরুদ্ধার হয় না। ইঁহারা বলেন, মাসিক বা সাময়িক পত্রে একবার মাত্র বিজ্ঞাপন বাহির হয় সুতরাং তাহাদ্বারা বিশেষ সুফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এ যুক্তি ভ্রমাত্মক।

আমি আপনি প্রতিদিনই দৈনিক পত্র পাঠ করি, কিন্তু প্রাত্যহিক অসংখ্য বিজ্ঞাপনের মধ্যে কয়টা দেখিয়া থাকি? আমরা কদাচিতই দৈনিকের বিজ্ঞাপনে মনোযোগ দিতে সক্ষম হই, কারণ সময়ে কুলায় না, পরদিবস নূতন কাগজ আসিয়া পড়ে। সুতরাং well written and catchy সুলিখিত এবং নয়নাকর্ষক ও বড় বিজ্ঞাপন ব্যতীত সহসা সে বিজ্ঞাপনে স্বেচ্ছায় মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু মাসিক পত্রিকা লোকে অবসর সময়ে পাঠ করেন, একখানা মাসিক পত্রে আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয়, বিষয়, গল্প উপন্যাসাদি থাকে, লোকে স্বযত্নে পাঠ ও করিয়া থাকে, এবং পাঠ শেষ হইলেও ভবিষ্যতের জন্য রক্ষাও করিয়া থাকেন। এদেশের পাঠকের হস্তে দৈনিক কাগজের পরমায়ু একদিন বা দুইদিন। পরদিনই বাতিল কাগজের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। মাসিকের বিজ্ঞাপন গৃহিণীদের হস্তেও যায়, বালকেও পড়ে। জগতের সর্ব্বত্রই ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ধারণা আছে যে, "women are best buyers" "স্ত্রীলোকগণই উৎকৃষ্ট খরিদদার"। মাসিকপত্র সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম, সুতরাং ব্যবসায়ীর চক্ষে মাসিক পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিবার উৎকৃষ্ট কাগজ, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

এদেশের মাসিকে বিজ্ঞাপন কম কেন

এদেশের Advertising Agency নামধারী কতকগুলি দেশীয় ব্যবসায়ী হইয়াছেন। অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীর অ্যামেরিকা এবং ইয়োরোপে স্বতন্ত্র কার্য্য। ইহারা বিজ্ঞাপন শাস্ত্রে সুদক্ষ, বিজ্ঞাপণের "কাপি,, প্রস্তুত করিতে জানে। এদেশের যাঁহারা "বিজ্ঞাপন এজেন্ট" বলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া থাকেন, ইঁহারা সংবাদ পত্রের Space-Brokers) বিজ্ঞাপনের স্তম্ভের দালাল মাত্র। বিজ্ঞাপন জুটাইয়া কিছু কিছু কমিশন পাইয়া থাকেন। দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রের বিজ্ঞাপনের হার বেশী, সেইজন্য ইঁহারা মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিবার পরামর্শ পারক্পক্ষে বিজ্ঞাপণদাতাদিগকে দেন না। এই জন্য এদেশের মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপনদাতাগণের মনোযোগ নাই। এইরূপ Space-Baoker গণের কথায় অনেক ব্যবসায়ী আস্থা স্থাপন করেন না, ইহাই রক্ষা। কারণ—অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিজ্ঞাপণের "কাপি,, প্রস্তুত করিবার বা বিক্রয় বৃদ্ধির মতলব দিবার ইহাদের ক্ষমতাই নাই।

মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপনের হার কম, স্থান অধিক, দুইকথা বিক্রেয় জিনিস সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

পেটেন্ট ঔষধ, পোষাক পরিচ্ছদ, প্রভৃতির বিজ্ঞাপন মাসিক পত্রিকাতেও স্থান পাওয়া উচিত। দৈনিক পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় যে সুফল হয় না, তাহা যেন কেহ না মনে করেন। দৈনিকের গ্রাহক, পাঠক অধিক নিত্য পাঠ করিতে করিতে পাঠকের বিজ্ঞাপনে মনোযোগ নিশ্চয়ই পড়িয়া থাকে, কাজও হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য—সাময়িকপত্রও ব্যবসায়ীর উপেক্ষনীয় নহে। বেশ মোটা বর্ডার দিয়া মাসিকের

বিজ্ঞাপনকে চিত্তাকর্ষক করিয়া দিলে তাহা পাঠকের চক্ষু এড়াইতে পারে না। সুফল হয়।

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞগণ বলেন, মাসিক পত্রের বামদিকের পৃষ্ঠাপেক্ষা দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠা মূল্যবান, প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাথার উপরও মূল্যবান স্থান। "The right handed page is better than left hand page. Top of colums or page will be generally better than elsewhere.,,

Openings.
ব্যবসায় সঙ্কেত।

—:০:—

পূর্ব্বে নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ সজ্জিত পুতুল জর্ম্মাণী হইতে আমদানী হইত, ইয়োরোপের যুদ্ধের জন্য এখন আর সে প্রকার পুতুল আসিতেছে না। কিন্তু এদেশে পুতুলেরও আবশ্যকতা আছে তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। শুনিতেছি, চীন ভারতের বাজারে খেলনার বাজার হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এদেশে কি এই পুতুলের কাজটা চালান একেবারেই অসম্ভব? আমরা এ সম্বন্ধে একটা সঙ্কেত করিতে চাহি।

সকলেই অবগত আছেন, কাশীতে পুতুলকে বস্ত্রাদি পরাইবার এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা এ কাজ অতি সুন্দর পারে। আমরা জানি এবং যাঁহারা বেনারস গিয়াছেন, তাঁহারাও যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ তথ্য অবগত আছেন। বেশ। যদি কলিকাতার পটারি কোম্পানী দ্বারা মুখ ও বুক হাত পা গুলি বিলাতী পুতুলের মত প্রস্তুত করাইয়া লইয়া কাশীর কারিকরগণের দ্বারা সাজ সজ্জায় সুসজ্জিত করাইয়া লইতে পারি, তাহা হইলে একটা উৎকৃষ্ট লাভজনক কারবারের সৃষ্টি হইতে পারে। কেহ এই বিষয়টীতে মনোযোগ দিয়া একবার পরীক্ষা করিলে ভাল হয়। ইহা দ্বারা কাশীর শ্রমজীবিগণের এবং কলিকাতার পটারী কোম্পানীরও কার্য্য বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। একেবারেই দেশের লোক কি চিরদিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিবে? এ বাজারে কি আমাদের কিছুই করিবার নাই, কেবল দ্বিগুণ মূল্যে আমদানী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া কি চিরদিম আমাদের সমান অবস্থা থাকা উচিত? উদ্যোগী বাঙ্গালী যাঁহারা, তাঁহারা কোন কোন কার্য্যে অতি সুন্দর কৃতিত্বও দেখাইতেছেন। আলিগড়ের তালা চাবির কারবার, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, এম্ এল্ দে এণ্ড কোং'র টীন ও ষ্টিলের কারখানা আর্য্য ফ্যাক্টরীর ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারখানা প্রভৃতি অনেকগুলি কারবারের সামগ্রী এত সুন্দর হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টও তাহা ক্রয় করিতেছেন। আমাদের বোধ হয়, কোন উদ্যোগী বাঙ্গালী খেলনার কারবারে হস্তক্ষেপ করিলেও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন।

বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও যোগ্যতা আছে, দোষের মধ্যে বাঙ্গালী দীর্ঘসূত্রী, বিলাসী এবং অলস। বাঙ্গালী এই দোষেই জাতিটাকে মাটী করিয়া তুলিয়াছে। দেশীয় দ্রব্যের আদর দেশীয় লোকে না করিলে অবশ্য দেশীর কারবারের উন্নতি ও সফলতা হইতেই পারে না। পূর্ব্বে কাষ্ঠের পুতুলেই দেশের ছেলে সন্তুষ্ট থাকিত, এখনও যে না থাকে তাহা নহে। কিন্তু আমরা যদি জর্ম্মানীর পুতুলের সমকক্ষ পুতুল নাও প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে সেকালের কাষ্ঠের এবং এখনকার মাটীর পুতুলের অপেক্ষা উন্নত প্রণালীর এবং জর্ম্মাণীর অনুকরণে বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত পুতুল করিলে দেশের কোটী কোটী বালক বালিকা যে তাহা গ্রহণ না করিবে, তাহা কে বলিবে?

যে জিনিষের প্রচুর কাটতির সম্ভাবনা, তাহা এদেশের লোকে যদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে এদেশের ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবই প্রকাশ পাইয়া থাকে। শুদ্ধ ঘুঁটীর কারবার করিয়াও অনেক মুসলমান সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন। উদ্যোগ চাই, ব্যবসায় বুদ্ধির দ্বারা আবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহের সৃষ্টি করিতে পারিলে কেন যে সে কার্য্যে সফলতা লাভ না করিতে পারা যাইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ক্ষুদ্র বিষয় হইতেই বড় হওয়া যায়, এ সকল ক্ষুদ্র কাজ বলিয়া উপেক্ষার কারণ নাই, সামান্য তুচ্ছ আলপিনেরও প্রকাণ্ড কারখানা সমূহ চলিতেছে। যাহা নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহার কারখানা এবং কারবারই উৎকৃষ্ট। যাহার কাট্‌তি অধিক, তাহাতে স্বল্প লাভ হইলেও সেই ক্ষুদ্র লাভের সমষ্টি অনেক দায়ীত্ব পূর্ণ বড় কারবার অপেক্ষা ভাল, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। খেলনার কাজও যে উপেক্ষার নহে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর সম্বন্ধে একটী সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাকে চাকুরীর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া, তিনি যাহাতে স্বাধীনভাবে স্বীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার পরীক্ষা ও গবেষণার উপযোগী একটী বিজ্ঞানাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তা' ছাড়া তিনি, প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

অধ্যাপক বসু সম্প্রতি উদ্ভিদ জীবনের রহস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্যে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার নবাবিষ্কৃত প্রণালীর ফলে পশুজাতির যন্ত্রণা অনেকাংশে কমিয়া যাইবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিসাধনকল্পে নূতন নূতন ঔষধ প্রয়োগের ফল নির্ণয়ার্থ, অস্ত্র চিকিৎসার সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য, পশু জাতির উপর বিজ্ঞানাগারে অমানুষিক অত্যাচার হইয়া থাকে। মানব সমাজের হিতসাধনের জন্য এই নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান করা হয় বলিয়া তাহা পশু ক্লেশ-নিবারণী আইনের আমলে আসে না। অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার অনুসারে, পশুগণের দেহের উপর দিয়া যে সকল পরীক্ষা করা হয়, তাহার অন্ততঃ কতকগুলি উদ্ভিদের উপর চালানো যাইতে পারে।

অধ্যাপক বসু নানা পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পশু ও উদ্ভিদের দৈহিক গঠন অনেকাংশে একই প্রকার। পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সকল পদার্থ দ্বারা গঠিত, ভিন্ন আকারে উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেই সকল পদার্থ দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদেরও হৃদয় আছে, এবং যন্ত্র সাহায্যে তাহাদের হৃদয়স্পন্দন অনুভব করা যায়। উদ্ভিদের স্পন্দনশক্তি আছে এবং তাহাদের মস্তিকের অনুভব ও চিন্তাশক্তি পশু হইতে বিভিন্ন নহে। পশুদেহের ন্যায় উদ্ভিদের দেহেও ঔষধ ও বিষ প্রয়োগে বিশেষ প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। এক কথায় উদ্ভিদ চলচ্ছক্তি রহিত জীব এবং পশু চলচ্ছক্তিযুক্ত উদ্ভিদ।

সময়ের সূক্ষ্মতা নির্ণয়ের জন্য অধ্যাপক বসু এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা এক সেকেণ্ডের সহস্রাংসের একাংশও গণনা করা যায়। উদ্ভিদ দেহে নাড়ীর গতি গণনার পক্ষে এই যন্ত্র সম্যক্ উপযোগী হইয়াছে। অধ্যাপক বসু দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, যে সকল বিষয় পশু দেহ সম্বন্ধে সত্য, তাহা উদ্ভিদ দেহেও ঠিক সেই ভাবেই খাটে।

অধ্যাপক বসু তাঁহার এই নব্যবিষ্কারের বিস্তৃত বিবরণ আপাততঃ সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নাই, তবে তিনি তাহা বিলাতে রয়েল সোসাইটীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার নির্দ্ধারিত প্রণালীতে কার্য্য হইলে চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞানাগারে পশুদিগের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া যাইবে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষকগণও নিষ্ঠুরতাচরণ হইতে বহু পরিমাণে নিষ্কৃতি পাইবেন।

Agricultural Notes.

কৃষিকথা।

—:০:—

পান উৎপাদনে নাইট্রেট অফ্ সোডা ব্যবহার করিবার প্রণালী।

পানগাছ ঐ গাছের ডালের ছাট (পানের কলম) হইতে জন্মায় এবং পান পাতা প্রত্যেক বৎসর তুলিয়া লওয়া হয়। কোন কোন স্থানে পানগাছকে ১ হইতে ৬ ও ততোধিক বৎসর বাড়িতে দেওয়া হয়।

নাইট্রেট অফ সোডা দ্বারায় পান পাতার উৎপত্তি তাহার গুণ ও আকার প্রকৃষ্ট ভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উহা ব্যবহার করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রতিবৎসর একবার করিয়া নাইট্রেট অফ সোডার সহিত সুপারফস্ফেট জমিতে দিতে হইবে।

প্রথম বৎসর পানের কলম জমির উপর গর্ত্ত করিয়া রোপন করিবার পূর্ব্বে, প্রতি ৩০টী ঐরূপ গর্ত্তে ১ ছটাক হিসাবে সুপারফস্ফেট দিতে হইবে। এবং পর বৎসর হইতে পান পাতা তুলিয়া লইবার অব্যবহিত পরেই উক্ত হিসাবে সুপার ফস্ফেট ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রথম বৎসর পানগাছের শ্রেণীর সন্নিকট উহার গোড়া হইতে ৩ ইঞ্চির কম ব্যবধানে না হইয়া যেমন কলম হইতে শিকড় বাহির হয়, প্রতি ৫টী ঐরূপ গাছে এক ছটাক হিসাবে নাইট্রেট অফ সোডা দিতে হইবে। এবং সেই সময়ে গাছগুলির উপর জল সেচন করা প্রয়োজন। দেড় মাস পরে পুনরায় নাইট্রেট অফ সোডা উপরোক্ত হিসাবে গাছে দিতে হইবে এবং অপর নিয়মটী প্রতিপালন করিতে হইবে। ইহার প্রায় তিনমাস পরে উক্ত উপায় আবার অবলম্বন করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত পানগাছ পুনরায় রোপিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চলিতে হইবে।

পান কিম্বা অন্য কোন শস্য সম্বন্ধীয় বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্ত্তী সার বিক্রেতাদের কিম্বা নিম্নলিখিত কোম্পানিতে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

দি চিলিয়ান নাইট্রেট প্রোপেগাণ্ডা,

১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেশ, কলিকাতা।

Cattle Diseases.

গো-চিকিৎসা।

লেখকঃ—শ্রীসনৎ কুমার বরাট
এম্ এ, এম্, বি।

[এঁসো রোগ]

ইহা একরকম সংক্রামক জ্বর বিশেষ। যে সকল গরু অপরিষ্কার গোয়ালে থাকে, জলের উপর দাঁড়াইয়া থাকে—সেই সকল গরুরই প্রথমে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা।

লক্ষণ।—প্রথমে কম্পদিয়া জ্বর আসে, তাহার পর মুখ, শিং, গা ও পা, অত্যন্ত গ্রম হইয়া উঠে। ঠোঁট ঠোঁটে লাগিয়া যায়, বলিয়া গরু একরকম চক্ চক্ শব্দ করে এবং মুখ দিয়া অনবরত লাল গড়ায়। শেষে মুখে, পায়ে (চর্ম্ম ও ক্ষুরের সংযোগস্থলে এবং ক্ষুরের যোড়ের মধ্যে) পালানে ও বাঁটে, সীম বীচির মত একরকম ফুস্কুড়ি বাহির হয়। এই সকল ফুস্কুড়ি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাটিয়া গিয়া একরকম রাঙ্গা রাঙ্গা দাগ হয়—শীঘ্র প্রতিকার না করিলে—এই দাগ শোষ ক্ষতে পরিণত হয়। মুখের মধ্যে—বেশীর ভাগ জিহ্বাতেই এই ফুস্কুড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন গরুর দাঁতের গোড়ায়, টাকরায়, এবং গালের ভিতরে—ফুস্কুড়ি হইলে—অত্যন্ত বেদনা বশতঃ কুটা কিছুই খাইতে চাহেনা, পায়ে হইলে পা খোড়াইতে থাকে। পালানে বা বাঁটে হইলে—দোহন কালে বাঁটে হাত দিতে দেয় না। অথচ দোহন না করিলে পালান ফুলিয়া প্রদাহ হয়। এ অবস্থায় লঘুহস্ত দোহন করা উচিত।

ষাঁড় কিংবা বলদের এঁসো রোগ হইলে যদি তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া না হয়, তবে রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। পা' খুব ফুলিয়া উঠে, শোষ ও ঘা বেশী হইয়া ক্ষুড় খসিয়া পড়ে। কখনও বা পায়ে ফোড়াও হয়।

গাভীর "এঁসো রোগ" হইলে, তাহার দুগ্ধ পান করিলে বাছুরেরও ঐ রোগ হইতে পারে। আক্রান্ত পশুর দুগ্ধ পান করিয়া মানুষকেও রোগগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

"এঁসো রোগের" সহিত "বসন্তের" লক্ষণ অনেকটা মিলিয়া যায়, সুতরাং "এঁসো"কে "বসন্ত" বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। রোগ নির্ণয় করিবার সময় একটী বিষয়ে লক্ষ্য করিলে আর ভুল হইবে না। "এঁসো রোগে"—গোরুর পেটের অসুখ থাকে না, বসন্ত রোগে গরু আম ও রক্ত মিশ্রিত অথবা কেবল তরল বাহ্যে করিয়া থাকে। আর বসন্ত রোগে গরুর পায়ে কোন রোগ হয় না।

চিকিৎসা।—পীড়িত পশুকে বেশ খট্‌খটে গোয়ালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিবেন। গোয়ালে যাহাতে 'গোবর, চোণা প্রভৃতি না জমে, এবং সর্ব্বদা বায়ু চলাচল করিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করিলেন। যে যে স্থানে স্ফোটক বহির্গত হইয়াছে, সেই সেই স্থান প্রথমে গরম জলে ভাল করিয়া ধৌত করিয়া দিবেন। পরে, তিন পোয়া জলে ৷৴০ আনা কটকিরী কিম্বা সোহাগা মিশাইয়া ঐ জলে ক্ষত স্থানগুলি ধুইয়া দিবেন। দিনের মধ্যে ২।৩ বার ধোয়ান চাই। ক্ষুরের মধ্যভাগে যাহাতে ময়লা, ধূলা বা বালি না জমিতে পারে—তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। পা' গরমজলে ধুইয়া দিয়া, গরম জলে কম্বল বা ফ্লানেল ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইয়া উত্তমরূপে সেক দিবেন।

সেকের পর—কর্পূর ১ ভাগ, মিঠা তৈল ৪ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে দিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন। অথবা খড়িমাটী-চূর্ণ ১ কাঁচ্চা, একত্র মিশাইয়া এই ঔষধ ক্ষতস্থানে দিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন। পালানে, বাঁটে যেখানে ঘা হইবে, সেইস্থানেই ধোয়াইয়া দিতে হইবে, এবং ঔষধ লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। ঘায়ে যেন মাছি বসিতে না পায়।

অপকাবস্থায় স্ফোটকে নিম্নলিখিত প্রলেপ দিবেন।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ইহাদের ছাল, বেণার মূল, কালিয়া কড়া এবং নাগেশ্বর ফুল—এইগুলি বেশ করিয়া বাটিয়া মাখনের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, স্ফোটক আর ক্ষতে পরিণত হইবে না।

পলতা ও নিমপাতার কাথে ঘা ধুইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। অনন্তমূল সিদ্ধ জলেও ঘা ধুইতে পারেন।

নিমপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র ঘা পুরিয়া উঠে। তিল বাটীয়া তাহার সঙ্গে ঘৃত ও মধু মিশাইয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে, ক্ষতস্থান দূষিত হয় না, পচিয়া যায় না। ক্ষতস্থান গভীর হইলে, করলা উচ্ছের পাতা সাঞে শাকের পাতা এবং কৃষ্ণ তুলসীর পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবেন।

যব ও যষ্টিমধুর গুঁড়া—ঘৃতের সহিত মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে—ক্ষতস্থানের বেদনা নিবারিত হয়।

ক্ষতস্থানে পোকা হইলে—করঞ্জা পাতা, নিমপাতা ও নিসিন্দ্যা পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবেন। অথবা রসুন, হিং ও নিম পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবেন।

চামেলীর পাতা, নিমপাতা, পলতা, কাঁচা হলুদ, জল করমচা পাতা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্টা, প্রত্যেকটী ১ ভরি ওজনে লইয়া ২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইবেন। তা'র পর আধ পোয়া গাওয়া ঘৃতে—এই কাথ ঢালিয়া দিয়া পাক করাইবেন। জল মরিয়া গেলে তাহাতে ১ ভরি মোম এবং ।০ আনা তুতে দিবেন। সমস্ত গলিয়া গেলে নামাইবেন। এই মলম অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে ৫।৬দিনের মধ্যে ক্ষত শুকাইয়া যায়। এই সকল ঔষধ আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াছি।

জ্বরের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ—
দুইটী দিনে ২ বার খাওয়াইতে হইবে।

কর্পূর—	৵০ আনা,
সোরা—	১ ভরি,
দেশীমদ—	১ ছটাক,
জল—	৴১ সের।

প্রথমে দেশী মদে কর্পূর দ্রব করিবেন, তা'র পর এক সের জলে ঐ সোরা সমস্ত চূর্ণ

করিয়া দিবেন। শেষে সমস্ত একত্র মিশাইয়া গাভীকে খাইতে দিবেন। ইহাতে তাপ নিবারিত হইবে।

লবণ—	২৷৷০ ভরি,
সোরা—	১৷০ ভরি,
চিরাতা চূর্ণ—	২৷৷০ ভরি,
মাৎগুড়—	৵০
জল—	৵১

একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে শীঘ্র জ্বর নষ্ট হয়।

পথ্য। দুর্ব্বাঘাস অথবা অন্য কোনও রকম কচিঘাস খাইতে দিবেন। ভাতের তরল ফেণ যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াইবেন। ফেণের সঙ্গে কিঞ্চিৎ গুড় মিশাইতে পারেন।

গরুর পায়ের ঘার আরও দুই একটী পরীক্ষিত মহৌষধ করিতেছি।

(১)

জাঙ্গাল—	১ ছটাক,
গন্ধ বিরজা—	১ ছটাক,
নারিকেল তৈল—	৩ ছটাক,
মোম—	৩ ছটাক,

উত্তমরূপে গলাইয়া লইলেই মলম প্রস্তুত হইল।

(২)

কর্পূর	এক ছটাক,
তারপিন তৈল—	এক কাঁচ্চা
মসিনার তৈল—	এক পোয়া

উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবেন।

(৩)

তুতে—	এক ছটাক,
পাথুরে চূণ—	৵০
তামাক পাতা	৵০

তামাক পাতা জলে বাটিয়া, তাহার সহিত তুঁতে ও চুণ মিশাইয়া কিঞ্চিৎ সরিসার তৈল দিয়া একটু তরল করিয়া লইবেন।

(বসুধা)

আমিষ ও নিরামিষ ভোজনে শাস্ত্রীয় যুক্তি।

আমিষ ভোজনের বিপক্ষে।

১। মৎস্যাংস্তু কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসং ত্র্যহং বসেৎ, অজ্ঞানতস্তদর্দ্ধম্।

(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক।)

ইচ্ছা করিয়া মৎস্য আহার করিলে তিন দিবস এবং অনিচ্ছায় করিলে তদৰ্দ্ধেক উপবাস করিতে হয়।

২। মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ। (মানব ৫ম অধ্যায়)।

মৎস্য সকল প্রাণীরই মাংস আহার করিয়া থাকে, সুতরাং মৎস্য ভক্ষণ করিলে সকল প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করা হয়, এই কারণ বশতঃ মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

৩। মৎস্য মাংসরতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ। (কাশাখণ্ড)।

মহাদেব মৎস্য মাংসাহারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দূরে থাকেন।

আমিষ ভোজনের পক্ষে।

১। বিন্ধ্যস্য পশ্চিমে ভাগে মৎস্যভুক্‌ পতিতোনরঃ। (পুরাণ)।

বিন্ধপর্ব্বতের পশ্চিম প্রদেশে মৎস্য আহার করিলে পতিত হইবে; আমরা বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বে বাস করি, সুতরাং মৎস্য আহারে আমাদের কোন পাতক নাই।

২। সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্ধে তু ষোড়শম্। পক্কান্নেনৈব কর্ত্তব্যং সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ।

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত কামধেনু বচনং)

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে পক্কানের সহিত আমিষ দেয়।

আমিষং রক্তশাকঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে চ রবেৰ্দ্দিনে। সপ্ত জন্ম ভবেৎ কুষ্ঠী দরিদ্রশ্চৈপি-যারতে। (ভবিষ্য পুরাণ)। রবিবারে আমিষ ও রক্তশাক ভক্ষণ করিলে সপ্ত জন্ম কুষ্ঠ রোগ জন্মে ও দরিদ্র হয়।

মাষমামিষ মাংসঞ্চ মসূরং নিম্বপত্রকম্।
ভক্ষয়েদ্যো রবের্ব্বারে সপ্তজন্মান্যপুত্রকঃ।

(তিথ্যাদি তত্ত্ব)।

মাষকলাই, আমিষ, মাংস মসূর ও নিম্বপত্র রবিবারে ভক্ষণ করিলে সাত জন্ম অপুত্রক হয়।

চণ্ডালো বায়তে রাজন্ কার্ত্তিকে মাংসভক্ষণাৎ।

(নারদীয় পুরাণ)।

কার্ত্তিক মাসে মাংস ভোজন করিলে চণ্ডাল হয়।

মাঘ বৈশাখয়োর্ব্বিষ্য ব্রহ্মচর্য্যং বিধানাৎ
মৎস্য ভক্ষণং নিতরাং নিষিদ্ধম্।

বৈশাখ ও মাঘমাসে হবিষ্যান্ন আহার ও ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়, একারণ মৎস্যাহার নিষিদ্ধ।

আমিষং কলহং হিংসাঃ বর্ষবৃদ্ধৌ বিবর্জ্জয়েৎ।
ভুঙ্‌ক্তে নিরামিষং যস্তু পণ্ডিতঃ পরজন্মনি॥

(তিথ্যাদিতত্ত্ব)।

আমিষ কলহ ও হিংসা জন্মতিথিতে ত্যাগ করিতে হয়; নিরামিষ ভোজনে পরজন্মে পণ্ডিত হয়।

অনিবেদ্যং নভোক্তব্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ যত্নবৎ।
অন্নংবিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্॥

(আহ্নিকতত্ত্ব)।

কিন্তু এখন আমরা যাবতীয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া চিত্রগুপ্তের দপ্তর বন্ধ করিয়া তুলিতেছি। পাঠক একটু চিন্তা করিবেন।

মুষ্টীযোগ সংগ্রহ।

—:০:—

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বহু পরীক্ষিত প্রসিদ্ধ শূল রোগের মহৌষধ।

১। শুঁঠ চূর্ণ ৫পাঁচ তোলা।
২। বিটলবণ ২॥০ তোলা।
৩। সোহাগার খৈ ১৷০ সওয়া তোলা।
৪। উৎকৃষ্ট শোধিত মুলতানি হিং—॥৶০ আনা।

প্রথমতঃ হিং গাওয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবেন। তৎপরে উক্ত হিং ॥৶০ দশ আনা ওজনের লইয়া সজিনা মূলের রসে মাড়িবেন, এবং পরে ক্রমশঃ সোহাগার খৈ, তৎপরে শুঁঠ চূর্ণ এবং পরিশেষে বিট লবন মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দনানন্তর ৫৪টী বটিকা প্রস্তুত করিবেন। অর্থাৎ সমস্ত ঔষধের মোট ওজন ৯৶০ নয় তোলা ছয় আনা; এই ৯৶০ তে মোট ৫৪টী বটিকা প্রস্তুত হইবে।

সেবন বিধি ঃ—প্রত্যহ প্রাতে ১ বটী গরমজলসহ সেব্য। ২৭ দিবস সেবন করিতে হইবে।

পথ্যাপথ্য ঃ—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্কব্যঞ্জন, বলকা দুগ্ধ ও টাট্‌কা ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল।

অপথ্য ঃ—শাক, অম্ল দধি, অধিক মিষ্ট দ্রব্য, তৈলপক্ক ব্যঞ্জনাদি, কাঁচা ঘৃত ডাইল ময়দা, পিষ্টক, ভাজা দ্রব্য, মাদক দ্রব্য এবং নূতন তণ্ডুলের অন্ন। –

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঔষধ দ্বারা বহু শূলরোগী আরোগ্য করিয়াছেন এবং আমরাও বিস্তর রোগীকে শূলরোগ হইতে মুক্ত করিয়াছি।

শূল নূতন (Acute) হউক, অথবা পুরাতন (Chronic) হউক না কেন, নিশ্চয়ই ইহা সেবনে আরোগ্য হইবেন।

বিশেষ কথা—সজিনামূলের ছালের রসের অভাবে কখনই জলে ঔষধ মাড়িবেন না। জলদ্বারা মর্দ্দন সম্পূর্ণ নিষেধ। স্বাঃ সঃ

শ্রীসতীশ চন্দ্র সেন কবিরঞ্জন
রাজবৈদ্য, লক্ষ্ণৌ।

মহিম বাবুর মুষ্টিযোগ।

মালিঘায়ের ঔষধ।

নালি এবং নালিঘায়ের ঔষধ উপরে মালিশ করিতে হইবে।

ঘৃত—	১৫ তোলা।
আফিং	৸০ বার আনা।
আপাংগাছের পাতা	১০টা।
লোধ	২॥ তোলা।

প্রথমে ঘৃত কড়াইয়ে চড়াইয়া তাহাতে আফিং টুকরা টুকরা করিয়া দিতে হইবে, পরে ফেনা মরিলেই তাহাতে আপাং পাতা দিতে হইবে, যেন কড়া না হয় অথচ পাতা ভাজা হইয়া যায়। তৎপর লোধ চূর্ণ দিতে হইবে এবং নাড়িতে হইবে। (পাতা আধভাজা হইলে, লোধ দিবে) এবং ফেনা মরিলে নামাইতে হইবে যেন কড়া না হয়। পরে ঠাণ্ডা হইলে ছাকিয়া লইবে। এবং ছাকা দ্রব্য গুলি বেশ করিয়া ঘৃতে নিঃশেষ করিয়া বাটিতে হইবে এবং ইহার সহিত মধাই খয়ের (লালরং) দিয়া পুনরায় বাটিতে হইবে, খয়েরের পরিমাণ যতটুকু দিয়া অল্প জলসহ বাটিলে বটী হয় বা জড়াইয়া না যায়, এমন পরিমাণে খয়ের দিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ঘৃত নালির উপরে মালিস করিতে হইবে এবং ঐ বড়ীগুলা, কিম্বা জাঁতির উপর অল্প জল দিয়া ঘসিয়া নেকড়ার মাখিয়া নালির মধ্যে দিতে হইবে। ইহাতে নালী ভাল হয়।

স্যার দোরাব টাটার বক্তৃতা।

—:০:—

বোম্বাই সহরে শিল্পসমিতির সভাপতি সার দোরাব টাটা এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া এ দেশের সংবাদপত্রে নানা মত প্রচারিত হইতেছে। সার দোরাব বিখ্যাত দানবীর টাটার পুত্র; টাটা লৌহ-কারখানার তত্ত্বাবধারক। সার দোরাবের কথার প্রতীচ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠাভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। তিনি বলিয়াছেন, এ দেশ হইতে যাহারা বিদেশে শিল্প শিক্ষা করিতে যায়, তাঁহারা যেন ফিরিয়া সর্ব্বনিম্ন কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উপরে উঠেন। এ উপদেশ সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। কারণ কারখানার সর্ব্বনিম্ন কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ কাজে উঠিলে সমস্ত কারবারটা নখদর্পণে দেখা যায়—কোথায় কোন্ সামান্য কারণে কারবারটির অনিষ্ট হয়, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশে নানা স্থানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতেই বহু ব্যবসার সর্ব্বনাশ হইয়াছে—বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী উকীল বা পিতার সঞ্চিত অর্থের সুদভোগী লোককে কারবারের ম্যানেজার বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টার করিয়া অনভিজ্ঞতায় কারবারের সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে,—এমন দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারি। তাহার পর সার দোরাব বলিয়াছেন, আমাদের অবস্থার সহিত জাপানের অবস্থার যত সাদৃশ্য, য়ুরোপের অবস্থার তত সাদৃশ্য নাই। একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। তিনি

জাপানের আদর্শে আমাদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু তিনি সভামাঝে উৎপন্ন করিবার কথা বলিয়াও সরকারী সাহায্যের দিকে বড় ঝোঁক দেন নাই। তাই তাঁহার বক্তৃতা লইয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আনন্দের রোল উঠিয়াছে। কিন্তু সরকারী সাহায্য যে অনাবশ্যক, এমন কথা সার দোরাব কোথাও বলেন নাই—বলিতে পারেন না। কারণ, লৌহকারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্বদেশে বিদেশে,—বিলাতে, মার্কিণে, বৃদ্ধ পিতার অভিজ্ঞতার কথা ত তাঁহার অজ্ঞাত নাই! এ দেশে যদি শিল্প-বিদ্যাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, সেও ত সরকারের সাহায্য ব্যতীত হইবে না। সুতরাং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার উল্লাসের কারণ নাই। বিশেষ যে অবাধ বাণিজ্যনীতি আজও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কুম্ভকর্ণদিগের কথায় সমর্থিত হয়, জার্ম্মাণ-যুদ্ধে খাস বিলাতে তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে।

HISTORY OF PAPER-MANUFACTURING.

কাগজের ইতিহাস।

কাগজ মোড়াই করিবার জন্য, লিখিবার জন্য, মুদ্রাঙ্কনের জন্য এবং অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাগজ প্রথমে মিশর, চীন, এবং জাপানে প্রস্তুত হয়। মিশরের কাগজ একপ্রকার ঘাস হইতে প্রস্তুত হইত, এই ঘাস দশফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং জলাভূমিতে ভাল জন্মে। এই সকল ঘাসের উপরাংশ পরিত্যাগ করিয়া ডাটাগুলি লম্বালম্বি ভাবে কাটিয়া এই সকল কর্ত্তিত ঘাস হস্তের দ্বারা বুনা হইত এবং পরে নীল নদীর জলে ভিজাইয়া তৎপরে চাপদিয়া জল বাহির করিয়া এবং শুকাইয়া পরিশেষে মসৃণ করা হইত। প্রায় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের সমস্ত কাগজ মিশর হইতে আমদানী হইত। চীনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, তুলা এবং অন্যান্য শাক-সবজী হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী খ্রীষ্টের পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনে প্রচলিত হয়। প্রকাশ যে, ইউরোপে কাগজ প্রস্তুত প্রকরণ প্রথমে আরবগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত হয় এবং একাদশ শতাব্দীতে স্পেন দেশে প্রথম তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। পরে কাগজ প্রস্তুতকরণ প্রণালী জার্ম্মানি, ফ্রান্স এবং ইটালিতে প্রচলিত হয়। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাগজ হস্ত দ্বারা প্রস্তুত হইত, এবং ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ড হইতে প্রচুর পরিমাণে কাগজ আমদানী হইত। ষ্টিভিনেজে (হার্টস) জন টেট্ পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহারই কারখানা বোধ ইংলণ্ডের প্রথম কাগজের কুঠি। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের কাগজ প্রস্তুত প্রণালী আরম্ভ হয়। এই সময় পর্য্যন্ত কাগজ কেবল তুলা ও ছিন্ন কাপড় হইতে প্রস্তুত হইত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাগজ প্রস্তুতকারকেরা শাকশব্জী হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার উপাদান সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে দেখা গেল যে, ঘাস, খড়, কাষ্ঠের চূর্ণ কাগজের প্রধান উপাদান হইতে পারে। এখন কাগজ কাটতি এত বেশী হইয়াছে যে, চারিশত প্রকারের ঘাস ও কাষ্ঠ কাগজ প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ছেঁড়া কাপড় ভাল ভাল কাগজ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর আফ্রিকায় এবং স্পেন দেশের দক্ষিণ পূর্ব্বে এক প্রকার ঘাস প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, ইহাতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল ঘাস না কাটিয়া উপড়াইয়া তোলা হয় এবং কেবল স্পেনদেশ দেশ হইতে দুইলক্ষ টনেরও বেশী প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে রপ্তানি হয় এবং নরওয়ে ও সুইডেন হইতে প্রতিবৎসর তিনকোটী কুড়ি লক্ষ টাকার কাঠের গুড়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

কাঠকে ছোট ছোট ঘনক্ষেত্রাকারে প্রথমে কাটা হয় এবং এই সকল ছোট ছোট ঘনক্ষেত্রগুলি পেষণযন্ত্রের সাহায্যে পেষিত করিয়া চূর্ণ করা হয়। পরে সোডা কিংবা সলফিউরিক এসিডে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। এরূপ করিলে কঠিন অংশ সমূহ নরম হইয়া সমস্ত চূর্ণাকারে পরিণত হয়। ব্রাউন কার্ড-বোর্ডের আকারে বিটেনে প্রেরিত হইয়া কাগজের কারখানায় যায়। ছেঁড়া নেকড়াগুলি প্রথমে বাছিয়া লওয়া হয়। পরে ইহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। তৎপরে সিদ্ধ করা হয় এবং চূর্ণাকারে পরিণত হইবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া একটী বয়লারে রাখা হয়। এরূপ একটী বয়লারে তিনটন ঘাস ধরিতে পারে, তৎপরে বাষ্প ও কষ্টিক সোডা সলিউসন কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া প্রয়োগ করা হইয়া থাকে এবং এইরূপে ঘাস চূর্ণাকারে পরিণত হয়। পরে এই জলমিশ্রিত চূর্ণ বর্গক্ষেত্রাকারে কোন আধারে ঢালা হয়। এই আধারের তলদেশে তারের জাল থাকে। এই জালের ভিতর দিয়া জল গড়াইয়া বাহির হইয়া যায় এবং কঠিন চূর্ণ অংশ জলের উপর রহিয়া যায়! পরে চাপদিয়া অবশিষ্ট জল বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরে মসৃণ করিয়া মাপানুসারে দাগ দেওয়া হয়। পরে শুকাইলে কাগজ কাটা হইয়া থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে কাগজ কলে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। জলমিশ্রিত চূর্ণ বাক্সকোষে রাখা হয় এবং জল ঝাড়িয়া গেলে কাগজের তা পেষণ যন্ত্রের মধ্যদিয়া চালিত হয় এবং উক্ত বৃত্তাকার যন্ত্রের সাহায্যে আকৃতি বিশিষ্ট করা হয়। ঢালাই লৌহের পেষণযন্ত্রের

সাহায্যে গ্রহণ হইলে যন্ত্রের অন্ত প্রান্ত কর্ত্তৃক কাগজখানি জড়ান হয়। এইরূপে কাগজ কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সঙ্কলিনী।

কোন্ মৎস্যের কি কি গুণ?

—•••—

হেমন্তে কূপজাঃ মৎস্যাঃ শিশিরে সারসাহিতাঃ।
বসন্তে তু নাদেয়া গ্রীষ্মে চৌঙ্গ সম্ভবাঃ।
তড়াগ জাতা বর্ষাসু তাবপথ্যা নদীভবাঃ।
নৈর্ঝরাঃ শরদি শ্রেষ্ঠা বিশেষায় মূলাহৃতঃ।
(ভাব প্রকাশঃ)।

হেমন্তকালে কূপজ মৎস্য, শিশিরে সরোবরজাত মৎস্য, বসন্তে নদীর মৎস্য, গ্রীষ্মে চৌজ মৎস্য, বর্ষায় তড়াগের মৎস্য এবং শরৎকালে নির্ঝরের মৎস্য শ্রেষ্ঠ।

সরোবর জাত মৎস্য—মধুর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও বলসঞ্চারক।

নদী মৎস্যের গুণ—মধুর, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মা লঘুকারক ও মূত্রবিরেচক।

নির্ঝরজাত মৎস্য—শুক্র, বল এবং চক্ষুদীপ্তি বৃদ্ধিকর।

তড়াগজাত মৎস্য—শীতল গুরু, শুক্র, মল ও মূত্র বৃদ্ধিকর।

কূপজাত মৎস্য—শুক্র, শ্লেষ্মা ও মলমূত্র বৃদ্ধিকর।

লবণাক্ত এবং অল্পজলের মৎস্য নিস্তেজ।

বৃহৎ মৎস্য—শুক্রবৃদ্ধিকর, মলবদ্ধকারী ও গুরুপাক।

ক্ষুদ্র মৎস্য—বলকর, লঘু ও ধারক।

শুষ্ক মৎস্য—কফ নাশক, বিরেচক, অত্যন্ত গুরুপাক।

পচা মাছ—বায়ু, পিত্ত, কফ বৃদ্ধিকর।

পোড়া মাছ—মাংস, শুক্র ও বল বৃদ্ধিকর, কিন্তু গুরুপাক।

ভাজা মাছ—শুক্র ও বল বৃদ্ধিকর, মধুর, বাত ও কফ নাশক।

মৎস্য ঘণ্ট—অত্যন্ত মুখরোচক, বলকর ও বায়ুনাশক।

শাক মাছ—অত্যন্ত পুষ্টিকর ও শুক্রবৃদ্ধিকর।

লোণা মাছ—সারক, রোচক, কফ পিত্তকর ও গুরুপাক।

আঁইসযুক্ত মৎস্য—বল, বীর্য্য ও পুষ্টি বৃদ্ধিকারী।

মৎস্য ডিম্ব—মেহ নাশক ও অতিশয় শুক্র বৃদ্ধিকর, পুষ্টিকর, বলকর, কফ ও মেদ বৃদ্ধিকর, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর ও গুরুপাক।

রন্ধন প্রণালী শিক্ষা।

মৎস্যের দম।

ধৌত করা পাকা মৎস্যের খণ্ড এক সের, ঘৃত আধ সের, দধি আধ সের, পাকা তেঁতুল দুই তোলা, বাদাম পাঁচ তোলা, ধনে বাটা দুই তোলা, আদার রস এক তোলা লবণ তিন তোলা, মরিচ পাঁচ আনা, ছোট এলাচ তিন আনা, তেজপত্র ছয় খানা, লবঙ্গ চারি আনা।

প্রথমে দুই ছটাক জলে তেঁতুল গুলিয়া মৎস্যখণ্ডগুলিকে মাখাইয়া আধ ঘণ্টা রাখ। অনন্তর একটি পাকপাত্রে উপরিলিখিত দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে মাছ ঢালিয়া দিয়া ঢাকনি দিয়া রাখ। ময়দার আঠার দ্বারা পাকপাত্রের মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া দাও। এইরূপে পাকপাত্রটী ঢাকিয়া দিয়া জালে চড়াও এবং কাঠের মৃদু জ্বাল দিতে থাক। পরে ফুটিবার বড় বড় শব্দ হইলে বেশ ভুরভুরে গন্ধ পাওয়া যাইবে, তৎপরে উনান হইতে নামাইলেই মৎস্যের দম প্রস্তুত হইবে।

মৎস্যের পোলাও।

বড় রোহিত, মৃগেল, কাতলা, বা ভেটকী মাছের টুকরা দেড় সের, চাউল এক সের, চাউল এক সের, ঘৃত এক পোয়া, আদা ছেঁচা আধপোয়া, ধনে ছেঁচা দুই তোলা, তেজপাতা দুইতোলা, লবণ চারিতোলা, গোলমরিচ ছেঁচা এক তোলা, লবঙ্গ দুই আনা, ছোট এলাচ দুই আনা, দারুচিনি দুই আনা, জল দুইসের।

একটী হাঁড়িতে আদা, ধনে মরিচ এবং মাছগুলি রাখিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখ। উনানে পাকপাত্রটী চড়াইয়া দিয়া জাল দিতে আরম্ভ কর। যখন দেখিবে জল আধসের আছে এবং উহা লালচে রং হইয়াছে, তখন জাল হইতে নামাইয়া রাখ। পরে একখানি পরিষ্কৃত কাপড় দিয়া ঐ আঁখনির জল ছাঁকিয়া মৎস্য ও জল পৃথক পাত্রে রাখ। আর একটী পাকপাত্রে ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া আঁখনির জল সম্বরা দাও এবং উহা একবার ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া পাকপাত্রে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়া রাখ। যে পাত্রে আঁখনির জল সম্বরা দেওয়া হইয়াছে, সেই পাত্রটী পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আবার ঘৃত চড়াও এবং উহাতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া মৎস্যগুলি সাঁতলাইয়া নামাইয়া রাখ। অনন্তর পরিষ্কৃত ধৌত চাউলগুলি ভাত রাঁধিবার নিয়মানুসারে হাঁড়িতে দাও এবং যখন দেখিবে উহা আধ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার জল ছাঁকিয়া লও তৎপরে আবার একটী হাঁড়ির তলায় প্রথমে অল্প ঘৃত ঢালিয়া তাহার উপর তেজপত্রগুলি সাজাইতে হইবে ও গন্ধ মসলাগুলি অল্প ছেঁচিয়া অর্দ্ধেক মাছের সহিত ও অর্দ্ধেক সিদ্ধ চাউলের সহিত মিশাও। এখন ঐ সজ্জিত তেজপত্রের উপর এক থাক মাছ সাজাও, তাহার উপর অর্দ্ধসিদ্ধ তণ্ডুল সাজাও এইরূপ

দিয়ে ক্রমান্বয়ে তেজপত্র, মাছ ও তণ্ডুল মাখাইয়া রাখ, যখন সমুদয় শেষ হইবে, তখন তাহার উপর আঁখিনির জল, লবণ ও সমুদায় ঘৃত ঢালিয়া হাঁড়ির মুখ একখানি পরিষ্কৃত নেকড়া দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপর সরাচাপা দিয়া অর্দ্ধঘণ্টা দমের আলে রাখিলেই মাছের পোলাও প্রস্তুত হইবে।

মৎস্যের সহিত ফুলকপি রাধিবার নিয়ম।

ফুলকপি একসের, আলু আধসের, মৎস্য এক সের, কড়াইশুটির দানা আধ পোয়া, সরিষার তৈল দেড় পোয়া, ঘৃত আধ ছটাক, জল আধ সের, বেসম দুই তোলা, হরিদ্রা বাটা দুই তোলা, ধনে বাটা আড়াই তোলা, জীরা-মরিচ বাটা দুই তোলা, পাঁচফোড়ন দুই আনা, লঙ্কাবাটা দেড় তোলা, লবন তিন তোলা, তেজপত্র দশখানি।

প্রথমতঃ মাছগুলি বেশ করিয়া কুটিয়া জলে ধৌত করতঃ উহাতে বেসম মাখাইয়া কিছুক্ষণ রাখ। অনন্তর গরম জলে ধুইয়া একটা চুবড়ীতে রাখ, যখন দেখিবে, উহাতে জল নাই, তখন তাহাতে আধ তোলা হরিদ্রা বাটা ও আধ তোলা লবণ উত্তমরূপে মাখাইয়া ১০।১৫ মিনিট ঢাকিয়া রাখ; তৎপরে একখানি কড়াতে এক পোয়া তৈল জালে চড়াও এবং উহার গাঁজা মরিয়া আসিলে আস্তে আস্তে মাছগুলি ভাজিতে থাক, যখন দেখিবে, উহার বাদামী রং হইয়াছে, তখন তৈল হইতে তুলিয়া রাখ। পরে আলুগুলির খোসা ছাড়াইয়া কুটিয়া সেই তৈলে ভাজিয়া লও, তৎপরে কড়াইশুটিগুলি ভাজিয়া আর এক ছটাক তৈল দিয়া কপিগুলিও ভাজিয়া লও। কপিগুলি ভাজা হইলে অবশিষ্ট তৈল ঢালিয়া এই কড়াতে তেজপাতা ফেলিয়া নাড়িতে থাক ও পাঁচফোড়ন দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া লইয়া যখন দেখিবে, আধ ভাজা হইয়াছে, তখন হরিদ্রা, জীরামরিচ, ধনে এবং লঙ্কাবাটা দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে, বাটা মসলাগুলি অর্দ্ধেক আন্দাজ ভাজা হইয়াছে, সেই সময় তাহাতে জল ঢালিয়া দিবে, যখন উহা ফুটিবে, তখন তাহাতে মৎস্য, আলু, কড়াইশুটি দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখ। যখন দেখিবে, আলুগুলি বেশ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহাতে ভাজা কপি ও লবণ দিয়া নাড়িতে হইবে এবং ব্যঞ্জনে অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ জল থাকিতে থাকিতে উহাতে ঘৃত দিয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে নাড়িতে সুঘ্রাণ বাহির হইলেই উনান হইতে নামাইয়া রাখিবে।

—:০:—

নানা কথা।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ফণ্ডের কথা।

জনসাধারণের প্রশ্নের উত্তরে ন্যাশনাল ফণ্ডের সেক্রেটারী বলিয়াছেন, এই ফণ্ড ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ অব্দে স্থাপিত হয়। শ্রম এবং শিল্প বিস্তার উৎসাহ দান ইহার উদ্দেশ্য। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯১০ ধনাধ্যক্ষের হস্তে কিঞ্চিদধিক ৬৩ হাজার টাকা ছিল এবং ইহার প্রায় সমুদায় পোর্ট ট্রষ্ট ডিবেঞ্চার খরিদ করা হয়। সম্প্রতি এই ফণ্ড সমিতির পুনর্নির্ব্বাচন হইয়াছে। ফণ্ডটী 'ন্যাশনাল ফণ্ড সমিতি' নামে রেজিষ্ট্রী করা স্থির হইয়াছে এবং ইহার নিয়মাদি পুনর্ব্বিচার করা হইয়াছে। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী ও অপর দুইজন ইহার সেক্রেটারী এবং কুমার মন্মথনাথ মিত্রই ইহার ধনাধ্যক্ষ হইলেন। ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা শেষ হইয়া ইংরাজী নববর্ষে ইহার কাজ আরম্ভ হইবে।" তত্ত্ব জাল।

গোচারণ ভূমি।

লোকে লোভের বশে গোচারণের মাঠগুলি চাষের কার্য্যে ব্যবহার করিতেছে। জমিদারগণ কিঞ্চিৎ অর্থ লাভের লালসায় অম্লানবদনে গোচারণের স্থান প্রজাবিলি করিয়া গোজাতির সর্ব্বনাশ করিতেছেন। এক সময়ে জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবতাপ্রতিষ্ঠা এবং বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠার ন্যায় গোচারণ ভূমি প্রতিষ্ঠার বিধি এদেশে প্রচলিত ছিল। এখন কেবল যে তাহা উঠিয়া গিয়াছে এমন নহে, অনেক স্থলে গোচারণ ভূমি নষ্ট করা হইতেছে। শাস্ত্রে আছে,—

"ব্যাধিগ্রস্তো জরাযুক্তো মহাব্যাধিনিপীড়িতঃ।
নরকে নীয়তে পাপো গবাং গ্রাসাপহারকঃ॥"

কিন্তু, শাস্ত্রের আদেশ মানে কে? পাপের প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াও লোক গোদেবতার পূজা করিতে চায় না। গোচারণের স্থান নষ্ট করিয়া তাহাতে কৃষি করিলে কি হয় দেখুন,—

"গো ভূমিং স্বভূমিং কৃত্বা নরো ভাগ্যবিপর্য্যয়াৎ
শ্রীহীনো বংশহীনশ্চ জায়তে ভুবি ভারত॥"

তথাপি আমাদের চৈতন্য নাই।

প্রাপ্তদ্রব্যাদি সম্বন্ধে মন্তব্য।

—:০:—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ রাজবৈদ্য শ্রীরামান দাস জী মহাশয় ১০।১ দরমেহাটা ষ্ট্রীট হইতে একখানি সুন্দর চিত্র পঞ্জিকা এবং তাঁহাদের ঔষধবলীর একখানি বৃহৎ মূল্য তালিকা পাঠাইয়াছেন। তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। চিত্র পঞ্জিকা খানিতে ভগীরথ শঙ্খধ্বনী করিয়া পতিত পাবনী সুরধনীকে মর্ত্তে আনয়ন করিতেছেন। পঞ্জিকায় অক্ষরগুলি কালজমীর উপর বেশ মনন এবং চিত্তাকর্ষক হইয়া আবশ্যকীয় হইয়াছে।

ঔষধের তালিকা এবং তাহাতে বড় বড় ডাক্তারগণ মন্তব্য দেখিয়া প্রত্যহ প্রতিপন্ন হয়, যে, চিকিৎসা জগতে কবিরাজ মহাশয়ের দৌত সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

বিজোরা—একটা কেশতৈল, বেনাম আশুতোষ নাগ এণ্ড কোং ১১নং মদন বড়ালের লেন বহুবাজার হইতে প্রেরণ করিয়াছেন। ধন্যবাদ। তৈলটী আমরা ব্যবহার করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছি। গন্ধ অতি স্নিগ্ধকর, মনোরম, আরও বিশেষত্ব, দগ্ধ স্থানে বিজোরা দিবা মাত্র জ্বালা যন্ত্রনা শীতল হইয়া যায়, এই গুণের জন্য ইহা প্রত্যেকে গৃহস্থের অপরিহার্য্য সামগ্রী, ঘর সংসারে অগ্নিতে অল্পবিস্তর সকলেই বিপন্ন হইয়া থাকে বিজোরা প্রকৃতই দগ্ধ যন্ত্রনা নিবারণ করিতে সক্ষম। আমরাও পরীক্ষা করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি ইহা বাদা চর্মরোগ প্রশমিত হয়। মূল্যও সুলভ ৷৷০ আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:০:—

১। জানুয়ারী সংখ্যা সহিতই নূতন বৎসরের জন্য "কাজের লোকের" বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে ভি পি করায় কঠোর পরিশ্রমের দায় হইতে প্রত্যেক গ্রাহক নিষ্কৃতি দেন, ইহাই প্রার্থনীয়। যদি তাহা প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে আমরা ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ভিপিতে পাঠাইয়া দিব এবং বুঝিব যে মহাশয় গ্রাহক গণের তাহাতে আপত্তি নাই।

পূর্ব্বে আমরা কাগজ পাঠাইয়া সুবিধা হইলে, ভি পি করিতাম। কিন্তু তাহাতে অনেক বিপত্তি হইতে লাগিল, অনেক ভদ্রলোক সমস্ত বর্ষ কাগজ লইয়া বর্ষ শেষে অম্লান বদনে Refused এর একটা ৮২৮/০ ওজনের চড় লাগাইয়া আমাদিগকে আহাম্মক বানাইতে লাগিলেন। এই বিসদৃশ ভদ্রতার জন্য মনে মনে শিক্ষা এবং নীতিজ্ঞানের বহর মাপিয়া ধন্যবাদ দিলেও এ ক্ষতি কিন্তু বেমালুম হজম করা ক্রমে অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। সেইজন্য কয়েক বৎসর ফেব্রুয়ারীর সংখ্যা ভি পি করিয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। সদাশয় গ্রাহকগণ যেন এজন্য বিরক্ত না হন। দশবর্ষ পরে আজ সমস্ত খুলিয়া লিখিলাম। বর্ষশেষে এই নাকে কাঁদা সমস্ত কাগজের ম্যানেজারেরই সমান। আমাদেরই নূতন নহে।

একান্ত বশম্বদ
"কাজেরলোক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

কলিকাতার বাজার দর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কলিকাতার বাজার দর প্রত্যহই কম বেশী হইয়া যায়। একটা মোটা মুটী ধারণার জন্য এই দর দেওয়া হইয়া থাকে।

মাঘ :

রেড়ীর তৈল	১৬৲	হইতে	১৮৵০	মণ
সরিসা	১৪৲	,,	১৬৲	,,
নারিকেল	২০৲	,,	২৩৲	,,
তিল	২০৻১০	,,	২৮৲	,,
বাদাম	১৭৲	,,	১৮৲	,,
তিসি	১৫৶১০	,,	২৴০	গ্যালন
পাটনাই চাউল	৫৸০	,,	৬৷০	মণ
সিটি		,,	৫৷০	,,
ভাল টেবল	৭৷৵০	,,	৭৷০	,,
ভাজা	[illegible]	,,	৩৸০	,,
উৎকৃষ্ট	—	,,	[illegible]	,,
খুব পুরাতন বাঁকতুলসী	৮৷০	,,	৯৲	,,
চিনি শকর নূতন	৬৲	,,	৭৸০	,,
দাদখানী	৬৷০	হইতে	৬॥০	মণ
বাঁকতুলসী	[illegible]	,,	[illegible]	,,
[illegible] সিদ্ধ	[illegible]	,,	[illegible]	,,
[illegible]	[illegible]	,,	[illegible]	,,
বালাম	৬৴০	,,	৭৲	,,
নাগরা	৫৲	,,	৫৷৶০	,,
কলের মাড়া	৫৷০	,,	৫৸৴০	,,
ঢেঁকি	৫৷০	,,	৫৸৴০	,,
পুরবী	৫৲	,,	৬৲	,,
কাজলা	৪৶০	,,	৪৷০	,,
রেঙ্গুন	৪৷০	,,	৪৸০	,,
অরহর দাউল	৫॥৴০	,,	৫৸৴০	,,
মটর	৪॥৵০	,,	৫॥০	,,
খেশারী	৩৶০	,,	৪৷০	,,
মুগ (সোনা)	৭৲	,,	৭৲	,,
খাড়ীমুশুর	৬॥০	,,	৮৲	,,
আটা	৫৸০	,,	৬৷৵০	,,
সুজি	৬৸৴০	,,	৭৷০	,,
ময়দা	৫॥০	,,	৫৪৲	,,
কাশীর চিনি	১২॥০	,,	১৫৲	,,
সোমসারা	৮॥০	,,	১০॥০	

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত

এখন হইতে বার্ষিক পূর্ব মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An deal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. X.

২য় সংখ্যা। FEBRUARY 1916. ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬। No. 2.

Notes of Interets.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

—•◦—

ঋণ গ্রহণ।—আগামী এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আবার ঋণ গ্রহণ করিবেন। যত টাকা পান, তাহাই লইবেন, ঋণের কোন সীমা থাকিবে না।

—

রপ্তানির নূতন বিধি।—ভারতসচিবের অনুমতিক্রমে সকৌন্সিল বড়লাট আদেশ করিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও আশ্রিত রাজ্যসমূহ ব্যতীত অপর কোনো দেশে ভারতবর্ষ হইতে লঙ্কা ও মরিচ রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে না।

—

মোটরকারের ব্যয়।—১৯১৫ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর এই আটমাসে ভারতবাসীরা আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে ২৬৷৹ লক্ষ টাকায় ১১১৭ খান, এবং গ্রেটব্রিটন হইতে ২২১/৩ লক্ষ টাকায় ৫৬৫ খান মোটর ক্রয় করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের আট মাসে ভারতবর্ষ মোটরের জন্য প্রায় ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৩৯৮৹ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

দশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে মোটর একরূপ ছিল না। এই অল্প কয়েক বৎসর মধ্যে এই নূতন- বিলাস দ্রব্য এই দেশের ধনীদিগের একান্ত প্রয়োজনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রতি বৎসরই এই দেশ হইতে প্রভূত অর্থশোষণ করিতেছে। দেশের দারিদ্র্যবৃদ্ধির এই আর একটি নূতন পথ খুলিয়া গিয়াছে।

—

চালমুগরা-তৈল। চালমুগরা তৈল কুষ্ঠ-রোগের মহৌষধ; কিন্তু ইহা অতীব উগ্রগন্ধ বলিয়া, রোগীরা ইহা যথাবশ্যক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে না;—এই কথা বলিয়া সেদিন কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক সভায় লেফটেনাণ্ট কর্ণেল স্তর রাজার্স সাহেব বলিয়াছেন,—তিনি ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের সাহায্যে এমন ভাবে এই তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন,—যাহাতে রোগীর দেহে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কোনরূপ বেদনার উৎপত্তি হইবে না; কয়েক ক্ষেত্রে এই নবীন তৈল ব্যবহারে সুফলও হইয়াছে। সুফল ফলিলেই ভাল।

—

পেন্সিল দুর্মূল্য।—যুদ্ধের জন্য জর্ম্মণী অষ্ট্রীয়া হইতে লাল নীল লেড পেন্সিল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে; ফলে এদেশে এক্ষণে পেন্সিলের মূল্য সাধারণতঃ চড়িয়াছে; কপিং-ইঙ্ক পেন্সিলের মূল্য বাড়িয়াছে চতুর্গুণ। জাপানীয়া এক্ষণে এই সকল পেন্সিল ভারতের বাজারে আমদানী করিতেছে বটে,—তবে এ পক্ষে এদেশবাসী ব্যবসায়িগণেরও বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। কলিকাতা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে লেড পেন্সিল তৈয়ার হইতেছে,—কিন্তু এ সব কারখানা খুব ফালাও নহে। খুব ফালাও করা আবশ্যক। স্বদেশী-য়ানা কেবল কথায় দেখাইলে চলিবে না,—কাজে দেখানো চাই। এ সুযোগে সে উৎসাহ কোথায়?

উদারতা ও মহত্ব।

ডাক্তার স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর দুঃখ মোচনের জন্য "ফাল্গুনী" নামক একখানি নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই অভিনয় ব্যাপারে মোট ৮১৭১৲ টাকা উঠিয়াছিল, ব্যয় ১০৩০৲ টাকা। এই ব্যয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরগণ বহন করিয়াছেন। টিকিট বিক্রয় লব্ধ সমস্ত টাকাই তাঁহারা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে দান করিয়া উদারতা ও মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন। "দাতা শতং জীবতু।" ধন্য মহত্ব!

পায়ের কড়ার ঔষধ।

পায়ে যদি কড়া হয়, তবে ৭ ড্রাম রেজিন অয়েণ্টমেণ্ট, এক ড্রাম স্যালিসিলিক এসিডে গলাইয়া রাত্রে ও প্রাতে কড়ার উপর লাগান। সাবধান! উহা যেন কড়ার নিকটবর্ত্তী চর্ম্মে না লাগে। যদি লাগে তবে বড় জ্বালা হইবে। কড়ার আরও একটী উত্তম ঔষধ আছে। এসেটিক এসিড ও টিংচার আওডিন সমানভাগে মিশাইয়া তাহার এক ফোঁটা রাত্রে ও প্রাতে কড়ার উপর লাগাইতে হইবে। কয়েক দিনেই কড়া নষ্ট হইবে।

সাধু মহাসভা।—হরিদ্বারে সংপ্রতি সাধু মহাসভা নামে সন্ন্যাসীদের একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। অনেক ভণ্ড সাধু সাজিয়া লোককে প্রতারণা করে; ফলে প্রকৃত সাধুর প্রতিও লোকের মনে সহসা শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সাধুদের মঙ্গল কামনায় এবং ভণ্ডদের হস্ত হইতে প্রকৃত সাধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। স্বামী শিবদয়াল গিরি মোহন্ত এই সভার সম্পাদক এবং ডেরাডুনবাসী মহন্ত মহারাজ লছমন দাস সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্পাদকের নিকটে ভারতীয় সাধুগণের নাম তালিকা থাকিবে। এই সভা হইতে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে, তাহাতে ইংরাজী ও হিন্দি রচনা প্রকাশিত হইবে।

জেলা বোর্ড ও জল সরবরাহ।—গত বৎসর বঙ্গের জেলা বোর্ড সমূহ নূতন পুষ্করিণী খনন, পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার ও কুপখননের জন্য ৫,৯৬,৫৮০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২,২৫,৩৯২ টাকা বেশী খরচ করা হইয়াছে। আমরা ইহাতে আনন্দিত হইয়াছি। জেলা বোর্ড গ্রাম্য লোকের নিকট হইতে ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ না পাইলে কোথাও পুকুর ইত্যাদি খনন করেন না, এই নিয়ম থাকাতেই নিতান্ত দরকারী স্থানেও পুকুর হইতেছে না। ধনীদের বাসস্থানেও পুকুর কাটা সম্ভব হইয়াছে। গরীবেরা একবার পথকর, পাবলিক কর দেয়, তাহার পর পুকুর কাটিবার জন্য পুনরায় অর্থ দেওয়া তাহাদের সাধ্যাতীত। এক তৃতীয়াংশ ব্যয় বহনের নিয়ম রহিত না করিলে জলশূন্য স্থানের ক্লেশ কিছুতেই মোচন হইবে না। একথা আমরা বহুবার দেখাইয়াছিলাম।

নেশার নাম মাহাত্ম্য।

ডাক্তার চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর এক পুস্তিকা প্রচার করিয়া, এক মজার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোকেন জার্ম্মাণী অষ্ট্রীয়া হইতে অধিক পরিমাণে আমদানী হইত, এখন বন্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও কোকেন বিক্রয়ের উপর খুব খরদৃষ্টি রাখিয়াছেন; যাহারা বিনা লাইসেন্সে কোকেন বেচিতেছে, তাহাদের কঠোর দণ্ড দেওয়া হইতেছে। এ দিকে কোকেন বিক্রেতারা বড় মজা করিতেছে। তাঁহারা কোকেন বলিয়া ময়দা, চিনি, সোডা, ক্লোরিণ প্রভৃতি বেচিতেছে। ঠিক কোকেনের মত আকার এবং তদ্বৎ স্বাদ পাইলেই কোকেনের নেশাখোরগণ তৃপ্ত হয়। ইহাকেই বলে নাম-মাহাত্ম্য, কোকেন বলিয়া যাহা খাও, তাহাতেই মজা পাওয়া যায়। বাঙ্গালার কোন প্রসিদ্ধ অহিফেনসেবী লেখক যখন অতিমাত্রায় অহিফেন সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দারু চিনি গুঁড়াইয়া সামান্য অহিফেনের সহিত মিশাইয়া বড় গুলি করিয়া দেওয়া হইত। কোকেনের নেশায় দেখিতেছি আরও মজা, কোকেন না থাকুক, সেই স্বাদ, সেই আকার এবং সেই নাম থাকিলেই ভরপুর নেশা জমিয়া যায়। দ্রব্য গুণ অপেক্ষা নাম ও রূপের গুণ অধিক। বুঝি বা এই হেতু, কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ নাম বড়।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যবসায় কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, কলিকাতা বন্দরের আয়ের খতিয়ানে তাহা কতকটা বুঝা যায়। গত পূর্ব্ব বৎসর এই বন্দরের আয় হইয়াছিল, ১ কোটী ৫১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪ শত ৩৫ টাকা। গড় করিয়া বন্দরের কর্ত্তারা অনুমান করিয়াছিলেন, পর বৎসর আয় ১ কোটী ৫৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৭ শত ১৫ টাকা হইবে, কিন্তু আসলে আয় হইয়াছে, ১ কোটী ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার ৩ শত ৪৯ টাকা। বন্দরের বিবরণে বিবৃত হইয়াছে, বৎসরের প্রথম ৪ মাসের পর সারা বৎসরই যুদ্ধের জন্য বন্দরের আয় কম হইয়াছে। এই ৪ মাসে আয় পূর্ব্ব বৎসরের ৪ মাসের আয় অপেক্ষা ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা অধিক হইয়াছিল। তাহার পর হইতে আয় কমিতে থাকে, এমন কি মাসে ২ লক্ষ টাকা হিসাবে আয় কম হয়। এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্ত বন্দরের কর্ত্তারা বাধ্য হইয়া সওদাগর সভার সহিত পরামর্শ করিয়া কয়লা ও পিগলোহা ব্যতীত অন্যান্ত রপ্তানী মালের উপর একটা নূতন অতিরিক্ত কর আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার জাহাজের নিকট হইতে যে খরচা আদায় করা হয়, তাহা দেড়া করা হইয়াছে। এই সব ব্যবস্থায় মাসে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আয় বাড়িয়াছে।

ডাক্তারি উপাধি। যে সকল চিকিৎসক সরকারী ডাক্তারি বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া উপাধির ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে ঐরূপ উপাধি দান রদ করিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার স্তার পার্ডি লুকিসের চেষ্টায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক রাজবিধানের পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটির হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। মাস্তবর সুরেন্দ্র বাবু, কাশীম বাজারের মহারাজ, রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর, নশীপুরের মহারাজ, মিঃ চারিয়ার প্রভৃতি কতিপয় সদস্য ঐ বিধানের প্রতিবাদ করেন। এদেশে যে সকল বে-সরকারী চিকিৎসা বিদ্যালয় আছে, তৎসমুদয়ের ক্ষতি হইবে, আর উহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইলে "হাতুড়ে" চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িবে, এই কারণ দেখাইয়া তাঁহারা ঐ প্রস্তাবিত বিধানের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহের পক্ষ হইতে ডাক্তার এম, এন ব্যানার্জ্জিকে ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে,তিনি কোন কথাই বলেন নাই। যাঁহারা বাহিরের লোক, তাঁহারা প্রতিবাদ করিতেছেন, কিন্তু যিনি বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধি, তিনি কোন কথাই বলেন নাই। প্রস্তাবিত বিধান বিধিবদ্ধ হইলে বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহের উন্নতি হইবে স্যর, লুকিস্ এই কথা বলিয়াছেন। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই বিধান বিধিবদ্ধ হইবেই।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কনফারেন্স।—গত ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর দুইদিন ইণ্ডিয়ান ইনডাষ্ট্রীয়াল কনফারেন্স বা ভারতীয় শিল্পসমিতির একাদশ বার্ষিক বৈঠক বোম্বাই সহরে বসিয়াছিল। এবার সভাপতি হইয়াছিলেন, স্তার দোরাবজী টাটা। স্তার দোরাবজী নিজে একজন পাকা ব্যবসায়ী সুতরাং তাঁহার বক্তৃতায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। ইন্দোরের মহারাজ, দ্বারবঙ্গের মহারাজ প্রভৃতি বহু সম্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি শ্রোতৃরূপে সভায় কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি বলিয়াছিলেন যে, এদেশে শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে তিনটী জিনিষ আবশ্যক—প্রথমতঃ শিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ শৃঙ্খলা ও তৃতীয়তঃ সহযোগিতা। এই তিনের অভাবেই ভারতের শিল্প বাণিজ্য দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছে। বক্তা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু বুঝাইয়াছিলেন যে, ভারতীয় ধনিগণ সত্য সত্যই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বাণিজ্যের গতি প্রতিহত হইবে সত্য, কিন্তু বাণিজ্যবিস্তারের একটা সুবিধা স্বতঃই আসিয়া পড়িবে। তিনি এদেশীয় যুবকবৃন্দের বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন।

স্বদেশী শিল্প। (১)—বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রে জানা যায়, কঙ্কন প্রদেশান্তর্গত লালোয়ান নামক স্থানে শিবরাম দাদাবা মিশ্র নামে জনৈক সূত্রধর এক ঘড়ির কারখানা খুলিয়াছেন। শিবরাম কখনও সমুদ্র ধারে যান নাই বা পাশ্চাত্য শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন নাই। তিনি আপন উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা ক্লক ঘড়ীর স্প্রিং ব্যতীত সকল সরঞ্জাম নিজে প্রস্তুত করিয়া ১৫।২০ টাকা দামের কয়েকটী ক্লক ঘড়ি বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিয়াছেন। ঘড়িগুলি বিলাতী ঘড়ির তুলনায় কোন অংশে হীন নহে। (১) এদিকে কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবেড়িয়ার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রাম নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী দেশলাই প্রস্তুতের এক কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সম্প্রতি বাঙ্গালা রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর আনারেবল মিঃ মোহাম্মদ ব্রাহ্মণবেড়িয়া পরিদর্শনে গিয়া ডাক্তার নন্দীর বাড়ীতে তাঁহার নির্ম্মিত কলটীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি ঐ কলের কার্য্যদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া নন্দী মহাশয়কে কলটী পেটেন্ট করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ আরও কত শিল্প

শিল্প উৎসাহের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে? কর্তৃপক্ষ যদি আবিষ্কারকগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে পারেন, নচেৎ আজকাল প্রবল বৈদেশিক প্রতিযোগীতায় স্বদেশী শিল্পের পক্ষে সাফল্য লাভ সহজসাধ্য নহে।

জার্ম্মাণীর কথা। জার্ম্মাণীর বহির্ব্বাণিজ্যের পথ বন্ধ করিবার জন্য ইংরাজ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু ইহা স্বত্ত্বেও সে চতুর্দ্দিক হইতে সাহায্য পাইতেছে, তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। হলাণ্ড, সুইজারলাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাজ্য দিয়া তাহার দেশে অবাধে যুদ্ধদ্রব্য প্রবেশ লাভ করিতেছে। তবে ইহাতে সময় সময় জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীগণ বিলক্ষণ শিক্ষালাভ করিতেছে। সেদিন এক জার্ম্মাণ বণিক কোন ডাচ্ বণিককে দশ হাজার বাক্স শশার আচার প্রেরণের জন্য লিখে। বলা বাহুল্য, এই সর্ত্তে শশা অর্থে রবার প্রেরণেরই আদেশ হইয়াছিল। যথারীতি টাকা প্রদানের পর মাল আনাইয়া জার্ম্মাণ বণিক দেখিল যে, যথার্থই দশ হাজার বাক্স শশা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—চতুর ডাচ্ বণিক রবারের দামে তাহাকে শশা পাঠাইয়াছে। চুক্তিপত্রেও ইহা লিখিত ছিল। সুতরাং নালিশ চলিতে পারে না।

ইউরোপী সংবাদপত্রগুলির মতে জার্ম্মণীতে প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। মাংস তো দুষ্প্রাপ্য; আলু সোনার দরে বিকাইতেছে। এখন মানুষের অবস্থা যদি এবম্বিধ হয়, তাহা হইলে সে দেশের বড় বড় পশুবাটিকার কি অবস্থা তাহাই আমরা ভাবিতেছি। অনেকে বলিয়াছেন যে, মাংসাশী সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদিকে বধ করা হইতেছে। হস্তী উষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য তৃণ ভোজী জীবগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহারা স্ব স্ব আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া লউক।

গত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ফরাসী রাজধানী প্যারিস নগর শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে—তত্রস্থ অধিবাসী খাদ্যাভাবে হস্তী, ঘোটক, কুকুর, বিড়াল কেঙ্গারু, নকুল এমন কি বড় ইন্দুর পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিয়াছিল। সংবাদ পত্রে দেখিতেছি, জার্ম্মাণীরও প্রায় এই অবস্থা। সুতরাং আমাদের মতে, জার্ম্মণীর ন্যায় বুদ্ধিমান জাতি সিংহ, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতিকে হত্যা করিয়াও হস্তী, উষ্ট্রাদিকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেছে না। এখন হইতেই তাহারা হস্তী প্রভৃতি আহার করিতে শিক্ষা করুক ও এই সকল নিরীহ জীবগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে না ছাড়িয়া দিয়া সিংহ ব্যাঘ্রদের তথায় প্রেরণ করুক—সেখানে নিশ্চয়ই তাহাদের আহার্য্যের অভাব হইবে না। একটু নূতন কিছু হইবে না কি?

জাপান-তত্ত্ব।

জাপানের কলকারখানায় পাঁচ ভাগের চারিভাগ কার্য্য স্ত্রীলোকেই করেন।

জাপানে পারিবারিক বন্ধন এমনি সুদৃঢ় এবং সন্নিবদ্ধ যে, ব্যক্তিত্বের কোন খামখেয়ালী সেখানে গ্রাহ্য হয় না।

জাপানী পুরুষগণ রাজ-সরকারের আদেশ ব্যতীত কোনওরূপ পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তা অবলম্বন করিতে পারে না।

জাপানের বালক বালিকাদিগের গাত্রে তাহাদিগের গৃহের ঠিকানা লেখা থাকে। তাহারা রাস্তায় হারাইয়া যাইলে, যে কোন পথিক তাহাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিতে পারে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে কেবল মাত্র একখানি সংবাদপত্র ছিল, এখন প্রায় দুই সহস্র। তথাকার কোন কোন প্যাসেঞ্জার ট্রেণে সংবাদপত্র পাঠের পৃথক গাড়ী থাকে।

জাপানীদিগের ন্যায় অল্পে সন্তুষ্ট অথচ পরিশ্রমী স্বভাবপ্রিয় জাতি জগতে খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। জাপানীরা হাসিতে হাসিতে মরিতে পারে। আনন্দ, হাস্য এবং আশা তাহাদের আবাল বৃদ্ধবনিতার চিরসহচর।

জাপানে প্রায় দুইশত দেশালায়ের কারখানা আছে। প্রায় ষাটহাজার লোক তাহাতে জীবিকা অর্জ্জন করে। তথায় যত দেশালাই প্রস্তুত হয়, তাহার দুই তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানী হয়। জাপানী দেশলায়ে এখন এ দেশ গুলজার। আমাদের দেশের দেশালায়ের কলের অবস্থা স-সে-মিরা।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানগণ প্রথম রণস্থলে অবতীর্ণ হন, সেই যুদ্ধের ফলে জাপানের সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ একটী সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া মিকাডো' ইহার সম্রাট হইয়াছেন। ১৮৭৭ খৃঃ দ্বিতীয়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, উহা জাপানের গৃহযুদ্ধ বলিয়া বিদিত। ১৮৯৪খৃঃ তৃতীয় বার যুদ্ধ হয়; ইহাই চীন জাপান সমর নামে বিখ্যাত। ১৯০১ খৃঃ চতুর্থবার প্রবল প্রতাপ রুসের মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান এক্ষণে পৃথিবীর সমস্ত মহাশক্তিতে পরিগণিত।

জাপানের বিদ্যালয়ের শতকরা ৮১জন বালক যুবক অধ্যয়ন করে। তথায় বিদ্যালয়ের গমনের যোগ্য প্রত্যেক ষষ্ঠ বৎসর হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক রাজবিধানে বিদ্যালয়ে গমন করিতে বাধ্য। প্রত্যেক বালককে উভয় হস্তে লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়। জাপানের উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে এক লক্ষ বালক বালিকা ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে। প্রায় পাঁচ শত শিক্ষক ইংরাজি শিক্ষাদানে ব্যাপৃত আছেন। ১৯০১ খৃঃ জাপানে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বর্ণময়ী কলেজ।

কাশীমবাজারের দানশীল মহারাজা শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহারাণী স্বর্ণময়ীর নামে কলিকাতা নগরীতে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। কলিকাতা নগরীতে হিন্দুস্থান সমবায় মণ্ডলীর যে অতি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, ঐ অট্টালিকা এই কলেজ স্থাপনার্থ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ অট্টালিকাতে কলেজ স্থাপিত হইলে উহাতে পাঁচ শত ছাত্র নিয়মিত ভাবে বাস করিয়া এবং আরও প্রায় এক সহস্র ছাত্র অন্য স্থান হইতে আসিয়া এই কলেজ পাঠ করিতে পারিবে। যে কামিটির অধীনে কলেজ স্থাপনের কার্য্য পরিচালিত হইবে, মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাহার প্রেসিডেণ্ট হইবেন। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, পূর্ব্বতন জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট সম্পূর্ণ প্রস্তাবটা প্রেরিত হইয়াছে তাঁহারা উহা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অট্টালিকা ও এই প্রস্তাবের অন্যান্য বিষয় পরীক্ষার জন্য ছয় জন পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সত্বরেই তাঁহাদের রিপোর্ট পাঠাইবেন বলিয়া শুনা যায়। মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাণী স্বর্ণময়ীর উপযুক্ত বংশধর। দানশীলতায় বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বাগ্রগণ্য। কাশীমবাজারের রাজবংশ দ্বারাই এরূপ কার্য্য সম্ভব। মহারাজ দীর্ঘজীবি হইয়া পরহিতে বৃতি থাকুন, পরমেশ্বরের নিকট আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

—:০:—

অন্নসংস্থান।

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

এম, এ লিখিত।

(ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)

(২)

আমাদের সমাজে এরূপ কর্ম্মবীর এবং ব্যবসায়ের ধুরন্ধর নাই কেন? ব্যবসায় এবং শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার ফলে শাসনকার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী কেরানী, হাকিম ও উকিলের সৃষ্টি হইতে পারে মাত্র। শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রের ভার বহন করিবার সামর্থ্য, এবং নানা উপায়ে সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধান করিবার ক্ষমতা বিকাশ করিতে হইলে আমাদের এমন শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষার্থিগণ প্রথমাবস্থায় সাধারণ সাহিত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা করিতে পারে; এবং ক্রমশঃ কেবলমাত্র ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ধনাগম সম্পর্কীয় বিদ্যা সমূহেই সমগ্র শক্তি ও সময় প্রয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মে বৈজ্ঞানিক কলকারকারখানা, ভারতীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা এবং আমাদের সমাজের বিচিত্র অভাব পূরণ করিবার প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুবিধা সহজেই উপস্থিত না হয়; এবং বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন, বিবিধ যন্ত্র ব্যবহার, বিচিত্র স্থানে পরিভ্রমণ ও প্রদর্শনী পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের কার্য্যকারিণী বৃত্তিসমূহের উন্মেষ, হস্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির পরিচালন এবং বৈষয়িক জগতের বিবিধ ঘটনা পর্য্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে আবিক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন, উদ্ভাবনীক্ষমতাবান্ ধুরন্ধর ও কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইবে না।

এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সঙ্গে সঙ্গে, যাহাতে আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ দেশের বিবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া উপযুক্ত অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানে আলোচনা,—অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাহাতে কেবলমাত্র আদান প্রদান, বিতরণ, সরবরাহ, বাজারপরীক্ষা, অভাব ও প্রয়োজন অনুসন্ধান এবং আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি প্রকৃত ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতে পারে, সেইরূপ উচ্চঅঙ্গের ব্যবসায় শিক্ষারও আয়োজন করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মূলধন কোন্ প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের ধনিসম্প্রদায় মূলধনের সমবায়সাধন করিয়া যৌথ কারবার সমবেত-ব্যবসায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে অপারগ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বকীয় ব্যবসায়-প্রযুক্ত ধন যে একীকৃত হইয়া জাতীয় মূলধন-ভাণ্ডারের আয়তন ও প্রভাব বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তাহার আশা অতি অল্প। বর্ত্তমান অবস্থা আমরা ইহার উপর নির্ভর করিতে পারি না; প্রত্যেক মহাজন ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণের চেষ্টায় এবং লাভবান হইবার আশায় নিজ নিজ মূলধন প্রয়োগ করিতে উৎসাহী হইবেন, আমাদিগকে এইরূপ ভাবিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

যদি অল্প মূলধন লইয়াই শিল্প ও ব্যবসায়

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে যে সকল কারবারে শীঘ্র শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল কারবারই অবলম্বন করিতে হইবে। এই মূলধন যাহাতে ব্যবসায় অনেক কাল আবদ্ধ না থাকে এবং যাহাতে ইহা বৎসরে বহুবার কার্য্য করিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে অল্পধন বিশিষ্ট মহাজনেরা কখনও লাভবান্ হইতে পারেন না। একই মূলধনের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে যে ফললাভ হয়, প্রচুর মূলধনের এককালীন ব্যবহারেও সেইরূপ ফললাভ হয়; কারণ ইহার ফলে মূলধন প্রকৃত প্রস্তাবে বহুগুণিত হইয়া যায়, সুতরাং প্রতিবারে অতি সামান্য লাভ রাখিলেও মোটের উপর বৎসরান্তে লাভের পরিমাণ অতি সন্তোষজনক হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, যে সকল ব্যবসায়ী এককালে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করেন, অথবা যাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া একই মূলধন বহুবার প্রয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারা প্রতি কারবারে শতকরা একটাকা হিসাবেও লাভ রাখিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু অল্প মূলধন লইয়া কার্য্য করিতে হইলে ব্যবসায়ীকে অতি বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইতে হয়। যে সমুদয় জিনিষের কাট্‌তি খুব বেশী এবং যাহার অভাব হইলে সমাজের বাস্তবিক কষ্ট হইবে, সুতরাং সামান্য কারণে যে সমুদয় প্রয়োজনের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিয়া কেবলমাত্র সেই সমস্ত জিনিষই প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। দ্রব্য সমূহের বিশিষ্ট উৎকর্ষ বিধানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাদের অভাব মোচনোপযোগিতা এবং মূল্যের অল্পতার প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। যাহাতে ব্যবসায়ী অল্প মূল্যে বহু জিনিষ বিক্রয় এবং সমাজের প্রধানতম ও সার্ব্বজনীন অভাবগুলি পূরণ করিতে পারেন, কেবলমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তাঁহার মূলধন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনগুলি বৰ্দ্ধিত করিবার আর একটী উপায় আছে। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের দ্বারা এই কার্য্য সুসাধিত হইয়া থাকে; কোনও দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ না করিয়াও কেবলমাত্র বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী, এবং বিবিধ সমাজের প্রয়োজনানুসারে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। আর বাস্তবিক এইরূপ ব্যবসায়প্রথা অবলম্বন না করিলে ধনভাণ্ডার কখনও পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যে পরিমাণ লাভের আশা থাকে, কেবলমাত্র সরবরাহ ও কাট্‌তির অনুরূপ জোগানের আয়োজন করিয়াই তদপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। ইহার ফলে দ্রব্যউৎপাদনকারী শিল্পিগণের লভ্যাংশ হইতে নিজ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া এইরূপ ব্যবসায়ী এবং জোগানদারেরা প্রচুর ধনলাভ করিতে সক্ষম হয়েন। ব্যবসায়ের ফলে মূলধন এইরূপে সংগৃহীত হইলে পর, বৃহৎ বৈষয়িক অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে পারে।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া বৈষয়িক উন্নতি বিধানের যে কয়টী নিয়ম ও প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইবে। এই জন্য দুই প্রকারের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অল্পায়তন কারখানার ব্যবস্থা; দ্বিতীয়তঃ, কোনরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠা না করিয়া গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের দায়িত্ব প্রদান করিয়া পরিবারবদ্ধ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা।

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিতে বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হস্ত নির্ম্মিত কার্য্য দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রাদি ব্যবহৃত দ্রব্য; তৃতীয়তঃ, রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বিত শিল্প।

এই সমুদয় কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ, জাতিগত নৈপুণ্যবিশিষ্ট কারিগরদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার ভিতর সমবেত করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, মানবচালিত কল অথবা বাষ্প নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এন্‌জিনের সাহায্যে উন্নত যন্ত্রাদি প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, উদ্ভিজ্জ, ও খনিজ উপকরণগুলির রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া উন্নত শিল্পের আয়োজন করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, উৎকৃষ্ট কৃষিজাত দ্রব্যের ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের ব্যবহার করিতে হইবে। এই জন্য বিজ্ঞানসিদ্ধ কৃষিবিদ্যাবিশিষ্ট তত্ত্বাবধায়কগণের অধীনে কৃষকদিগকে কার্য্য করাইয়া ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

নিম্নে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় এইগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১—বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণ—তৈজস পত্র নির্ম্মাণ, তার প্রস্তুতকরণ, বোতাম, ঘণ্টা ও অলঙ্কার গঠন, সোণা বা রূপার ছাঁচ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি।

২—বিভিন্ন রকমের কালী প্রস্তুত করণ, জুতার কালী, ঘোড়ার সাজের কালী, ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর কালী, নিবৃম্বিয়ন কালী, ছাতার কালী ইত্যাদি।

৩—বিভিন্ন বারনীস ও মসৃণ করিবার দ্রব্য—ঘোড়ার সাজ, কাঁসা, পিত্তল, কাঁচের জিনিষ, দস্তার কাজ, ছুরি কাঁচি, পাথর

পালীশ, হাড় ও সিংএর কাজ, কাঠের কাজ।

৪—জল হইতে রক্ষা করিবার পদার্থ—চামড়ার কাজ রক্ষা, কাপড়ের জিনিষ, কাগজ রক্ষা করিবার উপায়, অয়েলক্লথ, ছাতার কাপড়, ইত্যাদি।

৫—পরিষ্কার করিবার জিনিষ—তেল ও চর্ব্বী, তুলা ও রেশমের কাপড় ধোয়া, রং পরিষ্কার করা।

৬—পিতল—রং করণ, পালীশ করণ, জল ও বায়ু হইতে রক্ষা করণ।

৭—সংযুক্ত করিবার বিভিন্ন দ্রব্য—কাঠের কার্য্যে যোড়া লাগাইবার আঠা, স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারের কার্য্য উপযোগী সংযোজন দ্রব্য, সিমেণ্ট।

৮—বিভিন্ন দ্রব্য পরিষ্কার ও রক্ষা করিবার উপায়—অয়েলক্লথ পরিষ্কার করণ, দড়ি রক্ষা করণ, ছবি বাঁধাইবার কাঠ রক্ষা করণ, চিত্র পরিষ্কার করণ, দাগ নিবারণ, জুতা, কাঁচ, রেশমের জিনিষ, সোণা, রূপা ও কাঠের কাজ প্রভৃতি পরিষ্কার করণ।

৯—বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করণ, দুর্গন্ধ নিবারণ।

১০—এনামেলের কাজ, গিল্টি করণ, তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য ধাতু লাগান।

১১—ফল ও ফুল প্রভৃতি হইতে নির্য্যাস প্রস্তুত করণ, সুগন্ধি, খাদ্য, সরবৎ, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১২—ফল, ফুল, দুগ্ধ, মাছ, মাংস, চামড়া, পালখ, লোম প্রভৃতির রক্ষা করণ।

১৩—উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে—দড়ি প্রস্তুত করণ।

১৪—বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, মাদুর, আসবাব, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১৫—মোজা, গেঞ্জী, টুপী, প্রভৃতি।

১৬—পুস্তক শেলাই, বাঁধাই।

নিম্নে কতকগুলি সস্তা যন্ত্রের নাম করা যাইতেছে—এইগুলি হাতে চালান যাইতে পারে, অথবা ছোট ছোট এঞ্জীনের সাহায্যে চলিতে পারে।

১—মোমবাতীর পলিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

২—বিভিন্ন রকমের ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৩—মোম বাতী প্রস্তুত করিবার ছাঁচ।

৪—বিভিন্ন আকারের খাম বা এনভেলাপ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৫—মোটা কাগজের বাক্স প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৬—জুতার ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৭—ঝিনুকের বোতাম করিবার যন্ত্র।

৮—ছোট ছোট টিনের কৌটা তৈয়ারী করিবার ছাঁচ ও যন্ত্র।

পূর্ব্বে পরিবারবদ্ধ গৃহগত শিল্পের কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষিজীবীরা কার্য্যাভাবে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সেই সময় তাহাদিগের দ্বারা অল্পশ্রম এবং অল্পকালসাধ্য অনেক কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। কাদা মাটীর কাজ, খেলানা তৈয়ারী, বেত ও বাঁশের কাজ মাদুর দড়ি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহৃত শিল্প প্রভৃতি বিচিত্র কার্য্য এই সুযোগে তাহারা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। মহাজন এবং ধুরন্ধরেরা একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমাদের শ্রমজীবিগণের উদ্বৃত্ত সময় প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া, সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের বিশেষ সহায়তা করিতে পারে।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারবদ্ধ ব্যবসায় ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থায়ই কতকগুলি বৃহৎ কারবারের প্রতিও আমাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য এ সকল কাজের কয়েকটী অংশ মাত্রই আমরা অবলম্বন করিতে সমর্থ। লোহার কাজের মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষবিশিষ্ট শিল্পের জন্য চেষ্টা না করিয়া যদি সাধারণ প্রয়োজনোপযোগী ছুরি, কাঁচি, পেরেক, কড়া বালতি, ছাঁচ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হই; কাঁচের কাজের মধ্যে সামান্য রকমের শিশি, বোতল অথবা মেরামতী কাজ প্রভৃতি গ্রহণ করি; বয়ন কার্য্যের মধ্যে যদি উন্নত হাতের তাঁত, সুতা প্রস্তুত করণ প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হই; অথবা রঞ্জনকার্য্যের মধ্যে ছিট্ রংকরা, সাধারণ কাপড়ে রং লাগান, দেশীয় রং প্রস্তুত করণ, অথবা বিচিত্র মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া সোডা, ক্ষার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে ও আমাদের অনেক অভাবই স্বদেশীয় শিল্প এবং ব্যবসায়ের সাহায্যে পূরণ হইতে পারে; এবং বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা উন্মুক্ত হয়।

যে কয়টী সুযোগ ও পন্থার কথা উল্লিখিত হইল, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তদ্ব্যতীত আর ও অনেক স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। এইরূপ কতকগুলি পন্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য কতিপয় উপযুক্ত শিল্প ও বিজ্ঞানবিদকর্ম্মী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিচিত্র সুযোগগুলির সহিত পরিচিত হইবেন; এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সামান্য ধনশক্তি ও অশিক্ষিত পটুত্বের উপরেই নির্ভর করিয়া অথবা সামান্য রকমের শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার সাহায্যে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগে কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিবেন। এইরূপ অনুসন্ধান, আলোচনা ও পরীক্ষা কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য কোন্ মহাত্মা অগ্রসর হইবেন—তাহারই

জন্ত আমাদের সমাজ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ।

এই সারবান প্রবন্ধটী আমরা পুনর্মুদ্রিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম এবং তজ্জন্য প্রকাশকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। উপসংহারে আমরা বলিতে চাই, যে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় প্রবন্ধের শেষভাগে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুতের সঙ্কেৎ করিয়াছেন, "কাজের লোকে,, আজ দশ বৎসরে ধারাবাহিক তাহাদের প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু পরিতাপ, কেহই বিশেষ মনোযোগী হইলেন না।

কাঃ সঃ।

"IT IS NOT LUCK BUT LABOUR THAT MAKES MAN."

অদৃষ্ট নহে, শ্রম মানুষকে বড় করে।

বহুলোক মনে করে, অদৃষ্টই মানুষকে মানুষ করে, পুরুষকার বা শ্রম মানব জীবনকে সিদ্ধির উচ্চ সোপানে উঠিবার সাহায্য করিতে তত উপযোগী উপকরণ নহে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

"It is not luck, but labour, that makes men. জনৈক আমেরিকান লেখক বলিয়াছেন যে, তাহা নহে, মানুষ শ্রমশালী হইয়াই নরজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে। * * * "Luck" says an American writer, is ever waiting for something to turn up; Labour with keen eye and strong will always turn up something. Luck lie in the bed and wishes the postman would bring him news of a legacy; Labour turns out at six and with busy pen or ringing hammer lays the foundation of a competence; Luck whines; Labour whistles. Luck relie on chance; Labour on character. Luck slips downwards to self-indulgence; Labour strides upwards and aspires to independence."

অদৃষ্টবাদীকে অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু শ্রমশীল ব্যক্তিগণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং দুর্দ্দম্য বাসনা লইয়া নিজ বাহুবলে সে কার্য্য তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হয় এবং কঠোর উদ্যম এবং পরিশ্রমের অতি মধুময় ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। অদৃষ্টবাদী শয্যায় শুইয়া কখন ডাকে কোন অজ্ঞাত লাভের আশায় হা করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু শ্রমশীল প্রাতে উঠিয়াই তাহার লেখনী অথবা হাতুড়ী দ্বারা কার্য্য করিয়া তাহার যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। অদৃষ্টবাদী সর্ব্বদাই আশা এবং নৈরাশ্যের সহিত যুঝিয়া হাহাকার করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু শ্রমশীল পরিশ্রম দ্বারা সুখে থাকিয়া শীস্ দিয়া আনন্দের গান গাহিয়া জীবন পথে চলিয়া যায়, অদৃষ্টবাদী ক্রমে অধোগামী হইয়া আত্মসম্মান হারাইয়া বসে, কিন্তু শ্রমশীল স্বাধীনতার উচ্চ সোপানে আরূঢ় হইতে থাকে। তাই বলিতে ছিলাম, শুদ্ধ অদৃষ্টের নির্ভর করিয়া আর কতকাল আশা নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রাম করিবে? পরিশ্রম না করিলে অদৃষ্ট কার্য্যকারী হইতেই পারে না। সাধনা ব্যতিত সিদ্ধিলাভের উপায় নাই। পরিশ্রমের পুরস্কার আছে, যদি কিছু করিতে পরিশ্রম কর, তাহা কদাচ বৃথা যাইবে না। আপনাকে বিশ্বাস কর, মূলধন, সহায়, সম্পত্তি, অদৃষ্ট, এসকল লইয়া সারাজীবন অতিবাহিত করিলেও কোন পন্থাই দেখিতে পাইবে না।

সাহস করিয়া কিছু কাজ কর্ম্ম না করিয়া শুদ্ধ অদৃষ্টের দোহাই দিলে চলিবে কেন? কাজ আরম্ভ করিয়া যথাযোগ্য ঐকান্তিকতার সহিত পরিশ্রম করিলেই ভাল মন্দ, লাভ, ক্ষতি বুঝিতে পারিয়া তখন মানুষ হইতে পারিবে। নিতান্ত শ্রমকাতর ব্যক্তিই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। এজগতের সমস্ত কর্ম্মবীর শুদ্ধ উদ্যোগ এবং কঠোর সাধনায় বড় হইয়া থাকে, এবং হইয়াছে। সমস্ত সভ্য জগত তাহারই কঠোর সাধনা করিতেছে, আর তুমি সামান্য বেতনেই সমস্ত উচ্চাশা জলাঞ্জলী দিয়া কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকিবে? এ কেমন কথা? অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, বাহুবলে কঠোর পরিশ্রমে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে, লোক বল সহায় সংগ্রহ করিতে হইবে, তবে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে। অলসের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় না। কর্ম্ম করিতে যাহারা ভয় পায়, তাহাদিগকে কমলার দয়া হয় না। পাশ্চাত্য জাতি কঠোর পরিশ্রমী, কঠোর কর্ম্মবীর, তাই তাহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। এ আদর্শ চক্ষের সম্মুখে এতকাল দেখিয়াও আমাদের এক রতি প্রমাণ ও উন্নতি হয় নাই এবং হইল না। কেন? বিলাস মদিরায় আমাদিগকে মনুষ্যত্ব বৰ্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছে, আমরা যাহা নহি, তাহাই সাজিতেছি, প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া শুদ্ধ অনুকরণে উন্মত্ত হইয়াছি, পরের চক্ষে নিজের জাতিকে, জাতীয় অবস্থা, আচার ব্যবহারকে ঘৃণা করিতে বসিয়াছি! কাজেই অভাবে স্বভাব

নষ্ট হইতেছে। ভিতরে অভাবের দাবানল জ্বলিলেও চাল চলনে তাহা ঢাকা দিবার শয়তানী শিখিয়াছি।

এই অবস্থার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় এবং পরিবর্ত্তন করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রমশীল হইয়া কিছু কিছু অতিরিক্ত উপার্জ্জন করিয়া আগে অভাববহ্নি নির্ব্বাণ করিতে হইবে। যিনি যাহা করিতেছেন, তাহা ব্যতীতও প্রত্যেককে এক একটী Side line. স্বরূপ কিছু, করিতেই হইবে। যাঁহারা ধনকুবের, পিতৃ পিতামহগণের অতুল সম্পত্তির উপর বসিয়া আছেন, তাঁহাদেরও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা কাটান বিধেয় নহে। সমগ্র জগত ভারতের অর্থ লাভের জন্য মস্তিষ্ক চালনা করিতেছে, আর সেই স্বর্ণপ্রসূ দেশের ক্রোড়ে শায়িত হইয়াও মাতৃ সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও করায়ত্ত করিতে পারিলে না, ইহা কি ঘৃণা ও ক্ষোভের কথা নহে? পাশ্চাত্য অভিজ্ঞগণ দেখাইতেছেন যে—

"No idle nor thriftless man ever became great. It is amongst those who never lost a moment, that we find the men who have moved and anvanced the world,—by their learning, their science, or their inventions. Labour of some sort is one of the conditions of existence. The thought has come down to us from pagan times, that Labour is the price which the Gods have set upon all the that is excellent."

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষা।

Best Sarsaparrilla.

উৎকৃষ্ট সালসাপেরিলা।

Sassafras bark (Bruissed)	1 Pound
Lecorice root (Do)	7 ounce
Water	2½ galon
Oil sassafrash	1½ Dram
Oil of Wintergreen	2 Dr
Alchohol 95%	2 oz

Boil the Sassafras and Lecorice in the water half an hour, Strain through flannel, then add the Sirup. Dessolve the oils in the alchohal and add them to the Sirup, agitate the mixture freely.

(Scientific America)

P. P. 496

অনুবাদ—

সাসাফরাস চূর্ণ	১ পাউণ্ড
লিকোরিস (যষ্টিমধু চূর্ণ)	৭ আঃ
জল	২॥ গ্যালন
অয়েল সাসাফরাস	১॥ ড্রাম
অয়েল উইনটার গ্রীণ	২ ড্রাম
আল্‌কোহল (৯৫ পার্সেণ্ট)	২ আউন্স

প্রথমে সাসাফরাস বার্ক এবং যষ্টী মধু বা লিকরিসকে হামালদিস্তায় কুটিয়া উপরোক্ত পরিমাণ জলে ১॥ ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়, তাহার পর অয়েল দুইটীকে উপরোক্ত অ্যাল্‌কোহলে গলাইয়া সাসাফরাস ও যষ্টিমধুর সিদ্ধ জলে মিশ্রিত করিতে হয় এবং একটী বড় গ্লাসের বোতলে পুরিয়া বারম্বার নাড়িতে হইবে।

এখন ইহা ব্যবহারোপযোগী হইবে। বয়সানুসারে মাত্রা স্থির করিবার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা লইয়া সেবন করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রকার।

ফ্লুড সারসা পেরিলা	৩ আউন্স
,, একসট্রাক্ট ষ্টিলিংগিয়া	৩ আঃ
,, একসট্রাক্ট ইয়লোবার্ক	২ আঃ
,, ,, মে এপেল	২ আঃ
সুগার বা চিনি	১ আঃ
পটাস আয়োডাইড্‌	২০ গ্রেণ
আয়রণ আয়োডাইড	১০ গ্রেণ

মিশ্রিত করিলেই হইবে। সায়েণ্টিফিক আমেরিকা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বলেন যে, ইহা আয়ার্স সারসাপেরিলা বা তাহার অনুরূপ। ভাল ডাক্তার দ্বারা ডোজ বা মাত্রা স্থির করাইয়া লইতে হইবে।

নস্যের জন্য উৎকৃষ্ট সুগন্ধ।

—:o:—

১। নস্যকে স্থায়ী সৌরভময় করিতে হইলে Tonquin Bean টনকুইন বিন্ চূর্ণ বা তাহার অয়েল বা এসেন্স সাধারণ নস্যের সহিত মিশাইলে সুন্দর গন্ধ হইবে।

২।

অয়েল বারগামেট	২ আউন্স
অয়েল নিরোলী	১॥ ড্রাম
অয়েল রোজ	অর্দ্ধ ,,
অয়েল রোডিয়ম	অর্দ্ধ ,,

একত্রে মিশাইয়া নস্যের সহিত মিশাইলে সুন্দর গন্ধ হইবে। উপরোক্ত মিকৃচারে প্রায় দুই পাউণ্ড নস্য সুগন্ধীকৃত হইবে।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

Varnishes.

বার্ণিস প্রস্তুত প্রণালী।

AMBER VARNESH.

আম্বার বার্ণিস্।

চূর্ণ আম্বার	৬ ভাগ।
ভিনিস টারপেনটাইন	১ ভাগ।
বিশুদ্ধ টারপিন	২০ ভাগ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই ভাল আম্বার বার্ণিশ প্রস্তুত হইবে।

Black Varnish.

কাল বার্ণিস্।

Asphaltum	৩ আঃ।
বরণ্ট অম্বার	৮ আঃ।

৪;কোয়ার্ড পাকা মসিনার তৈলে দিয়া আগুনের উপর সাবধানে গলাইতে হইবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে তাহাকে নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে ইহাতে টারপিন মিশাইয়া তরল করিতে হইবে। টারপিণের ধরা কাটা পরিমাণ নাই, যতটুকু মিলে তুলির মুখে সরিবে, ততটুকুই আবশ্যক। এই এক প্রকার কাল বার্ণিস। কাষ্ঠের দ্রব্যের ও টীনের উপর ইহা বেশ চলিবে।

২য় প্রকার।

অন্য প্রকার—

আইভরি ব্লাক	১ পাউণ্ড।
ল্যাম্প ব্লাক	১ পাউণ্ড।
নীলবড়ী চূর্ণ	১ আউন্স।
আরবী গদ	৪ আউন্স।
ব্রাউন সুগার	৬ আঃ।

গরম জলে এই গুলিকে উত্তমরূপে প্রথমে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহার পর ইহাতে অর্দ্ধ আউন্স স্পিরিট অফ্ ওয়াইন মিশ্রিত করাও যাইতে পারে। এই বার্ণিসটা কাষ্ঠে, কাগজে, কাপড়েও ব্যবহার চলিতে পারে, তবে ইহাতে কোন তৈল না থাকায় আমাদের মনে হয়, জলে টিকিবে না।

শুল্ক বৃদ্ধি।

এবার ভারতের সরকারী বজেটে যে সকল দ্রব্যের শুল্কবৃদ্ধি হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—(১) চিনি ব্যতীত অপরাপর আমদানি দ্রব্যের শুল্ক শতকরা সাড়েসাত টাকা; (২) চিনির শুল্ক শতকরা দশ টাকা; (৩) রবিবন্দ, চা'র বাক্স, জ্বালানি কাঠ, ছাপাখানা ও লিথো-গ্রাফের সরঞ্জাম, রেলের সরঞ্জাম, জাহাজের সরঞ্জাম প্রভৃতি জিনিসের শুল্ক শতকরা আড়াই টাকা; (৪) পোড়া কয়লা টন প্রতি ॥০ আনা; (৫) তাজা ফল, শাক সব্জি, বাঁশ, শিং, পাট থইল, মূল্যবান্ প্রস্তর ও জহরতাদি, মোটর গাড়ীর সরঞ্জাম, মাটী, বালি প্রভৃতি জিনিষের শুল্ক শতকরা সাড়েসাত টাকা; (৬) লোহা ও ইস্পাতের শুল্ক শতকরা আড়াই টাকা; (৭) অন্যান্য ধাতুর পদার্থের শুল্ক শতকরা সাড়েসাত টাকা; (৮) অস্ত্র শস্ত্র ও গোলা বারুদের শুল্ক শতকরা কুড়ি টাকা; (৯) 'এল'বিয়ার ও আপেলজাত মদ্যের শুল্ক গ্যালন প্রতি সাড়ে চারি আনা; দেশীয় মদ্যের শুল্কও ঐরূপ বৰ্দ্ধিতহারে (১০) সুগন্ধ-যুক্ত মদের শুল্ক গ্যালন প্রতি ১৮৫০ হারে; (১১) অপরীক্ষিত উত্তেজক মদ্য গ্যালন প্রতি ১৪॥৵০ হারে এবং পরীক্ষিত উত্তেজক মদ্য গ্যালন প্রতি ১১।০ হারে; (১২) পানের অযোগ্য স্পিরিটের শুল্ক শতকরা ৭॥০ টাকা হারে; (১) চুরুট ও সিগারেটের শুল্ক শত-করা ৫০৲ টাকা হারে; (১৪) তৈয়ারি তামাকের শুল্ক পাউণ্ড প্রতি ১৵০ হইতে ১॥০ হারে (১৫) কতকগুলি রূপালি জিনিসের শুল্ক শতকরা ১৫৲ হারে; (১৬) রপ্তানি পাটের গাইট প্রতি ২।০ হারে; (১৭) চা'র শুল্ক প্রতি এক শত পাউণ্ডে ১।০ হারে; (১৮) লবণের শুল্ক মণকরা ১।০ হারে, (১৯) আয়কর (ক) ৫০০০৲ হইতে ৯,৯৯৯৲ পর্য্যন্ত টাকা প্রতি দুই পয়সা হারে, (খ) ১০,০০০৲ হইতে ২৪,৯৯৯৲ পর্য্যন্ত টাকা প্রতি তিন পয়সা হারে; (গ) ২৫,০০০৲ হইতে তদূর্দ্ধ প্রতি টাকায় এক আনা হারে; (২০) ব্যবসা-দার কোম্পানি সমূহের আয়ের উপর টাকা প্রতি এক আনা হারে। উল্লিখিত শুল্ক-বৃদ্ধির ফলে গবরমেণ্টের আয় মোট পাঁচ কোটী সাতচল্লিশ লক্ষ, পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়িবে, এইরূপ অনুমান।

স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণ রৌপ্যের ১৬ গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত, ১৭১৫ খৃঃ স্বর্ণের মূল্য খৃষ্ট জন্মাইবার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপ ১৩গুণ অধিক ছিল।

৫০০খৃঃ স্বর্ণের মূল্য ছিল, রৌপ্য অপেক্ষা ১৮গুণ বেশী।

১১০০খৃষ্টাব্দে স্বর্ণের মূল্য কমিয়া গিয়া রৌপ্যের মূল্যের ৮গুণ অধিক হয়। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ১১গুণ অধিক মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয় হয়।

১৮৭৬খৃষ্টাব্দে স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা ১৮গুণ হয়।

১৮৬৬খৃঃ স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা চুড়ান্ত অধিক হইয়া পুনরায় রৌপ্য অপেক্ষা ২০ গুণ মূল্য হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সেঞ্চুরীর প্রথমে ৫০০ খৃষ্টাব্দে দর ছিল, তাহাপেক্ষাও অধিক হইয়া যায় প্রেট্রি আক আব্রহামের সময়ে রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য ছিল, ৮গুণ অধিক, খৃষ্ট জন্মিবার ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য ১২গুণ অধিক ছিল, খৃষ্ট জন্মিবার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল, ১৩গুণ অধিক, খৃষ্ট জন্মি-বার পর বৎসরে রৌপ্য অপেক্ষা ৯গুণ অধিক মূল্য বিক্রয় হয়।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না এখন পূর্ণ, মূল্য দিতে হইবে।

১৮৫৪খৃঃ সোণা রূপা অপেক্ষা কেবল ৬ গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। অনেকে বলেন যে, ১০০ বৎসর পরে হয়ত ওজনে ২ পাউণ্ড রৌপ্য কেবল ১টী স্বর্ণের মুদ্রার জন্য বিক্রয় হইতে পারে। রৌপ্যের ক্রমেই হতাদর হইয়া উঠিতেছে।

Expert's advices.
অভিজ্ঞের উপদেশ।

সুখী কে? যিনি অল্পেই সন্তোষলাভ করিতে পারেন, কেননা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতেই শান্তি।

"Toungue can not easely chained, when once loose" জীহ্বাকে একবার আলগা দিলে সহজে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সহজ নহে। জীহ্বাকে সংযত কথাই প্রশংসার্হ, বাচালতায় অনেক বিপদ।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, Knowledge in your youth is wisdom in your age, যৌবনের ভুয়ো দর্শন দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, বৃদ্ধ বয়সে তাহাই অভিজ্ঞতা হইয়া দাঁড়ায়। এদেশের ছেলেদের পাঠ্যাবস্থায় এমন কিছু ভুয়ো দর্শন হয় না, বা ছেলেদেরও ভুয়ো দর্শনের প্রবৃত্তি দেখা যায়না যে, বয়স কালে অভিজ্ঞ বা উপদেষ্টার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। এদেশের ছেলেদের শিক্ষার এইখানেই গলদ।

দোষীলোক মাত্রেই পরশ্রী কাতর।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, "যাহাদের মাথা হালকা, তাহারাই শক্ত কথা বলে। মস্তিষ্কবান জ্ঞানী লোকে কদাচ কঠোর কথা বলিয়া অপরের হৃদয় আহত করে না।

সরলতা মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক। "Frankness is the sign of a noble mind"

হে ধীমান! অপরের সমালোচনায় উত্তেজিত হইও না। অপরের সহিত মতদ্বৈধ হইলে ক্ষুব্ধ হইও না। ইহা সুরুচীর পরিচায়ক নহে। জগতের প্রত্যেক লোকের রুচি, চরিত্র, পৃথক পৃথক। তাহাদের মতামতেরও পার্থক্য স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বাগবিতণ্ডা করিতে যাইলে পাগল হইতে হইবে।

বেশী বুদ্ধি না চালিতে যাইয়া সুখে দুঃখে তোমার প্রতি ভগবানের অপার করুণা আছে, এ বিশ্বাস রাখিতে পারিলে অনেক আনন্দ পাইবে।

WORTH REMEMBERING.
স্মরণ যোগ্য তথাবলী।

কাপড় কাচিয়া সাবানের জলটা কোন ক্ষুদ্র জমীতে ফেলিলে সে স্থানটী উর্ব্বর হইয়া যাইবে, সাবানের জল, ছাই এ সকল কোমল গাছ ও লতার ভাল সার।

এনভেলপের সাদা কাগজ গুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিওনা, একত্রে একটা সুতায় গাথিয়া রাখিয়া দাও, অনেক ক্ষুদ্র বিষয় লেখায় কাজ হইবে।

খুব পুরু বা মোটা মোশারী বিছানার চারিদিকে চাপিয়া দিয়া নিদ্রা যাওয়া ঘোর অনিষ্টকর, মশারির মধ্যে বায়ু চলাচল হইতে পারে, এরূপ মশারিই স্বাস্থ্যপ্রদ।

কাঠের কয়লা চূর্ণ দ্বারা ছুরিকা প্রভৃতি সানাইলে সুন্দর পালিস হইয়া যায়।

অতিশয় সৌরভময় সাবান ব্যবহার করিও না, কারণ তাহা দ্বারা চর্ম্মের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইবে। প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ বলিয়াছেন "This act injuiously upon skin."

১০০০ টাকা জমাইতে পারিলেই অনেক কার্য্যে অগ্রসর হইবার সাহস জন্মে। এই কথা বার্ণম নামক জনৈক ধনকুবের উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই হাজার টাকা জমান পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুবকের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু পরিতাপ, এদেশের অনেকই যুবকগণের এক পয়সা উপার্জ্জন না থাকিলেও গড়ে ৷৹ আনা বাজে খরচ আছে। ইহা আমরা প্রমাণ করিতে পারি।

দেশলাই, অস্ত্রশস্ত্র, ঔষধাদি বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকিলে যেন কদাচ তাহাদের হাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে, নচেৎ বিপদ ঘটিবে।

খোলা কেরোসীনের ডিপি ছেলে মেয়ের ঘরে কদাচ ব্যবহার করিও না, বিপদ পদে পদে।

ঘর ঝাড়িবার সময় বিছানার চাপা দিতে তুলিও না, নচেৎ কাশী প্রভৃতি উৎকট পীড়া হইবে। শয়ন গৃহ যথাসম্ভব পরিষ্কার

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পরিচ্ছন্ন এবং মুক্ত বাতায়ন করিয়া রাখিবে, অনেক ডাক্তারী খরচ বাঁচিয়া যাইবে।

সর্ব্বদেশের চিকিৎসকগণই বলিয়াছেন, মৎস্য, দুগ্ধ এবং মাংস একই আহারে খাওয়া নিষিদ্ধ, ইহা দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ায় গোলোযোগ হয়।

Agricultural Notes.

কৃষি-তথ্য।

মহুয়া বৃক্ষের চাষ।

শ্রীগণপতি রায় লিখিত।

উৎপত্তি

এই বৃক্ষকে সংস্কৃত ভাষায় মধুক বা মধুদ্রুম কহে। ইহার উপকারীতা নিতান্ত কম নহে। ইহাকে লাটিন ভাষায় Polyandria Monogynia of Lennoeons কহে। ইহার বীজের নিম্নাংশ নলাকৃতি। উক্ত বীজ এক ইঞ্চি দীর্ঘ। ইহার ত্বক স্থূল এবং লোহিত বর্ণের; ইহা হইতে নয়টী ক্ষুদ্র পত্র বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। ইহার ফুল গুচ্ছাকারে বহির্গত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করে। উহা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা হইতে বহির্গত হইয়া থাকে, ফুলের আকার দেড় ইঞ্চি। ফুলগুলি নিম্নাভিমুখে নমিত; উহা হইতে বীজ উৎপন্ন হইলে ফুলগুলি আপনা আপনি পড়িয়া যায়।

বৃক্ষ

বৃক্ষ পূর্ণ বয়স্ক হইলে আম্র বৃক্ষের সমতুল্য হইয়া থাকে। বৃক্ষের মস্তক ঝোপের ন্যায় দৃষ্ট হয়। পত্রগুলি অণ্ডাকার (Oval) কিন্তু সামান্য তীক্ষ্ণ। শিকড়গুলি সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে; উহা ভূমধ্যে অধিক প্রবেশ করে না। ইহার গুঁড়ি শাখাশূন্যাবস্থায় অধিক দীর্ঘ হয় না। অর্থাৎ ৮।১০ফিট এইরূপ দীর্ঘ হইয়া থাকে। কাষ্ঠ নিতান্ত অল্প কঠিন নহে; উহার বর্ণ লোহিত। ইহার ত্বক হইতে একপ্রকার সুনির্ম্মল নির্য্যাস বা আটা বহির্গত হয়।

ফল

ইহার ফল অদ্ভুত। উহা জামের সহিত তুলনা করা যায়। ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত বৃক্ষের পত্র পতিত হয়। মার্চের প্রথমাংশের পত্রশূন্য বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার প্রান্তভাগ হইতে পুষ্পোদগম হইতে আরম্ভ করে এবং তদ্বারা বৃক্ষের অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত হয়। ইহার ফল সাধারণতঃ বিবিধ আকারের দৃষ্ট হয়। ইহা ক্ষুদ্র আখরাটের আকার বিশিষ্ট, কিন্তু কথঞ্চিৎ বৃহৎ লম্বাকৃতি ও তীক্ষ্ণ। বৈশাখের মধ্যমাংশে উহার ফল পাকিতে আরম্ভ করে। ফল পতিত হইতে আরম্ভ করিলে অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। এইরূপ জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যমাংশ পর্য্যন্ত পতিত হইতে থাকে। ইহার খোসাটী (যাহাকে লাতিন ভাষায় Pericarpium কহে) অত্যন্ত কোমল। ফলগুলি পতিত হইবামাত্র ভগ্ন হইয়া যায়। পতিত হইলে তন্মধ্যস্থিত খাদ্যাংশ তৈলাক্ত দ্রব্যবিশেষ। উহা মাখন বা ঘৃতের তুল্য দ্রব্য; অবস্থাভেদে মাখন বা ঘৃতের সমতুল্য হইয়া থাকে। এই তৈলকে এদেশে কোঁচড়া তৈল বলে।

খাদ্য

বিশুষ্ক এবং মরুপ্রদেশাদিতে মহুয়া বৃক্ষ অত্যধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের উপকারীতা ওদ্দেশেই অধিক উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সমূহের অধিবাসীগণ মহুয়ার ফুল শুষ্ক করিয়া অথবা মস্ত ফল তরকারীরূপে ব্যবহার করে। কেহ কেহ (ফল) উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করে। কেহ কেহ বা উহা রন্ধন সময়ে সিদ্ধ করিয়া লয়। উহা অত্যন্ত উপাদেয়, বলকারক খাদ্য বলিয়া গৃহিত হইয়া থাকে।

মদ্যাদি

পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সমূহের অধিবাসীগণ মহুয়ার ফল পচাইয়া এবং চুয়াইয়া উহা হইতে একপ্রকার তীব্র মদিরা প্রস্তুত করে। উহা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। উহার মূল্য এত অল্প যে উক্ত কাঁচি ৵১০ সের ৫ পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। ৫ পয়সা মূল্যের মদ সেবন করিয়া একব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে মত্ত হইতে পারে। উক্ত মদিরা পাটনা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। উহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভবান হওয়া যায়। উক্ত দ্রব্য ভিন্নদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার ফল হইতে একপ্রকার ঘৃতের ন্যায় তৈলাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উহা স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ঘৃতে ভেজালরূপে ব্যবহৃত হয়। মেঠাই প্রভৃতিতে এইপ্রকার ঘৃতই অধিক ব্যবহৃত হয়। তরল অবস্থায় তৈলরূপে প্রদীপে প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

ঔষধ।

মহুয়ার তৈল বাহ্যিক ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হয়। ক্ষত আরোগ্যের এমত অব্যর্থ মহৌষধ আর নাই। ইহা সকল প্রকার চর্ম্মসম্বন্ধীয় পীড়ায় Cutaneous eruptions অর্থাৎ ব্রণাদি নির্গমনে প্রযোজ্য। প্রথমতঃ ইহা সাধারণ তৈলের ন্যায় তরল অবস্থায় থাকে, পরিশেষে উহা ঘনীভূত হইয়া হইয়া যায়। উহাকে ইংরাজীতে Coagulate হওয়া কহে। উক্ত তৈল ক্ষণকাল রাখিয়া দিলে স্বল্পতিক্তাস্বাদ অনুভূত হয়। পরে উহা হইতে পূতিগন্ধযুক্ত

(Rancid) গন্ধ বহির্গত হয়। তখন উহা খাদ্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে। পরন্তু যদ্যপি পূর্ব্বে এই তৈল পরিস্কৃত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আর ঐরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

উক্ত তৈল বিশুদ্ধ এবং অশুদ্ধাবস্থায় ভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। পাটনা, দানাপুর প্রভৃতি নিম্নভূমিতে ইহার যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে।

আটা।

মহুয়া বৃক্ষ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আটা সংগৃহিত হইতে পারে। উহা চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সংগ্রহ করিতে হয়। তখন উক্ত বৃক্ষ ফল পুষ্পে পরিশোভিত হয়। যে সকল স্থানে মহুয়া বৃক্ষ স্বল্প দৃষ্ট হয়, তথা হইতে আটা সংগ্রহ করিলে বৃক্ষের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু যে সকল স্থানে উক্ত বৃক্ষের রীতিমত আবাদ করা হয়, তথায় নির্ব্বিঘ্নে আটা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। উহাতে অধিক ক্ষতি করিতে পারে না।

কড়ী প্রভৃতি

এই বৃক্ষের দ্বারা বীম বা কড়ী ও গৃহের অন্যান্য কার্য্যাদি করা বিধেয় নহে। উহা জমির উপরে ও ভূমধ্যে প্রোথিত থাকিয়া অধিক কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় দিতে পারে না। কিন্তু উহাদ্বারা জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে। কেবল উক্ত কার্য্যের জন্যই মহুয়ার আবাদ করা যাইতে পারে। বর্ষাকালে এই কাষ্ঠের "ভেলা" বাঁধিয়া দূরদেশে লইয়া যাওয়া যায়। অনেকে এই কাষ্ঠের 'চালান' দিয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন।

জন্মস্থান

এই বৃক্ষ অনুর্ব্বরা ও পার্ব্বত্য প্রদেশেই সমধিক জন্মিয়া থাকে। ইহার নিকট অপর ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। বহু বৃক্ষ সমাকীর্ণ স্থানে উক্ত বৃক্ষ রোপন করিবার দুই তিন মাস পরেই সন্নিকটবর্ত্তী অপর বৃক্ষাদি শুষ্ক হইতে থাকে ও অল্পদিন মধ্যে মরিয়া যায়। পাটনা, দানাপুর, বক্সার ও রামগড় প্রভৃতি স্থানেও এই বৃক্ষ দীর্ঘাকৃতি হইয়া থাকে। ইহার জমি অধিক আর্দ্র হইলেও উক্ত বৃক্ষ উত্তমরূপে জন্মিতে দেখা যায়। কটক, পাচিৎ, রোটাস্ প্রভৃতি স্থান ইহার জন্ম স্থান। পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই বৃক্ষ প্রায় সর্ব্বত্রই স্বল্পাধিক জন্মিতে পারে।

বপনকাল ও মূল্যাদি

এই বৃক্ষ বর্ষাকালে রোপন করিতে হয়। ৩০।৪০ ফিট দূরে দূরে ইহা রোপন করিবার নিয়ম। সপ্তম বৎসরের মধ্যে ইহার ফল পুষ্পে পরিশোভিত হয়। দশম বর্ষে ইহা হইতে অর্দ্ধ পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। বিংশ বর্ষে বৃক্ষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া গেলে বৃক্ষগুলি প্রায় শতবর্ষ জীবিত থাকে। এক একটী পূর্ণ বৃক্ষ ৪/ চারি মণ শুষ্ক পুষ্প প্রদান করিতে পারে। উহার মূল্য প্রায় ২৲ টাকা হইবে। উহাতে পাকি ॥৬ সের বা প্রায় কাঁচি ৸০ ত্রিশ সের তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা এক বৎসরের হিসাব। সকল বৃক্ষে তুল্যরূপ ফল প্রদান করে না। সুতরাং তদ্বারা মূল্যেরও নূন্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। চিত্রা নাক স্থানে এবং তৎসন্নিকট-বর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশে মহুয়ার অত্যন্ত পরিস্কৃত তৈল প্রস্তুত হয়, এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

রোপণের নিয়ম

প্রত্যেক বিঘায় আটটী করিয়া বৃক্ষ রোপন করিতে পারা যায়। প্রতি বৃক্ষে ॥০ আট আনা লাভ হইলে আটটি বৃক্ষে ৪৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্য হইতে খাজা বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহাতে বিনাকষ্টে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে। ইহাতে অপর খরচ আদি নাই। কেবলমাত্র উক্ত বৃক্ষ রোপন করিয়া রাখিলে হইল। এই বৃক্ষ অযত্নে বর্দ্ধিত হয়। উক্ত অযত্নে বর্দ্ধিত বৃক্ষের চাষ করিলে স্বল্পায়াসে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া লোকের আর কষ্ট পাইতে হয় না। এই প্রকার অযত্নলব্ধ দ্রব্যের প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হইবে, শুভ ফল প্রদান করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে দেশে এই সকল বৃক্ষ জন্মে, তথায় লোকেরা ইহার প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণেও শত সহস্র বৃক্ষ প্রান্তরে জন্মিয়া প্রান্তরেই বিশুষ্ক হইতেছে, লোকে তাহার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধিকরণে সমর্থ হয় নাই।

(*Special for "Businessman."*)

Homeopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক নোটস্।

NIGHT-SWEAT.

নিশাঘর্ম্ম।

রাত্রিকালে অযথা অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হওয়া বিশেষ কুলক্ষণ। গ্রীষ্মকালে অতিশয় গরমের জন্য যে ঘর্ম্ম হয়, তাহার কথা হইতেছে না, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু যে ঘর্ম্মের একটু বিশেষত্ব আছে, তাহার কথাই বলিতেছি। এরূপ ঘর্ম্ম দুর্ব্বলকর, শীতল থাকিলেও এবং শীতকালেও এ ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

এইরূপ ঘর্ম্মের মূলে কোন উৎকট পীড়া লুক্কায়িত থাকে। সেইজন্য এইরূপ নিশা-ঘর্ম্মের জন্য প্রতিকারের আবশ্যকতা আছে। নিম্নে এইরূপ ঘর্ম্মের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং চিকিৎসার কথা বলিতেছি।

বিছানায় যাইবামাত্র বিছানার গরমে প্রচুর ঘর্ম্ম, শীত শীতবোধ (Chiliness) আর্জেনটাইন নাইট্রেট্।

সন্ধ্যাকালে শয়নের অব্যবহিত পরেই ঘর্ম্ম—Asseram Europ.

নিশাঘর্ম্ম—বিশেষতঃ মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে, তৎসঙ্গে হস্তপদ শীতল—কাল্কে কার্ব্ব, শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র প্রচুর ঘর্ম্ম—(Excessive Sweat)—কার্ব্বো এনিম্যাল।

দিবসেও তন্দ্রার চক্ষু মুদিলেও সেইরূপ ঘর্ম্ম—কোনায়ম।

বিছানায় শয়ন করিবামাত্র শরীরের যে সকল অংশ আচ্ছাদিত, সেই সকল স্থানে প্রচুর সুগন্ধ, উষ্ণ ঘর্ম্ম কিন্তু জাগরিত হইয়া চক্ষু চাহিবামাত্র ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়—পূল্স।

রাত্রিকালে বিছানায় যাইবার পূর্ব্বে সামান্য ঘর্ম্ম—সিপিয়া (কিন্তু ডাক্তার সাল্জার বলেন যে, সিপিয়াতে দিবসেও নিম্ন শাখা প্রশাখায় ঘর্ম্ম লক্ষণ আছে)

প্রতি রাত্রেই শয়নের ১৷৹ ঘণ্টা আন্দাজ সময়ের পরে ঘর্ম্ম—মার্ক সল্।

সন্ধ্যায় শয্যায় শয়নের ২ ঘণ্টা পরে প্রথমেই পায়ে শীতল ঘর্ম্ম হইয়া থাকে, মিউর এসিড Mur. Ac.

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর শুষ্ক কাশী তৎসহ ঘর্ম্ম—Mur. Ac.

রাত্রিকালে দ্বিপ্রহরের সময় ঘর্ম্ম আরম্ভ, বিছানায় থাকিতে থাকিতে শীত শীতবোধ করিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শীতবোধ থাকে—হিপার সলফ্।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের কাছা কাছি সময় হইতে কেবল পৃষ্টদেশে প্রচুর ঘর্ম্ম, হিপার সলফ্।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি তন্দ্রাবস্থা, এবং নিদ্রাবস্থায় (during slumber)—ফেরম্।

মধ্য রাত্রির কাছাকাছি সময়ে প্রথমে মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া পরে বক্ষস্থলে প্রচুর ঘর্ম্ম, ফস্ফরিক্ এসিড্।

নিশীথ রাত্রের পচা ডিমের মত গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম, ষ্টাফিসেগ্রিয়া।

ঘর্ম্ম মধ্যরাত্রির পরে, কয়েক রাত্রি ধরিয়া, ষ্টাফিসেগ্রিয়া। মধ্য রাত্রির দিকে কিছু পরিমাণ ঘর্ম্ম—ব্রাইয়োঃ।

মধ্যম রাত্রির পর ঘর্ম্ম এবং পিপাসা —ম্যাগণে সলফ।

প্রতি রাত্রেই মধ্য রাত্রির পর ঘর্ম্ম, বিশেষ ভাবে বক্ষস্থলে—লাইকোপড্

মধ্য রাত্রির পরই সচরাচর ঘর্ম্ম—আম্বার গ্রিস্, ব্যারায়েটা কার্ব্ব।

নিদ্রাবস্থায় মধ্য রাত্রির পর ঘর্ম্ম প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত—ফসফরাস্

মধ্য রাত্রের পর ঘর্ম্ম—নক্স।

মধ্য রাত্রির পর ঘর্ম্ম, সে ঘর্ম্মে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তুলে—বারবেরিস

রাত্রি ৩টার পর ঘর্ম্ম—ব্রাইঃ

রাত্রি ৩টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম—মারকিউরিয়স

নিদ্রিতবস্থায় কেবল মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম —সিপিয়া

নিদ্রিতাবস্থায় বিশেষ ভাবে পৃষ্ঠ এবং গলদেশে অধিক ঘর্ম্ম—চায়না।

রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় রোগী ছটফট করে এবং ঘর্ম্ম হইতে থাকে—ওপিয়ম, সলফর।

নিদ্রার পর জাগ্রত হইবার পরই সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম (নিদ্রিতাবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ) সাম্বুকস্।

ঘুমাইবার পর প্রত্যেকবার এমন কি দিবসেও প্রচুর ঘর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা বোধ, আণ্টিম ক্রুড্।

কেবল রাত্রিতে নিদ্রার সময় ঘর্ম্ম কিন্তু জাগিবা মাত্র ঘর্ম্ম থামিয়া যায়, ইউফ্রেসিয়া।

রাত্রে নিদ্রার সময় ঘর্ম্ম হয় না, কিন্তু মধ্য দিবা ভাগে তন্দ্রা আসিবা মাত্রই ক্রমাগত ঘর্ম্ম নেট্রামমিউর।

রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ, জাগরণ মাত্রেই ঘর্ম্ম বন্ধ, পুনরায় নিদ্রা আসিবা মাত্র ঘর্ম্ম—কামোমিলা

রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম, তজ্জন্য মোটেই দুর্ব্বলতা অনুভব করেনা বেলেডোনা, সাম্বুকস। (মোটেই পিপাসা থাকেনা) নেট্রাম সংফ্।

সহবাসের পর ঘর্ম্ম, এবং তৎসহ দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি, ফেরম্।

প্রতি রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম তৎসহ অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলতা, যেন যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা বোধ হয়, দুর্ব্বলকর প্রচুর নিশাঘর্ম্ম সাইলিসিয়া, ব্যারাইটা কার্ব্ব, মারকরি। মারকারীর ঘর্ম্ম যদিও রাত্রে, কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে ঘর্ম্ম হওয়াও ইহার একটী লক্ষণ বটে।

কয়েক রাত্রি প্রচুর উত্তপ্ত ঘর্ম্ম প্রাতে এবং শেষ রাত্রে দুর্ব্বলতা, তাহার পর বক্ষে, পার্শ্বদেশে ঘর্ম্ম—on breast and on sides, not lain upon and the axilla. বেঞ্জিনম্।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না এখন পূর্ণ, মূল্য দিতে হইবে।

প্রতিদিন রাত্রে এবং প্রত্যূষে গরম ঘর্ম—আমন কার্ব্ব।

সমস্ত রাত্রি নিশাঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে গরম বোধ, কিন্তু গাত্র বস্ত্র খুলিতে পারে না। এসেটিক অ্যাসিড্।

নিশাঘর্ম্ম—প্রচুর এবং দুর্গন্ধময়, কার্ব্বো এনিম্যাল—টকগন্ধযুক্ত গ্রাফাইটিস্।

প্রচুর টকগন্ধযুক্ত নিশাঘর্ম্ম—কষ্টিকম, হিপার সল্ফ, নক্স ভমিকা, সিপিয়া, থুজা।

প্রচুর নিশাঘর্ম্ম, তদ্দ্বারা কাপড়ে হলুদে দাগ লাগে, যেন কাপড় তৈলে ডুবান হইয়াছে থুজা।

রাত্রে যেন চর্ব্বী এবং তৈলময় ঘর্ম, এবং বস্ত্র শক্ত এবং খট্‌খটে (Stiff) বোধ হয়—মার্ক সল্।

শীতল এবং রক্তাক্ত নিশাঘর্ম্ম (Houat's provings) কিউরেয়ার—কেবল বক্ষস্থলে, পৃষ্ঠ বক্ষাদেশে নিশাঘর্ম্ম—সিপিয়া।

প্রচুর নিশাঘর্ম্ম, কিন্তু কপাল ও ঘাড় শীতল, লাইকোপোডিয়ম—কেবল মুখে নিশাঘর্ম, ড্রসেরা।

কেবল ঘাড়ে নিশাঘর্ম্ম—রসটক্স, কেবল পৃষ্ঠবংশে নিশাঘর্ম্ম—সাইলিসিয়া—কেবল বগলে—সাইঃ।

রাত্রে কেবল শিরদাড়ায় ঘর্ম্ম, কিন্তু হস্ত পদ ঘামে না—সাইকো।

রাত্রে কেবল হস্তপদে ঘর্ম্ম—কোনায়ম।

উপর হইতে নিম্নদিকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম—সিপিয়া।

রাত্রে কেবল জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ম্ম—বেলেডোনা।

রাত্রে অণ্ডকোষে প্রচুর ঘর্ম্ম—সাইলেসিয়া।

রাত্রে কেবল পায়ের দিকে প্রচুর ঘর্ম্ম Agar musc.

রাত্রে নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ জানু পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম,—আর্সেনিক আলব।

জানুদেশে ঘর্ম্ম—সংকর।

রাত্রে কেবল পা দুপানিতে ঘর্ম্ম—নাইটিক আসিড্।

নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ হস্তে পদে ঘর্ম্ম—জিঙ্ক।

একদিবস অন্তর নিশাঘর্ম্ম নাট্রিক এসিড্,—সিপিয়া।

রাত্রিকালে কাশী এবং নাসাসর্দ্দি সহ ঘর্ম্ম—ল্যাকেসিস্, রাত্রিকালীন জ্বরে, ঘর্ম্মসহ পিত্ত বমন—ল্যাকেসিস।

নিশাঘর্ম্মের চিকিৎসায় অতি মনোযোগের সহিত কোন সময়, কোন স্থানে ঘর্ম্ম হয়, উপরোক্ত লক্ষণ গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ মনোযোগের সহিত মিলাইয়া নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই সুফল হইবে। এইটী অতি আবশ্যকীয় বিষয় বলিয়া বহু পরিশ্রমে ডাক্তার সাল্‌জার প্রভৃতির পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

S. P. C.

(কাজের লোকের জন্য)

ওয়ালটেয়ার যাত্রীর পত্র।

বহুদিবস হইতে ওয়ালটেয়ার যাইবার ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী ছিল! হঠাৎ জনৈক বন্ধুর সম্মিলনে তাহা অদ্য কার্য্যে পরিণত হইল। আমাদের দুইজনের যাওয়ার দিন স্থির হইয়া গেল। অদ্য ১৫ই মাঘ শনিবার নবমি তিথিতে সন্ধ্যা ৭টার সময় শুভযাত্রা করিয়া আমরা একখানা ঠিকা গাড়ীতে করিয়া একেবারে হাওরায় আসিয়া পহুছিলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের টিকিট কিনিবার জন্য হাবড়ার ব্যস্ত হইতে হয় নাই, উহা পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত ছিল; সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কেবল enquiry আফিসে খবর লইয়া জানিলাম যে, আমাদের গাড়ী ৮নং প্লেটফরমে অপেক্ষা করিতেছে। আমরা অবিলম্বে আমাদের Luggage প্রভৃতি লইয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং ১খানি খালি গাড়ী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন সমস্ত গাড়ীই একেবারে জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। "নস্থান তিলধারয়েৎ" আমরা বিপদ গণিলাম, কারণ আমাদের সহিত দ্রব্য সামগ্রীও অনেক। তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে (Madras Mail) মাদ্রাজ ডাক গাড়ী ৮টা ১৫ মিনিটের সময় ছাড়ে। আমরা একবার গার্ড সাহেবের নিকট নালিশ করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ফলই হইল না। তিনি বলিলেন, "Go by Puri Express (পুরী এক্স্প্রেস্ গাড়িতে যাইতে বলিলেন) আমরা এইরূপ ইতঃস্তত করিতে করিতে ডাক গাড়ীর এঞ্জিন হইতে বংশীধ্বনি হইল এবং গার্ড সাহেবও একবার বংশী বাজাইয়া তাঁহার নিশানটী নাড়া দিয়া চালককে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। গাড়ী গজেন্দ্র গমনে এষ্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া গেল। আমরা কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কেবল সেই গাড়ীর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। গাড়ী কাহারও বাধা মানে না, কাহারও কথা শুনে না, আমাদেরও দুঃখ বুঝিল না। সে আপনার মনে ভক্ ভক্ শব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে নয়ন পথ অতিক্রম করিয়া গেল। এদিকে আমরা নিরুপায় হইয়া অগত্যা সেই গার্ড সাহেবের কথা মত পুরী এক্স্প্রেস্ গাড়ীর নিকটে আসিলাম। ঐ ৮নং প্ল্যাটফরমের দক্ষিণ পার্শ্বে পুরী এক্স্প্রেস্ ছিল, আমরা তথায় আসিয়া ১খানি গাড়িতে চড়িয়া বসিলাম।

গাড়ীতে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা

চলিতে লাগিল। একজন বলিলেন "আপনারা কোথায় যাইবেন?" আমরা বলিলাম, "ওয়াল্‌টেয়ার"। তিনি বলিলেন, মেলে যাইলে বড়ই ভাল হইত। আমি আর কিছু বলিলাম না, মনে মনে করিলাম, মেলে যাইবার ইচ্ছাত সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা হইল কৈ? আর ১টী লোক বলিলেন, মেলে আর এক্সপ্রেসে অধিক পার্থক্য নাই, কেবল খুর্দ্দা রোডে গাড়ী বদল করিতে হইবে আর ডাক গাড়ী অপেক্ষা কয়েক ঘণ্টা পরে পৌঁছিবে মাত্র। সে যাহা হউক, আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে এক্সপ্রেসের বংশীধ্বনি হইল, আমরা গবাক্ষ দ্বার দিয়া দেখিলাম, গার্ড সাহেব তাঁহার বাঁশীটী বাজাইয়া তাঁহার হস্তস্থিত সবুজ পতাকাটী নাড়িতেছেন, আমরা তখনই বুঝিলাম, এইবার গাড়ী ছাড়িল।

ঠিক রাত্রি ৮টা ৫৪ মিনিটে এ গাড়ী ছাড়িল। তখন আমরা দুর্গে বিপদনাশিনী কৈবল্যদায়িনী, কলুষনাশিনী, অধম তারিণী উচ্চারণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। কারণ ঘরমুখো বাঙ্গালীর ঘর ছাড়িয়া যাওয়া বড় সোজা কথা নয়। এদিকে আমাদের বাষ্পীয়যান দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া ভাক্ ভাক্ ভাক্ ভাক্ শব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে দীগন্ত অন্ধকার করিয়া শন্ শন্ শন্ রবে প্রচণ্ড বেগে চলিতে আরম্ভ করিল, আমরা গাড়ীর দুই পার্শ্বে তাকাইতেছি, যেন বৃক্ষসকল একটী অপরটীর ঘাড়ে পড়িতেছে; মাঠ সকল যেন প্রচণ্ড বেগে ঘুর্ণ্যমান। মধ্যে মধ্যে এক একটী ষ্টেশন আসিতেছে এবং নিমেশ মধ্যে কোথায় চলিয়া যাইতেছে, তাহা নয়নগোচর হইতেছে না। এইরূপে গাড়ী বাগনান্ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিয়া একেবারে রূপনারায়ণ নদ পার হইয়া কোলাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল। রূপনারায়ণ নদ প্রায় গঙ্গার ন্যায় প্রশস্ত এবং উহার সেতুটী বড়ই সংরক্ষিতভাবে প্রস্তুত, কারণ ইহা দুই তিন বার ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেক জীবন নাশ এবং অর্থ নাশ হইয়াছে, সেইজন্য এই সেতুর উপর গাড়ী অতি ধীরে ধীরে চলিয়া থাকে। এখান হইতে গাড়ী একেবারে খড়্গাপুর যাইবে। কোলাঘাট হইতে গাড়ী ছাড়িয়া অনেক বন, উপবন, নদ, নদী, মাঠ অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১১টার সময় গাড়ী এই খড়্গাপুর পৌঁছিল; এখানে গাড়ী ২৫ মিনিট থাকিবে।

খড়্গাপুর বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানির একটী প্রধান ষ্টেশন; এখানে উক্ত কোম্পানির অনেকগুলি আফিস আছে এবং তাহাতে সাহেব বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসলমান ও মান্দ্রাজী লইয়া অন্যূন দেড় হাজার লোক চাকুরী করে। খড়্গাপুর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না, তবে বি, এন, আর কোম্পানির অনুগ্রহে এখন বেশ জমজমাট সহর হইয়াছে। শুনিলাম এখানকার জল বায়ুও মন্দ নয় এবং সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো, মিউনিসিপালটীর অনুগ্রহে পাকা রাস্তা ঘাট সমস্তই আছে। মোটের উপর বলিতে গেলে এখন ইহা একটী সুন্দর সহরে পরিণত হইয়াছে। বি, এন আর, কোম্পানীর বম্বে মেল খড়্গাপুর হইতে বক্রগামী হইয়া নাগপুর হইতে বরাবর বম্বে গিয়াছে। পুরুলিয়া, রাঁচি প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলেও এই ষ্টেশন হইয়া যাইতে হয়।

আবার গাড়ী ছাড়িয়া—কত নদ নদী, কত ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী পবনবেগে ছুটিতে লাগিল। এইরূপ দেড় ঘণ্টাকাল ছুটিবার পর একেবারে রাত্রি ১টা সময় কণ্টাই রোডে আসিয়া পৌঁছিল। এ ষ্টেশনটী তত বড় নয়; কিন্তু তথাচ এক্সপ্রেস দাঁড়াইল, অনেক আরোহিও নামিয়া গেলে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সকলেই কাঁথি যাইবে। কাঁথি এখান হইতে ১৬ মাইল অর্থাৎ ৮ ক্রোশ। পদব্রজে কিম্বা গো-যানে যাইতে হয়, অন্য কোনরূপ যানের ব্যবস্থা নাই। এখানে গাড়ী ৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া পুনরায় প্রবল বেগে ধাবিত হইল। রাত্রি তখন ২টা বাজিয়াছে। আমার বন্ধুটী তখন খুব নাসিকা ধ্বনি করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, আমারও একটু শুইতে ইচ্ছা হইল, যদিও আমার গাড়ীতে কখন নিদ্রা হয় না, তথাপি একটু বিশ্রামার্থে শুইয়া পড়িলাম। এক ঘণ্টা পর ট্রেণ রূপসা জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানেও অনেক আরোহী নামিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উড়িয়া। তাহার পর আবার কতকগুলি লোক সেই গাড়ীতে উঠিয়া তাহাদের দেশীয় ভাষায় এত জল্পনা কল্পনা আরম্ভ করিল যে, আমিত আর কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলাম না, বলা বাহুল্য আমাদের গাড়ির ঠিক পরে ১খানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি থাকাতেই আমার এই কষ্ট; কিন্তু আমার বন্ধুর নাসিকা ধ্বনি একটুও কমে নাই; যাহা হউক, আমি উঠিয়া বসিলাম, এবং ভাবিলাম যে, এইবার আমরা বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া উৎকল রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। তাই কেবল উৎকল বাসীর কোলাহলই কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। আবার গাড়ি ছাড়িলে কিন্তু কোলাহল সমভাবেই চলিতে লাগিল। উহাদের কথাবার্ত্তা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারি, এবং উহারাও আমাদের কথা কিছু কিছু বুঝিয়া থাকে। ৫।৬টী ষ্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ি এইবার দাঁতন ষ্টেশনে পৌঁছিল। কথিত আছে, পুরীর জগন্নাথ দেব নাকি এইখানে দাঁতন করিয়া মুখ প্রক্ষালন

করিয়াছিলেন। রাত্রি তখন ৩টা বজিয়াছে। এখানে গাড়ি ৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়া আবার ছাড়িল—২।৩টা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ছুইটী প্রকাণ্ড নদী অতিক্রম করিতে হইল। ১টীর নাম ব্রাহ্মণী, অপরটীর নাম অলকনন্দা। এই দুইটী নদীর প্রস্থ প্রায় দুই তিন মাইল হইবে। এক একটী সেতু পার হইতে প্রায় ৪।৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। রাত্রি ৫॥০ টার সময় গাড়ি ভদ্রক ষ্টেশনে পৌছিয়াছিল।

এখানে কেবল উৎকলবাসীর কোলাহল ভিন্ন অন্য কিছুই কর্ণ গোচর হয় না। কেহ নামিতেছে, কেহ উঠিতেছে, আর তাহাদের দেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে; ইহা আমার পক্ষে সম্পুর্ণ নূতন না হইলেও আমি অবাক্ হইয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। এখান হইতে গাড়ি ছাড়িয়া কয়েকটী ষ্টেশন পার হইয়া এইবার বালেশ্বরে পৌছিল। বালেশ্বর উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে একটী ছোট সহর। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত আছে, অনেক উকীল মোক্তার আছে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আছেন, ভাল ডাক্তারও আছেন। উড়িষ্যা বিভাগের অনেক লোক এই স্থানে মোকদ্দমার জন্য আগমন করে। রাত্রি ৪॥০টার সময় উষার কিঞ্চিৎ প্রাকালে গাড়ী একেবারে কটক সহরে আসিয়া পড়িল।

কটক বহুদিনের পুরাতন সহর এবং ইহার নৈসর্গিক শোভা অতি মনোহর। এই সহরের দুই পার্শ্ব দিয়া ২টী বড় বড় নদী প্রবাহিতা; ইহার একটীর নাম কাটযুড়ী, অপটীর নাম মহানদী, এই নদীদ্বয়ের প্রস্থ প্রায় ১॥০ মাইল বা দুই মাইল হইবে। ইহার জল অতিশয় স্বাস্থ্যকর। এই দুইটী নদী প্রবাহিত থাকায় কটক সহরকে একটী স্বাস্থ্যনিবাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দুইটী ভীষণ নদীর হাত হইতে কটক সহরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ৫০০শত বৎসর পুর্ব্বের মুসলমান বাদসাহগণ ইহার দুইদিকে প্রকাণ্ড উচ্চ বাঁধ দিয়াছিলেন, আজও সেই বাঁধ সাধারণের নয়নগোচর হইতেছে। সময়ে সময়ে বর্ষাকালে এত বড় উচ্চ বাঁধ ছাড়াইয়াও জল উঠিয়া থাকে দুইটী নদীর মধ্যে মহানদীর স্রোত অত্যন্ত অধিক ছিল। আমাদের কোম্পানী বাহাদুর এই নদী হইতে ১টী নালা কাটিয়া বরাবর সমুদ্রে মিশাইয়া দিয়াছেন, সেই অবধি এই ভীষণ নদীর বেগ একেবারে কমিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ

Cattle Diseases.

গো-চিকিৎসা।

তড়কা (ANTHRAX)

—ঃ০ঃ—

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত।

সম সংজ্ঞা—চার্ব্বন, তড়কা, পশ্চিমা (বঙ্গদেশ)।

রোগ পরিচয়। —এই ব্যারাম সকল দেশে সমস্ত জন্তুরই হইতে পারে। এই পীড়া মানুষেরও হয়। পশুদিগের মধ্যে গরুর এই ব্যারাম অধিক মারাত্মক। এই রোগ কাহাকেও একবার আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় আক্রমণ প্রায়ই হয় না। কারণ প্রথম আক্রমণেই গোরু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদিও এই ব্যারামে রোগী প্রায়ই বাঁচেনা, কিন্তু গো-বসন্ত অপেক্ষা এই ব্যারাম সচরাচর কম দৃষ্ট হয়। এই রোগ ভয়ানক সংক্রামক। হঠাৎ আক্রমণ, দ্রুত দ্রুত অবস্থার পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু ইহার প্রধান লক্ষণ। সেবা শুশ্রূষাকালে এই পীড়া মানুষেরও হইতে পারে।

কারণ তত্ত্ব।—এই রোগের বিষ শ্বাস প্রশ্বাস অথবা খাদ্যের সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হয়। না থাকিলে তাহাতে বিষ প্রবেশ করিয়া করিয়া রোগ জন্মাইতে পারে। দূষিত চারণ ভূমি, খাদ্য ও পানীয় রোগাৎপত্তির মুখ্য কারণ। জলাবৃত ভূমিতে চরিয়া অনেক গোরু এক সময়ে রোগগ্রস্ত হয়। আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই রোগ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় কিন্তু বৎসরের যে কোন সময়ে এই রোগ হইতে পারে। এই রোগের অঙ্কুরায়মানাবস্থা কয়েক ঘণ্টা হইতে ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত।

লক্ষণ।—এই রোগে রোগী এত হঠাৎ প্রাণত্যাগ করে যে, কোন লক্ষণই টের পাওয়া যায় না। রাত্রিতে গৃহস্থ, গো-গৃহে গোরু ভাল দেখিয়া আসিল, প্রাতঃকালে গিয়া দেখিল, গরু মরিয়া গিয়াছে। গোরু খাইতেছে, কিম্বা চরিতেছে, হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া গিয়া ২।১ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুর পরে নাসিকা, মুখ ও মলদ্বার দিয়া রক্ত নিঃসৃত হয়।

এই রোগে যে সকল গরু ২।১ দিন বাঁচে, তাহাদের লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল। অত্যুগ্র জ্বর ও ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থা ইহার প্রথম লক্ষণ। অস্থিরতা, লাথিমারা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, দাঁত কিড়মিড় করা ইহার পরবর্ত্তী লক্ষণ। এই সময়ে রোগী ভয়ানক নিস্তেজী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু যদি রোগী অধিক সময় বাঁচে, তবে রোগী ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে থাকে; শ্বাসকৃচ্ছ হয়। কষ্টে পা ফেলিয়া হাঁটে; মাংস পেশী নিশ্চয় কুঞ্চিত ও সংপ্রসারিত হয়। মুখ হইতে লালা ও শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। রোগী সহজে দুর্ব্বল হয়। পেটবেদনা, উদারময় ও আমাশয় হয় এবং রোগী যন্ত্রণায় ছটফট্ করে। প্রস্রাব লালবর্ণ হয় ও মলে রক্ত মিশ্রিত থাকে, এই সময়ে রোগী এত দুর্ব্বল থাকে যে, শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। সময়ে সময়ে রোগী

কাঁপিয়া কাঁপিয়া মাটীতে পড়িয়া যায় এবং তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

বাহ্যিক লক্ষণ।—স্থানে স্থানে কঠিন সীমাবদ্ধ স্ফীতি দেখিতে পাইবে। প্রথমে উহাতে অতিশয় বেদনা হয় এবং বর্তুলাকার ধারণ করে। এই স্ফীতি শরীরের যে কোন অংশে হইতে পারে; কিন্তু সচরাচর কণ্ঠে, গলায়, কাঁধে অথবা পেটের উপরিভাগে হয়। পরে স্ফীত স্থান শীতল হয়, উহাতে বেদনা থাকে না এবং উহা পচে। রোগী জ্বরে ভুগিতে থাকে; গিলিতে পারে না, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করে। শরীরাভ্যন্তরাপেক্ষা বাহিরে এই রোগ প্রকাশ পাইলে তত মারাত্মক হয় না।

ভোগকাল।—কয়েক ঘণ্টা হইতে ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত। সচরাচর ২।১ দিন মধ্যে কিম্বা তাহাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

ভাবীফল।—সন্তোষজনক নহে। শতকরা ৮০।৯০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। পীড়া অধিক্ষণ স্থায়ী হইলে কোন কোন রোগী বাঁচে এবং তাহাদের চিকিৎসা করিবে।

চিকিৎসা।—বলকারক পথ্য যথা ছাতু, ফেন, ভাত ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে দিবে। রোগীকে আভ্যন্তরিক বিষ-দোষনাশক ও উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জোলাপ দিয়া বাহ্যে করাইবে। অতি বিরেচক জোলাপ দিবে না। পানীয় জলের সহিত /০ ছটাক লবণ ও ৷১০ কাঁচ্চা সোরা প্রত্যহ পান করিতে দিবে। রোগীকে ৷১০ কাঁচ্চা পরিমাণ তার্পিন তৈল অথবা ৷১০ কাঁচ্চা পরিমাণ কার্ব্বলিক এসিড পাঁচ পোয়া ফেনের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিবে ও পরে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরিক বিষঘ্ন ও উত্তেজক ঔষধ প্রতি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে।

সোহাগা	...	...	১ তোলা
কর্পূর	...	...	১ তোলা
দেশী মদ	...	...	৵০ পোয়া
কার্ব্বলিক এসিড	...	...	৬০ ফোঁটা
ফেন	...	...	/১ সের

রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইলে ঔষধ ও ১ ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে।

বাহ্যিক চিকিৎসা।—স্ফীত স্থান উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা পোড়াইয়া দিবে ও পরে উহাতে মিঠা তেল লাগাইবে।

টীকা।—এই রোগের নিবারক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। রোগের আবির্ভাব হওয়া মাত্র রাজদ্বারে আবেদন করিবে।

মাংস ও দুগ্ধ।—এই রোগের পীড়িত গোরুর মাংস ও দুগ্ধ মানুষের অভক্ষ্য, খাইলে রোগগ্রস্ত হইবে।

প্রতিরোধাত্মক চিকিৎসা।—সংক্রামক রোগের প্রতিবিধানোপযোগী নিয়মগুলি সম্যকরূপে পালন করিবে। (কৃষক)

House hold Informations.

সাময়িক মিষ্টান্ন প্রস্তুত প্রণালী।

শীতকালে কলিকাতা সহরে কতকগুলি সময়োপযোগী মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য কলিকাতা বিখ্যাত বটে। সে গুলির প্রস্তুত প্রণালী পল্লিবাসী গৃহস্থ লোকে করিতে পারিলে রসনা পরিতৃপ্ত হইতে পারে।

কলিকাতা সহরে এ সময় প্রচুর কমলালেবু। বাজারে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারগণ এ সময় কমলা লেবুর মিষ্টান্ন, যথা কমলালেবুর বরফী, সন্দেশাদি প্রস্তুত করেন। কমলা লেবু এ সময় প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া যায়, অবশ্য কলিকাতা হইতেই আমদানী হইয়া থাকে। আজ ইহার প্রস্তুত প্রণালী বলিতেছি। কমলালেবুর বরফী ২ প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—ক্ষীরের এবং ছানার বরফী।

ক্ষীরের বরফীর প্রকরণ।

প্রথমতঃ সেই সুপক্ক কমলালেবুর কোয়া ২॥ সের লইয়া তাহাদের পাতলা আবরণ ছাড়াইয়া এবং বীজ ফেলিয়া দিয়া একটী প্রস্তরের পাত্রে রাখিয়া দাও। তাহার পর দুগ্ধ ২॥ সের, চিনির রস ২॥ সের, এলাচ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা এবং গোলাপী আতর অর্দ্ধ ভরি সংগ্রহ করিয়া রাখ।

প্রথমে একখানা পরিস্কৃত কড়াইয়ে দুগ্ধটাকে জ্বালে চড়াইবে এবং মৃদু জ্বালে ঘন ২ নাড়িতে হইবে। দুগ্ধ যেন ধরিয়া বা চুঁইয়া না যায়, তাহা হইলে সমস্তই নষ্ট হইবে। দুগ্ধ ঘন হইয়া থাকিলে তাহাতে ছাড়ান লেবুগুলি দিয়া নাড়ীতে থাকিবে, যখন আরও ঘন হইয়া আসিবে, তখন চিনির রস তাহাতে ঢালিয়া দিয়া ঘন ঘন মৃদু জ্বালে হাতার দ্বারা নাড়িয়া নাড়িয়া যখন পাক হইয়াছে অর্থাৎ হাতায় করিয়া একটী শীতল পাত্রে একটু লাগাইলে বেশ জমিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিবে, তখন কড়াই খানিকে নামাইয়া ইহাতে আতর এবং ছোট এলাচের গুড়াগুলি দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করত একখানা পিতলের পরাতে বা থালায় ঢালিয়া দিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে জিনিষটা বিস্তৃত করিয়া দিবে, যখন বেশ জমিয়া যাইবে, তখন ছুরি দ্বারা চৌকা আকারে কাটিয়া লইলেই কমলালেবুর বরফী হইয়া গেল। কেহ কেহ ক্ষীরের সহিত কেবল কমলালেবুর খোসা দিয়া

থাকেন, তাহা পাক শেষ হইলে বাছিয়া ফেলিয়া দেন। ফলতঃ এ উপায়েও সুন্দর কমলালেবুর গন্ধ হইয়া থাকে।

ছানার কমলালেবুর বরফী।

বান্ধা জলশূন্য ছেনা ২॥, ৪টা কমলালেবুর ছাল, চিনি তিন পোয়া হইতে ⁄১ সের এবং গোলাপী আতর কিঞ্চিৎ। কেহ কেহ ইহা দেন না।

প্রথমত ছানা এবং চিনি বা চিনির রস করিয়া একত্রে পাকে চড়াইতে হইবে, এবং ঘন ঘন তাড়ু বা খুন্তি দ্বারা নাড়ীতে হইবে। ছেনা এবং চিনি উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যখন ফুটিতে থাকিবে,তখন কমলালেবুর ছালগুলি তাহাতে ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। যখন পাক হইয়া যাইবে, তখন নামাইয়া উহাতে সামান্য ছোট এলাচের চূর্ণ এবং ৬।৭ ফোঁটা গোলাপী আতর দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে হইবে,তাহার পর কাষ্ঠের বারকোশে বা থালায় পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে ঢালিয়া শীতল হইলে ছুরি দ্বারা বরফীর আকারে কাটিয়া লইতে হইবে। ছেনার সন্দেশ নরম ও কড়া দুই প্রকার পাকের হইয়া থাকে। নরম পাকের সন্দেশ কোমল হয়, কিন্তু কড়া পাকের সন্দেশ একটু শক্ত হইয়া থাকে।

পেস্তার বরফী।

আর একটা মিষ্টান্ন এ সময়ে কলিকাতায় যথেষ্ট প্রচলিত, ইহার নাম পেস্তার বরফী। ইহার প্রস্তুত প্রণালীও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঁধা ছানা	২॥০
পেস্তা	২॥০
চিনি	৩ পুয়া

প্রথমে ছানার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সন্দেশের পাক করিয়া তাহার পর পেস্তাকে শীলে বাটিয়া ঐ সন্দেশের পাকে দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িয়া মিশাইতে হইবে, শীতল হইলে বরফীর মত কাটিয়া লইতে হইবে। কেহ কেহ এ সকল বরফীর উপর সোণালী ও রুপালী তবক দিয়া তাহার পর ছুরি দ্বারা কাটিয়া থাকে। ইহা দ্বারা কেবল দেখিতে সুন্দর দেখায়। তবক কলিকাতার মসলার দোকানে ⁄৫ পয়সায় এক এক খানা ক্ষুদ্র পুস্তকের আকারে পাওয়া যায়, সেই বহির পাতায় পাতায় এই তবক লাগান থাকে।

লেবু রসের গুণ।

কাগজী কিংবা পাতি লেবুর রস প্রত্যহ সৈন্ধব লবণ সংযোগে কিঞ্চিৎ গরমজলে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

পিত্তাধিক্য অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

পিত্তাধিক্যে কাশীর চিনির সহিত লেবুর রস ব্যবহার পরম হিতকারী।

লেবুরসের সহিত মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বমন ইচ্ছা প্রশমিত হয়।

ভাতের সহিত লেবুর রস ব্যবহারে অরুচি সারিয়া যায়।

পাতি লেবুর শাঁস, পুরাতন ঘৃতের সংযোগে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া ভাল হয়।

মেলেরিয়া প্রধান দেশে প্রত্যহ লেবু রস ব্যবহার করিলে সহজে মেলেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না।

কলকথা লেবুর রসে যকৃতের ক্রিয়ার সাহায্য হয়, কোষ্ঠ সাফ্ হয়, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু সরল হয়।

ইহার বাহ্য প্রয়োগে আবার মানব দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়:—

সামান্য পরিমাণ লেবুর রস জলসংযোগে বাহুলতা, ঘাড়ে মুখে, মর্দ্দন করিলে শুদ্ধ যে মুখের রং ফর্সা হয়, তাহা নহে, ইহা দ্বারা চর্ম্ম কোমল হয়।

ম্যাগনেসিয়া এবং লেবুর রস একত্রে মিশাইয়া উত্তমরূপে ফেটাইয়া মুখে, হস্তে, হস্ততলে গ্রীবায় ব্যবহার করিলে নারীগণের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হয়, এমন কি কাল চাওড়াও একটু ফর্সা হইয়া দাঁড়ায়। ইহা মুখ প্রভৃতি স্থানে লাগাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিয়া তাহার পর ধৌত করিয়া ফেলিতে হয়। ইহা দ্বারা মুখের ও ঘাড়ের কুঞ্চিত গোল মাংস বেশ সুডোল হয়।

নখের দাগ প্রভৃতি উপসর্গে এক চামচ লেবুর রস এক বাটী গরম জলে মিশাইয়া নখ এবং হস্ত ধৌত করিলে নখের দাগ নষ্ট হইয়া নখগুলি বড় সুন্দর হইবে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দেশে স্নানীয় জলে লেবুর রস মিশাইয়া স্নান করা একটী বিশেষ আনন্দ-দায়ক ভোগসুখের মধ্যে গণ্য। ইঁহারা স্নানীয় জলে কতকগুলি লেবুকে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে লেবুর রসকে কচলাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নান করিয়া থাকে।

মুখ ধুইবার সময় জলে লেবুর রস দিয়া ধাবন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং ইহাতে দন্ত ও মুখরোগ নিবারিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। ইহা দ্বারা দন্তের মূলে যে Tarter বা এক প্রকার চুণের মত দ্রব্য জমিয়া দাঁত আল্‌গা করে, তাহা জন্মিতে পারে না।

স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি-

করা ব্যতীত বস্ত্রাদিতে দাগ লাগিলে বা হস্তে কোন প্রকার রঙের দাগ লাগিলে লেবুর রস এবং একটু সামান্ত মাত্র লবণ একত্রে মিশাইয়া দাগের উপর মর্দ্দন করিয়া ধৌত করিলে তাহা অনায়াসে উঠিয়া যায়।

লেবুর এতগুলি আবশ্যকীয় গুণ আছে, পাঠকগণ পরীক্ষা করিলে ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবেন। আমরা "কাজের লোকে" পূর্ব্বেও বহুবার লেবুর বহু গুণের কথা লিখিয়াছিলাম, কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না।

ভাতই পৃথিবীর প্রধান খাদ্য।

ভারত, চীন ও জাপানে লোক ভাত খায়, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি চীন ও জাপানে বাস করিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, তাহাদের মধ্যে অজীর্ণ রোগ নাই। গম, বার্লী প্রভৃতি শস্য যেমন পুষ্টিকর, ভাতের এক গুণ আছে ইহা অন্য কোন শস্যের নাই; ভাত এক ঘণ্টায় হজম হয়, কিন্তু অন্যান্য শস্য আড়াই হইতে সাড়ে তিন ঘণ্টায় হজম হয়। শীঘ্র হজম হয় বলিয়া ভাত পাকস্থলী হইতে শীঘ্র বাহিরে যায় এবং সেই জন্য স্নায়ুর শক্তির অপচয় না হইয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। আছাঁটা চালই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ইহা যদিও দেখিতে একটু অপরিষ্কার, কিন্তু জাপানী ও চীনারা ইহাই ব্যবহার করে। ইহা ব্যতীত কোন কোন ডাক্তারের মত এই যে, আছাঁটা চাল ব্যবহার করিলে বেরী বেরী রোগ হয় না। সঞ্জিঃ

"নিহার" বলিতেছেন :—

"কাজের লোক" মাসিক পত্র। ইহার এই নাম গ্রহণ করা সার্থক হইয়াছে।

"কাজের লোক" প্রকৃতই বেকার ও কর্ম্মহীন বক্তিদের পথ প্রদর্শক। ইহাতে যে সকল কাজের কথা বাহির হয়, তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে লোকে স্বাধীনভাবে বেশ জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। আলোচ্য সংখ্যায়—গঁদ সংগ্রহ, গার্হস্থ্য শিল্প, পশমী বস্ত্র ধুইবার সাবান চুর্ণ, অজীর্ণ চিকিৎসা, ছাঁপানী ও মাকসার জাল প্রভৃতি কতকগুলি অতি দরকারী বিষয় আছে। বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা। প্রাপ্তি স্থান ১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর।

—:০:—

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কলিকাতার বাজার দর প্রত্যহই কম বেশী হইয়া যায়। একটা মোটামুটী ধারণার জন্য এই দর দেওয়া হইয়া থাকে মাত্র।

রেড়ীর তৈল	১৩৲	হইতে	১৮৶০	মণ
সরিসা	১৪৲	,,	১৬৲	,,
নারিকেল	২০৲	,,	২৩৲	,,
তিল	২০৻১০	,,	২৮৲	,,
বাদাম	১৭৲	,,	১৮৲	,,
তিসি	১৸৶১০	,,	২৴০	গ্যালন
পাটনাই চাউল	৫৸০	,,	৬৷০	মণ
সিটি		,,	৫৷০	,,
ভাল টেবল	৭৷৵০	,,	৭॥০	,,
ভাঙ্গা	৫৶০	,,	৩৷০	,,
উৎকৃষ্ট	—	,,	৫৸৶০	,,
খুব পুরাতন বাঁকতুলসী	৮॥০	,,	৯৲	,,
চিনি শক্কর নূতন	৭৲	,,	৭॥০	,,
দাদখানী	৬৷০	হইতে	৬॥০	মণ
বাঁকতুলসী	৫৸৵০	,,	৬৷৶০	,,
কলের সিদ্ধ	৫॥০	,,	৫৸০	,,
ঢেঁকির	৫৸০	,,	৬৷৴০	,,
বালাম	৬৴০	,,	৭৲	,,
নাগরা	৫৲	,,	৫॥৶০	,,
কলের রাড়ী	৫০	,,	৫৸৴০	,,
ঢেঁকি	৫৷০	,,	৫৸৴০	,,
পুরানী	৫৲	,,	৬৲	,,
কাজলা	৪৶০	,,	৪৷০	,,
রেঙ্গুন	৪৷০	,,	৪৸০	,,
অরহর দাইল	৫॥৴০	,,	৫৸৴০	,,
মটর	৪॥৵০	,,	৫॥০	,,
খেশারী	৩৷৶০	,,	৪৷০	,,
মুগ (সোনা)	৬৲	,,	৭৲	,,
খাড়ীমুত্তর	৬॥০	,,	৮৲	,,
আটা	৫৸০	,,	৬৷৵০	,,
সুজি	৬৸৵০	,,	৭৷০	,,
ময়দা	৫॥০	,,	৫৪৲	,,
কাশীর চিনি	১২॥০	,,	১৫৲	,,
সোমসারা	৮॥০	,,	১০॥০ ১১৲	

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। | New Series. MARCH 1916 | নব পর্য্যায়। মার্চ্চ ১৯১৬। | Vol. X. No. 3.

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

ভারতবাসীদিগকে সৈন্য হইবার জন্য আহ্বান।

ফ্রান্স ভারতবাসীদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। সেদিন চন্দননগরের বাঙ্গালী যুবকদিগকে সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে এক সভা হইয়াছিল। চন্দননগরের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসী গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থল সাম্য-মৈত্রী, স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে "বঙ্গ আমার, জননী আমার" এই হৃদয় উন্মাদক সঙ্গীত হইয়াছিল। এই চির নবীন চির প্রাণপ্রদ সঙ্গীত সভাক্ষেত্র প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গীতের অবসানে ফরাসী গবর্ণর মিঃ ভিনসেণ্ট এক প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন। যে সমস্ত যুবক প্রাণদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন:—তোমরাই সর্ব্ব-প্রথমে স্বদেশানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছ এবং ফ্রান্সের সৈন্য হইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছ। তোমরা ফ্রান্সকে যেরূপ ভালবাস, ইতিপূর্ব্বে কার্য্য দ্বারা তাহা দেখাইবার তোমাদের সুযোগ হয় নাই, কিন্তু আমি জানি, স্বদেশানুরাগের দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়াই তোমরা ফ্রান্সের সৈন্য-দলভুক্ত হইতেছ। ফ্রান্স তোমাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়াছেন, সুতরাং ফ্রান্সের জন্য আত্মোৎসর্গ করা প্রত্যেক যুবকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ফ্রান্স তাহার বিপদের সময় তোমাদের সাহায্য-ভিক্ষা করিতেছেন, এই সময়ে কৃতজ্ঞ-তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে। ফ্রান্সের জন্য অনেক রক্তদান করিয়াছে, তোমরা ফ্রান্সের স্তম্ভস্বরূপ, ফ্রান্স তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন, ফ্রান্সের স্বাধীনতা তোমাদেরই রক্ষা করিতে হইবে। ফ্রান্স তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমাদের প্রতি ফ্রান্সের ভাল-বাসা চিরস্থায়ী হইবে। চন্দননগর সর্ব্বপ্রথমে আহত সৈন্যদের সেবার কার্য্যে ব্রতী হইয়া-ছিলেন চন্দননগর কোন লাভের প্রত্যাশায় এই মহৎ কার্য্য করেন নাই। কিন্তু এখন ফ্রান্স চন্দননগর হইতে আরও কিছু আশা করিতেছেন। জীবনের অপেক্ষা প্রিয়তম

আর কিছু নাই, ফ্রান্স তোমাদের প্রাণ চান। তোমরা ফরাসী পতাকা তলে সমবেত হইয়া প্রাণদানের জন্য প্রস্তত হও। ঈশ্বর করুন, ফ্রান্সের যেন সৈন্যের অভাব না হয়! সৈন্যের অভাব হউক না হউক, তোমরা ফ্রান্সের এক অঙ্গ, এক অংশ, সুতরাং ফ্রান্সকে রক্ষা করা তোমাদের কায। অসভ্য জার্ম্মণ যুদ্ধের জন্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে, তাহাকে দলন করিতে হইবে, তাহাকে তাড়াইয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিতে হইবে। ফ্রান্সের সৈন্যবল বৃদ্ধির জন্য তোমাদের নিকট নিবেদন করিতেছি। ফ্রান্স তাহার সমস্ত উপনিবেশের যুবকদের সাহায্য চাহিতেছেন, ফ্রান্স বিশ্বাস করেন, তাঁহার এই আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবেন না, সকলেই আনন্দ ও উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া ফ্রান্সের আশা পূর্ণ করিবেন। ফরাসীদের বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছে, তোমরা যে ফ্রান্সের সন্তান, জীবন দান করিয়া তাহার প্রমাণ দিতে হইবে।

গবর্ণরের প্রাণ উন্মাদিনী বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থলে মহা উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। সভাস্থ সমস্ত লোক "ফ্রান্সের জয় হউক" সাধারণতন্ত্র চিরজীবী হউক।" বলিয়া ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত কম্পিত করিয়াছিলেন।

বাবু মতিলাল রায় বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান হৃদয়ভেদী দুরবস্থার বর্ণনা করা বলিলেন, ঈশ্বর-কৃপা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার করুণায় এমন অবস্থা আসিয়াছে, যখন বাঙ্গালীকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিলে বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির পথ অবাধ হইবে। বাহাদুরী দেখাইবার জন্য এই সভা আহ্বান করা হয় নাই। ফ্রান্সের সাহায্য করা ও তাঁহার জন্য যুদ্ধ করা আমাদের কর্ত্তব্য, তাই এই সভা আহূত হইয়াছে। ফ্রান্স আমাদের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের ঋণ প্রতিশোধের জন্যই আমরা ফ্রান্সের হইয়া লড়াই করিব, উহা যেন কেহ মনে না করেন। বাঙ্গালীর শক্তি প্রকাশের জন্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রাচীন অপবাদ যে, বাঙ্গালীরা ভীরু,কাপুরুষ, জগতের সম্মুখে ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের সৈন্য হওয়া প্রয়োজন। আমরা দেখাইব, পৃথিবীর অন্য বীর জাতির ন্যায় আমরাও শৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন জাতি। বাঙ্গালীর প্রাচীন অপবাদ ক্ষালনের সুযোগ আসিয়াছে, অতএব সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবক তবে এস, সৈন্য দলভুক্ত হইয়া জন্মভূমির গৌরব সংস্থাপন কর।

চন্দননগরের নগরপাল বলিলেন "আমরা যদি ফ্রান্সের আহ্বানে বধির থাকিতাম, তবে তাহা অপেক্ষা লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় আর কিছু হইতে পারিত না। বাঙ্গালী সৈন্য দল গঠন কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য সকলের প্রাণ মন যত্ন করা কর্ত্তব্য।

বাবু হারাধন বক্সী সৈন্যদল ভুক্ত হইয়াছেন। তিনি গবর্ণরকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন, আজ এই সুখের দিনে বাঙ্গালীর সুপ্রভাতের দিনে—বাঙ্গালীর বহুকাল পোষিত আশা সফলের দিনে এখানে দুইজন স্বদেশপ্রেমী লোককে দেখিতে পাইতেছি না। বলাই চান্দ দে ও পূর্ণ চন্দ্র দে আজ বন্দী হইয়া রহিয়াছেন।যদি আজ তাঁহারা স্বাধীন থাকিতেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহারাই সৈন্য হইবার জন্য অগ্রসর হইতেন।

ফ্রান্স অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। ফরাসী, মান্দ্রাজী ও বাঙ্গালী সে রাজ্যের সন্তান। ফ্রান্স ফরাসীকে যেমন রাজ্য রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, মান্দ্রাজী ও বাঙ্গালী দিগকেও তেমনই ডাকিয়াছেন! ফ্রান্স ফরাসী মান্দ্রাজী ও বাঙ্গালী কে সমান পদ, সমান বেতন, সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংরেজদিগকে সৈন্য সৈন্য দলভুক্ত করিবার জন্য বাধ্যতা মূলক এক আইন করিয়াছেন। যদি ভারতবাসীকে সৈন্য হইবার জন্য আহ্বান করিতেন, তবে সে আইন প্রণয়নের কোন প্রয়োজনই হইত না, আমরা এখনও বলি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে ডাকুন, ভারতের ২০ লক্ষ যুবক সৈন্য দলভুক্ত হইবার জন্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবে। সঞ্জীঃ

National fund.
জাতীয় ভাণ্ডার।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোক এমন কি মুটে মজুর পর্য্যন্ত সভায় গিয়া কিছু কিছু দিয়া যে জাতীয় ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে—টাকাটা কোথায় আছে—কি হইল বা কি হইবে, এই লইয়া নানা আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু এই জাতীয় ধন যাহাদের নিকট ছিল, তাঁহাদের নিকট হইতে সাধারণে বেশ সন্তোষ জনক কিছু না শুনিতে পাইয়া এ দেশের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যেই অনাস্থাবান হইতে বাধ্য হইয়াছিল। সম্প্রতি শুনিতেছি, এই জাতীয় ধন ভাণ্ডার ১৮৬০ সালের ১১ আইন অনুসারে রেজষ্টরী করার আয়োজন হইতেছে। ভাল কথা। এদেশের সাধারণে যাহাতে এদেশের অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েন, দেশের নেতাগণের তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। কেননা সময়ে সন্তোষজনক কিছু করিলে দেশের বহু কারবারের হয়ত অধঃপতন নাও হইতে

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

পারিত। গতস্য শোচনা নাস্তিঃ। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন যাহাতে জন সাধারণের প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ধন ভাণ্ডারের সদগতি হয়, তাহারই উপায় হইতেছে দেখিলেই দেশের অশেষ সাধন সাধিত হইবে। এই জাতীয় ধন ভাণ্ডার এখন জাতীয় ধন ভাণ্ডার সমিতি নামে রেজষ্ট্রী কৃত হইবে। নিম্নে আমরা সমিতির উদ্দেশ্যাদি সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিলাম। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য যে এতদিন টাকাটা কোথায় কিরূপে ছিল, এবং কোনরূপে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা, বর্ত্তমানে মোট কতটাকা আছে, ইহার একটা আমূল বৃত্তান্ত সাধারণের গোচরার্থে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলে জন সাধারণের যদি কিছু ভ্রান্তি ধারণা জন্মিয়া থাকে, তাহা অপসারিত হইয়া যাইবে পুনরায় অনেক সদাশয় ব্যক্তির সাহায্যে হয়ত ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন হইতে পারিবে। কারণ লোক মত কদাচ উপেক্ষার বিষয় নয়ে, এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্যোগী হইলে লোক মতের উপর শ্রদ্ধাবান হওয়া শুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে, সাধারণ হিতকর কার্য্যের ইহা একটা প্রকৃষ্ট উপায় মধ্যে গণ্য।

এই সমিতির উদ্দেশ এই ;—(১) ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন। ভারতবাসীদিগকে যথোচিত শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া।

(২) বাঙ্গালা দেশের সুবিধাজনক নানা কেন্দ্রে বয়ন ও রঞ্জন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) দেশের নানাস্থানে এখনো রেশম, পশম ও সূত্র দ্রব্য উৎপাদনের যে সকল কলকারখানা আছে, সেই সকলের দ্বারা অথবা নূতন কল বসাইয়া এ সকল শিল্প দ্রব্যের উন্নতি বিধান করা।

(৪) যে অর্থ সমিতি এখন কাজে লাগাইবেন না, ঐ অর্থ এমনভাবে সুদে খাটাইবার ব্যবস্থা করা যে, সময়ে সময়ে উক্ত অর্থের পরিমাণাদি নির্ণীত হইতে পারে।

(৫) আবিস্কার, ও তাঁতের উন্নতি প্রভৃতি উৎসাহিত করা।

(৬) ছোট ছোট আধুনিক শিল্পসমূহকে সমর্থন এবং নূতন নূতন শিল্প প্রবর্ত্তন।

(৭) কৃষি ও শিল্পের, বিশেষতঃ ছোট ছোট শিল্পের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সংবাদ সংগ্রহকারক দল গঠন।

(৮) উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে শিল্প শিক্ষায় উৎসাহিত করিবার জন্য সময় সময় বৃত্তি অথবা সাময়িক সাহায্য প্রদান করা।

(৯) ঋণদান সমিতিগুলির প্রসারের সহায়তা করা।

(১০) সমিতির সাহায্যে যাহারা বিদ্যাভ্যাস করিবে, তাহাদিগকে যথোচিত কার্য্য লাভের সহায়তা করা।

সমিতির সভাপতি।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী সভাপতি।

মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু মতিলাল ঘোষ, মিঃ জষ্টিস আশুতোষ চৌধুরী, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

কোষাধ্যক্ষ।

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।

সম্পাদকগণ।

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আশ্চর্য্য, মিঃ এ এইচ গজনভি, মিঃ জে, চৌধুরী, বাবু নিবারণচন্দ্র রায়।

সভ্যগণ।

বাবু প্রভাসচন্দ্র মিত্র। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মিঃ এ, রসুল, রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় পার্ব্বতিশঙ্কর চৌধুরী, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জি, ডাক্তার নীলরতন সরকার, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন বাবু প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, বাবু শৈলেন্দ্র মিত্র, বাবু চারু চন্দ্র মিত্র, মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী, মিঃ বি, কে, লাহাড়ী, ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বাবু পৃথীশচন্দ্র রায়, বাবু গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সমিতির ট্রষ্টি।

মহারাজা সার রমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।

যুদ্ধ ও শিক্ষার ব্যয়।—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকারে খরচ কমাইয়া যুদ্ধের ভীষণ ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ব্যয় সংকোচের নিমিত্ত যে কমিটি বসিয়াছে, উক্ত কমিটির সভ্যগণ গবর্ণমেণ্টকে সিভিল সার্ভিসের তালিকা পরিদর্শন, কাউণ্টির আদালতগুলির নূতন গঠন, ইন্সিওরেন্স আইন; পোষ্টাল ও টেলিগ্রাফের চাকুরীগুলির পরিবর্ত্তনের অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা সংপ্রতি বৃদ্ধ কর্ম্মচারীদের পেন্সন ও পার্লামেণ্টের সভ্যদের বেতন বন্ধ করিতেও উপদেশ দিতেছেন।

এই ব্যবস্থাগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে ব্যয়সংক্ষেপের অতি চরম পদ্ধতি অবলম্বিত বলিয়াই আমরা মনে করিব।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অতি ভীষণ যুদ্ধে সাক্ষাৎ ভাবে লিপ্ত বলিয়া তাঁহাদিগকে ভীষণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারের মধ্যে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এযাবৎ ইংলণ্ডে শিক্ষাবিভাগের ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। একবার মাত্র আয়র্লণ্ডে এইরূপ ব্যয়সংক্ষেপের কথা উঠিয়াছিল, তাহাতে লোকে সহানুভূতি প্রকাশ

কথা দূরে থাকুক, বরং তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। "মার্কেণ্টাইল গার্ডিয়ান" উক্ত প্রস্তাবে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া লিখেন—শিক্ষাকার্য্যে অর্থ ব্যয়কে কেহই অপব্যয় বলিতে পারেন না, সুতরাং উক্ত বিভাগে মিঃ শুমারের প্রস্তাবকে আমরা মিতব্যয় বলিয়াও স্বীকার করিব না। সকলেরই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত ভাবে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে যত প্রকারে ব্যয় সংক্ষেপ করা চলে, সমস্ত উপায় অবলম্বিত না হইবার পূর্ব্বে কোনো দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শিক্ষার অনিষ্ট সাধন করিবেন না।"

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে,এই উদারনীতি ভারতবর্ষে সর্ব্বদা গৃহীত হয় না। কারণ কয়েকটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য শিক্ষার গতি অবরুদ্ধ হইলে আমরা দুঃখিত হইব। ঋণ করিয়া হউক কিংবা অন্য যেমন ভাবে হউক গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের অর্থ সংযোগ করুন। শিক্ষার ব্যয়-সংকোচক করিয়া গবর্ণমেণ্ট সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিবেন না, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভয়ের কোন কারণ নাই।

—:০:—

কলিকাতার জনসাধারণ, এমন কি অবস্থানভিজ্ঞ শিক্ষিত লোকেদের মনে এই আতঙ্ক হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট যে কোন মুহূর্ত্তে ডায়মণ্ডহারবার হইতে নৈহাটী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের লোকদিগকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হুকুম দিতে পারেন। এই আতঙ্ক এমন বিস্তৃত হইয়াছে যে, জনসাধারণের মন হইতে অনতিবিলম্বে ইহা বিদূরিত করা প্রয়োজন। যাঁহারা আমাদের নিকট এই ভয়ের কথা অতি গম্ভীর ও বিষন্ন মুখে বলিয়াছেন, আমরা স্থল বিশেষে যুক্তি তর্ক, কোথায় বা উপহাসের দ্বারা তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু নিরক্ষর লোকেদের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছে যে, কোন দিন কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইতে পারে।

কি সূত্রে এই অমূলক ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা আইনানুসারে কলিকাতা, মান্দ্রাজ বোম্বাই, করাচি প্রভৃতি বন্দর রক্ষিত বন্দর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কোন্ বন্দরে কত স্থান রক্ষিত, তাহারও সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরে নিম্নলিখিত সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব সীমা—সমুদ্র হইতে রায়মঙ্গল ও ইছামতী নদীর ডান তীর।

উত্তর সীমা—বারাকপুরে রেলওয়ে ষ্টেসনের উত্তর দিয়া পূর্ব্বপশ্চিম বিস্তৃত রেখা।

পশ্চিম সীমা—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বাগনান ষ্টেসনের উপর দিয়া উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত রেখা।

দক্ষিণ সীমা—বঙ্গোপসাগর। এতদ্ব্যতীত বারাকপুর হইতে নৈহাটীর গঙ্গার পুলের ২ মাইল উত্তর পর্য্যন্ত গঙ্গানদীর উভয় তীরস্থ ২ মাইল স্থান কলিকাতা বন্দরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে এই সীমার মধ্যস্থ সমস্ত স্থান নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন, তজ্জন্যই এই ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাতে আতঙ্কের কোন কারণ নাই। অতএব আমরা সকলকে নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ভারতে জর্ম্মাণ বাণিজ্য।

—:০:—

সকলেই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, গবর্ণমেণ্টের সতর্কতা সত্বেও এখনও ভারতে জর্ম্মাণ বাণিজ্য চলিতেছে। কয়েকদিন হইল লর্ড সিডেনহাম লর্ড সভায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করায় লর্ড ইস্লিংটন বলিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে শত্রুপক্ষীয় কোম্পানী সমূহ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে পারিবে না; ইণ্ডিয়া অফিস হইতে অল্পদিন হইল, তাঁহারা সংবাদ পাইয়াছেন যে, শত্রুদের ৫০টা কুঠি বিনা বাধায় ব্যবসায় চালাইবার অনুমতি পাইয়াছে, ৭১টা কুঠি গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে, ১১৪টা কুঠি ব্যবসায় গুটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

মান্দ্রাজের বণিক সভা সংপ্রতি অনুসন্ধানের দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, এখনো ভারতবর্ষের বাণিজ্যের চতুর্থাংশ শত্রুদের করতলগত আছে। সরকারী হিসাব হইতে জর্ম্মাণ বাণিজ্যের বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

জিনিষের নাম	১৯১৫	১৯১৩
	পাউণ্ড	পাউণ্ড
পোষাক (গেঞ্জি মোজা বাদে)	৫,৪৭৬,	১০৫৮৩৫
আলকাত্রা হইতে উৎপন্ন রং	২০,৯০০,	৫৭৩৮৯৮
কাচ ও কাচের বাসন	৫,৫৫০,	১৯৮৮৩১
লোহার জিনিষ	১৪৭৩৭,	৪৮১২৮৪
বিয়ার মদ	৩০৯৫,	১০২৩৭২
দিয়াশলাই	১২০৯	১৮৮২৪

ছাঁচে ঢালা তামা	৪৪৬৬৮	৮৫৬৬০৪
কড়ি বর্গা	৩৮২১	১৫৭৬১৫
পেরেক ইত্যাদি	২৭৭৩	৫৬০৬০
লোহার পাত ও থালা	১১৫৩০	২৮৯৬৮৮
নল প্রভৃতি	৬০২	৫১৬১৮
হুড়কা প্রভৃতি	১৯৩৭০	৪৩৯১৭১
কাগজ	১০৩০	৫৭০২৭
লবণ	৯২৬	৬৫১২৩
চিনি	৩২৮	৫৫৮৭৩
মোজা গেঞ্জি	৪৮১৫	১৫১৯১০
রঙ্গীন কাপড়	৯০৬৩	২৪৪৪৭৩
ছুঁচ ফিতা প্রভৃতি	৬১৭৬	১৭৬৯৪৮
রেশমের দ্রব্য	৩৩২৬	১৩৯৬৫৭

উপরিউক্ত তালিকা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভারতে জর্ম্মণ বাণিজ্য হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই।

কাগজের অভাব।

—:০:—

লিখিবার এবং ছাপিবার কাগজ ক্রমেই দুর্ম্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। রঙ্গীন কাগজ একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না, যাহা সামান্য বাজারে আছে, তাহার মূল্য তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কাগজ ব্যবসায়ীগণের মহেন্দ্র যোগ উপস্থিত, ছাপাখানা, গ্রন্থ প্রকাশক দিগের শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অনেক কাগজ ও ছাপাখানা কাগজের অভাবেই বন্ধ হইবে। আমরা সমস্ত বাজার খুঁজিয়া ডিমাই সাইজের রঙ্গীন একটাও পাই নাই, অগত্যাই গ্রাহকগণ দেখিতেছেন, বালীর কাগজের কভারিং দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত জিনিসের দর বাড়াইলে চলে, কিন্তু সংবাদ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি চলে না। প্রত্যেক সংবাদ এবং সাময়িক পত্রই যে ক্ষতি গ্রস্ত হইতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এদেশের এখনও সংবাদ পত্রের বিশেষঃ আদর হয় নাই। রাশীকৃত উপহার পুস্তক দিয়া তবে একটী ২৲, ২॥ টাকায় গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারা যায়। জর্ম্মান কাগজের সুলভতার জন্ম ব্যবসায়ী ও সংবাদ পত্রের কার্য্যের অনেকটা সুবিধা ছিল। এখন আমদানী কাগজের অভাবেই এই শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এদেশেও ২।১টী কাগজের কল আছে বটে, কিন্তু এমন সর্ব্বব্যাপী কাগজের টান সামলাইবার শক্তি তাঁহাদের নাই ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ব্যবসায়ীর জাতি মাড়োয়ারীগণ অনেক কাগজ এই সময় কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিতেছেন। আমাদের অনেক বাঙ্গালীরও যে অর্থ নাই, এমন নহে কিন্তু এই কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন শুনা যায় না। বাঙ্গালী আমাদের খুব ধড়িবাজ, এমন সুখ্যাতিটা আমাদের রাজসংসারে পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু 'A great deal of talent is lost in the world in want of a little courage" "একটু সাহসের অভাবেই এত বুদ্ধি সমস্তই মাটী" ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর সাহস কম। যাক্, এসকল পুরান কাহিনী। এখন কাগজের মুস্কিলটা আসান হয় কেমন করিয়া?

সঞ্চয়ের আবশ্যকতা।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অসভ্য বর্ব্বরাবস্থায় কল্য কি হইবে, মানুষ ভাবিতে শিক্ষা করে নাই, এখনও করে না। জগতের মানব সমাজ যখন হইতে সভ্য হইতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই তাহার সঞ্চয় প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। এই সঞ্চয় প্রবৃত্তি টাকার সৃষ্টির বহু পূর্ব্বেই মানব হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল।

যাহারা অসভ্য, তাহাদের ভবিষ্যতের চিন্তা নাই, দূরদর্শিতা নাই, মানুষ সভ্যতা শিক্ষা করিয়া বুঝিল যে, আজ ব্যতিত কল্য আছে, কল্য যদি অভাব হয়, তাহা হইলে কোথায় পাইব, কাহার নিকট দাঁড়াইব? তাই সে ঠেকিয়া সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করিল, পরদিনের ভাবনা ভাবিতে শিখিল। যদি সভ্যতার অহঙ্কার করিতে আমাদের বাসনা থাকে, তাহা হইলে বর্ব্বরনীতি পরিত্যাগ করিয়া সঞ্চয়ী হইতে হইবে, কিন্তু পরিতাপ, এত সভ্যতার ধ্বজা, দেশের মধ্যে উড্ডীয়মান কিন্তু আমাদের ন্যায় দীন দেশেও ১০০ জনের ৫ জন প্রকৃত সঞ্চয়ী খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

সঞ্চয়ী হইতে হইলেই যে কৃপণ হইতে হইবে, তাহা নহে। যাহা প্রকৃত সুখ সচ্ছন্দতার জন্য আবশ্যক, তাহা ব্যতিত বহু অনাবশ্যকীয় বিষয়েও আমাদের কষ্টলব্ধ অর্থ অপব্যয় করিয়া প্রতিদিন নিঃস্ব হইতেও নিঃস্ব হইতেছি।

ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। যাহাকে আমরা আজ নেশন বলিতে শিখিয়াছি, সেই নেশন টা ব্যক্তিগত সমষ্টি মাত্র। যদি ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতি না করিতে পারি, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবে না। কারণ এই সমগ্র জাতীয়তাটা তোমার আমার সমষ্টি মাত্র।

এই ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে পরিশ্রমী হইতে হইবে, শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনের যত অল্পই হউক, কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে, সেই ক্ষুদ্র সঞ্চয় ক্রমে বড় হইয়া মূলধনের সৃষ্টি করিয়া তুলিবে, এবং সেই মূলধন নানা ব্যবসায়ে, নানা কার্য্যে ন্যস্ত হইয়া বৃহৎ ক্যাপিটাল বা মূলধনের সৃষ্টি করিবে, তাহা দ্বারা নিজের ও দশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। সেইজন্য ব্যক্তি

শুভ সঞ্চয় অভ্যাস করিতে হইবে,যেহেতু, তাহা প্রত্যেক লোকেরই অতি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য অবহেলা করিলে তুমি তোমার নিজের এবং সমগ্র জাতির শত্রু স্বরূপ, ইহা অতি বড় ধ্রুব সত্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহামতি স্মাইল বলিয়াছেন যে, "It is the savings of the world that have made civilization of the world. অর্থাৎ জগতের সঞ্চিত অর্থ বলেই জগতের সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য সভ্যতার এবং আপদ বিপদের জন্য, ধর্ম্ম ও সৎকর্ম্মের জন্য, ইহকাল পরকালের জন্য, সঞ্চয়ের আবশ্যকতা আছে। সাংসারিকের সঞ্চয় ব্যতিত গতি নাই।

বহু মহামতি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভাবাটা শুদ্ধ একটা ধর্ম্ম নয়, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়াটা একটা সদ্‌গুণ। কিন্তু আমাদের মধ্যে শত করা একজনও এমন লোক দেখা যায় না। যত্র আয়, তত্র ব্যয়। সকলেই অবস্থার বাহিরে চলিয়া থাকি,কল্পনায় নিজের শোচনীয় অবস্থাকেও বড় দেখাইয়া শয়তানী করিয়া থাকি, ফলে সকলেই অন্তঃসারশূন্য এমন কাহারও মূলধন নাই যে, তদ্বারা কোন স্বাধীন জীবিকার পন্থা পরিষ্কার করিয়া অগ্রসর হই, বা পারিবারিক আকস্মিক বাধা বিপত্তিকে অপসারিত করি। এ দোষ কাহার? ইহা আমাদের নিজের দোষ, অজস্র অপব্যয়ের বিষময় ফল ব্যতিত আর কিছুই নহে, ইহা অদূরদর্শিতার জলন্ত প্রমান!

অর্থের অভাবে সমাজ যত না সহ্য করিতেছে, অর্থের অপব্যয়ের জন্য তাহাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

"It is easier to make money than to know how to spend it."

অর্থ উপার্জ্জন সহজ, কিন্তু অর্থের কেমন করিয়া সদ্ব্যয় করিতে হয়, তাহা শিক্ষা এবং অভ্যাস করা সহজ নহে। এই সঞ্চয় অভ্যাস করাও একটা সাধনা, অনাবশ্যকীয় আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেই সেই অভ্যাসের উৎপত্তি, Self denialই সঞ্চয় সাধনার আবশ্যকীয় উপকরণ। যাহা কিছু উপার্জ্জন করিব, সমস্তই আমার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যয় করিব, আমার উপর যাহারা নির্ভর করিয়া আছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ, নিজের অসমর্থ অবস্থায় ভবিষ্যত না ভাবিয়া স্বেচ্ছাচারী হওয়া সভ্যতা বিরুদ্ধ এবং সর্ব্বনাশকর সংকীর্ণতা, ইহা আমরা বিলাসিতার তুফানে পড়িয়া আদৌও চিন্তা করিতে পারিতেছি না। এই স্থানেই গলদ হইয়াছে। তাই আমরা শ্রমকাতর, অদূরদর্শী বাচাল অকর্ম্মন্য হইয়া জগতের দশের বাহির হইয়াছি, আমরা যদি সময় এবং অর্থের সদ্ব্যবহার জানিতাম, তাহা হইলে মূলধনের অভাবে আজ আমরা মরিতাম না ইহা সুনিশ্চিত।

অর্থ একটা হৃদয়ের বল, স্নায়ুমণ্ডলীর দৃঢ়তার উৎকৃষ্ট উপকরণ। আমরা অপব্যয়ী, অদূরদর্শী, সেই শক্তি সেই দৃঢ়তা স্বরূপ অর্থবলে বলিয়ান নহি, তাই আমাদের মূল্য নাই স্বাধীনতা নাই,উচ্চ আকাঙ্খা, উচ্চ চিন্তা,শ্রমশীলতা নাই আমরা তাই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কোনরূপে ওষ্ঠাগত জীবন রক্ষা করিতেছি মাত্র। হায় হায় এ ঘুমঘোর কবে টুটিবে?

বাঙ্গালার ভবিষ্যত জীবন অন্ধকারময়, প্রত্যেক শিশু,প্রত্যেক যুবক, যুবতীকে আমরা অপব্যয়ী দেখিতেছি, বিলাসী হইবার জন্যই উৎসাহিত করিতেছি—বিশ বৎসরের যুবক শারিরিক শক্তিতে অনেক স্থলে, সামর্থ শূন্যই ঘোর অব্যয়ী অথচ শ্রম কাতর অসঞ্চয়ী। সুতরাং ইহার পরে যে এদেশের অবস্থা আরো শোচনীয় দাঁড়াইবে তাহা খুব চিন্তাশীল ব্যক্তি না হইলেও অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন।

অলস এবং অপব্যয়ী লোকে কখনই বড় হইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই, যে সকল লোক এক মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও বৃথা নষ্ট করেন নাই, তাঁহারাই জগতে অগ্রণী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান এবং আবিষ্কার প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারাই জগতকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রম ব্যতীত আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার,উৎকৃষ্ট কিছু উৎপন্ন হইতেই পারে না। আমরা আজ বিলাসী হইয়া, শ্রমকাতর, হইয়াছি, উপেক্ষায় দেশের রত্নরাজীকে পদ দলিত করিতেছি, তাই এত দরিদ্রতায় হাহাকারে দেশ পরিপূর্ণ। তাহার প্রতিকারের উপায়, প্রত্যেক লোককে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের অভাব মোচনের জন্য আয় বৃদ্ধিকল্পে কিছু করিতে হইবে, সঞ্চয় করিয়া প্রথমে অভাব বহ্নি নির্ব্বান করিতে যত্নবান হইতে হইবে, যখন আমাদের অভাব ঘুচিবে, তখন নষ্ট মনুষ্যত্ব, আবার ফিরিয়া আসিয়া আমাদের দুঃখের সংসারকে আলোকিত করিবে, দীনতার করুন রোদন থামিয়া আনন্দের কোলাহলে দেশ মুখরিত হইবে। সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া জগতের কর্ম্মীগণ মুহূর্ত্ত মাত্র এদেশ দেখিয়া কোথায় রত্নরাজী লুক্কায়িত তাহা খুঁজিয়া লইয়া যায়, আর সাত সমুদ্র উপায় তোমরা গৃহকোনে, তোমার দ্বারা হতাদৃত উপেক্ষিত হয়, অথচ তুমি অনাহারে অর্দ্ধাশনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর, এ বড় কম তাজ্জব ব্যাপার নহে। কেন? যেহেতুক তোমার চক্ষু নাই, উচ্চ আকাঙ্খা নাই, সে শিক্ষা নাই, এই খানেই গলদ, শুদ্ধ তাহাই নহে, অর্থের সদ্ব্যবহারও জাননা, আবার অর্থ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। যে দেশ উন্নতি করিয়াছে, তাহারা অর্থ রাশি বসাইয়া মাটী করে না।

এদেশ যে নিঃস্ব,তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব, তাহা হইলে দেশে ডিরেক্টার, শেয়ার, এদেশের লোকের মধ্যে বিক্রয় হয় কেমন করিয়া? কিন্তু এত অর্থ থাকিতেও এদেশের কেহ, নিজেদের কিছু করিল না। কাজেই দেশজাত পণ্য উৎপন্ন হইতে পারিল না, ব্যাঙ্কের সামান্য সুদ এবং বিদেশের কারবারের অংশে এবং যৎ সামান্য লভ্যাংশে দেশের অর্থের সার্থকতা হইয়া গেল। ও দিকে উপার্জ্জনের অভাবে শ্রমশীল শিল্পীগণ অকর্ম্মণ্য হইয়া দারিদ্রের করাল কবলে পড়িতে বাধ্য হইল,তাহার উপর আমদানী বিবিধ প্রকারে বিলাসের সামগ্রীর প্রলোভনে বিলাসিতা অবাধে বাড়িয়া উঠিল। তাই বলি, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। It is not luck, but labour that makes man" একথা স্মরণ রাখিতে হইবে।" কিছু কাজ আরম্ভ করিয়া পরিশ্রমের ক্ষেত্র করিয়া লইয়া যথাসাধ্য মূলধন সংগ্রহ কর, সঞ্চয় কর, দেখিবে এ হাহাকার অবিলম্বে বিলুপ্ত হইয়া আবার আমরা মানুষ হইতেছি।

Commercial Museum.
বাণিজ্য-প্রদর্শনী।

—•○—

আমরা সে দিন ১নং কাউনসিল হাউস ষ্ট্রীটে বাণিজ্য প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রদর্শনীতে আমাদের দেশীয় প্রস্তুত বহুদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, এত সুন্দর সুন্দর দ্রব্য যে এদেশে প্রস্তুত হয়, বাস্তবিক তাহা দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না, বিদেশীয়, এবং এদেশের প্রস্তুত দ্রব্য পাশা পাশি দেখান হইয়াছে। আমাদের মহামতি লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার এবং মিঃ লিণ্ডর বক্তৃতার সারাংশ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এই বক্তৃতার সারাংশ হইতেই পাঠকগণ গবর্ণমেণ্টের মহৎ উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমরা প্রত্যেক লোককেই এই প্রদর্শনী দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করি। এই প্রদর্শনী কক্ষে একটী অনুসন্ধান আফিস আছে। কোন বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে হইলে এই অনুসন্ধান আফিসের একটী বাঙ্গালী বাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি সযত্নে জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

প্রদর্শিত সমস্ত দ্রব্যের একখানি তালিকা পুস্তক গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, আবেদন করিলে আফিসেই তাহা পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট যেমন এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন, সাধারণে আন্তরিক আগ্রহ সহকারে যদি সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াসী হয়েন, তাহা হইলে এদেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। শুদ্ধ কৌতুক পরবশ হইয়া প্রদর্শনী দেখিয়া আসিলেই প্রদর্শনী দর্শন এবং প্রতিষ্ঠার কোন সার্থকতা হইবে না। নমুনা দেখিয়া সেইরূপ এদেশে প্রস্তুত হইলেই উদ্দেশ সফল হইবে। এখনও এদেশে অনেক দ্রব্য অতি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হয়, দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

গত ১২ই ফাল্গুন লর্ড কারমাইকেল কলিকাতার স্থায়ী বাণিজ্য প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

ভারতীয় বাণিজ্যবার্ত্তা বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ লিণ্ডসে এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী, তিনি বঙ্গেশ্বরকে গৃহদ্বার উদ্ঘাটনের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন:—

মিঃ লিণ্ডসের বক্তৃতা।

আমার বক্তব্য বলিবার পূর্ব্বে আমি ভারতীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিভাগের সদস্য মাননীয় সার উইলিয়ম ক্লার্কের প্রেরিত সংবাদ পাঠ করিতেছি; অদ্য ভারতীয় বাণিজ্য বার্ত্তা বিভাগের প্রথম প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার দিন, এই শুভদিনে আমি আপনাদিগকে আন্তরিক মঙ্গল কামনা জানাইতেছি, যাঁহাদের উৎসাহে এই সাফল্য লাভ হইল, আমি তাঁহাদিগকে সহানুভূতি জানাইতেছি। আমার দৃঢ় ধারণা, এতদ্দ্বারা ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে। কর্ম্মব্যস্ততা প্রযুক্ত মিঃ লি আমি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিলাম না বলিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ডাইরেক্টর জেনারেলরূপে মিঃ লি এই বাণিজ্য প্রদর্শনী বসাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে পারিয়া আমি যে দুঃখিত, এই সংবাদ লর্ড কারমাইকেলকে জানাইবেন, তিনি এই প্রদর্শনী খুলিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

১৯০৫ সালের ২৭এ ফেব্রুয়ারী বাণিজ্যবার্ত্তাবিভাগ স্থাপিত হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহিত করাই এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রত্যেক বৎসরই কার্য্য বাড়িয়া যাইতেছে, লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নের উত্তর দিয়া নূতন তথ্য সংগ্রহের অবকাশ গবর্ণমেণ্ট অতি অল্পই পাইয়া থাকেন।

এই কারণে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধির কথা ভাবিতেছিলেন। ব্যবসায়ীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান এই বিভাগের একটি কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই গবর্ণমেণ্টের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে।

ভারতবর্ষে কি কি শিল্পদ্রব্য অধুনা উৎপন্ন হয়, কাহারা ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে,

শিল্পীরা ও ক্রেতারা যদি একই স্থলে তাহা জানিতে পারে, তাহা হইলে শিল্পের নিমিত্ত মূলধন পাওয়া অনায়াস হইবে। দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক শিল্পদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে বলিয়া শিল্পীদিগকে ঐ সকল দ্রব্যের সহিতও পরিচয় করিতে হইবে।

গতবৎসর শীতকালে মিঃ লি যে শিল্প প্রদর্শনী বসাইয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান স্থায়ী প্রদর্শনীর প্রারম্ভ সূচনা করিয়াছিল। বর্ত্তমান প্রদর্শনীর জন্ম তিনি ও মিঃ রাইস ধন্যবাদার্হ। ইতিপূর্ব্বে যে সকল অস্থায়ী প্রদর্শনী বসিয়াছিল, তাহা হইতেই আমরা স্থায়ী প্রদর্শনীর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রদর্শনী এই অভাব দূর করিবে।

প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য।

প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। যদি কোন ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ শিল্পে কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি এই প্রদর্শনীতে আসিলেই সকল জানিতে পারেন। তিনি যদি স্বয়ং উক্ত শিল্পচর্চ্চায় মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে তাঁহার উৎপন্ন দ্রব্য কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, নমুনা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারেন। যদি নমুনা দেখিয়া তিনি বুঝেন যে, সস্তাদরে তিনি অনুরূপ কিংবা শ্রেষ্ঠতর দ্রব্য দিতে পারিবেন না, তাহা হইলে তিনি যথাকালেই অন্য পথ অবলম্বনকরিবার সুযোগ পাইবেন।

ভারতজাত শিল্পদ্রব্য।

প্রদর্শনীর সমস্ত দ্রব্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানাইবার অবসর হইবে না। তবে আমি ইহা বলিতে পারি যে, আপনারাই এই প্রদর্শনীতে সুলভ মূল্যের অনেক অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্য দেখিতে পাইবেন। ঐ সকল দ্রব্য এই বঙ্গদেশেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকলের কোন কোন দ্রব্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলে সেই সকলের নিশ্চয়ই কাটতি হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি গ্লাস, বোতাম, সাবান, পেন্সিল, কাচের জিনিষ প্রভৃতির নাম করিতেছি। আমি আশা করি, আপনারা এখানকার দর্শনীয় শিল্পদ্রব্যগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিবেন।

প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য।

এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমি আর একটি বিশেষ কথা জানাইয়া বক্তব্য শেষ করিব। এখানকার প্রদর্শনীর শিল্পদ্রব্যের নাম, শিল্পীর নাম ও ধাম এবং দ্রব্যের মূল্যাদি সম্বলিত মুদ্রিত দ্রব্যতালিকা পুস্তক আমাদের নিকট বিনামূল্যে বিতরণের জন্য রহিয়াছে ; আপনারা ঐ তালিকা পুস্তক যতগুলি ইচ্ছা বিতরণের জন্য গ্রহণ করিতে পারেন ; এই পুস্তিকা আপনারা যত বেশী প্রচার করিবেন, আমরা ততই সন্তুষ্ট হইব। এতৎসহ আমি আপনাদিগকে ইহাও জানাইতেছি যে, অনেক শিল্পী তাহাদের শিল্পদ্রব্যের তালিকাও বিতরণের নিমিত্ত এখানে রাখিয়াছেন। আপনাদের সুবিধার নিমিত্ত এখানে অর্ডার বহিও আছে। কোন শিল্পদ্রব্য পাইতে চাহিলে আপনারা এইখানেই অর্ডার বহিতে লিখিয়া যাইতে পারেন। শিল্প দ্রব্যাদি সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য জানাইবার নিমিত্ত প্রদর্শনীর সহিত অনুসন্ধান আফিসও আছে।

পরিশেষে অন্য অপরাহ্নে এই প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার জন্য লর্ড কারমাইকেল এখানে আসিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি। আমি এখন তাঁহাকে এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনের নিমিত্ত বিনীত অনুরোধ করিতেছি।

লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতা।

অদ্যকার এই অনুষ্ঠানে আমি যোগদানে লজ্জিত ছিলাম, কিন্তু এই উপলক্ষে আমাকে বক্তৃতা করিতে হইবে, তাহা সহসা গতকল্য রাত্রে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যাহা হউক, তজ্জন্য আমি দুঃখিত নহি। এই প্রদর্শনী ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিতেছেন। আমি এই সুযোগে, ভারত গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ পাইলাম।

বাল্যকালে আমি যখন স্কটলাণ্ডে ছিলাম, তখন হইতেই শিল্পের দিকে আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় যখন দেখিলাম যে, উক্ত নূতন রাজ্য নানা-শিল্পে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে, তখন আমি পরম কৌতূহলভরে সেই উন্নতি লক্ষ্য করিতাম।

ভারতবর্ষ ও অন্য দেশ।

যখন আমি ভারতবর্ষে আসিলাম, তখন দেখিলাম অর্থ নৈতিক হিসাবে এই দেশ অন্য সকল দেশ হইতে সম্পূর্ণ আর এক রকমের। এখানে দেখি, সেই প্রাচীন আমলের শিল্পপ্রণালীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখনো সংগ্রাম চলিতেছে। আবার বিদেশ হইতে যে নূতন শিল্প-পদ্ধতি আসিয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে কেহ কেহ অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই দেশের আধুনিক শিল্প অতীব চিত্তাকর্ষক আলোচনার বিষয়। কেবল আলোচনার নহে, ভারত সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার জন্য এই দেশের শিল্প বাণিজ্যের সুপরিচালনা করা আবশ্যক।

লর্ড কার্জ্জন ও ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য।

ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট এই দেশের বাণিজ্যের পরিচালক। ভারতগবর্ণমেণ্ট, কেবল পরিচালক নহেন, তদপেক্ষা বৃহত্তর কর্ত্তব্যসাধন করিয়া থাকেন। এই দেশের এই বাণিজ্য নীতি লর্ড কার্জ্জন সর্ব্ব প্রথমে সম্যক উপলব্ধি করেন এবং তিনিই সরকারী ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিভাগ স্থাপন করেন। আমার

মনে হয়, লর্ড কার্জ্জন দেখিয়াছিলেন যে, বাণিজ্য ক্ষেত্রে শিল্পী ও গবর্ণমেন্ট এই উভয়ের মধ্যস্থলে অন্য এক লোকসমাজ রহিয়াছে। তাহাদের স্বার্থবোধ জাগিয়া উঠিলে তাহারা ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অংশীদার হইবে এবং দেশের সমৃদ্ধি বাড়িয়া যাইবে।

ভারতীয় শিল্পোন্নতির বাধা।

বৈদেশিক শিল্পদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতাই এই দেশের শিল্পের উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া আছে। এই অন্তরায় দূর করিবার জন্য কেহ কেহ বিদেশী শিল্প দ্রব্যের উপর মাশুল বসাইতে চাহেন, কেহ কেহ স্বাধীন বাণিজ্যনীতিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিতেছেন।

বর্ত্তমান সুযোগ।

বর্ত্তমানে যুদ্ধ হেতু শত্রুদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ থাকায়, কোন কোন শিল্পদ্রব্য প্রতিযোগিতা হইতে স্বভাবতঃ রক্ষিত হইতেছে। বৈদেশিক শিল্পদ্রব্যের উপর মাশুল বসাইয়া যাহারা ভারতীয় শিল্পকে বাঁচাইতে চাহেন, তাহারা এই সুযোগে উক্ত প্রকার রক্ষণনীতির পরীক্ষা করিতে পারেন।

দেশীয় শিল্প।

বঙ্গদেশের অনেক শিল্পদ্রব্য দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আমি অনেকের মুখে এই দেশের শিল্পদ্রব্যের খ্যাতি শুনিয়াছি। বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলেই ঐ সকল দ্রব্যের কাটতি হইবে।

স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

ক্রেতা ও শিল্পী উভয়ই এখানে আপনাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবেন।

ক্রেতারা যে সকল জিনিষ এতকাল কিনিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে বাজারে পাওয়া যাইতেছে না, শিল্পীরা এখানে আসিয়া সেই সকলের নমুনা দেখিয়া লইবেন। ক্রেতারা এখানে আসিয়া নানা জিনিষের নমুনা দেখিবেন। যে সকল বিদেশী জিনিষ এতদিন তাহারা বাজারে ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু এখন পাইতেছেন না, তাহাদের অনুরূপ স্বদেশী জিনিষের নমুনা দেখিয়া যাইবেন।

শিল্পীরা এখানে বৈদেশিক যে সকল জিনিষ দেখিবেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের উপকরণ দিয়া ভারতবর্ষেই ঐ সকল জিনিষ নির্ম্মিত হইতে পারিবে।

সুতরাং আমি পরম আহ্লাদের সহিত সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত এই বাণিজ্য প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিতেছি।

(Special)

ওয়ালটেয়ার যাত্রীর পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে মহানদী অপেক্ষা কাটযুড়ির জল বিশেষ স্বাস্থ্যকর। কটক সহরে সমস্ত রকমের ব্যবসা চলে, তন্মধ্যে কাঠের কার্য্য প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে। সহর হইতে ৫।৬ মাইল দূরে যে সকল জঙ্গল আছে, অনেক বাঙ্গালী, এবং মাড়োয়ারী ও মুসলমান ব্যবসায়ী উহা জমা লইয়া গাছ কাটাইয়া সহরে আনাইয়া চেরাই করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতেছেন। এখানে মহিষের সিং হইতে অনেক রকম দ্রব্য এবং খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া সহরে এবং নানা দেশে রপ্তানি হইতেছে। একটী বাঙ্গালী এই স্থানে ইহার একটি কারখানা খুলিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালা দেশে নানা প্রকার ব্যবসা করিয়া অনেক টাকা লোকসান দিয়া অবশেষে কটকে আসিয়া এই কারবার খুলিয়া এক্ষণে মাসিক প্রায় ৩০০ শত টাকা রোজকার করিতেছেন। তাহা ছাড়া এখানে অন্যান্য রকম ব্যবসাও প্রভূত পরিমাণে চলিয়া থাকে। কারণ এই সহরে অনেক উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ এবং ইস্কুল, কলেজ, আদালত সবই আছে। যাহা হউক, মোটের উপর বলিতে গেলে এই উড়িষ্যা বিভাগের মধ্যে কটক একটি বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী সহর।

যদি কোন উদ্যোগী বাঙ্গালী যুবক স্ত্রীর আঁচল ছাড়িয়া, গৃহের মায়া কাটাইয়া এই সকল স্থানে আসিয়া কোন একটি ব্যবসা আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, কিছুদিন মধ্যে তিনি একজন বিলক্ষণ উন্নতিশীল ব্যক্তি হইতে পারিবেন। গাড়ী কটকে ২০ মিনিট বিশ্রাম করিয়া আবার তাহার কার্য্য আরম্ভ করিল।

এইবার আমার বন্ধুটির নিদ্রা ভাঙ্গিল— দুইজনে গবাক্ষ দ্বার দিয়া কেবল উৎকল দেশীয় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, তাহাই দেখিতে লাগিলাম। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় এ সকল স্থানে চাষ বাস তত দেখিলাম না, আর এখানকার মৃত্তিকাও আমাদের দেশের ন্যায় কোমল নহে; এখানকার মৃত্তিকার রং সচরাচর লাল হইয়া থাকে।

প্রাতঃকাল, বেলা ৬টা বাজিয়াছে। সেই বিশাল মাঠের এক প্রান্তভাগ হইতে অরুণ দেব রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া উঁকি মারিতেছেন, বাস্তবিক সে দৃশ্য অতি মনোহর। কোথাও কৃষক বালকগণ তাহাদের গোধনের পাল লইয়া দূর মাঠে যাইতেছে; এবং হাত মুখ নাড়িয়া তাহাদের দেশীয় ভাষায় সংগীত আলাপ করিতেছে; সেই সংগীত লহরী মধ্যে মধ্যে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রবল বাতাসে উহা উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। যদিও আমরা এ সঙ্গীত বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তথাপি স্বরের এমনি একটা মুগ্ধকর ক্ষমতা আছে যে, সেই উৎকলবাসী কৃষক বালকগণের সঙ্গীতও

আমাদিগকে একেবারে বিমোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। গাড়ী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে, ৩।৪টি ষ্টেষনও ছাড়াইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এইবারে খুর্দা জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে আমাদের গাড়ী বদল করিতে হইবে।

এই ষ্টেশনের দক্ষিণ পার্শ্বে ওয়াল্টেয়ারের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে, আমাদের পুরী এক্সপ্রেস সমান পুরীর দিকে চলিয়া গেল, তথনও কিন্তু আমাদের গাড়ী ছাড়ে নাই। ঠিক ৭টায় সময় আমাদের গাড়ী ছাড়িল। এই ষ্টেষনটি বামদিকে রাখিয়া গাড়ী দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া গেল। আমরা এইবার উড়িষ্যা ছাড়িয়া মান্দ্রাজাভিমুখে চলিয়াছি। গাড়ী যত যাইতেছে, ক্রমশঃ ২।৪টি পাহাড় লক্ষিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ষ্টেশন। এ অঞ্চলে চাষ বাস মন্দ হয় না, তবে তামাক (দোক্তা) ও লঙ্কা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। তাহা ছাড়া আম, তাল, কাঁঠাল, কদলী, নারিকেল ও গুবাক্ বৃক্ষও অনেক দেখা যায়। এখানে আমাদের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী আদৌ মিলে না।

এদিকে আমাদের গাড়ী যতই ছুটীতে লাগিল, সূর্য্যের উত্তাপও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জঠরানলও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী কালিকোটা ষ্টেশনে পৌঁছিল। শুনিলাম, এখান হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে এক অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর কালিকোটার রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান আছে, উহার দৃশ্য নাকি বড়ই চমৎকার। এখানে কেবল সেই দৃশ্য দেখিবার জন্যই নাকি অনেকে আগমন করেন। তাহা ছাড়া এখান হইতে কিছু দূরে চিল্কা হ্রদের কতকাংশ আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু জঠরানল জ্বলিয়া উঠিলে আর কোন দৃশ্যই ভাল লাগে না। বেলা তখন ৮টা বাজিয়াছে; আমরা খাদ্য অনুসন্ধান জন্য ব্যস্ত হইলাম। এখানকার খাদ্যের মধ্যে কেবল পাকৌড়িই উপাদেয় খাদ্য। উহা কিরূপে প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচর করিতেছি। মটর কিম্বা বুটের ডাউল ভিজাইয়া শীলে পেশিত করিয়া উহার সহিত লঙ্কা বাটা মিশ্রিত করিয়া তৈলে প্রক্ষিপ্ত করা হয়, তাহাই পাকৌড়ি নামে অভিহিত। এই পাকৌড়ি আজকাল কলিকাতায়ও বিক্রয় হয়; কিন্তু তাহার সহিত ইহার কিছু পার্থক্য আছে। এখানকার পাকৌড়ি একটী বদনে দিবামাত্র জিহ্বা জ্বলিয়া উঠে এবং যতদূর পর্য্যন্ত উহা প্রবেশ করে, ততদূর পর্য্যন্ত বেশ জানাইয়া যায়, আর চক্ষে পাকৌড়ীর প্রেমধারা বহিয়া বক্ষ পর্য্যন্ত ভাষাইয়া দেয়। তাহার পর দেখিলাম, একজন থালে করিয়া কতকগুলি মিষ্টান্ন এবং পুরী প্রভৃতি বেচিতে আসিল। উহা দেখিয়া আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে উড়িয়া গেল। তাহার জিলাপী এবং মিঠাই ও সন্দেশ দেখিয়া মনে হইল, উহা অন্ততঃ ১মাস পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল—আবার তাহার উপর রাস্তার ধুলিতে বেশ একটী মোটা আবরণ পড়িয়া আছে। অতএব আমার খাওয়া হইল না। কিন্তু আমার বন্ধুটী ক্ষুধায় বড়ই অস্থির হইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, কিছু পাকৌড়ি লওয়া যাউক, আমিও তাহাই করিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমরা দুইজনে সেই অপূর্ব্ব আরামদায়িনী পাকৌড়ি খাইতে খাইতে পাকৌড়ীর সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিলাম। যতই অগ্রসর হইতেছি, কেবলই ছোট বড় পাহাড় লক্ষিত হইতে লাগিল। দূরে নিকটে অনবরতই পাহাড়; কিন্তু এ সকল পাহাড় হিমালয়ের ন্যায় তুষারাবৃত নহে, কেবল নানা জাতীয় বৃক্ষে সুশোভিত, তাহারই মধ্যে মধ্যে সমতল ভূমিতে তামাক (দোক্তা) এবং লঙ্কার চাষ। কোথাও বা একটী পাহাড়ের মধ্যস্থল কাটিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদের রেলের রাস্তা করিয়া লইয়াছেন; দুই পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পাহাড়, আর মধ্যস্থলে গাড়ী ছুটিতেছে। এইরূপ এক একটী প্রকাণ্ড পাহাড় প্রায় দুই তিন মাইল লম্বা—এ শোভা বাস্তবিকই বড় চমৎকার। কোথাও বা নত বড় পাহাড় মস্তক উত্তোলন করিয়া আসে পাশে ধীর, স্থির এবং গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর সেই পর্ব্বতগাত্রে অসংখ্য তাল, তমাল নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষরাজী শোভা পাইতেছে, আর সেই সকল পর্ব্বতের নিম্নদেশে সমতল ভূমির মধ্যে ছাগ ও গো মহিষাদি চরিতেছে। অনতিদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম লক্ষিত হইতেছে—কি অপরূপ দৃশ্য। এ দৃশ্য বর্ণনা করা আমার ন্যায় নিরক্ষরের কর্ম্ম নয়। পাঠক মহাশয়, একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকুন, যদি কোন স্বভাব কবি এস্থানে শুভাগমন করেন, তবেই ইহার প্রকৃত বর্ণনা শুনিতে পাইবেন। দূর হইতে দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, ঠিক যেন আমাদের দেশে বালিকারা তাহাদের খেলাঘর পাতিয়া রাখিয়াছে। ৭।৮টী ষ্টেশনের পর এইবার গাড়ী রম্ভা ষ্টেশনে আসিল। বেলা তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার বহু পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গের জিনিস পাকৌড়ি ফুরাইয়া গিয়াছিল। এখানে গাড়ী ১৫ মিনিট বিশ্রাম করিবে। আমরা এইখানে আরও কিছু জলযোগের চেষ্টা দেখিতে ছিলাম। এমন সময়ে কয়েকটা অশিত বরণা স্ত্রীলোক কৃষ্ণবর্ণের ও পসরা মস্তকে করিয়া গাড়ীর প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে “পালু” “পেরুগু” বলিয়া চীৎকার করিতেছে। আমি তাহাদের মধ্যে এক জনকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ডাকিলাম, এবং দেখিলাম তাহার একটীতে বেশ গরম দুগ্ধ ও অপরটীতে দধী। আমরা এ মাহেন্দ্রযোগ

ত্যাগ করিতে পারিলাম না; কিন্তু এক্ষণে কথা এই, দর দাম কিরূপে হইবে। উহাদের কথা ত বিন্দুমাত্রও বুঝিবার উপায় নাই। অতএব কি করি, ইসারা ইঙ্গিতে কার্য্য সারিয়া লওয়া গেল। আমি এবং আমার বন্ধু আকণ্ঠ পুরিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আর এক জন সেই দেশীয় লোক একটি ঝুড়ী মাথায় করিয়া "এরাটি পাণ্ডু" "এরাটি পাণ্ডু" বলিয়া ডাকিতেছে। আমরা গবাক্ষ দ্বার দিয়া দেখি যে, লোকটা একটি পাত্রে করিয়া কতকগুলি বেশ বড় বড় মর্ত্তমান রম্ভা লইয়া যাইতেছে। আমরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিলাম এবং ২টী এক আনী দেখাইলাম, সে অমনি তাড়াতাড়ি ৮টী রম্ভা উঠাইয়া আমাদিগকে দিল। আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; একেবারে সোণায় সোহাগা হইল। বন্ধু বলিলেন, অদ্যকার মত এই দুগ্ধ ও কদলী ভোজন করিয়া দিনাতিপাত হউক, আমিও অগত্যা তাহাতেই মত করিলাম। এইবার আমাদের দৃষ্টি চিল্‌কা হ্রদের উপর পতিত হইল। রম্ভা ষ্টেশনটী একেবারে চিল্কার ধারে। ইহার জল বেশ পরিষ্কার, কিন্তু সাগর জলের ন্যায় লবনাক্ত, সেইজন্য ইহা কেহ পান করে না। ইহার মৎস্য কিন্তু খুব সুস্বাদু। এই চিল্কার এক প্রকার কাঁকড়া জন্মে, ইহার এক একটা ওজনে ২।৩ সের হইয়া থাকে, এবং তাহা অনেকে উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। পুনরায় আমাদের গাড়ী ছাড়িল। আমরা সেই চিল্কার অভুতপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। চিল্কার স্থানে স্থানে সমুদ্রের ন্যায় পারাপার লক্ষিত হয় না কিন্তু ইহাতে সমুদ্রের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ নাই। জল কল্লোল নাই; ইহার জল সম্পূর্ণ কলরবশূন্য, স্থির ধীর এবং শান্ত। আর জলের গভীরতাও অতি অল্প। এমন কি, এক মাইল পথ জলের উপর দিয়া চলিয়া গেলেও কোমর জলের অধিক পাওয়া যায় না। ইহাতে কিন্তু হাঙ্গর কুম্ভীরাদি জলজন্তু অত্যন্ত অধিক। চিল্কায় মৎস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। এখানকার মৎস্যজীবীরা এই সকল মৎস্য নানা দেশে রপ্তানি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। সময়ে সময়ে এত অধিক মৎস্য ধরা পড়ে যে, উহা সকল সময় চালান দিবার সুবিধা হয় না। সেইজন্য ইহারা ঐ সকল মৎস্যগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করে, কিম্বা লবণাক্ত করিয়া রাখিয়া দেয়, এবং সময় অনুসারে উহা দূর দেশে রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। চিল্কা মৎস্য ব্যবসার একটা প্রধান আড্ডা। যদি কোন উৎসাহী যুবক আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া, কিছুদিন গৃহের মায়া কাটাইয়া একবার বাহির হইয়া পড়িতে পারেন, আর এইখানে আসিয়া মৎস্য চালান দিতে পারেন, তাহা হইলে কিছুদিন মধ্যে তিনি একজন ধনবান্ ব্যক্তি হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

চিল্কার নৈসর্গিক শোভাও অতি মনোহর। জলের উপর নানা বর্ণের এবং জাতীয় পক্ষী সকল ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে জলে পতিত হইয়া ছোট ছোট মৎস্য ধরিয়া খাইতেছে। উহাদের রং কোনটীর শ্বেত, কোনটীর পীত, কোনটী বা লোহিত এবং কোনটী বা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। তাহারা এক এক দলে প্রায় ৩০০।৪০০ করিয়া আছে এবং তাহাদের শ্রেণীবদ্ধের এমনি একটা ঐক্যতা আছে যে, কোনটী কোন দিকে দলছাড়া হইয়া যায় না। ঠিক যেন একগাছি সুতায় নানা বর্ণের পুষ্প গাঁথা ফুলহারের ন্যায় একবার জলে পড়িতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ উপরে উত্থিত হইতেছে। কি মনোরম দৃশ্য! এদৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিলে উপলব্ধি হয় না। যাহা হউক, এ মালা গাঁথার তারিফ আছে বটে, আমরা এ মালা গাঁথার মালীকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ী প্রায় ৫ মাইল আসিয়াছে, এমন সময় দেখিলাম, কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ যুবক তাঁহাদের বন্দুক লইয়া সেই চিল্কার ধারে একটি পক্ষীদলের উপর লক্ষ্য করিতেছেন, কিছুক্ষণ পরেই গুড়ুম করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সেই শব্দে সেই সকল পক্ষীর ঝাঁক হইতে একেবারে ৫০।৬০টী নিরীহ পক্ষী ছট্‌ফট্ করিতে করিতে জলে পতিত হইল। হঠাৎ সেই স্থানের জলটা যেন রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। সাহেবেরা অমনি তাড়াতাড়ি একখানি ডোঙ্গা অর্থাৎ ছোট নৌকা লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং সেই শোণিতশিক্ত পক্ষীগুলিকে একটী থলির মধ্যে পুরিতে লাগিল। পূর্ব্বে শুনিয়া ছিলাম যে, সাহেবেরা এই চিল্কায় পক্ষী শীকার করিতে আসে, তাহা অদ্য চক্ষে দেখিলাম। যাহা হউক, বিনা কারণে এই নিরীহ জীবহত্যা আমাদের চক্ষে আদৌ ভাল লাগিল না।

গাড়ী অনবরতই ছুটিতেছে। সর্ব্বদা সেই নিজের কার্য্যেই ব্যস্ত। অনেকগুলি ষ্টেশনও অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু চিল্কা এখনও অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহা বরাবরই আমরা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। এই চিল্কার পরিসর সর্ব্বশুদ্ধ গ্রীষ্মের সময় ৩৫০ বর্গ মাইল এবং বর্ষার সময় বর্দ্ধিত হইয়া ৪৫০ মাইল পর্য্যন্ত হয়। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে চড়া পড়িয়া বেশ চাষ বাস ও বাগান বাগিচাও হইয়াছে, আবার কোথাও কোথাও জলের উপর পাহাড়, তদুপরি রম্য অট্টালিকা সকল বিরাজ করিতেছে। এই সকল অট্টালিকায় যাহারা বাস করেন, তাঁহারা যে কি আনন্দেই থাকেন, তাহা বলা যায় না। আমরা চিল্কার এই সকল রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে

করিতে একেবারে বেরহামপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। গাড়ী এখানে ২০ মিনিট বিশ্রাম করিবে। বেরহামপুর গঞ্জাম জেলার একটী প্রধান সহর। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ২৫০০০ হাজার। এখানকার ব্যবসার মধ্যে রেসমের কার্য্যই অত্যন্ত অধিক। রেসমের ধুতি, শাড়ি, উড়ানি খুব প্রচুর পরিমাণে এবং সুলভ মূল্যে এখানে পাওয়া যায়। সূতার কাপড়ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া এখানে চিনি এবং লঙ্কা হলুদ প্রভৃতি মসলা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সহরের জল বায়ুও মন্দ নহে, রাস্তা ঘাটও ভাল। অনেক গণ্যমান্য লোকের বাটীও আছে। এখানে একটী পান্থশালা আছে, তথায় ২ দিন বিনা খরচে থাকিতে পারা যায়। এখান হইতে রেসমের সমস্ত দ্রব্য কলিকাতায় কিম্বা অন্যত্রে লইয়া যাইতে পারিলে প্রভূত টাকা উপার্জ্জন করা যায়। কলিকাতায় যে উড়ানি ৬৲ টাকায় কম পাওয়া যায় না, উহা এখানে ২৷৷ টাকা কিম্বা ৩৲ টাকায় পাওয়া যায়। বেলা তিনটার সময় গাড়ী ছাড়িল। এইবার চিল্কা আর নয়নগোচর হইতেছে না। আবার সেই জোঙ্গার চাষ আর লঙ্কার চাষ। এ অঞ্চলে এই দুইটী চাষ অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। রেলের দুই পার্শ্বে ক্রমাগত পাহাড় অতিক্রম করিয়া এবার আমাদের গাড়ী পলাশা নামক ষ্টেশনে আসিল। ইহা একটী বড় রকমের গ্রাম, ৩৪ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম একত্রে থাকাতে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০০০ ৫০০০ হাজার হইবে। বেরহামপুর হইতে টিকাকোল পর্য্যন্ত একটী খুব প্রশস্ত রাস্তা আছে এবং এক্ষণে ঐ রাস্তার ২ পার্শ্বে নিবীড় জঙ্গল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বলা যায়, মুসলমান বাদসাহদিগের আমলে এখানে একজন মুসলমান নায়েব বাস করিতেন। যাহা হউক, এই সকল মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষই তখনকার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। আমাদের গাড়ী এইবার নাউপাদা জংশনে পৌঁছিল। এখান হইতে পার্লাকিমেডী লাইট রেলওয়ে গিয়াছে। এইস্থানে পার্লাকিমেডীর রাজার একটী তালুক আফিস আছে, অনেক এই দেশীয় লোক এখানে চাকুরী করেন। এই রেলটী ২৫ মাইল লম্বা এবং রাজার সম্পূর্ণ ব্যয়ে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

কয়লার মূল্য বৃদ্ধি এবং প্রতিকারের উপায়।

—:০:—

সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীবাসী হইতে সুবৃহৎ নগরবাসী সকলেই রন্ধন কার্য্যে প্রচুর কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকেন, কাঠের জালে রন্ধন কার্য্য একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন কয়লার ৮৵ মন, কলিকাতার সহরে বিক্রয় হইতেছে। যুদ্ধের অজুহাতে সমস্ত দ্রব্যেরই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, এদেশের কাগজ ব্যবসায়ী, গোলদারী দোকান দার, এবং লোহা লক্কড়ের দোকানের পোয়াবার হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। কয়লা এবং লবণের মূল্য বৃদ্ধির জন্য গৃহস্থ মাত্রেরই অতিরিক্ত ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা কয়লার এই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কাঠের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু কাঠের জালে রন্ধন কার্য্যে ২টী প্রত্যক্ষ লাভ আছে। ১ম স্বাস্থ্যরক্ষা, দ্বিতীয় কাঠের কয়লা বিক্রয়ের লভ্যাংশ দ্বারা কাঠের মূল্য হ্রাসকরা। ফুঁকো কয়লার প্রত্যেক সহরেই বেশ কাটতি আছে, কলিকাতা সহরে প্রতি গৃহেই কতক গুলি নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক এই ফুঁকো কয়লা এক পয়সায় ওজন করিলে মাত্র এক ছটাক কয়লা, বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। যে কাষ্ঠ দ্বারা, তাহারা রান্ধিয়া খায়, তাহারা কয়লা গুলি ইহারা ফেলিয়া না দিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকে, এবং ঐ হিসাবে ৵০ আনার কাষ্ঠ পোড়াইয়া যে কয়লা হয়, তাহাদ্বারা ইহারা দৈনিক ।০ পাঁচ আনা পয়সা লাভ করিয়া থাকে। ইহাদের নিকট পানের ও তামাকের দোকানদারগণ ক্রয় করিয়া কাগজের ছোট ছোট থলিয়ায় পুরিয়া বিক্রয় করিয়াও বেশ লাভ করিয়া থাকে। এখন যদি কয়লার মণ ৮৵, ১৲ টাকাই কিছু কাল থাকিয়া যায়, তাহাতে বড় লোক কাতর হইবেন না। কিন্তু গরীব ও মধ্যবৃত্ত লোকের অবস্থা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে একটা ৫।৭ জন লোক বিশিষ্ট গৃহস্থের মাসিক ইন্ধনের ব্যয় ৫।৬ টাকা পড়িবে, ব্যাপার সহজ নহে। খনিজ কয়লার যখন মূল্য সুলভ ছিল, তখন আমরা কয়লা ব্যবহার করিতাম, আরও প্রাচীনা হিন্দু মহিলাগণ কাঠের জালে রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করিতেও ভাল বাসিতেন। এখনকার মহিলাগণ বিলাসিনী হইয়াছেন, উনানের নিকট বসিয়া থাকিতে কাতর এবং নারাজ, এই কারণেই পাথুরে কয়লার চলন এত অধিক হইয়াছে। এখন সেই ।/০ মন কয়লার দর যদি ১৲ টাকায় দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে কাঠের কয়লার পুনঃ প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। অধিকন্তু এই কাষ্ঠের কয়লা বিক্রয় দ্বারা কাষ্ঠের ব্যয় উঠিয়া যাইবে। অন্ততঃ প্রত্যেক মধ্যচিত্ত লোকেরই আমাদের এই সঙ্কেত সাদরে গ্রহণ করিলে ভালই হইবে। ইহাদ্বারা অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র বিষয় উপেক্ষা করিতে এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে, একথা অনেকেরই মস্তিষ্কে স্থান পাইবে না। বহু বার আমরা দেখাইয়াছি যে, আমাদের সাধারণ লোকের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়;

কাহারও মূলধন নাই। ভিতরে ভিতরে সকলেরই অন্তঃসার শূন্য, ব্যবসার হিসাবেও অনেক বেকার, এই ক্ষুদ্র কার্য্যদ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কাজ করিতে পারেন। অমিতব্যয় দ্বারা আমরা সঞ্চয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অনভ্যস্ত হইয়াছি। এই সঞ্চয়ের অভাবেই আমাদের মূলধনের অভাব, জাতীয় অবস্থা শোচনীয়। সেই হাহাকার প্রশমিত করিতে হইলে যথাসাধ্য ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া প্রত্যেককে ব্যক্তিগত হিসাবে কিছু কিছু সঞ্চিত অর্থদ্বারা একটা মূলধনের সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা যত ক্ষুদ্র কার্য্য হউক, তাহাও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। জর্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে প্রচুর চারকোল্ বা কাঠের কয়লার কাজও ছিল, ক্ষুদ্র কার্য্য বলিয়া তাহারা উপেক্ষা করে নাই। কাঠের ও করাতের গুড়াদ্বারাও তাহারা প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ বিদেশ হইতে লইয়া যাইত, ইহা আমরা আমাদের "কাজের লোকে" দেখাইয়াছিলাম। এখন এই পরিত্যক্ত দ্রব্য সমূহ হইতে বিজ্ঞানের সাহায্যে কত দ্রব্যই প্রস্তুত হইতেছে। ড্রেনের জল হইতে জর্ম্মানগণ প্রচুর চর্ব্বী সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাও পাঠকগণ "কাজের লোকে" পাঠ করিয়াছেন। আমরা পরিত্যক্ত দ্রব্যের ব্যবহার জানি না। সে শিক্ষা আমাদের হয় নাই, আজীবন আমরা কেরানী ও উকিল হইবার জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকি, সেই জন্য ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দিতে আমরা অভ্যস্ত নহি। কিন্তু কাঠের কয়লার ব্যবসায় ও উপেক্ষার নয়, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা আজ এত কথা বলিলাম। উপার্জ্জনের পন্থার অভাব নাই, তবে তাহা করে কে? দেখায় বা কাহাকে? শিক্ষার আত্মাভিমানে আমরা অন্ধ হইয়া বসিয়াছি, অনায়াসলব্ধ দেশের ঐশ্বর্য্য উপেক্ষায় পদদলিত করিয়া পরপ্রত্যাশী হইয়া হাহাকার ধ্বনীতে প্রতিধ্বনিত করিতেছি। হায় হায়! যাহারা অনুদ্যোগী, তাহাদের প্রতি দেবতার উদার অনুগ্রহও পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। "God helps those, who help themselvs,, যে সকল লোক নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সচেষ্টিত হয়, ভগবান তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। হে ধীমান! আর কত কাল মোহ নিদ্রায় থাকিবে? কে সাহায্য করিবে? নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে যত্নবান হও, এ অন্নসংস্থানের কোলাহলের মধ্যে কে কাহার কথা শুনে? অগাধ বারিধি বক্ষে পড়িয়া নিজেই আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইবে, কেহ কাহাকেও রক্ষার জন্য অগ্রসর হয় না, ইহাই ধ্রুব সত্য।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষা।

Simplest form of Shaving Paste

সর্ব্বাপেক্ষা কামাইবার সহজ সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

কামাইবার সাবান এখন খুব প্রচলিত, সেইজন্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজ একটা প্রণালী বলিতেছি। কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন।

হোয়াইট ওয়াক্স বা শ্বেতমোম—সিকি আউন্স।	
স্পারমাসেটী	সিকি আঃ
আল্মণ্ড অয়েল বা—	
বাদাম তৈল (ভাল)	সিকি আউন্স

এই গুলিকে গরম করিয়া নাড়িয়া বেশ মিশ্রিত হইলে, ২ খানা উইনসর সোপকে গরম জলে আটা আটা মত গলাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট গোলাপ জল দিয়া খুব ঘুটিয়া মিশ্রিত করত উপরের তিনটী জিনিষের প্রলেপ (Paste like) সমস্তটা ঢালিয়া দিয়া পুনরায় ঘুঁটিতে থাক। অবশ্য এখনও জিনিষ গরম থাকিবে, এইরূপ অবস্থায় গোল তলদা বাঁসের চোঙ্গার মধ্যে ঢালিয়া দাও, যখন জমিয়া যাইবে, তখন সাবধানে ঐ বাঁসের টিউব হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে। যদি বাহির করা সহজ না হয়, তাহা হইলে তলদা বাঁসের চোঙ্গাটাকে চারিদিকে ছুরি দ্বারা চাড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই জমাট সুগোল লম্বা সাবান খানি বাহির হইয়া পড়িবে, এরূপ সাবান করিবার ছাঁচ প্রস্তুত করাইয়াও লইতে পারা যাইতে পারে। এখন এই লম্বা সাবান খানিকে টুকরা টুকরা করিয়া করিয়া সিলভার পেপার নামক এক প্রকার কাগজ (যাহা দ্বারা সিগারেট প্রভৃতি মোড়া থাকে, সেইরূপ কাগজ) আছে, তাহা দ্বারা মুড়িয়া কাগজের গোল কৌটা মধ্যে করিয়া বিক্রয়োপযোগী করা যাইতে পারে। উইলিয়ামস প্রভৃতির "সেভিং সোপের" বাক্স একটা দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বিতীয় প্রকার

হোয়াইট সফ্ট সোপ	৪ আউন্স
স্পারমাসেটী	অর্দ্ধ আঃ
সালাড্ অয়েল	অর্দ্ধ আউন্স

সমস্ত একত্রে গলাইয়া ঘন ঘন নাড়িয়া মিশ্রিত করতঃ উপরোক্ত প্রকারে ছাঁচে ঢালিলেই ইহাও উৎকৃষ্ট সাবান হইবে। ইহাতে ইচ্ছামত অটোডি রোজ বা বিবিধ প্রকারের এসেন্সিয়াল অয়েল উষ্ণ অবস্থায় মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিতে হয়।

একটা মজার কথা বলিতেছি, পাশ্চাত্য দেশে অনেকেই প্রস্তুত শ্বেত সাবানকে গলাইয়া তাহাতে নানাবিধ এসেন্স দিয়া গায়ে মাখিবার সাবান প্রস্তুত করিয়া থাকেন, এ সকল স্থানে সাবান প্রস্তুতের বৃহৎ কারখানা বা যন্ত্রাদি থাকে না। সাবানের কারখানা হইতে

ইহারা শ্বেত প্রস্তুত সাবানই ক্রয় করিয়া তাহাতে উক্ত প্রক্রিয়ায় সৌরভযুক্ত করতঃ সুন্দর আকারে ছাঁচে ঢালিয়া বাক্সে পুরিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এ দেশে যাহাদের কম মূলধন, তাঁহারাও এইরূপ সাবানের কাজ করিতে চেষ্টা করেন না কেন?

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা পদ্ধতি দেখাইতেছি। ধরুন "রোজ সোপ" প্রস্তুত করিতে হইবে।

White soap বা শ্বেত সাবান	২৫ পাউণ্ড
cocoanut oil বা বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল	২৫ পাউণ্ড
French virniminion	৬ আঃ

একত্রে গলাইয়া তাহার পর নিম্নলিখিত Perfume বা সুগন্ধ জিনিষগুলি দিয়া ছাঁচে ঢালিলেই উৎকৃষ্ট সাবান হইবে।

Oil Bargamot	২ আউন্স
Oil cennamon	অর্দ্ধ আউন্স
Oil of cloves	অর্দ্ধ আউন্স
Oil of Niroli	অর্দ্ধ আউন্স

এইগুলি মিশ্রিত করিয়া তাহার পর ছাঁচে ঢালিলেই যখন বেশ জমিয়া যাইবে, তখন কাগজের বাক্সে যেমন সাবান বিক্রয় হয়, সেইরূপে বিক্রয়োপযোগী করিয়া কিছু কিছু কাজও ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে যদি এইরূপে সাবান প্রস্তুতের ক্ষুদ্র কারখানা করা যায়, তাহা হইলে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত আমদানী সাবানের সহিতও আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোধ হয় দাড়াইতে পারি। প্রকাণ্ড সাবানের কারখানা বসাইয়া তাহার পর সাবান প্রস্তুত করিব, সে অনেক টাকার খেলা। এ সকল গবেষনা আলোচনাতেই থাকিয়া যায়, রাধাও নাচেনা, সাত মন তেলও পোড়ে না। কাহারও এইরূপ পন্থায় গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুত করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

—

Editor's Note-Book.

বিবিধ তথ্য সংগ্রহ।

(বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী।) *

ম্যাষ্টিক তসবীর বার্ণিশ :—গাম ম্যাষ্টিক ২॥ পাউণ্ড, তারপিন তৈল ১ গ্যালন।

ম্যাপ বার্ণিশ :—(নং ১) গম ড্যামার ৫ পাউণ্ড, তারপিন তৈল ২ গ্যালন।

(নং ২) গামড্যামার ২॥ পাউণ্ড, গাম ম্যাষ্টিক ২॥ পাউণ্ড, তারপিন তৈল ১ গ্যালন।

একটি টিনের ক্যানিস্তা বা বোতল সম্পূর্ণ শুষ্ক করিয়া তাহাতে তারপিন ঢালিতে হইবে। কোনরূপে জল থাকিলে বা পাত্রটি আর্দ্র থাকিলে বার্ণিশে তলানি পড়িবে; অতঃপর তাহাতে গাম মিশাইতে হইবে। পাত্রটি রীতিমত ছিপিবদ্ধ করিয়া জোরে জোরে নাড়িতে হইবে। এইরূপ করিলে গাম দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইলে, কোনরূপ মন্থন যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

অন্য প্রণালী :—ক্যানাডা ব্যাল্সম ৪ আউন্স, তারপিন তৈল ৪ গালন।

ব্রাসেট ক্রিম :—মোম (মধুচক্র) ২ আউন্স, মোম (শ্বেত) ১ আউন্স, তারপিন তৈল ৬ আউন্স।

ইহাদিগকে একটি পাত্রে মিশ্রিত করিয়া কতিপয় দিবস রাখিয়া দাও। সম্পূর্ণ বিগলিত হইয়া যাইলে ক্যাষ্টাইল সোপ সিকি আ ন্স, ১ আউন্স ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত করিয়া ঢালিয়া দাও। সামান্য হলুদ মিশ্রিত করিয়া পরে ইচ্ছানুরূপ বর্ণে রঞ্জিত কর। চামড়ায় ব্যবহৃত হয়।

* Taken from—"Practical Receipts for the manufacturer, the mechanie and for home use by Dr. H. R. Berkely and W. McWalter.

চামড়া ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায় :—প্যারফিন ওয়াক্স ২॥ আউন্স, প্যারাফিন তৈল ১ পাইট।

মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হইবে, অথবা দ্রবীভূত হইয়া যাইলেই চর্ম্মে লাগাইতে হইবে।

চামড়ার জন্য কাল এনামেল :—গোল্ড সাইজ ২ আউন্স, ইউক্যালিপটাস তৈল ১০ ফোঁটা, তারপিন তৈল ১ ড্রাম।

আইভরি বা ভূষা কালি উপযুক্ত পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া যতক্ষণ সম্পূর্ণ সম্মিলিত না হয়, ততক্ষণ ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। বার্ণিশ মাত্রেই যত পুরাতন হইবে, ততই উৎকৃষ্ট হইবে।

স্পিরিট পেপার বার্ণিশ :—

(নং ১) গাম ম্যানিলা কোপাল (soft) ৪ পাউণ্ড, গাম সান্ড্রাক ২ পাউণ্ড, মিথিলেটেড স্পিরিট (৬৪ ওভারপ্রুফ) ১ গ্যালন।

(নং ২) গাম ম্যানিলা কোপাল (soft) ৫ পাউণ্ড, গাম ম্যাষ্টিক ১ পাউণ্ড, মিথিলেটেড স্পিরিট (৬৪) ১ গ্যালন।

(নং ৩, উৎকৃষ্টতর) গাম ম্যানিলা কোপাল (soft) ৫ পাউণ্ড, গাম সান্ড্রাক ২ পাউণ্ড, ল্যাভেণ্ডার তৈল ১ আউন্স, মিথিলেটেড স্পিরিট ১ গ্যালন।

তারপিন বার্ণিশ :—রজন ১০ পাউণ্ড, তারপিন ১ গ্যালন দ্রবীভূত কর।

ওক বার্ণিশ :—গাম কোপাল ৩ পাউণ্ড, ড্রাইং তৈল অর্দ্ধ গ্যালন এই দুইটীকে উত্তাপে দ্রবীভূত কর, আগুন হইতে নামাইয়া ৩ পাইট গরম তারপিন মিশ্রিত কর।

কোপাল বার্ণিশ :—উত্তাপে দ্রবীভূত কঠিন কোপাল ২ পাউণ্ড, উত্তপ্ত ড্রাইং তৈল ১ পাইট, উত্তপ্ত তারপিন ২ পাইট।

[illegible] বার্ণিশ :—চাঁচ গালা ৩ পাউণ্ড,

বাটম ল্যাক ৪ পাউণ্ড, মিথিলেটেড স্পিরিট ১ গ্যালন।

ফ্রেঞ্চ পলিশ :—

(নং ১) চাঁচ গালা ১ পাউণ্ড, বাটম ল্যাক ২ পাউণ্ড, স্টিক ল্যাক (রজন শূন্য) অর্দ্ধ পাউণ্ড, মিথিলেটেড স্পিরিট ১ গ্যালন।

(নং ২) চাঁচ গালা ১ পাউণ্ড, বাটম ল্যাক ২ পাউণ্ড, গাম বেঞ্জামিন অর্দ্ধ পাউণ্ড, মিথিলেটেড স্পিরিট ১ গ্যালন। গম বেঞ্জামিনকে পৃথক পাত্রে দ্রবীভূত করিয়া লইতে হইবে। ইহা হইতে ময়লা সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া পরে মিশ্রিত করিতে হইবে।

শাদা এনামেল বার্ণিশ :—ক্যানাডা ব্যালসাম ১০ পাউণ্ড, তারপিন ১০ পাউণ্ড জিঙ্ক অক্সাইডের সহিত মাড়িতে থাক। জিঙ্কের পরিবর্ত্তে যে কোন রং ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বার্নিশ তৈয়ারী করিবার জন্য তৈল পরিষ্কার করিবার উপায় :—

একটা তামার পাত্রে ৫০ গ্যালন তিসির তৈল ১৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপ পর্য্যন্ত গরম কর। এই তিসির তৈলে যেন রজনের তৈল একবারেই না থাকে। অতঃপর ২॥০ পাউণ্ড সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া দাও। ১৮০ ডিগ্রি উত্তাপে অর্দ্ধঘণ্টা রাখ। আগুন হইতে নামাইয়া ৩০ ঘণ্টার মধ্যে তৈলকে গড়াইয়া লও। এই তৈল কয়েক সপ্তাহ রাখিয়া দিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ব্রানজউইক ব্ল্যাক (Brunswick Black) :—

ইজিপসিয়ান য়্যাসফল্টাম ১২ আউন্স, দুইবার ফুটান তিসির তৈল ২ কোয়ার্ট, টার্কি আম্বার ৪ আউন্স। উত্তাপ প্রয়োগে সমস্ত মিশ্রিত কর। উপযুক্ত পরিমাণ তারপিন এবং আইভরি ব্ল্যাক মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে ঘন কর। অত্যন্ত উত্তাপ লাগিয়া যেন আগুন না লাগিয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

হাতের দস্তানা চকচকে করিবার বার্ণিশ :—দ্বিগুণ পরিমাণ জলের সহিত ডিম্বের শ্বেতাংশ মথিত করিতে হইবে। ২ ড্রাম লবণ মিশাইতে হইবে।

লৌহ বা ইস্পাত নীলবর্ণ করিবার উপায়।—যে লৌহ নির্ম্মিত পদার্থকে রঞ্জিত করিতে হইবে, তাহাকে রীতিমত পরিষ্কার ও চকচকে করিতে হইবে। অতঃপর কাঠের ভস্মে চাপা দিয়া ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া দেখিতে হইবে যে শীতল হইলে উপযুক্ত বর্ণ ধারণ করে কি না। যখনই বুঝিতে পারা যাইবে, বর্ণ মনোমত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ অগ্নি হইতে পদার্থটি বাহির করিয়া লইতে হইবে। উত্তপ্ত না করিয়াও নিম্ন লিখিত উপায়ে নীল করা যাইতে পারে। ১ ভাগ পোটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড ২০০ ভাগ জলে দ্রবীভূত কর। অন্য একটি পাত্রে ১ ভাগ ফেরিক ক্লোরাইড ২০০ ভাগে জলে দ্রবীভূত কর। এই দুইটি দ্রাবণ মিশ্রিত কর। অতঃপর তাহাতে সুপরিষ্কৃত ও সুচিক্কণ লৌহ নিমজ্জিত কর। অল্প পরেই লৌহ নীল বর্ণ ধারণ করিবে।

মুখের মেচেতা নষ্ট করিবার উপায়।—সালফোকারবনেট অফ জিঙ্ক ২ ভাগ, গ্লিসারিণ ২৫ ভাগ, গোলাপ জল ২৫ ভাগ, স্পিরিট ৫ ভাগ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লও। পরে ঔষধটী প্রাতে সন্ধ্যার সময় ও শুইবার পূর্ব্বে মুখে লাগাইলে মুখের মেচতা দূরীভূত হয়।

গাত্রচর্ম্ম পরিষ্কৃত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। নিম্নলিখিত ঔষধটী যদি কোন স্থানে খসড়াদি লাগে বা ক্ষত থাকে, সে স্থানে লাগান একবারেই উচিত নহে। এই ঔষধ প্যারিসের বাজারে "Lait antiphelique" নামে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ব্যবসাও চলিতে পারে। ১২ গ্রেণ করোসিভ সাব্লিমেট ৩ আউন্স অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটারে গলাইয়াও, পরে বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক এসিড তিন ড্রাম ঢালিয়া দাও। উত্তমরূপে নাড়িতে থাক। পরে উহা এক পাশে রাখিয়া দাও। তাহার পর বাদাম (তিক্ত) থেঁতো করিয়া এক খলে রাখিয়া রীতিমত নাড়িতে থাক, তাহাতে ১ আউন্স গ্লিসারিন ঢালিয়া ঐরূপে নাড়িতে থাক, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া মাড়া আবশ্যক। যখন বেশ পরিষ্কার থিচ শূন্য কাদার ন্যায় হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে ৯ আউন্স অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার ঢালিয়া দাও। এই সময়ে ভয়ঙ্কর জোরে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া মাড়া আবশ্যক; এইরূপে মাড়িবার সময় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দুই ড্রাম টিঞ্চার বেন্‌জিন্ ঢালিতে থাক। উত্তমরূপে বাড়া হইয়া গেলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত করোসিভ সাব্লিমেট ইত্যাদির সলিউসন ঢালিয়া দাও। পরে ইহাকে ব্লটিং পেপার দিয়া ছাঁকিয়া লও। তাহাতে আরও অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার ঢালিয়া এক পাইট কর। ইহা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মুখে এবং গাত্রে লাগাইতে হইবে। গাত্রের যেন কোন স্থানে আঁচড় না থাকে। (বিজ্ঞান)

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইবনা, এখন পূর্ণ, মূল্য দিতে হইবে।

(*Special for Businessman.*)

Agricultural Notes.

আউস ধান্যের আবাদে নাইট্রেট অব্ সোডা পরীক্ষার ফল।

আমাদের দেশে বিবিধ প্রকার সার জমিতে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক সার অল্প পরিমাণ প্রয়োগ দ্বারা যেমন আশাতিরিক্ত কার্য্য হইয়া থাকে তেমনটী হয় না। নাইট্রেট্ সোডা একটী উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক সার, ইহা আমরা বহুবার "কাজের লোকে" প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর এফ্ স্মিথ স্কোয়ার (F. Simth Esrq) (১) রাজীবপুর (বারাসত) (২) মসলন্দপুর, (৩) হরদী আলমডাঙ্গা (৪) জামালপুর ২৪ পরগণা (৫) জামালপুর এই কয় স্থানে নাইট্রেট্ অফ্ সোডা সার, আউস ধান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া যেরূপ আশাতিরিক্ত সুফল প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, আমরা আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য নিম্নে তাঁহার পরীক্ষার ফল প্রদান করিলাম, আমরা আশা করি, প্রত্যেক কৃষিজীবি এবং ভূমধ্যকারী গণ এই বৈজ্ঞানিক সার, স্বস্ব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিবেন। কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর মহোদয় উপরোক্ত প্রত্যেক গ্রামেরই আমণ ধান্যের ২ কিতা জমী লইয়া পরীক্ষা করেন, ১ কিতায় সার প্রয়োগ করেন, অপর কিতায় সার না দিয়াই পরীক্ষা করেন, ফলে সার না দেওয়া কিতা অপেক্ষা সার দেওয়া জমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। নাইট্রেট্ অফ সোডা অল্প পরিমাণ সারে যে কার্য্য করে, রাশি রাশি ভস্ম এবং গোবর সারেও তেমন সুফল হয় না। সেই জন্য অতি অবশ্যই ইহা ব্যবহার্য্য।

জমার পরিমাণ	বিঘা প্রতি	প্রতি বিঘার উৎপন্ন শস্যের আয়				
		১ রাজীব পুর	২ মসলন্দপুর	৩ হরদী	৪ জালানপুর	৫ জালালপুর
১ম কিতা	সার না দিয়া	৫৷৷০ মণ	৪/০ মণ	৩৷৷০	৪৸০ মণ	৫৷৷০ মণ
২য় কিতায়	সার দিয়া নাইট্রেট অফ সোডা ১/৩ ব্যাসিক সুপার ফসফেট্ ১/৩	৭৷৷০	৬/০ মণ	৮/০ মণ	১০/০ মণ	১০/০ মণ
	নাইট্রেট অফ সোডা সার দিয়া বিঘা প্রতি বৃদ্ধির হার	২/০	২/০	৪৷৷০	৬/২	৪৷৷০ মণ
	বৃদ্ধি শস্যের প্রতি বিঘার যথাক্রমে মূল্য—	৬৲	১২৲	১৩৷৷০	১৩৷৷০	১৩৷৷০
	সারের ব্যয় বিঘা প্রতি	৪৲	৪৲	৪৲	৪৲	৪৲
	মোট বিঘা প্রতি লাভ	২৲	৮৲	৯৷৷০	৯৷০	৯৷৷০
	প্রত্যেক একরে নেট্ লাভ	৬৲	২৪৲	২৮৷৷০	২৭৸০	২০৷৷০

সুতরাং কৃষকের পক্ষে উপরোক্ত লাভ উপেক্ষার বিষয় নহে। এই সার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এবং নমুনাদি আবশ্যক হইলে ডাইরেক্টর চিলিয়ান প্রপাগেণ্ডা Chillian Nitrate Propaganda, 1 Royal Enchange place, এই ঠিকানায় "কাজের লোকের" নাম উল্লেখ করিয়া লিখিলেই পাইতে পারিবেন, আমরা প্রত্যেক গ্রাহককে একবার এই সার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। New Series. APRIL 1916. নব পর্য্যায়। এপ্রেল ১৯১৬। Vol. X. No. 4.

দেখিতে দেখিতে আবার একটী বর্ষ অনন্তের কোলে বিলীন হইয়া গেল, ১৩২২ সাল বড় সুখে কাটে নাই, ইয়োরোপের মহা সমর, ভারতের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, ব্যবসায় বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা, জীবন ধারণের যাবতীয় দ্রব্যের অত্যধিক দুর্মূল্যতা ফলতঃ বহু সংসারের অতি দুঃখেই বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি নববর্ষকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কত ভবিষ্যৎ আশা আশান্বিত হইতেছি, ভগবান করুন ১৩২৩ সাল যেন আমাদের পক্ষে শুভ হউক।

১৩২৩ সালের পঞ্জিকায় দেখিতেছি, শনি রাজা, মন্ত্রী মঙ্গল, মঘা নক্ষত্রে বর্ষ প্রবেশ! জ্যোতির্বিদগণ বলেন ১৩২৩ সালের রাজা মন্ত্রী সকলই ক্রূর গ্রহ, তবে জগতি-গুরু ভক্ত-কারী হইয়া যদি কিছু শুভ করেন।

রাজার দান।—রাজা জর্জ্জ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজ তহবিল হইতে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন

চন্দননগরের ভলাণ্টিয়ার।—ক্ষুদ্র চন্দননগর হইতে ২৬ জন বাঙ্গালী সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা রণকৌশল শিক্ষার জন্য পণ্ডিচেরী গমন করিয়াছেন।

শিলা-বৃষ্টি।—সেদিন বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বাঁকুড়ায় ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এক একটা শিলা যেন বড় মার্বেলের মত; ফলে অনেক বৃক্ষই পত্রশূন্য হইয়াছে; অনেক গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; অনেক ঘরের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। অনেক ঘর পড়িয়াছে। পাবনা, নদীয়া কৃষ্ণনগর, এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি হইতেও বৃষ্টির সংবাদ আসিয়াছে।

কৃষি আলোচনা।—গত ৩১শে মার্চ্চ রঙ্গপুরে যে উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল,—সেই অধিবেশনে কৃষি বিষয়ক প্রসঙ্গও উঠিয়াছিল। এই প্রসঙ্গ-সভায় অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন, প্রফেসর পঞ্চানন নিয়োগী। রঙ্গপুর ডেয়ারি ফারমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে, এন, চক্রবর্ত্তী, রঙ্গপুরের কলেক্টর শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্ত এবং জজ শ্রীযুক্ত এস কে মল্লিক প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রফেসর নিয়োগী মহাশয় এই সভায় বলিয়াছিলেন,—"জমিতে যথোপযুক্ত সার দিয়া বুরবেডোস এবং মরিশস দ্বীপের ইক্ষু এবং সুমাত্রায় তামাকের চাষ এই বঙ্গদেশে করিলে বিঘা প্রতি বৎসরে একশত হইতে দেড় শত

টাকা পর্য্যন্ত আর, দার্জ্জিলিঙের আলুর চাষ করিলে বিঘা প্রতি প্রায় পঞ্চাশ টাকা মুনফা হইতে পারে। জীবিকান্বেষী বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণের এ পক্ষে দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়।" আজকালকার যুবকগণ যদি চাকুরীর জন্ম ছুটাছুটি না করিয়া এইরূপ স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে প্রভূত কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী, সন্দেহ নাই। কিন্তু কালদোষে এদিকে তাহাদের দৃষ্টি কম?

লবণের মাসুল।—লবণের মাসুল এক টাকার স্থলে ১া০ করাতে গবর্ণমেণ্টের আয় ৫,১৩,৫৭০০০এর স্থলে ৫,৯৮,১৪০০০ হইবে। ৭৫ লক্ষ টাকার জন্য বহু দরিদ্র লোককে ক্লেশ দেওয়া ভাল হয় নাই।

বিদায়।—বড়লাট লর্ড হার্ডিং ৫॥ বৎসর ভারতবর্ষের রাজ প্রতিনিধির কার্য্য করিয়া ভারতবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ৩৫ জন মহারাজা এবং দেশের বহু সংখ্যক প্রধান ব্যক্তি তাঁহার বিদায়কালে উপস্থিত ছিলেন। লর্ড হার্ডিং পি-এণ্ড-ও কোম্পানীর আরেবিয়া নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

নূতন রাজপ্রতিনিধির কলিকাতা আগমন।—১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭॥০ ঘটিকার সময়ে নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমসফোর্ড হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে গমন করিয়া বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের অতিথি হইয়া ছিলেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, গত ১লা এপ্রেল শনিবার প্রাতঃকালে ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রোগ ভোগ করিতেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্মাবধি তাহার সহিত মুস্তফি মহাশয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্যিকের মৃত্যুতে পরিষদ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

যুদ্ধের ব্যয়।—বর্ত্তমান বর্ষে ইংলণ্ডের ব্যয় প্রায় ২৩৩৮ কোটি টাকা হইবে। গবর্ণমেণ্ট থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড়, ফুটবল প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসাইয়া ৭॥ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস স্মৃতি।—কৃত্তিবাসের স্মৃতি রক্ষার জন্য ৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই টাকা দ্বারা রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী কবির জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে এক মাইনার স্কুলের বাটী ও বৃহৎ কূপ খনিত হইয়াছে, অবশিষ্ট টাকা দ্বারা এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে। গত রবিবার কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, মুখোপাধ্যায়, বাবু নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু নীরোদ কৃষ্ণরায়ের যত্নে ফুলিয়ায় এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্তম্ভের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাশীমবাজার ও নাটোরের মহারাজা কৃত্তিবাসের নামে কৃত্তি স্থাপনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্থ দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

পরবশতার দুঃখ।—ভারতবর্ষ দিয়াশলাইর জন্য জাপানের মুখাপেক্ষী, জাপান বর্ত্তমান সুযোগে দিয়াশলাইর মূল্য শতকরা ৭৫ বাড়াইয়াছে। ২রা মার্চ্চ তারিখের "জাপান উইক্‌লি ক্রনিকেল লিখিয়াছেন—"সংপ্রতি আমরা চীন, ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বদেশের আর আর স্থান হইতে দিয়াশলাইর এত অর্ডার পাইয়াছি যে, আমরা নির্ভয়ে যেমন খুসী দাম চড়াইয়া দিয়াছি।"

ভারতবর্ষ কি আপনার প্রয়োজনীয় দিয়াশলাই স্বদেশে উৎপন্ন করিয়া লইতে পারেন না? হায়! হায়! দেশটা চিরনিদ্রিত।

আশ্চর্য্য শারীরিক বল।—সেদিন পেশোয়ারের গোলন্দাজ সৈন্ত সাউথকট তরবারী সঞ্চালনে অসাধারণ দক্ষতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বৃহস্পতিবার দিন বেলা ৮ টার সময় তরবারী ঘুরাইতে আরম্ভ করেন। সমস্ত দিন মিনিটে ১৬০ বার ঘুরাইয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি অবিরাম গড়ে প্রতি মিনিটে ১৩০ বার ঘুরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুক্রবার সারাদিন ও রাত্রি ১২টা ২মিনিট পর্য্যন্ত তরবারী সঞ্চালনে রত ছিলেন। এইদিন মিনিটে ১১৬হইতে ১৫৯ বার পর্য্যন্ত তরবারী ঘুরাইয়াছিলেন। ক্রমাগত ৪০ ঘণ্টা কাল অনিদ্রা ও অনাহারে অতি দ্রুত বেগে তরবারী ঘুরাইয়াও তিনি ক্লান্ত হন নাই।

ছাত্রদের লড়াই।—লাহোরে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের লড়াইর সংশ্রবে পুলিশ প্রত্যেকপক্ষে ৭জন করিয়া ১৪ জন ছাত্রকে গেরেপ্তার করিয়াছে। ছাত্রদের অনেকেই জামিনে খালাস আছে। খেলা করিতে লড়াই ও খুন জখম, বড় লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় হইয়াছে। ইহাও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল নাকি?

ভীষণ জলকষ্ট।—চারিদিকেই জলকষ্টের হাহাকার—জেলা ও লোক্যালবোর্ডের সাহায্য আর কখন হইবে?

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অনরেবল কাশিমবাজার মহারাজ বাহাদুরের

শিল্প বিদ্যালয়।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে গত ১৯১৪ সালে এপ্রিল সংখ্যায় আমরা মহারাজ বাহাদুরের প্রস্তাবিত শিল্প বিদ্যালয়ের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সেই সময় স্কুলটী বহরমপুরেই স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল, একণে পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, কিছু কিছু অসুবিধার জন্য মহারাজ বাহাদুর এই স্কুলটী কলিকাতাতেই স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়াছেন, এই শিল্প বিদ্যালয়ের তত্বাবধায়ক Captain Petavel মহোদয় আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর তাঁহার কাকুড়গাছী উদ্যানটী প্রস্তাবিত শিক্ষার জন্য প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত শিল্প বিদ্যালয়ের কথা ইম্পিরিয়াল কাউনসিলে পেশ করা হইয়াছিল, ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মাননীয় লর্ড ক্রু মহোদয় এই বিদ্যালয়ের জন্য ব্যক্তিগত আনন্দ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই শিল্প বিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানগণের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কলিকাতায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণের বিশেষ সুবিধাই হইয়া গেল সন্দেহ নাই। মহারাজা দীর্ঘজীবি হউন, আমরা ভগবানের নিকট কেবল ইহাই প্রার্থনা করি। বাঙ্গালায় প্রকৃত হিতার্থে তাঁহার কার্য্য কলাপ অতুলনীয়।

To The Editor, "Business Man"

Dear Sir,

You will very likely remember that last year the Hon'ble The Maharajah of Cossimbazar proposed to start the Industrial School in Berhampur, referred to in the inclosed pamphlet and with the objects set forth in it, but owing to a difficulty that arose through the workshop being on Government land the execution of the plan had to be postponed ; he has decided finally to start that School in Calcutta lending his Kankurgachi Garden house for the purpose. You may have noticed that the Scheme was referred to recently in the Imperial Council. Lord Crewe, the late Secretary of State as also expressed a personal interest.

The pupils will work on actual commercial work with the newly formed Indian Polytechnic Co-operative Association. They will have also instruction in carpentery, smith's-work, moulding and casting, drawing mechanical and free hand, surveying, together with general education with a view to Matriculation. Students will thus have the right training to prepare them to join the Engineering Colleges, besides opportunity for practical commercial experience ; also it is hoped, employment the Association itself will be able to give, as described in this pamphlet.

It is that good pupils will altimately earn their education expenses. The inclusive fees will be Rs. 20 a month, but the Hon'ble The Maharajah will give five free and five half scholarships, and other gentlemen, it is hoped, will give some help of similar nature. This will be given to students who will apply themselves energetically and capably to industrial work. The establishment will be under Captain J. W. Petavel (late R. E.) assisted by Professor B. C. Chatterji, B.A., B SC., B.L., (Consulting Engineer, Electrical) and Mr. G. L. Narasimham, B.A., B.C.E., (Consulting Engineer, Civil, and a staff of teachers for matriculation students. The establishment is to be opened forthwith.

Applications should be sent at once to Professor Bhim chandra Chatterji C/o Maharajah Cossimbazar. 302, Upper Circular Road, Calcutta. Thoroughly satisfactory certicates of good character are insisted on.

The Hon'ble the Maharajah will be much obliged for your help in making the matter known.

I remain,
Dear Sir,
Yours truly,
J. W. PETAVEL.

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য, দিতে হইবে।

এই বিদ্যালয়ে, ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, সারভেয়িং, চালাইয়ের কাজ, সূত্রধরের কাজ, ইলেক্‌ট্রিকের কাজ প্রভৃতিই হাতে হেতেরে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া অনায়াসে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের শিক্ষার ব্যয় নিজেরাই উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে। এতদ্ভিন্ন স্কুলে পাঠ শেষ হইলে এই সমিতি কাজ কর্ম্মেরও যোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন, এরূপ আশা করেন।

স্কুলে পাঠের মাসিক ২০ টাকা ফী লাগে কিন্তু মাননীয় মহারাজা বাহাদুর যোগ্য ছাত্রদিগের মধ্যে ৫জনকে বিনা বেতনে এবং ৫জনকে অর্দ্ধেক বৃত্তি প্রদান করিবেন এবং অপর কয়েক জন ভদ্রলোক সেইরূপ কিছু কিছু সাহায্য করিবেন, আশা আছে। ক্যাপ্টেন জে, ডব্লিউ পেট্যাভেল সাহেব ইনি একজন সুবিজ্ঞ অবসর প্রাপ্ত রয়েল ইঞ্জিনিয়ার তত্ত্বাবধারক হইবেন, এবং প্রোফেসর বি, সি, চ্যাটার্জ্জী বি, এ বি, এস, সি, বি, এল, কনসালটিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মিঃ জি, এন, আরাসিমহাম বি, এ, বি, সি, ঈ, (কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার সিভিল) এবং ম্যাট্রিকিউলেশন পর্য্যন্ত পড়াইবার কয়েক জন সুযোগ্য শিক্ষক থাকিবেন। যাঁহারা এই শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে Professor Bhim Chandra Chartterji C/o Maharaja Cossimbazar, 302, Upper Circular Rd, এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। শিক্ষার্থী আবেদনকারীর সচ্চরিত্র সম্বন্ধে সন্তোষজনক সার্টিফিকেট আবশ্যক।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা আশা করি অনেকেই এ সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করিবেন না। সর্ব্ব শ্রেণীর অসহায় লোকের উন্নতি কল্পনাকেই মহারাজার এই মহৎ উদ্যোগ এবং আয়োজন, দেশের লোকে তাহা উপলব্ধি করিলে বাস্তবিকই অনেক সংসারেরই অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপ Practical শিক্ষার বিস্তার না হইলে এদেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের আর অন্য পন্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ সেই পন্থা পরিষ্কার করিবার জন্য অগ্রসর। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

জর্ম্মাণ-অধিকারভুক্ত চীন-রাজ্যে ডিম্বের ব্যবসা।

১৯১০ সালে সিংটাউ হইতে ১৮,২৭,১৮৩ ডজন্ ডিম্ব রপ্তানি হইয়াছিল। অধিকাংশই সাইভিরিয়ার ব্লাডিভোষ্টক বন্দর ক্রয় করিয়াছিল। অন্য একটী কারখানা ডিম্বের উপাদান শুষ্ক করিয়া রপ্তানি করিয়া থাকে। এই কারখানায় প্রতিদিন ৩,৩০০ ডজন ডিম্বের প্রয়োজন হয়। এই শুষ্ক ডিম্বের অধিকাংশই জর্ম্মানিতে রপ্তানি হইত। এক্ষণে আমেরিকায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এক জাহাজ ডিম্বের শুষ্ক উপাদান নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছে, খুব সম্ভবতঃ শীঘ্রই একটা বিস্তৃত কারখানা স্থাপিত হইবে। একমাত্র চীনদেশেই এই সমস্ত ডিম্ব সংগৃহীত হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ যন্ত্রপাতি বা কি উপায়ে ডিম্বের শুষ্কসার সংগৃহীত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। পরিচালকগণ গোপনে কারবার চালাইতেছেন। যে জাহাজে ডিম্বের উপাদান নমুনাস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল, সেই জাহাজস্থ লোকের নিকট হইতে যে সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই নিয়ে বর্ণিত হইল। পুরাতন কেরোসিন তৈলের বাক্সে ডিম্ব কারখানায় নীত হয়। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক ধরিয়া এক একটি ডিম্ব পরীক্ষিত হয়। ইহাতে ডিম্ব খারাপ হইয়াছে কি না অতি সহজে বুঝা যায়। ডিম্ব ভাল কি মন্দ, তাহা আলোকে ধরিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে অনায়াসে এবং অল্প সময়েই ধরিতে পারা যায়। যেগুলি খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং ভালগুলি বাছাই করিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলা হয়। অতঃপর ডিম্বগুলিকে ভাঙ্গিয়া তাহাদের শ্বেত এবং হরিদ্রা অংশ পৃথক করা হয়। ধোলাই ও ভাঙ্গাইএর কার্য্য চীন বালকগবৃন্দ করিয়া থাকে।

হরিদ্রা অংশ একটা সাক্‌শন্ পাম্প দ্বারা একটা লম্বা পাইপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া একটী বায়ুশূন্য স্থানে নীত হয় এবং তথায় ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়। অতঃপর যন্ত্র সাহায্যেই ইহা অন্য একটা পাত্রে পরিচালিত হয়। সেই পাত্রে ইহা হরিদ্রা পিষ্টকবৎ পতিত হয়, তথা হইতে পুনরায় আর একটী যন্ত্রে চালিত হয় এবং তথায় একবারে ধূলিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহাই বাক্স বন্দি করিয়া রপ্তানি করা হইয়া থাকে। ইহা যদি শীতল এবং শুষ্ক স্থানে রক্ষা করা হয় তাহা হইলে বহুকাল যাবৎ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ইহার খাদ্যত্ব কোনরূপে নষ্ট হয় না।

ডিম্বের শ্বেত অংশ কাচের চ্যাপ্টা পাত্রে রক্ষা করিয়া একটা ঘরের ভিতর তাকে বা সেল্‌ফে সাজাইয়া রাখা হয়। এই ঘরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি হইতে ৫৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইলে ইহাকে

টুকরা করিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া রপ্তানি করা হয়। কখনও কখনও খোসারা চিনির দানার স্যায় ইহাকে চূর্ণ করিয়াও রপ্তানি করা হয়।

সম্প্রতি কারখানাটি তত বিস্তৃত নহে, তবে পরিচালকগণ শীঘ্রই অতি বিস্তৃত একটি কারখানা স্থাপন করিবে। ডিমের খোসাগুলি জারমানিতে চালান যায়, সেখানে ইহা হইতে গৃহপালিত পক্ষী ইত্যাদির খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১১ সের শুষ্ক হরিদ্রা ডিম প্রস্তুত করিতে ১,৫০০ ডিমের প্রয়োজন হয়। সমগ্র ডিমাংশের ১১ সের শুষ্ক সার প্রস্তুত করিতে ১,০০০ ডিম লাগে। সার্দ্ধ দুই সের আলবুমেন প্রস্তুত করিতে ১,০০০ ডিম আবশ্যক। সম্পূর্ণ শুষ্ক ডিমের সেরকরা মূল্য প্রায় ৪।০ টাকা। এলবুমেন সের করা মূল্য প্রায় ৩ টাকা, শুষ্ক ডিম হরিদ্রা প্রায় ৩।০ টাকা। এক একটা বাক্সে প্রায় অর্দ্ধমণ হইতে ১ মণ পর্য্যন্ত চালান যায়।

ইতিমধ্যে অন্য একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং শীঘ্রই আর একটী কারখানা স্থাপিত হইবার চেষ্টা চলিতেছে। অতি নিকট ভবিষ্যৎ সিংটাউ পৃথিবীতে শুষ্ক ডিমের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইবে।

চরিত্রের ক্ষমতা।

—:০:—

"The crown and glory of life is character", মহামতি স্মাইল বলিয়াছেন যে, "চরিত্র মানব জীবনের গৌরব এবং রাজমুকুট" কিন্তু পরিতাপ, এই রাজমুকুট এবং গৌরব আমরা অনেকেই হারায়ে পদদলিত করিয়া থাকি। চরিত্র মানব জীবনের একটা শক্তি তাহা অর্থ অপেক্ষা বহু গুণে শক্তিশালী, শিক্ষায় যদি আমাদের চরিত্র গঠিত না হয়, যদি আমরা প্রকৃত ভদ্র লোক হইতে না শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে শিক্ষিত বলিয়া গৌরব করিয়া অশিক্ষিতদিগকে প্রতারণার খাওরায় ফেলিয়া সর্ব্বনাশ করা উচিত নহে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহাই অধিকাংশ স্থলে হইতেছে। লোকে শিক্ষিত জ্ঞানী বলিয়া যাহাদিগকে দেখিত, এখন তাহাদের দ্বারাই অধিক লাঞ্ছিত হইতেছে। সাধারণ লোকে শিক্ষিত দেখিয়া দূরে থাকিতে চাহিতেছে, তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না, আপনার ভাবিতে পারিতেছে না, কাজেই এদেশের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ সাধারণ লোককে লইয়া কিছু করিতেও পারিতেছে না, এই খানেই গলদ। ক্ষনিক সুখ, সামান্য স্বার্থের জন্য স্বীয় চরিত্র কলুসিত করিয়া ফেলায় যে শুদ্ধ নিজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করা হয়, তাহাই নহে, ইহা দ্বারা মানব সমাজের ঘোর অনিষ্টও সংসাধিত করা হইয়া থাকে। "Character is a power" সৎ চরিত্র একটা শক্তি, সেই শক্তি দ্বারা সমস্ত সমাজকে স্বীয় আয়ত্বাধীন রাখিতে পারা যায়, চরিত্র রক্ষা করিতে পারিলে প্রভূত ধন দ্বারা যাহা না করিতে পারা যায়, সৎ চরিত্র দ্বারা তাহা পারা যায়, ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া এই শক্তি উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ তাহাতে নিজের ও সমাজের প্রকৃত অনিষ্ট হইয়া থাকে। সৎ চরিত্র রক্ষা করিতে হইলেই "True gentleman" অর্থাৎ যথার্থ ভদ্রলোক, হৃদয়বান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান্ সদালাপী, সহিষ্ণু, লোভ হিংসাদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইতে হয়, এমন নির্ম্মল চরিত্রবান মহাপুরুষের নিকটে যে কেহ আসিবে, সেই মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকদ্বারা সমাজ পরিচালিত হয়, ইহাদেরই আহ্বানে শত শত নরনারী স্বীয় শক্তি, অর্থ বল, নিয়োজিত করিয়া দেশের ও দশের হিত সাধন করিয়া থাকে। হায়, হায়, অধুনা এমন যথার্থ ভদ্রলোক এদেশে বিরল হইয়াছে, এইটীই সাংঘাতিক গলদ, এই গলদেই সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। আমরা পাটোয়ারী বুদ্ধিতে অতুলনীয়, কিন্তু এই নীচতাপূর্ণ উপাধিতে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিলে আমাদের শিক্ষিত বলিয়া শ্লাঘা করা উচিত নহে।

"Mind without heart, intellegence without conduct, cleverness without goodness, are powers in this way but they may be powers only for mischief,,

হৃদয় হীন অন্তকরণ, চরিত্রহীন বুদ্ধিমত্তা, ভদ্রতাশূন্য চালাকি, এ সকল ক্ষমতা হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ ক্ষমতা দ্বারা অনিষ্টই সাধিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, কিন্তু সমাজের হিতসাধন অতি অল্পই হইয়া থাকে। এই সকল পাটোয়ারী বুদ্ধির ভদ্র সমাজে আদর হয় না। আমরা যেমন দস্যু তস্করের, গাট কাটা, বাটপারের বুদ্ধিমত্তার সময় সময় প্রশংসা করি, সেইরূপ করি মাত্র। কিন্তু তাহাতে সাধারণের শ্রদ্ধার একটা ভিত্তি স্থাপন হইতে পারে না। প্রকৃত ভদ্রলোক স্বীয় নির্ম্মল চরিত্র দ্বারা সেই সুবিমল শ্রদ্ধাই অর্জ্জন করিয়া জীবনে ধন্য হয়েন এবং সমগ্র সমাজকে পরিচালিত করিতে পারেন, এমন ভদ্রলোক এ দেশে কৈ? আমাদের সন্তান সন্ততিগণ এ শিক্ষা পায় না, চরিত্র গঠিত করিয়া দিবার শক্তি এখনকার আচার্য্যগণেরও নাই, পিতা মাতারও নাই, সে চেষ্টাও নাই। দেশ, সমাজ, এসকল এখন আমরা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছি, নয়নরঞ্জন দুলালদিগকে বিলাস সজ্জায় সাজাইতে আমরা যেমন প্রাণপণে চেষ্টা করি,

সৎচরিত্রের অলঙ্কারগুলি যাহা তেমন সাজাইতে চেষ্টা করি কি ? গলদ এইখানে। তাই আজ শিক্ষিত শিষ্য গুরুকে প্রহারে পত্তাপত্তি উড়াইয়া দেয়, পিতা মাতাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া চক্ষু রাঙ্গাইয়া থাকে, এইরূপ শিক্ষিত যুবক যে ভদ্র গাঁটকাটা হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইবে, ইহা বিচিত্র কথা হইতে পারে না। তাই বলি, তোমার আমার ছেলে যদি উচ্চ শিক্ষিত না হইয়া অল্প শিক্ষিত বা মূর্খ হইত, তাহাতেও এত অন্যায় হইত না। এই জন্যই আর্য্যগণ শিষ্য এবং পুত্র কন্যাকে বিলাসী না করিয়া তুলিয়া মানব জীবনের যাবতীয় কঠোরতার মধ্য দিয়াই শিক্ষা দিয়া এমন চরিত্রবান, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন, যে সেই চরিত্র দ্বারা নিজের গলদ দেখিলে সে সন্তান বিবেকের কশাঘাতে তুষানলে জীবন আহুতি দিয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্য করিতেও কুণ্ঠীত হয় নাই, ধন্য সেই শিক্ষা পদ্ধতি! তাহাতে সমাজ, রাজ্য, জনপদ, অহরহ নিরাপদে থাকিত, রাজ্য রাজা সেই সুসন্তানগণ দ্বারা ধন্য হইত। একটী আধুনিক শিক্ষিত যুবকের মনে ধর্ম্ম ভীরুতা প্রকৃত ভদ্রতা কেহ দেখিতে পাও কি ? অহরহ উদ্ধত, বিলাসপরায়ন,এই যুবকগণ হইতে কেহ কিছু আশা করিতে পারে কি ? গোড়ায় গলদ, চরিত্র গঠিত হয় নাই। অশিক্ষিত কৃষক সন্তান পিতা, মাতাকে,গ্রামকে তাহার দেশকে যে চক্ষে দেখে, এই শিক্ষিত সমাজ তাহাও দেখিতে শিক্ষা করে নাই শিক্ষার অভিমানে মানব হৃদয়ের যাবতীয় মাধুর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া ফেলিয়াছে। এ শিক্ষায় দেশের কোন কল্যান সাধিত হয় নাই, হইবেও না। চরিত্র গঠিত হইয়াছে কৈ ?

ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে

স্বামী বিবেকানন্দ।

মূলধন না থাকিলে ব্যবসায় করা যায় না, ইহা পাগলের উক্তি। ভিতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। 'শুধু আমি কিছু নয়' ভেবে ভেবে সব জাতটা বীর্য্যহীন হয়ে পড়েছে। একবার পাশ্চাত্য দেশে বেড়িয়ে এলে দেখ্‌তে পাবে যে, জগতের লোকের জীবন প্রবাহ কেমন ভর্‌ ভর্‌ করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর, তোরা কি কচ্ছিস! এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত "চাকরী দাও, চাকরী দাও" বলে চেঁচাচ্ছিস্‌। জুতো খেয়ে খেয়ে দাসত্ব করে করে—তোরা কি আর মানুষ আছিস্‌? তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন সজলা সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন ধান্য প্রসব করছেন, সেখানে দেহ ধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নাই—পিঠে কাপড় নাই! যে দেশের ধন ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে civilisation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দশা! ঘৃণিত কুক্কুর অপেক্ষা যে তোদের দুর্দ্দশা হয়েছে। তোরা আবার তোদের বেদ বেদান্তের বড়াই করিস্‌। যে জাত সামান্য অন্ন বস্ত্রের সংস্থান কর্‌তে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্ম কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw mateirals (পণ্য দ্রব্য) নিয়ে তার সাহায্যে সোণা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দ্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস্‌। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ বিদেশের লোক তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তৈয়ার করে বড় হয়ে গেল ; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পূরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে "হা অন্ন" "হা অন্ন" করে বেড়াচ্ছিস্‌। তোরা কেবল কি উপায়ে অন্ন সংস্থান হতে পারে বলে চিৎকার কচ্ছিস্‌। উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোকে কাপড় বেঁধে বল্‌ছিস্‌ "আমি অন্ধ কিছুই দেখ্‌তে পাই না।" চোকের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল, দেখ্‌বি—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে ত জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশি কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা ইয়ুরোপে পথে পথে ফিরি করগে। দেখ্‌বি ভারতজাত জিনিষের এখনও কত কদর। আমেরিকায় দেখ্‌লুম হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফিরি করে করে ধনবান হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যা বুদ্ধি কম ? এই দেখ্‌না, এদেশে যে বেনারসী সাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ের গাউন তৈয়ারি করে বিক্রী কর্‌তে লেগে যা, দেখবি কত টাকা আসে। স্বামীজি বিদেশে যাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু এই দেশেই যদি কেহ শান্তিপুরের ডুরে এবং রঙ্গীন শাড়ীর গাউন তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করেন, তাহা হইলে খুব কাট্‌তি হইতে পারে। আজকাল অনেক ইংরাজ ভদ্রমহিলাগণকে এইরূপ গাউন পরিতে দেখিয়াছি।

মুগের দাল,অড়র দাল প্রভৃতিতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় একটা খুব ব্যবসা চলিতে পারে। দাল Soup will have a go if properly introduced (ঠিকমত সুরু করাতে পারলে দালের যুশের বেশ কদর হবে।) যদি ছোট ছোট প্যাকেট করে তার গায়ে রাঁধবার

direction (প্রণালী) দিয়ে বাড়ী বাড়ীতে পাঠান যায়, আর একটা ডিপো করে, ক অক-গুলো মাল পাঠান যায়, ত খুব চলতে পারে। ঐ প্রকার বড়ীও খুব চলবে। উত্তম চাই-ঘরে বসে ঘোড়ার ডিম হয়। যদি কেউ একটা Company form (কোম্পানি গঠন) করে, ভারতের মাল পত্র ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় লইয়া যায়, তাহা হইলে খুব একটা ব্যবসা হয়। নিষ্কর্ম্ম হতভাগার দল দশ বৎসরের মেয়ে বিয়ে করতে কেবল জানে, আর জানে কি? (সম্প্রতি একজন ইংরাজ বিলাতে ভিন্ন রকমের পাঁপরের নমুনা পাঠাইতেছিল। ইহা একটী লাভজনক ব্যবসায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীরাধারমন সেন।

ওয়াল্‌টেয়ার যাত্রীরপত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পার্লাকিমেডি সহরটী ক্ষুদ্র এবং এই সহরটী একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, সেইজন্য ইহার বাহ্যদৃশ্য অতি চমৎকার। নাউপাদায় দর্শনযোগ্য অন্য কিছুই নাই; কেবল একটী প্রকাণ্ড লবণের কারখানা আছে, তাহাতে প্রত্যহ প্রভূত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হয় এবং সেই লবণ এ অঞ্চলের সমস্ত গ্রাম ও সহরে সরবরাহ হইয়া থাকে।

সাত আটটী ষ্টেশনের পর আমাদের গাড়ী চিপুরুপল্লী নামক ষ্টেশনে আসিল। ইহা একটী ছোট সবডিভিষণ। এখানে একটী তালুক আফিস আছে এবং সহকারী তহশীলদার ও সবরেজিষ্টারের বাটী আছে, তাহা ছাড়া এখানে ভিজিয়ানাগ্রাম পালকো লোকেল ফণ্ড রোড নামক একটী বেশ বড় পাকা রাস্তা আছে। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে কেবল গভীর জঙ্গল আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় এবং মধ্যে মধ্যে ২।৩টী মসজিদের ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতেই বেশ বোধ হইল এই সকল স্থান বহু পূর্ব্বে মুসলমান অধিকারভুক্ত ছিল এবং বহু-সংখ্যক মুসলমান এখানে বাস করিত। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! এখন সে নবাবও নাই, তাঁহার সে দশহাজারি মনশবদার নাই, তাঁহার সে আমলাবর্গও নাই, আর তাঁহার প্রজারাও নাই; সকলই এখন কালগর্ভে নিহীত—তবে আছে কেবল কয়েকটী মস-জিদের ভগ্নাবশেষ মাত্র; ইহারাই দর্শকের মনে সেই অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। বেলা প্রায় ৫॥টা বাজিয়াছে। অরুণদেব এইবার তাঁহার অষ্টচক্র রথের মুখ ফিরাইয়া পশ্চিম-গগণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখন আর তাঁহার সে রাগ নাই, তেমন ঝলসান উত্তাপ নাই, সেরূপ প্রখর তেজ নাই; এখন ইনি অতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পশ্চিমের এক পাহাড়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লই-বার চেষ্টা করিতেছেন; আর এক একবার মুখ ফিরাইয়া পৃথিবীর নিকট বিদায় চাইতে-ছেন—যেন বলিতেছেন, অদ্য এই পর্য্যন্ত আবার কল্য সাক্ষাৎ হইবে। আমাদের গাড়ী ঠিক এই সময় ভিজিয়ানাগ্রাম ষ্টেষণে পৌছিল, এখানে গাড়ী ২০ মিনিট বিশ্রাম করিবে।

ভিজিয়ানাগ্রাম বেশ বড় সহর—ইহা একটী জেলা। এখানে মহারাজার প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। প্রধান কলেকটর এবং সহকারী তহশীলদার এখানে থাকেন। তাহা ছাড়া একটী (Cantonment) সেনা-নিবাস আছে। ইহাতে বিস্তর ভারতীয় সৈন্য বাস করে, আরও এখানে একটী পুরাতন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। জনরব এই যে, প্রায় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে এক মহারাষ্ট্র নরপতি নাকি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে একটী বৃহৎ বাজার বসে এবং এই বাজারে লঙ্কা, হলদী, ধনিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার মসলা, কাপড় চোপড়, লোহা, তামা, পিত্তল, তৈল, ঘৃত, সকল প্রকার দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা ছাড়া ছাগ, গো, মহিষাদি এবং তাহাদের চামড়াও প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে মধ্যে মধ্যে বহু মূল্যবান প্রস্তরাদিও পাওয়া যায়। এখান-কার অধিবাসীর সংখ্যা মুক্তাধিক ৫,০০০ হাজার হইবে। এখানকার জল বায়ু খুব ভাল। প্রায় সন্ধ্যার পর এখান হইতে গাড়ী ছাড়িল। সবই অন্ধকার—বাহ্যদৃশ্য আর কিছুই নয়নগোচর হইতেছে না। কেবল গাড়ীর প্রচণ্ড শব্দেই কর্ণ বধির হইতেছে। আর মধ্যে মধ্যে এক একটী ষ্টেশন আসিতেছে এবং তাহার আলোকমালা জোনাকি পোকার ন্যায় আমাদের নয়নপথে পতিত হইতেছে, আবার চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে তাহা কোথায় চলিয়া যাইতেছে; আর তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এইরূপে আমরা রাত্রি ৮॥টার সময় ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে পৌছিলাম, কলিকাতা হইতে ওয়ালটেয়ার ৫৪৭ মাইল। এখানে পৌছিয়া আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম বটে, কিন্তু আর এক চিন্তা আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। কথা হইতেছে এই, রাত্রিকালে থাকিব কোথায়, আর বাসাই বা কিরূপে স্থির করিব। এইরূপ একটু ইতঃস্তত করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, এখানে টার্ণার ছত্রম্ বলিয়া একটী পান্থশালা আছে এবং এখানে দুই দিন বিনা খরচে থাকিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে যাওয়াই স্থির করিলাম, এবং একখানি গাড়ি ডাকিয়া তাহাকে সেইখানে যাইতে আদেশ করিলাম। এখানকার গাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কলিকাতার ঠিকা গাড়ী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহা দেখি-লাম, ঘোড়ার পরিবর্ত্তে গরুর দ্বারা টানিতে হই-

[illegible] উঠিয়া ... কথা বলে, ইহারা [illegible] [illegible] বিশিষ্ট হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] কার্য্য করে। টেণ্ [illegible] [illegible] আর ২ মাইল। ১০ মিনিট পরে আমাদিগকে [illegible] পৌঁছাইয়া দিল। আমরা রাত্রে [illegible] ছিলাম, [illegible] একটী ঘর [illegible] সেই ঘরে আমাদের জিনিসাদি রাখিয়া দিয়া অদ্য একটী বাতি জ্বালিয়া আম- [illegible] বাহিরে বেড়াইতে। দুইদিনের [illegible] শরীর এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া- [illegible] একেবারে নিদ্রার অভি- [illegible] হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক নিদ্রাতেই [illegible] প্রভাত। আমার বন্ধু আমাকে উঠা- ইয়া দিলেন, তখন ২।১টী কাক ডাকিতেছে, পক্ষীগণ বৃক্ষোপরি কলরব করিতেছে। [illegible] ২।১টী লোকেরও আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। আমরা গাত্রোত্থান করিলাম এবং [illegible] খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। সম্মুখেই [illegible] জল দেখিয়া তাহাতেই মুখপ্রক্ষা- লনাদি ক্রিয়া সমাপন করিলাম। আমরা [illegible] পাঠককে এই ছত্রমের বিষয় কিছু বলিব।

টার্ণার ছত্রম্।

টার্ণার সাহেব এই ওয়ালটেয়ারের ম্যাজি- ষ্ট্রেট এবং কলেক্টার ছিলেন। বেরহামপুর, [illegible] ভিজিয়ানাগ্রাম ও ভিজাগাপাটাম এই তিনটী জেলার মধ্যে ওয়ালটেয়ারই সর্ব্ব [illegible] এবং বহুসংখ্যক লোক অনেক দূর হইতে এখানে মোকদ্দমার জন্য আসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এখানে থাকিবার কোন স্থান ছিল না। সেইজন্য এখানকার কলেক্- টর মহোদয় সাধারণের উপর দয়াপরবশ হইয়া এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ তিনি [illegible] [illegible] [illegible] কয়েকজনকে [illegible] করিয়া এই [illegible] [illegible] করাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে সাধারণের যে কি উপকার হইয়াছে, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। প্রায় [illegible] বিঘা জমির উপর এই প্রকাণ্ড [illegible] নির্ম্মিত পান্থশালা বিরাজ করিতেছে। ইহা, নির্ম্মাণ করিতে ৬৮,০৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এখানে যে কোন হিন্দু পরিবারের দুই দিবস বিনা ব্যয়ে থাকিবার নিয়ম আছে; তাহার অধিক থাকিলে প্রত্যেক দিন ।০ আনা হিসাবে দিতে হয়। এখানে পথিকগণকে আহারাদি করিবার বাসন প্রভৃতিও দিবার ব্যবস্থা আছে। এই পান্থশালা এখানকার মিউনিসি- প্যালিটীর হস্তে আছে এবং তাঁহাদেরই নিযুক্ত একজন মাদ্রাজী তত্ত্বাবধারক এখানে সর্ব্বদাই থাকেন। সেক্রেটারী মহোদয় সপ্তাহে এক- বার করিয়া এখানে তদারক করিতে আসেন। এখানে ১৬ জন লোক সপরিবারে বাস করিতে পারেন এবং ইহা এমনি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত যে, একটী পরিবারের সহিত অন্যটীর কোন সংস্রব থাকে না। প্রত্যেকের রন্ধনশালা স্বতন্ত্র। যাতায়াতের পথ স্বতন্ত্র— অতি সুন্দর বন্দোবস্ত। এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে পরিখা দেওয়া আছে, বাটীর দুই পার্শ্বে দুইটি কূয়া আছে, এই কূয়ার জলও খুব উৎকৃষ্ট। জমির শেষ ভাগে পায়খানার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র পায়খানা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে প্রস্তুত। মোটের উপর কোন প্রকার অসুবিধা নাই। আর কোথাও নানা বর্ণের পুষ্প বৃক্ষ শোভিত পুষ্পো- দ্যান, আবার কোথাও বা নানা জাতীয় ফলের বৃক্ষ সকল ফলভরে নত হইয়া রহিয়াছে। মোটের উপর ধরিতে গেলে পান্থশালাটির দৃশ্য অতি মনোহর; হঠাৎ দেখিলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই পান্থ- শালার চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়াইলাম। [illegible] [illegible] এখানকার [illegible] মহাশয় অতি ভদ্রলোক। তিনি বরাবরই আমাদের সহিত ঘুরিয়া ফিরেন এবং আমাদিগকে ইংরাজি করিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই [illegible] ব্যবহারে আমরা বাস্তবিকই বড় আনন্দিত হইলাম। বেলা তখন ১টা বাজিয়াছে, এইবার আমরা আমাদের ঘরে আসিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। একজন এই দেশীয় উকীল তাঁহার স্বর্গীয় পিতা এবং মাতার নামে দুইটা বিশ্রামাগার করিয়া দিয়াছেন। ইহাও এই জমির সংলগ্ন এবং ইহার তত্ত্বাবধানের ভারও ইহাঁদেরই হস্তে ন্যস্ত আছে। এখানে যে কোন হিন্দু পরিবার দৈনিক ।৵০ আনা হিসাবে দিলে ৮ দিন থাকিতে পারেন, তাহার অধিক থাকিলে প্রত্যহ ১৲ টাকা হিসাবে দিতে হয়। এই বাটি দুইটা বেশ নির্জ্জন; কারণ ইহার প্রত্যেক বাটিতে দুইটী করিয়া পরিবার থাকিবার স্থান আছে অধিক গোলযোগ নাই; সেইজন্য আমরা দুই দিন এখানে থাকিয়া ৮ দিন ঐখানে থাকিব মনস্থ করিলাম। আমরা স্নান ও আহারাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া বৈকালে ওয়ালটেয়ার বেড়াইতে যাইব স্থির করিলাম। আমরা এখন যেখানে রহিয়াছি, তাহার নাম ভিজাগাপট্টম, ইহার কথা পরে বলিব। ওয়ালটেয়ার [illegible] হইতে ২ মাইল। আমরা [illegible] যাইব স্থির করিলাম; কারণ তাহা না হইলে [illegible] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা যায় না। বেলা [illegible] [illegible] সময় আমরা বাহির হইলাম। [illegible]

[illegible] "কাজের লোক" [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]।

আসিয়াছি, তাহার পর যত যাইতেছি, মনে হইতেছে, যেন উপরে উঠিতেছি। দূরে কয়েকটী পাহাড় লক্ষিত হইতেছে, আর তাহারই শিখরদেশে যেন এক একখানি ছোট ছোট ঘরের ন্যায় দেখা যাইতেছে। মধ্যস্থলে বরাবর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে জলের কল রহিয়াছে, আর রাস্তার দুই পার্শ্বে নানা জাতীয় বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। এখন আমাদের বেশ বোধ হইতেছে যে, আমরা অনেক উপরে উঠিয়াছি। আমি রাস্তার ধারে আসিয়া দেখিলাম যে, অনেক নিম্নভাগে বৃক্ষ সকল রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই চারি খানি দীন দুঃখীর কুটীরও ও দেখা যাইতেছে। ইহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া সেই পাহাড়ের নিম্ন দেশে মনের আনন্দে বাস করিতেছে। আমরা যত উপরে উঠিতেছি, পবন দেবের অনুগ্রহ তত বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা উঠিতে উঠিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু পবন দেব এত বেগে প্রবাহিত হইতেছেন, যেন আমাদিগকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। এতক্ষণ দূর হইতে যেগুলি আমরা এক একখানি ছোট ছোট ঘরের ন্যায় দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে সেগুলি এক একটী প্রকাণ্ড বাটীর মত দেখিতেছি, এবং পাহাড়গুলিও খুব বড় বড় এবং অনেক উচ্চ দেখাইতেছে। আমরা যাইবার পথে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত সাহেবদের বাংলা দেখিলাম। একটী সাহেবদের গির্জ্জা, একটী কুষ্ঠাশ্রম, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অফ্ পুলিসের বাটি, কন্‌সারভেটার অফ্ ফরেষ্ট সুপারেন টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, টেলিগ্রাফ্ সুপারিন টেণ্ডেণ্ট, লবণের ডেপুটী কমিশনর প্রভৃতি কয়েকটী গণ্যমান্য দেখিলাম। কর্ম্মচারীর বাংলাও দেখিলাম। (Sea View Hotel) নামক একটী হোটেল, তাহা ছাড়া একটী ডাক বাংলাও আছে। এটী গেল (Englisah Quarter) অর্থাৎ সাহেবদের বিভাগ। আর দক্ষিণ পার্শ্বে দিয়া একটী রাস্তা বরাবর সমুদ্র গর্ভে নারিয়া নামিয়া গিয়াছে এবং তাহারই দুই পার্শ্বে যে সকল পাহাড় আছে, তাহারই উপর আমাদের দেশীয় রাজা, মহারাজা, জমিদার প্রভৃতি কতকগুলি ধনকুবের বাটি আছে। ইহারই নাম (Native Quarter) অর্থাৎ দেশী লোকের পাড়া। এখানে বাটির সংখ্যা অতি অল্প এবং ভাড়াও অত্যন্ত মহার্ঘ। সেইজন্য আমাদের ন্যায় হতভাগ্যের এখানে স্থান নাই। এতক্ষণে আমরা ওয়ালটেয়ারের সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখান হইতে সমুদ্র বেশ দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা অনেক নীচে। আমরা জল হইতে প্রায় ৫০১৬০ ফিট উপরে দাঁড়াইয়া আছি। আমরা কিঞ্চিৎ বিশ্রমার্থ এই স্থানে একটু বসিলাম এবং প্রকৃতির সেই অনির্ব্বচনী শোভা দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। উপরে দেখিলে বিশাল নীল আকাশ, আর নিম্নের দিকে চাহিলে কেবল অকূল সাগরের নীল জল ভিন্ন আর কিছুই নয়ন গোচর হয় না। এখানকার সমুদ্র গর্ভে বিস্তর ছোট পাহাড় লক্ষিত হয়; সেই জন্য এ সমুদ্রে স্নান করিবার তত সুবিধা নাই। দূর হইতে ঢেউগুলি আসিয়া সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শুভ্র ফেনরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিতেছে, এ দৃশ্য এখান হইতে বড়ই চমৎকার দেখায়। এ দিকে উপরে পবন দেব অহরহ তাঁহার শীতল সমীরণে আমাদিগকে স্নিগ্ধ করিতেছেন। অপর দিকে নিম্ন হইতে সাগর জলের ঘাত প্রতিঘাত এবং জলকল্লোল আমাদের কর্ণ কুহরে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। আবার তাহার উপর পর্ব্বত শিখরস্থ বাটীগুলির দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। এখানে প্রত্যেক বাটির একদিকে নানাবিধ ফলের বৃক্ষ, অন্যদিকে গোলাপ জুই, বেল, মল্লিকা, মালতি টগর, করবী প্রভৃতি নানাবর্ণের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই পুষ্প সকল পবন হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উহাদের সৌরভে দিক্ সকল আমোদিত করিতেছে। আমরা এই সকল অতুলনীয় নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিয়া মনে করিলাম যে, এই বুঝি ইন্দ্রের অমরাবতী এবং তাঁহারই নন্দনকানন।

এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৪টী বড় রাস্তা আছে, তন্মধ্যে ২টী রাস্তা সর্পাকৃতি হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিম্নগামী হইয়া সমুদ্র গর্ভে মিশিয়াছে। একটী রাস্তা সমুদ্র উপকূল দিয়া বরাবর ভিজাগাপাটাম ডলফিন নোজের নিকট গিয়াছে। আর একটী রাস্তা ওয়ালটেয়ার সহরের উপর দিয়া ভিজাগাপাটাম সহরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে, এইটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রাস্তা।

আমরা এই সকল স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম, ফিরিতে আর ইচ্ছা হয় না, মনে হয় যুগ যুগান্তর কাল এখানে এক নিভৃত স্থানে বসিয়া কেবল বিভুগুণকীর্ত্তন করি, আর প্রাণ ভরিয়া এই সকল বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করি। ঘড়ি দেখিলাম, ৫টা বাজিয়াছে, আমার বন্ধুটী তাড়াতাড়ি উঠিলেন এবং বলিলেন, অনেকদূর যাইতে হইবে, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগত্যা নামিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা যত নিম্নে নামিতে লাগিলাম, পবন দেবের অনুগ্রহ ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। আমরা যখন এক মাইল নামিয়া আসিয়াছি, তখন বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল। আমরা সেই পূর্ব্ব কথিত সমুদ্র উপকূলের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এ দিকে তপনদেব তাঁহার প্রচণ্ড উত্তাপ সম্বরণ করিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রামার্থ ডালফিন নোজের

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ডালফিন নোজ সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত একটী প্রকাণ্ড পাহাড়। পাঠক একটু স্থির হউন, সবই শুনিতে পাইবেন, এ পাহাড়ের কথা পরে বলিতেছি। সব কথা একেবারে বলিতে খিচুড়ী রন্ধন হইয়া যাইবে এবং সে খিচুড়ী তত মুখরোচক হইবে না; তাই বলিতেছি, "সবুরে মেওয়া ফলে" আপনাকে এই মতের পক্ষপাতী হইতে হইবে।

আমরা সেই একই রাস্তা দিয়া বরাবর চলিয়াছি। দক্ষিণ দিকে কেবল আম, জাম, কাঁঠাল নারিকেল ও রাশি রাশি কদলী বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে, আর বাম দিকে সমুদ্রের বিশাল বেলা ভূমি ধু ধু করিতেছে। সেই সেই বেলা ভূমির পার্শ্বেই সাগর জল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। এ দৃশ্য বড়ই রমনীয়। আমরা আবার দেখিলাম, সেই ডালফিন নোজের অপর পার্শ্বের সাগর জলটী হঠাৎ লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এ আবার কি দৃশ্য! সমুদ্রের এক পার্শ্বে লাল জল কিরূপে আসিল। অপর পার্শ্বের জলটীতে কে যেন সিন্দুর ঢালিয়া দিয়াছে। তখন দেখি, অরুন দেব ডালফিন নোজের পার্শ্ব দেশে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছেন, এবং তাঁহারই ছায়া সাগর জলে পড়িয়া এই অপরাপর শোভা ধারণ করিয়াছে। তখনও অরুণ দেব একেবারে অদৃশ্য হন নাই। ক্ষণকাল পরে অরুণ দেব একেবারে ডুবিয়া গেলেম। এদিকে তমসা রাণী একখানি নিলাম্বরী শাড়ী পরিধান করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। আর সে লাল জলও নাই, সে নীল জলও লক্ষিত হইতেছে না। তমসা রাণীর প্রভাবে এখন সমস্তই কাল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক এই কাল নয়ন বিমোহন দৃশ্য যিনি একবার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তিনি জীবনে কখনই ভুলিতে পারিবেন না। আমিও এইবার পাঠকবর্গের নিকট বিদায় লইয়া অদ্যকার মত বিশ্রাম করিতে বলিলাম।

(ক্রমশঃ

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

(*Special*)

Handicrafts.

সহজ শিল্প শিক্ষা

HOW TO MAKE FILTER?

কেমন করিয়া জল পরিষ্কারের ফিল্‌টার প্রস্তুত করিতে হয়।

দূষিত জল পান করিয়া বিবিধ উৎকট পীড়া জন্মে, এইজন্য জল পরিষ্কার করিয়া পান করা উচিত। আমাদের দেশে এখন ম্যালেরিয়া, কলেরায় দেশ উজার হইতে বসিয়াছে, সাধারণ লোকে সামান্য একটু পরিশ্রম করিয়া নিজের সংসারের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেও কাতর। এ দেশে এখন কুঁড়ের বাথান, আমাদের ঘরে ঘরে ফিল্‌টার এক একটা নিজেরা করিয়া লইতে ক্ষতি কি? সেই জন্য কেমন করিয়া ঘরগড়া ফিলটার প্রস্তুত করিতে হয় বলিব। বিদেশী আমদানী ফিলটার ক্রয় করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইলে সে সকল পয়সা বাঁচিয়া যায়; ফিল্‌টার প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ, আমাদের দেশে ইতিপুর্ব্বে একটা ফ্রেমের উপর কলসীতে বালী কয়লা, ইত্যাদি দিয়া ফিল্‌টার করা হইত, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান লইত, নানা ঝঞ্ঝাট ছিল, সেই জন্য বিদেশী আমদানী ফিল্‌টার এদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের স্থান পাঠাইয়াছিল। ইহাতেও ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় কেহ আর ফিল্‌টার ব্যবহারই করে না, কিন্তু নিজেরা একটা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে ক্রমে তাহারই জল পান করা অভ্যাস হইয়া দাড়াইতে পারে।

ফিলটারের পাত্র।

একটা মাটীর ফুলের টব জোগাড় করিতে হইবে, অবশ্য একটু ভাল এবং বড় হওয়ার আবশ্যক। সেটা জলের খরচ বুঝিয়া ছোট বড় যেমন আবশ্যক, স্থির করিয়া লইতে হইবে। যাহারা বড় লোক, অবস্থাপন্ন তাঁহারা আমদানী ফিল্‌টার ক্রয় ব্যতিত যে অন্য কোনরূপ পছন্দ করিবেন, সেটা দুরাশা বটে। কোমর দিগকে উৎসাহিত করিলে এদেশেও ফিল্‌টারের মাটীর পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে। চলম সই ফিল্‌টার করিতে হইলে অন্ততঃ ১২ ইঞ্চি গভীর, ১২ইঞ্চি উপরের পরিধি এবং ৮ ইঞ্চি নিম্নের পরিধি হওয়া উচিত। এইরূপ ফিল্‌টারে প্রায় ১।০ গ্যালন জল ধরিতে পারিবে, তাহা হইলে একটা ছোট খাট গৃহস্থের চলিয়া যাইতে পারিবে। আট দশ আনা ব্যয়ে এমন একটা পাত্র করান যাইতে পারে। ফুলের টপ না হইলে সেইরূপ যে কোন প্রকারের মাটীর পাত্র দ্বারাও হইতে পারে। তবে ইহার মুখ প্রশস্ত হওয়ার আবশ্যকতা আছে।

ফিলটারের কয়লা।

প্রত্যেক ফিলটারে কয়লা থাকে, নচেৎ জল নির্দ্দোষ এবং পরিষ্কার হয় না। বিলাতি ফিলটারে ২ প্রকার কয়লা থাকে। (১) সাধারণ কাষ্ঠের কয়লা (২) জান্তব কয়লা। এই জান্তব কয়লাকে Animal charcoal বলে। হাড়কে পোড়াইয়া এই কয়লা প্রস্তুত হয়। এটা হিন্দুর দেশ, অনেকে জান্তব কয়লা ব্যবহার করিতেও আপত্য করিতে পারেন,

কিন্তু সমস্ত ডাক্তার খানায় বিলাতী ফিলটার দ্বারা পরিস্কৃত জল ইতিমধ্যেই ঔষধাদির সহিত সকল সংসারেই চলিতেছে। যাহা হউক, তাঁহারা বিশুদ্ধ কাষ্ঠের কয়লাও ব্যবহার করিতে পারেন। তবে ফিলটারিং চারকোল যে কেমন করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, তাহা এ প্রবন্ধে বলিবার আপত্য কি ?

এই কাষ্ঠের কয়লা, এবং জান্তব কয়লা, গোলাকৃতি ; গুড়া ও খণ্ড খণ্ড সকল আকারের ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়। ১ পাউণ্ড ।০ ।৵০ মূল্যে বিক্রয় হয়, আর এক পাউণ্ড হইলেই একটা ফিল্‌টার প্রস্তুত হইতেও পারিবে।

যদি খণ্ড খণ্ড চারকোল বা এইরূপ কয়লা খরিদ করা হয়,তাহা হইলে তাহাকে গুড়াইয়া চূর্ণ করিতে হইবে, যেমন লবনাদির গুড়া, সেইরূপ গুড়া করিলেই হইবে। খুব মিহি গুড়ার আবশ্যক নাই। এই চূর্ণ কয়লা গুলিকে প্রথমে একটা পাত্রে দিয়া এমন ভাবে কাষ্ঠের জাল তাহার নিচে দিতে হইবে,যেন গুড়াগুলি লাল হইয়া উঠে। এইরূপ গরম করিয়া লই-বার কারণ,কয়লার মধ্যে এক প্রকার ঘনীভূত গ্যাস থাকে,সেইটা উত্তাপে নষ্ট করিয়া দেওয়াই এইরূপে উত্তপ্ত করিয়া দেওয়ার কারণ। এই উত্তপ্ত কয়লা শীতল হইলে একবার শীতল জলে ধৌত করিতে হয়। তারপর ফিল্‌টারে বালুকা থাকে, তাহার কথা বলি-তেছি। ফিলটারের বালী একটু মোটা হওয়ার আবশ্যক, খুব মিহি বালী ছিদ্র পথে গলিয়া পরিস্কৃত জলের পথ অবরোধ করিতে পারে। বালীকে ফিলটারের মধ্যে দিবার সময় বারম্বার ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

এখন ফিল্‌টারে বালী এবং কয়লা কেমন করিয়া স্থাপন করিতে হয়।

—•:•:—

মাটীর যে পাত্রের কথা বলিয়াছি, সেই পাত্রের নীচে একটী ছিদ্র থাকে,সেই ছিদ্রের উপর এক খণ্ড গোলাকার শ্লেট বা সেইরূপ পাথরের কোন খণ্ড দিতে হইবে। তাহার উপর কতকগুলি কাঁকর অথবা মোটাবালী দিয়া তাহার উপর পরিস্কৃত বালী গুলি বিছাইয়া অন্ততঃ ১॥ ইঞ্চি পুরু করিয়া দিতে হইবে। ইহার উপর উপরোক্ত কয়লার চূর্ণের ১॥ ইঞ্চি একটী স্তর করিয়া দাও। এখন আর কিছু করিবার পূর্ব্বে ইহাতে জল দিয়া পরীক্ষা কর, যে, ইহার মধ্য দিয়া জল গলিতে পারে কিনা। যদি অনায়াসে জল চলিতে পারে,তাহা হইলে বেশই হইল। তাহার পর আবার ২ ইঞ্চি বালী দিয়া জল দিয়া পুনরায় পরীক্ষা কর। যদি ৪৫ মিনিট সময়ে এক গ্যালন জল তাহার মধ্য দিয়া পরিস্কৃত হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে ফিলটার ঠিক হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদি তাহা না হয়,তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে,কয়লা বালী অথবা উভয় প্রকার দ্রব্যই খুব মিহি। সুতরাং মোটা দানার আবশ্যক। আবার যদি শীঘ্রই জল গলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দানা খুব বেশী মোটা। এইটুকু বুঝিয়া বালীও কয়লার আকার ঠিক করিয়া লইতে হইবে। স্তরের সর্ব্বনীম্নে বালী দেওয়া আবশ্যকতা এই যে,জলে কয়লার যদি কোন ক্ষুদ্র খণ্ড গলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বালিতে আট্‌কাইয়া যাইবে। কিন্তু নিম্ন স্তরের বালীটাকে কোন রূপে দৃঢ় করিতে হইবে, নচেৎ জল পড়িলে তাহা জলের সঙ্গে গলিয়া চলিয়া যাইবে। সেই জন্য যেখানে প্রথম শ্লেট খণ্ড দেওয়া আছে, তাহার সর্ব্ব নিম্নে অর্থাৎ ঠিক ছিদ্রের উপর একখানী ক্ষুদ্র শ্লেট খণ্ডের উপর খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া মাটীর পাত্রের সেই ছিদ্রের চতুর্দ্দিকে ছুরি দ্বারা কাটিয়া গোল চাকৃতিটী বসাইয়া ফিট করিয়া দিতে হইবে, জল যাইবে, অথচ বালী যাইবে না। ইহার উপরে যে শ্লেট্ খানা রহিল, সেটাকে ঠিক মাপের গোল করিয়া কাটিয়া এমন ভাবে ফিট্ করা উচিত যে,তাহা আবশ্যক হইলে খুলিতে পারা যায় অথচ নড়িয়া না বেড়ায়। অল্প পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট স্থানে স্থানে দিয়াও আটিয়া দেওয়াও যাহতে পারে। আমাদের বোধ হয়, বালীর স্তরের উপর এবং কয়লার স্তরের উপর পৃথক পৃথক সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট গোলাকার শ্লেট দিলে মন্দ হয় না। কারণ ফিলটার পরীক্ষার করিবার সময় বালী ও কয়লা বেশ পৃথক থাকিতে পারে। উপরোক্ত প্রকার শ্লেটের উপর সূক্ষ্ম ও ঘন ঘন ছিদ্র করিতে হয়।

তাহার পর ইহার উপর একটা ঢাকুনী দিতে হইবে, নচেৎ জলে পোকা মাকড় পড়িতে পারে। সর্ব্বোপরি ঐরূপ শ্লেটের একটা সচ্ছিদ্র চাকৃতি দিলে মন্দ হয় না! বায়ু প্রবেশের পথ ও থাকে, অথচ সহজে পরীক্ষার করা যায়, দেখিতেও ভাল হয়। এখনও ফিট্‌টারটী প্রস্তুত হইয়া গেল। এখন ইহা হইতে পরিস্কৃত জল ধরিবার একটী পাত্রের আব-শ্যক। যে সকল ফিল্‌টার আমরা ক্রয় করি, তাহাতে ফিল্‌টার এবং জল ধরিবার পাত্র একত্র করা। কিন্তু আমরা যে গার্হস্থ্য ফিল্‌-টার প্রস্তুতের কথা বলিলাম,ইহার নিম্নে আমরা অনায়াসে কলসী বা সেইরূপ কোন পাত্র দিয়া একাজ সুসম্পন্ন করিতে পারি। কিন্তু আমরা আরও একটু আধুনিক প্রকারের করিতে চাই, তাহা হইলে একটা প্রশস্ত মুখ ওয়ালা মাটীর পাত্রে করিয়া লইতে পারি, যাহার মুখে আমাদের ফুলের টবের মত ফিল্‌টারটীর গলা

পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে যাইতে পারে অথচ কাণার আট্কাইয়া ঝুলিতে পারে, এরূপ করিলে, নিম্নের পাত্রে জল ধরিবার যথেষ্ট স্থান থাকিবে। তাহার পর সেই পাত্রটার গায়ে আমরা জলের কলের মুখে যে টপ্ কক্ থাকে, তাহা ফিট্ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ঐরূপ দুটীতে মিলিত সমস্ত ফিল্টারটাকে একটা টেবিলের উপর ঘরের এককোনে রাখিয়া কক্ ঘুরাইয়া আবশ্যকীয় জল লইতে পারি। এইরূপ ফিল্টার প্রত্যেক ঘরে করিয়া রাখিলে অনেক রোগ হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি।

ক্রমাগত ফিল্টারে জল পরীষ্কার হইতে হইতে বালী ও কয়লা গুলি ময়লায় পূর্ণ হইয়া উঠে সুতরাং মধ্যে ২ বালীও কয়লা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। আগামীবারে আমি কেমন্ করিয়া পকেট্ ফিল্টার প্রস্তুত করিতে হয়, শিক্ষা দিব, ইহা অনায়াসে পকেটে লইয়া যাওয়া যাইবে এবং যেখানে সেখানে, পুষ্করিণী ও খালে বিলে ফেলিয়া দিয়া বিশুদ্ধ জল পান করা যাইতে পারিবে, এই পকেট ফিল্টার এদেশে ৫।৬৲ টাকা মূল্যেও এক সময় বিজ্ঞাপনের চোটে বিক্রয় হইয়াছে জানি।

করিবার ও শিখিবার অনেক, কিন্তু এদেশ পয়সা দিয়া ক্রয় করিতে সুদক্ষ, কিন্তু হাতে হেতেরে কিছু করিতে অগ্রসর হয় না। অকর্ম্মণ্য কুঁড়ে জাতীর দশাই এই।

Home Industry.
গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষা।

কেমন করিয়া আলুকে কঠিন করিতে হয়।

—:০:—

আলুকে কঠিন করিয়া কত প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। এই আলুকে কঠিন করিয়া কৃত্রিম হস্তি দন্তের ন্যায় কঠিন করিয়া সাহেবদের বিলিয়ার্ডের বল প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা ঠিক হস্তি দন্তের ন্যায় হইবে, এমন কি ইহার উপর এনগ্রেভ করাও চলিবে। এইরূপে আলুকে জমাইয়া এদেশেও হাতির দাঁতের অনুকরণের অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। যথা ছাতার বাঁট, খেলনা, ইত্যাদি। এখন কেমন করিয়া আলুকে কঠিন করিতে পারা যায় তাহা দেখাইতেছি।

৪ভাগ সলফিউরিক আসিড্কে ৫০ ভাগ জলে সলেউশন করিয়া লইয়া তাহাতে ছাল দাড়ান আলু এই সলুইশনে নিমজ্জিত করিয়া ৩০ ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর এই আলু গুলিকে লইয়া যে কোন দ্রব্যের লৌহ বা টিনের এমন কোন ডাইস বা ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া প্রবল চাপ প্রদান দ্বারা বিলিয়ার্ড বল, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে তখন এই আলু শুভ্র গজ দন্তের ন্যায় দেখায় এবং বিলক্ষণ কঠিন হয়।

চকচকে অস্ত্র শস্ত্রে পাকা লিন্সিড্ অয়েল বা মসিনা তৈল মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলে মড়িচা ধরিতে পারে না।

মড়িচা ঘুচাইবার জন্য কেরোসিন তৈল উৎকৃষ্ট দ্রব্য, মাখাইয়া দুই চার দিবস ফেলিয়া রাখিয়া তাহার পর সূক্ষ্ম এমিরি কাগজ দ্বারা ঘষিলে মড়িচা উঠিয়া যাইবে।

লৌহার সিন্দুককে অদাহ্য করিবার উপায়।

—:০:—

Fire proof ফায়ার প্রুফ আয়রণ সেফ্ বা লোহার সিন্দুকের মধ্যে অর্থাৎ দুইখানা প্লেটের মধ্যে যে ফাঁক থাকে, তাহার মধ্যে প্যারিশ প্লাষ্টার বা ফট্কিরি চূর্ণ (Alum) দিয়া পূর্ণ করিয়া বিলাতি ফায়ার প্রুফ বাক্স প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহাদের ভেদ করিয়া উত্তাপ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহারা Now conductor of heat.

এদেশের যাঁহারা লোহার সিন্দুক প্রস্তুত করেন, তাঁহারা এইরূপে ফায়ার প্রুফ বাক্স প্রস্তুত করিতে পারেন। এইরূপ বাক্স বা সিন্দুকের ভিতরের কাগজ পত্র গৃহে অগ্নি লাগিলেও নষ্ট হয় না।

Anti-Rust Compound.
মড়িচা নিরোধী মিক্চার।

—:০:—

কল কব্জা মেশিনারীতে মড়িচা ধরে, কিন্তু এমন জিনিষ আছে, তাহা লাগাইলে মড়িচা ধরে না। ইহার নাম সেইজন্য অ্যাণ্টি রষ্ট্ বা মড়িচা নিরোধী মিক্চার। এ জিনিসটাকে কেহ প্রস্তুত করিয়া পেটেণ্ট হিসাবে বিক্রয় করিতে পারেন। কলের যে সকল পার্ট বা অংশ চক্চকে রাখার আবশ্যক,ইহা সেই সমুদয় অংশে ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রস্তুত প্রণালী।

—:০:—

কর্পূর আধ আউন্স ইহাকে দ্রবীভূত লর্ডের সহিত মিশাইয়া ফেল, তাহার পর ইহাতে ব্লাকলেড্ এমন পরিমান মিশ্রিত কর যেন তাহার রংটা লৌহের মত দেখায়। এইরূপে অ্যাণ্টি রস্ট্ প্রস্তুত হইয়া গেল। ইহার ব্যবহার প্রণালী প্রথমে উত্তম রূপে যে স্থানে ইহা ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাকে যথাসাধ্য উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এই কমপাউণ্ড বা মিশ্রনটাকে লাগাইয়া দিয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর কোমল বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেল, ইহাতে সহজে মড়িচা ধরিবে না, ইহা পরীক্ষিত।

S. A. 493.

দেশীয় ভৈষজ্য-তত্ত্ব-সংগ্রহ।

ইন্দ্রযব।

(উদ্ধৃত)

(কলেরার মহৌষধ।)

গ্রীষ্মকালে বঙ্গের সর্ব্বত্রই, বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কখন কখন শীতকালেও কলেরা রোগের আবির্ভাব দেখা যায়। ইন্দ্রযব এই বিষম রোগ নিবারণের অন্যতম ঔষধ। ইহা "এনথেল মিন্টিক" অর্থাৎ কৃমিঘ্ন। সুতরাং কৃমিজনিত কলেরায় ইন্দ্রযব আরও বিশেষ কাজ করিয়া থাকে। ভারতের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম, ডি, প্রথম সিবিল সারজন বারাকপুর নিবাসী পরলোকগত মহাত্মা ডাক্তার ভোলানাথ বসু একমাত্র ইন্দ্রযব ব্যবহার করিয়া বহু সংখ্যক বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্রযব আর কিছুই নহে; ইহা কুরচির ফল মাত্র। ইহার গঠন শশার বিচির মত। বাজারে সুর্ব্বদা বেণের দোকানে পাওয়া যায়। দুই পয়সার ইন্দ্রযব বেণের দোকান হইতে আনিয়া তাহা হইতে মিশ্রিত অন্যান্য কাটাকুটী গুলি ফেলিয়া দিয়া তাহা পরিস্কৃত জলের সহযোগে বাটিতে হয়। পরে ঐ বাটা ইন্দ্রযব এক সের পরিস্কৃত জলে উত্তমরূপ সিদ্ধ করিতে হয়। এক পোয়া জল থাকিতে নামাইতে হয়। নামাইবার পর ঐ জল শীতল হইলে পরিষ্কার ধৌত বস্ত্রের নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইতে হয়। জল ঠাণ্ডা হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয়। দুই ঘণ্টা অন্তর এক চামচা ঐ জল খাওয়াইতে হয়। দাস্ত শীঘ্র শীঘ্র হইলে ঐ ঔষধ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান বিধি। ছোট শিশুর কলেরা হইলে অতি ছোট চামচার এক চামচা। পূর্ণ বয়স্কের বড় চামচার এক চামচা। ইন্দ্রযব ডাক্তার বসুর বিশেষ পরিক্ষীত ঔষধ। গবর্ণমেন্টেও এই ঔষধ সম্বন্ধে ডাক্তার বসুর একখানি রিপোর্টে আছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার সমস্ত ফরিদপুর জেলায় এপিডেমিক কলেরা হয়, সে সময় তাঁহার ব্যবস্থা মত ইন্দ্রযব প্রয়োগে বহুসংখ্যক কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। তিনি সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট জজ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারিগণকেও কলেরা ও রক্তামাশয় রোগে ইন্দ্রযব দিবার ব্যবস্থা করিতেন। ডাক্তার বসু ন্যূনাধিক পনর ষোল বৎসর ফরিদপুর জেলায় সিবিল সারজন ছিলেন। ডাক্তার বসুর ইচ্ছানুসারে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ঐ জেলায় রাখিয়াছিলেন। আমাদের মনে হইতেছে, ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের বঙ্গদেশের স্যানিটারী কমিসনের রিপোর্টে ডাক্তার বসুর ইন্দ্রযব প্রভৃতি দুই একটী দেশীয় ঔষধের নাম উল্লেখ আছে।

গ্রীষ্মকালে গৃহস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই ইন্দ্রযব সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। ইহা বাজার হইতে আনিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া তৎপর তাহাতে মিশ্রিত কাটাকুটি বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। ঐ ইন্দ্রযবগুলি গুঁড়া করিতে হয়। ঐ গুড়া গুলি পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া পাউডার করিয়া রাখিলে যখন তখন ব্যবহার করায় সুবিধা হয়। এই কলেরার সময় বিদেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তির পক্ষে ঐ পাউডার বড় উপকারী। ইন্দ্রযবের পাউডার অল্পপরিমাণ জলের সহিত মুখে ফেলিয়াও সেবন করা যাইতে পারে, কিন্তু রোগী বড় দুর্ব্বল হইলে ইন্দ্রযবের গুঁড়া সুবিধা নহে। ইন্দ্রযবের সিদ্ধ জলই প্রশস্ত। কলেরার সময় শুদ্ধ ইন্দ্রযব ব্যবহার করিলেই চলিবে না। আনুসঙ্গিক কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। রোগীর মল মূত্র বাটী হইতে সরাইতে হইবে। ঐ মলমূত্র কোন দূরবর্ত্তী স্থানে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে রোগীর গৃহ পরিষ্কার করা আবশ্যক, গৃহে সুগন্ধ দ্রব্য রক্ষা করা উচিত। গৃহে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালন রাখা উচিত। রোগীর ময়লা বস্ত্রাদি তৎক্ষণাৎ সরান উচিত। ডাক্তার বাবু বলিতেন, গ্রীষ্মকালেই হউক বা অন্য সময়ে হউক যখন চারিদিকে কলেরা এপিডেমিক রূপে পরিণত হয়, তখন সকলেরই সাবধানে আহারাদি করা কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে মানসিক বা শারিরীক অধিক পরিশ্রম করা আদৌ উচিত নহে। মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ, তরমুজ শশা প্রভৃতি অপক্ক ফল মূলাদি ও অতিরিক্ত তৈলযুক্ত দ্রব্য পচামৎস্য বৃহৎ জাতীয় মৎস্য, চর্ব্বিযুক্ত মাংস মুসলমানের পক্ষে গোমাংস একেবারে কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করা উচিত। পচা মৎস্য ও বাসী দ্রব্য বিষবৎ পরিত্যজ্য।

আমাদের বৈদ্যক শাস্ত্রেও ইন্দ্রযবের ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, ধারক, কটুরস, শীত বীর্য্য, অগ্নি প্রদীপক এবং জ্বর, অতিসার, বমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শরোগ, গণ্ডদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূল নাশক। হিতবাদী

উম্মে মুগিলান্ (Acacia Arabica)

বা

বাব্‌লাগাছ।

ভাষানাম।—আরবী—উম্মে মুগিলান্, সিমরা; ফরাসী—মুগিলান; হিন্দি—বাবুল কীকর; ইংরাজী—ইণ্ডিয়ান গম য়্যারাবিকট্ৰী (Indian Gum Arabic Tree); সংস্কৃত—বব্বল, কিঙ্কিরাত; মহারাষ্ট্রী—বাভুঠ্‌ঠ, বাডল, বাবুঠ্‌ঠ, কীকর; গুজরাটী—বাবল; কর্ণাটে—পুলই; তৈলঙ্গে—বলবন্তু, নদতুম; উৎকলে—গুইডা; বোম্বায়ে—রোমকডি; দাক্ষিনাত্যে—কলিকীকর; বাঙ্গালাতে বাব্‌লাগাছ।

পরিচয় ।—বাব্‌লাগাছ প্রায়ই পথিপার্শ্বে ও জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী ভূমিতে বিনা যত্নে জন্মিয়া থাকে। গাছ বেশ বড় এবং তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মাগ্র কণ্টকে আবৃত হইয়া থাকে। ইহার পাতা আমলকীর পাতা অপেক্ষা আকারে ছোট এবং সবুজবর্ণ। ছালের উপরিভাগ ধূসরবর্ণ এবং ভিতর ঈষৎ লাল। ইহার ফুল গোলাকার হরিদ্রাবর্ণ ও অল্প সুগন্ধী হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়ি কাল ও মোটা হইয়া থাকে। ফলের শিম্বী দীর্ঘ ও ধূসরবর্ণ।

বাব্‌লাগাছ আর এক প্রকার হইয়া থাকে। ইহার কাঁটা অপেক্ষাকৃত ছোট ও সংখ্যায় অল্প। ইহাকে স্থূলবব্বুল বলা যাইতে পারে। ইহার শিম্বী স্থূল ও অগ্রভাগ বক্র হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্ববঙ্গে "কাঁটা-নাগেশ্বর" এবং কোচবিহারে "জগন্নাথ পাগল" নামে অভিহিত হয়।

বাব্‌লাগাছ এসিয়ামহাদেশে—ভারতবর্ষ, আরব এবং আফ্রিকাতে—মিসর, সেনিগাল প্রভৃতি দেশে জন্মিয়া থাকে। ইহার ছাল, ফুল, ফল ও পাতা ব্যবহৃত হয়।

প্রকৃতি ।—ইহার প্রত্যেক অংশেরই প্রকৃতি (মেজাজ) দ্বিতীয় শ্রেণীর শীতল ও রুক্ষ।

আস্বাদ ।—কষায় ও ঈষৎ তিক্ত।

অপকারিতা ।—পাকস্থলী, অন্ত্রমণ্ডলী ও বক্ষঃস্থলের পক্ষে অপকারী।

শোধন ।—কাতিরা, মধু, গোলমরিচ, বানাফ্‌শা দ্বারা ইহার শোধন হইয়া থাকে।

প্রতিনিধি ।—পলাশের ছাল ও পিয়ারার ছাল।

ক্রিয়া ।—ধারক, বীর্য্যস্তম্ভক ও যোনিসঙ্কোচক।

মাত্রা ।—ছাল, ফল, ফুল ও পত্র ৬ মাষা।

আময়িকপ্রয়োগ ।—খাফকান গরম অর্থাৎ উষ্ণতাবশতঃ হৃদ্‌কম্প হইলে—বাব্‌লার ফুলের আরক পান করিলে প্রশমিত হয় এবং আভ্যন্তরিক অন্ত্রসমূহ সবল হয়। ইহার কচিপাতা রাত্রে জলে ভিজাইয়া উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া, প্রাতে সেই জল পান করিলে প্রমেহ ও প্রস্রাবের জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে; দ্বিতীয় প্রকার—৩ তোলা কচি পাতা রাত্রে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে হাতে চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া ২ তোলা গব্যঘৃত মিশাইয়া সেবন করিবে। এই প্রকার দুইদিন ব্যবহার করিবার পর তৃতীয় দিবসে ঘৃত বাদ দিয়া আরও তিন চারি দিবস ব্যবহার করিবে। প্রমেহ, উদরাময় ও আমাশয়রোগে ইহার কচিপাতা চিনির সহিত বাটিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। বাব্‌লার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে দাস্ত বন্ধ হয় এবং অন্ত্রমণ্ডলীর বদ্ধমল বাহির হয়। ইহার পাতা, ছাল ফল, ফুল ও নির্য্যাস প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া প্রাতে জলসহ সেবন করিলে শুক্রের তরলতা অল্প সময়ে রেতঃপাত, অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ শুক্রমেহ ও স্ত্রীলোকের প্রদররোগে উপকার হয়। মাত্রা ২ মাষা হইতে ৩॥০ মাষা। ইহার কচিপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়; এবং উষ্ণতাবশতঃ কোন স্থান ফুলিয়া গেলে, ইহাতে উপকার হয়। ইহার ফুল পিনাস রোগে ব্যবহার্য্য। ইহার ফল বাটিয়া সর্প, বৃশ্চিক ও ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদির দ্বারা দংশিত-স্থানে প্রলেপ দিলে ও মুখে চর্ব্বণ করিলে বিষ নষ্ট হয় ইহার ফল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে একখণ্ড কাপড় পুনঃপুনঃ ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে; এইরূপে ৫।৭ বার ভিজাইয়া শুষ্ক করিবার পর সেই বস্ত্রখণ্ড ব্যবহারে প্রদর নাশ করে ও যোনি সঙ্কোচ করে। বাব্‌লার ছাল চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে মাড়ি শক্ত হয় এবং ইহার কচি শাখা দ্বারা দাঁতন করিলে দন্ত দৃঢ় হয়। ইহার ২০ তোলা পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত দাস্ত ও বমন হয়। ইহার ফুল চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ মিশ্রি মিশাইয়া প্রত্যহ সকালবেলা এক "কাফেজাস্ত" (হাতের তোলাতে যতটা ধরে) পরিমাণ সেবন করিলে এরকান অর্থাৎ পাণ্ডু রোগ (Jaundice) আরোগ্য হয়। বাবলার কচি শিম্বির রসে এক খণ্ড মোটা কাপড় সাতবার ভিজাইবে ও শুষ্ক করিবে। পরে সেই কাপড় এক টুকরা কাটিয়া লইয়া তাহা খাঁটি দুগ্ধে ভিজাইয়া চট্‌কাইয়া সেই দুগ্ধ সেবন করিলে পুরুষের বীর্য্যস্তম্ভন হয়। বাব্‌লার ছাল এক ভাগ ১০ ভাগ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে; স্ত্রীলোক বাহ্যে, প্রস্রাব করিবার পর ইহা দ্বারা জলশৌচ করিলে প্রসবান্তে জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা দূর হইয়া সঙ্কুচিত হইবে। ইহার পাতার রস নাকে টানিলে পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য হয়। হাকিম জালিনুসের মতে ইহার শিকড়ের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে ব্যবহার করিলে প্রদর রোগে উপকার পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদমতে প্রয়োগবিধি।

অতিসারে—বাবলার কচিপাতা শীতল জলে মিশাইয়া সেবন করিলে অতিসার রোগ আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত), স্থূল বব্বুলের (কাঁটা নাগেশ্বরের) পাতার রস অতিসার নাশ করে। (শার্ঙ্গধর।)

উপদংশে—বাবলার শুকপাতা চূর্ণ করিয়া উপদংশের ক্ষতে ব্যবহার করিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত)

স্নায়ুরোগ—বাবলার বীজ জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্নায়ুক রোগ প্রশমিত হয়। (ভাব প্রকাশ)

নেত্ররোগ—বাবলার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ পুনরায় পাক করিয়া গাঢ় হইলে মধুসহ নেত্রে অঞ্জন করিলে চক্ষু হইতে জলস্রাব নিবারণ করে।

(ভাব প্রকাশ)

অস্থিভঙ্গে—অস্থি ভঙ্গ হইলে বাবলার ছাল চূর্ণ মধুসহ তিন দিবস সেবন করিলে ভগ্নাস্থির সন্ধান হইয়া থাকে।

(ভাব প্রকাশ)

জলোদরে—বাবলার ছালের কাথ গাঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পাক করিয়া তক্রের সহিত পান করিয়া মিতাহারী হইয়া শুক্রপান করিলে জলোদর রোগ আরোগ্য হয়।

ডাক্তারীমতে ব্যবহার।

বাবলার শতকরা ২০ ভাগ ট্যানিন (Tannin) থাকে। ইহা অত্যন্ত সঙ্কোচক।

বাবলার ছাল কষায় ও বলকারক। ইহা "ওকবার্কের" পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাথ গলার ক্ষত ও লালাস্রাবে কুল্লির নিমিত্ত এবং ক্ষত ধৌত করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বেতপ্রদর রোগে এই কাথের পিচ্‌কারী উপকারী। ক্ষত বিদীর্ণ হইলে বা ক্ষতের মাংস অপসারিত হইলে যে জ্বালা উপস্থিত হয়, ইহার কাথ সেবন করিলে বেদনার উপশম হয়। রক্তার্শের রোগে মলদ্বারে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। দন্তমূলের ক্ষত ও তাহার শিথিলতা ও বেদনা প্রভৃতিতে ইহার কাথে ফটকিরি মিশাইয়া কুল্লি করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহার ছাল ও বাদামের ছাল পোড়াইয়া চূর্ণ করিয়া উহার সহিত লবণ মিশ্রিত করিলে উত্তম দন্ত ধাবন চূর্ণ প্রস্তুত হয়। বাবলার শিম্বী কাশ-রোগে উপকারী। বাবলার কচিপাতা বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। বাব্‌লার ছাল ওক বার্কের পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ কানাই-লালের মতে ইহা ওকবার্ক অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। ডাঃ দয়াল চাঁদ সোম বলেন—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রদর রোগে বাবলার ছালে কাথ ব্যবহারে "এলাম ও জিঙ্ক লোশন" অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহার উক্ত লোশন অপেক্ষা ফলপ্রদ অথচ উত্তেজক নহে। অতিসার রোগে যখন রোগীর অজ্ঞাতসারে মল নিস্থত হয়, তখন বাবলার কাথের পিচ্‌কারী বড়ই উপকারী। বাবলার কচিপাতা পিষিয়া সেবন করিলে আমাতিসার ও প্রমেহ পীড়ার উপশম হয়। হাকিম।

সামাগ আরবী
(Acacia Gummi)
বা
বাব্‌লার আটা।

ভাষানাম—আরবী—সামাগ আরবী; ফারসী—আরদ্দে মুগিলান, আজদোয়ায়ে তাজী; হিন্দি—ভাব্বরী গোঁদ; উর্দ্দু—বাবুল কা গোঁদ; ইংরাজী—ইণ্ডিয়ান গম আরাবিক (Indian Gum Arabic) সংস্কৃত—বব্বুলনির্য্যাস।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব—ইউনানবাসী হাকিম সওকারেস্তস যীশুখৃষ্টের জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে কম্মি নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই 'কম্মি' শব্দ হইতে অতঃপর 'গাম' (Gum) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং পূর্ব্বকালে আফ্রিকা অপেক্ষা আরবদেশে এই জাতীয় বৃক্ষ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত বলিয়া ইহাকে সামাগ আরবী বা আরবী গঁদ (Gum Arabic) বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই বৃক্ষ পশ্চিম আফ্রিকার অন্তঃর্গত 'সেনেগাল' নামক দেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তথা হইতে ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং রাঢ় অঞ্চলে এটেঁল মাটিতে বব্বুল বৃক্ষ বিনা যত্নে অতি উত্তমরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাঢ়ের বব্বুল বৃক্ষের নির্য্যাস আরবী গোঁদ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। ইহাই বর্ত্তমান আরবী গোঁদের পরিবর্ত্তে এদেশে ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

পরিচয়—বাবলার গাছ হইতে আপনা হইতেই এই গোঁদ নির্গত হইয়া থাকে। অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করিলে অধিক পরিমাণে নিস্থত হইয়া থাকে। এক একটী গাছ হইতে ।৵০ হইতে ।১ সের পর্য্যন্ত গঁদ নির্গত হইয়া থাকে। ইহার বর্ণও নানারূপ হইয়া থাকে। যথা—লালের আভাযুক্ত, হরিদ্রা, উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। বৃক্ষ যত অধিক বয়স্ক হয়, উহার গোঁদও তত বর্ণহীন হইয়া থাকে। কচি গাছ হইতে গাঢ়বর্ণের গঁদ নির্গত হয়। বর্ণহীন গঁদ বহুকাল যাবৎ আর্দ্র আবহাওয়ায় (জলবায়ু) থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

প্রকৃতি (মেজাজ)—উষ্ণ ও রুক্ষ। উষ্ণতায় মোতাদল অর্থাৎ অধিক উষ্ণও নহে, অধিক শীতলও নহে। রুক্ষতায় ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়। মতান্তরে উহাকে শীতল ও রুক্ষ বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

আস্বাদ।—ইহা প্রায় আস্বাদবিহীন, কেবল ঈষৎ মিষ্ট।

অপকারিতা।—ইহা কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে অপকারী। এবং নিম্ন অন্ত্রের পক্ষেও অপকারী।

শোধন।—কাতিরা, বিহিদানা, গোলাপজল ও শ্বেত চন্দন।

প্রতিনিধি।—ঢাকের গঁদ, হাব্বুল্লাস ও মিষ্ট বাদামের গঁদ।

ক্রিয়া।—কাশি ও আমাশয়নাশক।

মাত্রা।—৩ মাসা হইতে ৯ মাসা পর্য্যন্ত।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শিরার মুখে সঞ্চিত হইয়া শিরার মুখ বন্ধ করিয়া দেয় বলিয়া রক্তস্রাবে ব্যবহার্য্য। ইহা বক্ষঃস্থলকে সবল করে, দাস্ত বন্ধ করে এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রগুলীকে সবল করে। বক্ষঃস্থলের বেদনা, কাশি গলা খুসখুস্ করা এবং বক্ষঃস্থল ও ফুসফুসের রোগে উপকারী। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে এবং কফ সরল করিয়া বাহির করিয়া দেয়। আমাশয়, মধুমেহ ও শুক্রমেহ রোগে উপকারী। পিত্তাধিক্যবশতঃ দাস্ত হইলে তাহা বন্ধ করে। কাশী দূর করে। উগ্র প্রকৃতির ঔষধের অপকারিতা দোষ নষ্ট করে। গুল রওগণে ভাজিয়া সেবন করিলে শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে (জরায়ু ও অর্শের রক্ত ব্যতীত) ডিম্বের শ্বেতাংশের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিদগ্ধস্থানে লাগাইলে উপকার হয়। গোলাপ জলের সহিত ঘসিয়া চক্ষে লাগাইলে চক্ষুবেদনা আরোগ্য হয়। মুখে অল্পপরিমাণে গঁদ রাখিয়া চুসিতে থাকিলে খুসখুসে কাশি আরোগ্য হয়।

বিষ উদরস্থ হইয়া অতিশয় বমন ও বিরেচন জন্মাইলে ইহা সেবনার্থে প্রযোজ্য। কোন মিক্শ্চার প্রস্তুত করিতে হইলে যদি কোন দ্রব্য না মিশাইয়া তলায় পড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহার সহিত বাবলার আটা মিশাইলে গুরুদ্রব্য সকল অধঃপতিত হয় না। এতদ্ব্যতীত বটীকা প্রস্তুত করিবার জন্য গঁদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদরাময় ও আমাশয় সংযুক্ত জ্বররোগে বাবলার আঠার চূর্ণের সহিত কুইনাইন প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়। বাবলার আঠা ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে পুষ্টিকর ও বলকর হইয়া থাকে এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা দূর করে।

কৌতুককনা।

—:০:—

প্রসিদ্ধ লেখক এডিসনের এক বন্ধু ছিলেন, তিনি এডিসনের সহিত খুব তর্ক বিতর্ক করিতেন। একসময় এই বাবু এডিসনের নিকট কিছু টাকা ধার করেন, পরদিন হইতে বন্ধু যেরূপ স্বাধীন ভাবে কথা বার্ত্তা তর্ক বিতর্ক করিতেন, তেমন আর করেন না বরং এডিশন যাহা বলেন, তাহারই পোষকতা করিতে থাকেন। পণ্ডিত এডিশন এজন্য মনে মনে বড় কষ্ট অনুভব করিলেন এবং ইহাও বুঝিলেম যে, তাঁহার ঋণই বন্ধুর স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। পরদিন বলিলেন সখা, হয় যে স্বাধীনতার সহিত আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন, সেইরূপেই আলাপ করিবেন নচেৎ কল্য আমার প্রদত্ত ঋণ অতি অবশ্যই পরিশোধ করিবেন।" বুঝুন, ঋণ কি ভয়ানক. ঋণীর তুল্য অধঃপতন ভিক্ষুকেরও হয় না।

একজন বাত রোগী প্রসিদ্ধ ডাক্তার সি. কে আকরণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "ডাক্তারদের বাত রোগের কি ঔষধ নাই? ডাক্তার বলিলেন, "আছে বৈকি, প্রত্যহ মাত্র।০ আনা পয়সা ব্যয়ে আহার করিবে, এবং প্রত্যহ সেই।০ আনা পয়সা পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিবে; এইরূপ করিলে বাত রোগ থাকিবে না, ডাক্তার ঠিকই বলিয়াছেন, প্রত্যহ সাদাসিধা আহার আর নিয়মি পরিশ্রম করিলেই স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া বাত ভাল হইবে, ইহা সুনিশ্চত।

দাঁতের ডাক্তার রোগীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া মুখ হাঁ করিতে বলিলেন, রোগী এমন মুখ বিস্তৃত করিল যে, মুখের কোন্ ফাটিয়া যাইবার যোগাড়। ডাক্তার বল্লেন,—এত মুখ ফাঁক করবার আবশ্যক নাই, যে হেতুক মুখের বাহিরে দাঁড়াইয়াই আমার কাজ চলিবে। "Dont trouble to stretch your mouth so widely, I intend to stand out side to draw your teeth".

ফিলাডেলফিয়ানগরে এক ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে একজন ভদ্রলোক একজন (under taker) অর্থাৎ যাহারা সাহেবদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে, তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয় কি ডাক্তার সাহেবের কারবারের অংশীদার?

Undertaker বলিল আমরা বহু দিনই একত্রেই আছি বটে, "I always carry the doctors works home when it is done, ডাক্তারদের কাজ শেষ হইলেই আমরা লাশ পাতার করি, সেই জন্য ডাক্তারদের বাড়ীতে খোজ খবরটা নিতে হয়।"

ধাত্রীগ্রাম কৃষি-ব্যাঙ্ক।

—:০:—

বর্দ্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে একটী যৌথ ঋনদান সমিতি বা কৃষিব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কের কিরূপ উন্নতি হইতেছে, আমরা অনুসন্ধান করায় ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃষিব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির

জন্য তাহা নিয়ে প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালায় প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে যে কৃষকগণের প্রভুত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, "কাজের লোকে" তাহা আমরা অনেকবার দেখাইয়াছি। ধাত্রীগ্রামের কৃষি-ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

প্রবোধ বাবু লিখিতেছেন,—

কালনা সবডিভিসনের সুযোগ্য সার্কল অফিসার বাবু আশুতোষ দেব, এম, এ, মহাশয়ের উদ্যোগে এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারই পত্রানুসারে কো-অপারেটীভ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত উক্ত সমিতি বিষয়ক আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া আমরা যৌথ ঋণ দান সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করি। কিন্তু মেম্বরের অসীম দায়ীত্বের বিষয় জ্ঞাত হইয়া অনেকেই মেম্বর হইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। অবশেষে কয়েক জন যুবক সম্মিলিত হইয়া উক্ত অসীম দায়ীত্ব বিশিষ্ট সমিতি স্থাপনে কৃত সঙ্কল্প হওয়ায় ১৯১৪ সালের ২৬ শে জুন তারিখে ধাত্রীগ্রাম কৃষিব্যাঙ্ক নামে এই সমিতি রেজেষ্ট্রী হয়।

প্রথমে স্থানীয় কয়েকজন কুসীদজীবি তাহাদের ব্যবসায় ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় কায়মনোবাক্যে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ভগবত কৃপায় এই সকল বাধা বিঘ্ন আমরা কতকাংশে অতিক্রম করিয়াছি।

আমাদের ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান মেম্বর সংখ্যা ৮৯ জন ও মূলধন ২৫১৩৷৷৶৮ টাকা। তন্মধ্যে ২২৮৪৴০ টাকা মেম্বর ও অন্যান্য লোকের নিকট বার্ষিক শতকরা ৯৲ টাকা সুদে আমানত (Deposit) গ্রহণ করিয়া বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা সুদে স্থানীয় কৃষক প্রভৃতির মধ্যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এবং ২২৯৷৶৮ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে মজুত আছে। আমরা ঋণ গ্রহীতাদের নিকট ঠিক কিস্তীমত টাকা আদায় পাইতেছি। এই ব্যাঙ্কের প্রতি স্থানীয় সবডিভিসানাল অফিসার বাহাদুরের বিশেষ সহানুভূতি আছে। রেজেষ্ট্রী করা সমিতির বিশেষ সুবিধা এই যে, অনাদায়ী টাকার মামলা উপস্থিত হইলে সমিতির দাবী আইন অনুসারে অগ্রগন্য (১৯১২ সালের ২ আইনের ১৯ ধারা)। যে কেহ আমাদের ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে পারেন। আমরা বার্ষিক শতকরা ৯৲ টাকা হিসাবে সুদ দিয়া থাকি। পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। নিম্নে রেজিষ্ট্রার সাহেবের মন্তব্য লিখিয়া দিলাম।

Office of the Registrar of Co-Operator Societies, Bengal.

Registrar's audit order.

I have perused the audit note of Dhatrigram Krishi—Bank and I am glad to find that the Society has been classed as B and I expect that next year it will be promoted to class A.

(Sd) J. M. Mittra.
Registrar.

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
Secretary

Homoepathic Notes

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

ফেরম ফস— নিমোনিয়ায় যেখানে রোগীর মুখ দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত উঠিতেছে, সেই সময় এই ঔষধ পরম বন্ধু স্বরূপ, একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কালেণ্ডুলা—একখানি হোমিওপ্যাথিক কাগজে দেখিয়াছিলাম যে, কালেণ্ডুলা টিংচার অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বৃদ্ধদের মূত্রধারণে অসমর্থতা In continuance of urine ভাল হয়। ইহা পরীক্ষা করা উচিত।

বার্ব্বেরিস—A dark urine of high specific gravity 1028 to 1035, free from sugar should always suggest Barberis, মূত্র ঘোর, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৮ হইতে ১০৩৫, কিন্তু তাহাতে শর্করা থাকে না ইহাই বার্ব্বেরিস প্রয়োগের সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

হাইপেরিকম্—ডাক্তার এলেনের মতে পায়ের উঠাতে উপশম, ইহাই হাইপেরিকমের একটী পরীক্ষিত লক্ষণ।

পিত্তশিলায় হাইড্রাষ্টিন্

ডাক্তার বার্ণেট্ পিত্তশীলাজনিত শূল বেদনায় কয়েকটী রোগীকে (Hydrastin) হাইড্রাষ্টিন মূল অরিষ্ট ১০ ফোটা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন।

শিশুর শয্যামূত্র।

ডাঃ গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ১টী শিশু সন্ধ্যা বেলায় এত অঘোরে ঘুমাইত যে, তাহাকে জাগান যায় না এবং সন্ধ্যা রাত্রেই শয্যায় মূত্র ত্যাগ করিত, ক্রিয়োজোম্ ১ মাত্রা দেওয়ায় আরোগ্য লাভ করে।

ছেলেদের নিদ্রাহীনতায় লাইকো-পোডিয়ম্।

একটী শিশু মাই খাইত, দিবা ভাগে বেশ ঘুমাইত, কিন্তু রাত্রিকালে চীৎকার করিত। লাইকোপোডিয়ম (১২) শক্তি প্রয়োগে এই রোগ আরোগ্য হয়।

মহিম বাবুর মুষ্টীযোগ সংগ্রহ।

রক্তামাশয়।

১। কাঁকুই গাছের ২টী মূল শ্বেত চন্দনের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে রক্তামাশয় ভাল হয়।

২। কুকুসিমার রস ১তোলা খাওয়াইলে রক্তামাশয় ভাল হইবে।

৩। আমরুলের পাতার রস অর্দ্ধ কাঁচ্চা সেবন করাইলে রক্তামাশয় ভাল হয়।

৪। ম্যাঙ্গোষ্টীন বা বিলাতি গাব ফলের ছাল বা খোসা ঘোল বা দধির সহিত বাটীয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে রক্তামাশয় ভাল হইবে।

Dr. Ashu Tosh Nath.

৫। তোপমারী অর্দ্ধ কাঁচা ও অর্দ্ধেক ভাজা চূর্ণ করিয়া সামান্য কাশীর চিনির সহিত মিশাইয়া সিকি তোলা মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইলে উপকার হইবে। দিবসে অবস্থা বিশেষে ২বার খাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীপ্রাণনাথ ভট্টাচার্য্য

হিক্কার ঔষধ।

পাকা বাতাবী লেবুর রস একটু চিনির সহিত মিশাইয়া খাইলে হিক্কা থামিয়া যায়।

ডাঃ আশুতোষ নাথ।

ধবলের ঔষধ।

কুলত্থ বা কুর্ত্তী কলাইয়ের ডাল বাঁটিয়া শ্বেতী স্থানে প্রলেপ দিলে শ্বেতী বা ধবল রোগ সারিয়া থাকে। ২।৩ মাস পরীক্ষা করা আবশ্যক।

Dr. K. Chatterji.

মুচকী দানা এবং কাঁচিদধি একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ধবল ভাল হয়। লালচে হইয়া উঠিলে তাহা আরোগ্যের লক্ষণ জানিবে।

দন্ত ক্ষতের ঔষধ।

যৈষ্ঠমধু—	সিকি তোলা
গোল মরিচ	ঐ
কণ্টিকারীর মূল	ঐ
জল	দেড় পোয়া

সিদ্ধ করিয়া ২।৩ দিন কুল্লী করিলে দন্ত ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্রীরামগতি সরকার।

গার্হস্থ্য সঙ্কেৎ।

—:০:—

"যাহাকে রাখ, সেই একদিন রাখে,, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ। অনেক পরিত্যক্ত দ্রব্যের আমরা ব্যবহার জানি না, অনাস্থার ফেলিয়া দিই, কিন্তু সেই সকল পরিত্যক্ত দ্রব্য দ্বারা অনেক সাংসারিক কার্য্য চলিতে পারে।

ভাঙ্গা বালতী।

বালতী ছেঁদা হইয়া যাইলে আমরা তাহা আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিই। কিন্তু আমরা যদি বালতির তলা ফুটা হইলে একটু সিমেন্ট গুলিয়া তলায় একটা পুরু লেপন দিই, তাহা হইলে আর জল পড়ে না, আরও ৬।৭ মাস বেশ চলিয়া যাইতে পারে। তলায় পিচ্ গলাইয়া ঢালিয়া দিলেও বহু দিবস চলিয়া যায়। কিন্তু যে বালতির গাত্রে ফুটা হইয়া যায়, তাহা সহজে মেরামত হয় না কিন্তু তেমন বাল্‌তিও ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। ইহা দ্বারা ৩টী কার্য্য সুন্দর সুসম্পন্ন হইতে পারে।

১। ফুলের টব, ২। তোলা উনান ৩। জল পরিষ্কারের ফিল্‌টার।

বালতি যদি বড় হয় এবং যদি গাত্রে অনেক ফুটা এবং তলা ফুটা হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বাল্‌তিটীকে মাটী পূর্ণ করিয়া গাছ বসাইলে টবের কাজ হইবে। বড় বাল্‌তিতে তোলা উনান হয় না, কারণ মুখের পরিশর অধিক বলিয়া অধিক কয়লা পুড়িয়া যায়। যদি কেবল তলায় ফুটা হইয়া থাকে, তবে আমরা কাজের লোকে ইতিপূর্ব্বে বালী ও কয়লা দিয়া যেরূপে ফিল্‌টার করিবার কথা বলিয়াছি, সেইরূপে ইহার সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বাল্‌তি ছোট হইলে তাহাতে তোলা উনান প্রস্তুত করিলে বড় সুন্দর উনান হইয়া থাকে। ইহার মুখ ছোট, কয়লা কম পোড়ে এবং অতি সুন্দর রন্ধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার অনেক বড় সংসারের মেয়েরাও এমন উনান প্রস্তুত করাইয়া রন্ধন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন।

এইরূপ বাল্‌তির তলা হইতে ৩।৪ ইঞ্চি উপরে বাল্‌তির গাত্রটাকে প্রায় ৫।৬ ইঞ্চি ফাটিয়া কয়লার উনানের মুখের মত করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। এই দিকে হাওয়া প্রবেশ করিবে। তাহার প্রায় ৩ ইঞ্চি উপরে গোটা কতক লোহার সিক মাপমত কাটিয়া বাল্‌তির গাত্রে ছিদ্র করিয়া পরাইয়া দিতে হয় যেমন কয়লার উনান হইয়া থাকে, সেইরূপে বাল্‌তির গাত্রে ছিদ্র করিয়া পরাইয়া দিতে হয় উপরে যতটুকু স্থান বাকী থাকে, সেই স্থানটায় মাটী ও গোবর মিশ্রিত করিয়া ভিতরটা লেপিয়া দিতে হয় এবং হাঁড়ি বেশ বসিতে পারে, এইরূপে মাথা পর্য্যন্ত সুন্দর রূপে মাটী ধরাইয়া তাহার পর শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এইরূপে সুন্দর উনান হইয়া থাকে। আমরা মনে করি, এইরূপ বাল্‌তির উনান কেহ প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ দিলেও অনেকে সাদরে ক্রয় করিয়া থাকেন। লোহার দর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, বাজারে একটা লোহার উনান অন্ততঃ ২ সের কয়লা ধরে, তাহার দাম হইয়াছে ১৲ ১।০, এইরূপ উনান করিয়া কোন বেকার লোক যদি বাজারের বাহায়া লোহার

উনান বিক্রয় করে, তাহাদের নিকট রাখিয়া দিয়া আসে তাহা হইলে অতি সত্বর বিক্রয় হইয়া যায়। ভাঙ্গা কানেস্ত্রা প্রভৃতি ফড়েরা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়, এইরূপে ভাঙ্গা টবও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ছোঠ।• সেরা ঘৃতের টীনেও এই কাজ সুন্দর হইতে পারে। তাই বলিতে ছিলাম, "যাহাকে রাখ সেই রাখে" গৃহস্থধর্ম্ম করিতে হইলে এগুলিও উপেক্ষার কথা নহে।

বেকার বসিয়া অন্নধ্বংশ করা সহজ কার্য্য হইলেও লজ্জাস্কর ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই। তবে আমাদের জাতিটা এখন অকর্ম্মণ্য বলিয়া এত লজ্জাস্কর মনে করে না। আমরা "রাঁড়ীর ছেলে গোবিন্দ, পেট্ ভরিলেই আনন্দ" এই সার ধর্ম্ম বুঝিতেছি ভাল। কলিকাতায় প্রত্যেক বাজারেই এক একটী স্ত্রীলোক কলায়ের বড়ী, বিক্রয় করে। যাহারা বাসাড়ে, তাহারা এই বড়ী পয়সায় ৮।১০টী ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। কোন বেকার ভদ্র লোক যদি পল্লীগ্রামের সৎজাতির বিধবা-গণকে কলাই দিয়া মজুরী দিয়া বড়ী প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতার বাজারে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপার্জ্জন ১৫।২০ টাকার চাকুরী অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে, ইহা আমরা এক ভদ্র লোককে করাইয়া দেখিয়াছি। ইহাদ্বারা পল্লী-বিধবাদিগকে সাহায্য করাও হয় এবং উপা-র্জ্জনও হইয়া থাকে।

"উদ্যোগই লক্ষ্মী"

এক ভদ্রলোক পল্লীগ্রামে দেবার্চ্চন ধুপের কারখানা করিয়া সেখানকার বহু অনাথা মহিলাগণের সাহায্যে ধুপ প্রস্তুত করাইয়া ১ পয়সা প্যাকেট্ প্রত্যেক মসলার দোকানে দিয়াছেন, এই ধুপের অসম্ভব কাট্তি হই-য়াছে। এক পয়সা বলিলে কি হয়, আমরা জানি, ভদ্রলোক অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু অনাথা ভদ্র মহিলার অন্ন সংস্থান হইতেছে। কিন্তু বাবু বাঙ্গালী মেশের ভাত মারিয়া মাসে ১৫ টাকার চাকুরী করি য়াও এই কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিতে ছাড়েন না।

মৌলিকত্বে অর্থ আছে।

কত দেখাইব, একজন ভদ্রলোক, ডাক্তার। তিনি এক প্রকার চাট্নী প্রস্তুত করিয়া শাল পাতে যেমন অবাক জলপানের দোনা হয় সেইরূপ আমচূর্ণ ও মসলা তৈল মিষ্ট দিয়া এক পয়সায় মোড়ক করিয়া তাহাতে ছাপাইয়া লেবেল দিয়াছেন এবং যেখানে স্কুল পাঠশালা, তাহারই পার্শ্বে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ছেলে-দের এই অম্লমধুর চাট্নী অতিশয় মুখপ্রিয় এবং আনন্দদায়ক। জিনিসটার এত অসম্ভব কাট্তি হইয়াছে, যে প্রত্যেক দোকান হইতে ডাক্তার বাবু গড়ে ২৲, ২॥ প্রত্যহ পাইয়া থাকেন। দোকানদারগণের কমিশন বাদে গড়ে এই লাভ হয়। তিনি প্রায় দৈনিক ৬০৲ পাইয়া থাকেন, ইহা মৌলিক। ক্ষুদ্র হইলেও অর্থকরী। এই ক্ষুদ্র হইতেই ইনি বড় হইয়া বড় কাজ করিতে পারিবেন। দেখান গিয়াছে অনেক, কিন্তু কেহ কিছু করেন কৈ? ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ্ টাকার স্বপ্ন দেখা আমাদের রোগ দাঁড়াইয়াছে। দেশের পয়সা নাই, কিন্তু বড় বড় কাজের গবেষণা আছে।

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণাসভা।

প্রশ্নোত্তর এবং পত্রাদি।

—:o:—

শ্রীবিশ্বনাথ সরকার গ্রাহক নং ৩২২৫

মহাশয়,

শুনিয়াছি যে, লেমোনেডের পাউডার সঙ্গে থাকিলে যেখানে সেখানে লিমোনেড্ প্রস্তুত করা যায়। যদি অনুগ্রহ করিয়া একটী ফরমুলা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমার এবং অপরের উপকার হইতে পারে। * * * *

উত্তর। লেমোনেড্ পাউডার প্রস্তুতের নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া আমেরিকার "সায়েন্টি-ফিক আমেরিকান" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল, আপনার এবং সাধারণের জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

Portable Lemonade

বা

Lemenade Powder.

Suger বা চিনি	৪ পাউণ্ড
Tartaric acid	৩ আউন্স
Essence of Lemon	সিকি আউন্স

একত্র ৴১ বা ৴৪ আন্দাজ জলে মিশাই-লেই লিমোমেড্ হইবে। ইহাতে বরফ দিয়া পান করিলে সুখপ্রদ হইবে। এ লিমোনেড এফারভেসিং নহে, অর্থাৎ ফুটিবে না।

Effervescing Powder.

প্রতেক বোতলে লিমোনেডের জন্য।

(১) চিনি	২ ড্রাম
এসেন্স অফ্ লেমন	২ ফোঁটা
বাইকানেট্ অফ পটাস	অর্দ্ধ ড্রাম

এইগুলি একত্রে মিশাইয়া একটা পুরিয়া করিতে হইবে। অন্য একটা পুরিয়ায় ৩৫ হইতে ৪০ গ্রেণ ওজনের সাইট্রিক অথবা টারটারিক

অ্যাসিড দানাদার অবস্থায় অর্থাৎ চূর্ণ না করিয়া মুড়িয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর যখন লেমোনেড্ করিতে হইবে,তখন একটা লেমোনেড্ বা সোডাওয়াটারের বোতলে প্রথম নং পুরিয়াটা দিয়া বোতলটাকে গলার নিম্ন পর্য্যন্ত জল দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে, তাহাতে ২নং টারটারিক বা নাইট্রিক অ্যাসিডের দানা ফেলিয়া দিয়াই বোতলের মুখটায় হাত দিয়া ২।১ বার ঝাঁকিয়াইবা মাত্র বোতলের ভিতরের গুলিটা ভিতরের বাষ্পের জোরে উঠিয়া বোতলের মুখে আট্‌কাইয়া যাইবে। এখন ইহা পানোপযোগী ভাল লিমোনেড্ হইয়া গেল।

(প্রাপ্ত)

"সাহিত্য পঞ্জিকা"

"Literary Year Book"
(An annual record of Bengali Literary activity.)

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়,

—•:•:—

মোরাদপুর (পাটনা)
২০শে ফাল্গুন, ১৩২২।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ইংরাজীতে যেরূপ "Literary Year Book' আছে আমাদের সেরূপ কিছুই নাই। এরূপ একখানি পুস্তকের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের এই "সাহিত্য পঞ্জিকা" চারিভাগে বিভক্ত হইবে। (১) বঙ্গীয় জীবিত লেখকগণের নাম, ঠিকানা, পুস্তকের নাম, পুস্তক উপন্যাস, কি ইতিহাস, অর্থাৎ কোন শ্রেণীর পুস্তকের সংস্করণ ইত্যাদি (২) এই বৎসরের সাময়িক পত্রিকাদির উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধের সারাংশ (৩) বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সকল পত্রিকাদির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (৪) বঙ্গের পাঠাগারাদির তালিকা। খরচ বাদ দিয়া যাহা লাভ হইবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মোরাদপুরস্থ পাঠাগারের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে এক তৃতীয়াংশ বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে ও অন্যাংশ সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সাহিত্য সম্মিলনে (বঙ্গীয়, উত্তর বঙ্গীয়, অন্যান্য) যাঁহারা সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন তাঁহাদের ছবি প্রদত্ত হইবে। সাহিত্য সম্মিলনগুলিরও ছবি দেওয়া হইবে। অপর কোন গ্রন্থকার ছবি দিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে ছবি প্রস্তুতের ব্যয়, আর্টপেপারের মূল্য ও ছবি ছাপিবার খরচ দিতে হইবে।

পুস্তক, সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হইবে। "সাহিত্য পঞ্জিকা" ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের হইবে এবং প্রতি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ১০৲ করিয়া লওয়া হইবে। পুস্তক ২৫০০ করিয়া ভাল কাগজে ছাপা হইয়া প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইবে এবং মূল্য যথাসম্ভব কম করা হইবে। আমরা এই নূতন ধরণের পুস্তক প্রকাশের জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাখাল রাজ রায়, বি, এ, মহাশয় মাসিক পত্রের উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধাদির সার সঙ্কলন করিতেছেন। মাসিকের সম্পাদকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ মাসিক আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলে আমরা সহজে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব। অন্যান্য সংবাদপত্রাদির সম্পাদকগণ দয়া করিয়া নিজ নিজ পত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পত্র লিখিবার সময় রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট দিয়া পত্র দিবেন।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার,
অধ্যাপক, পাটনা কলেজ।

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৹ টাকা।   Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. X.
৫ম সংখ্যা।	MAY 1916.	মে ১৯১৬।	No. 5.

"Every man's house is his castle" প্রত্যেক লোকের গৃহ তাহার রাজপ্রাসাদ তুল্য—অহরহ পরদ্বারে যাওয়া উচিত নহে—আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইবার সম্ভবনা, হইয়াও থাকে। নিজের গৃহে অনুরক্ত হইয়া তাহারই সৌষ্টব বৃদ্ধি করিবে, ইহাতে দুইটী লাভ, গৃহের লোক তোমাকে আবশ্যকমত পায় এবং তোমর প্রতিবেশীরও সময় নষ্ট হয় না।

ক্রোড়পতি হইলেও যদি তাহার বিনয় শিষ্টাচারের অভাব থাকে, তাহা হইলে সেই লোকই প্রকৃত দীন।

বৃদ্ধের সম্মান সর্ব্বদেশে সর্ব্ব জাতীয় মধ্যেই প্রশংসার্হ এবং অনুমোদিত হইলেও আধুনিক তথা কথিত সভ্য বাঙ্গালী যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে এই শিষ্টাচারের অভাব দেখা যাইতেছে। ইহারা বৃদ্ধ দিগকে উপহাস করিয়া গৌরব বিবেচনা করে। উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গালীর এইরূপ সুফল দাঁড়াইতেছে। সিগারেট চুরুট মুখে ইচোড় পক্ক বর্ব্বরগণ যখন বৃদ্ধগণের সহিত বাক বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়, তখন বাস্তবিকই বিসদৃশ হইলেও অদ্ভূত রকমের দেখায়।

বাঙ্গালায় যথেচ্ছারিতায় প্রবল প্রতাপ, সেইজন্তই সামাজিক এত অধঃপতন।

জর্জ্জ হারবার্ট বলিয়াছিলেন যে, "One good mother is worth a hundred schoolmaster" ঠিক কথা। এদেশেও আর সেকালের জননী দুর্লভ। বিলাসিনী জননীর সন্তান সন্ততি বিলাসপ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কারের আবশ্যক এই খানে, গলদ এইস্থানে।

"The child can not help imitating what he sees. Everything is to him a model of mannar,of gesture, of speech, of habit, of Character"

বালক তাহার শৈশবস্থায় যাহা দেখে তাহাই শিক্ষা করে, না শিক্ষা করিয়াই থাকিতে পারে না। সে আদব কায়দা, চালচলন, হাত পা মুখের সঞ্চালন বা অঙ্গ ভঙ্গি চরিত্র, কথাবার্ত্তা এই সমুদ্রয় যেমন দেখে, তাহাই আদর্শ ভাবিয়া শিক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং জনকজননীর যেমন চলন,ছেলেরেও সেই রূপ স্বভাব, চালচলন ও আদব কায়দা হইয়া দাড়াইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? সেইজন্ত অনুকরণপ্রিয় জনক জননীর বিলাসিতার আদর্শ দেখিয়া,যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া ছেলে-

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমুল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমুল্য দিতে হইবে।

যেরও স্বভাব চরিত্র বিগ্‌ড়াইয়া যায়। সংস্কার করিতে হইলে আগে ঘর সামলাইবার আবশ্যক।

নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের বিধবার দুঃখে কুম্ভীরের শোকাশ্রু বর্ষণ না করিয়া নিজেদিগকে খাঁটী চরিত্রবান এবং বিলাসশূন্য করিতে হইবে, ছেলেরা তখন আদর্শ জনক জননীর আদর্শ দেখিয়া,ধর্ম্ম পরায়ণতা দেখিয়া ভদ্রলোক হইয়া উঠিবে। যখন মানুষ ভদ্রলোক হয়, তখন যথেচ্ছাচারিতা দূরে যায়, ধর্ম্মভাব জাগে, পরদুঃখকাতরতা জন্মে। আর ভিতরে পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা পুরিয়া উপরে চন্দন লেপনে দুর্গন্ধ নিবারিত হইবে না।

এই সারতথ্য। প্রকৃত ভদ্রলোকই পরিত্রাত্মা হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে এইরূপই ভদ্রতা দ্বারা আর্য্যগণ সমগ্রজগতে পরিচিত হইয়া ছিলেন। পাশ্চাত্য Gentleman এর উপর চিকন চাকন বটে, কিন্তু ভিতর সাফ্ কৈ? এই অনুকরণেই আমরা উপর চিকন চাকন করিতে যাইয়া বিলাসী হইয়া বংশ কলুষিত করিয়াছি। এই গুণেই শিখিয়াছি, চুড়িদার জামা, ছোট বড় চুল, মুখে চুরুট, আড্ডায় চা পান, বৃদ্ধকে অবজ্ঞা, ভিকারীকে জেলে না দিলে যাজ্রেল ভদ্রলোক হওয়া চলেনা। জর্জ্জ হারবার্ট বলিয়াছেন যে একটী সৎজননী ১০০টী স্কুলের শিক্ষকের সমান। সে সময় হয়ত সম্ভব ছিল যে, ১০০টা স্কুলের শিক্ষক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া একটা ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিত, কিন্তু এখনকার হাজার শিক্ষকেও গাধা পিটাইয়া যেমন ঘোড়া করা যায় না, তেমনি আধুনিক শিক্ষা দিয়া একটা মানুষের ছেলে প্রস্তুত করিতে পারেন না। কিন্তু এদেশে সেকালে একটা গুরুতেই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত প্রস্তুত করিয়া দিতেন,তাহার জ্ঞানের জ্যোতিতে ভুবন আলোকিত হইত। গুরুকে ঠেঙ্গান বিদ্যের কথা তখন শুনা যাইত না।

এপিক্‌টিটস্ নামক একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। সেই দেশের জনৈক আইন ব্যবসায়ী খুব বক্তা। রোমে একটা মোকর্দ্দমার জন্য যাইতে ছিলেন; পথিমধ্যে তিনি পণ্ডিত প্রবর ন্যায়শাস্ত্র বিশারদ এপিকটিটসের সহিত সাক্ষাত করিয়া তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু উপদেশ লইয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, আগন্তুক তাঁহার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। পণ্ডিত প্রবর বিলাস শূন্য, মৃত্তিকার পাত্রে আহারাদি করিয়া দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করেন। তিনি সেই জাঁক জমক বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ীকে দেখিয়াই বুঝিলেন যে, ইহার শিক্ষার তেমন দৃঢ় উদ্দেশ্য নয়, বলিলেন, মহাশয় আপনি ত দর্শনশিক্ষা করিবেন না, কেবল আমার অবস্থার এই সকল বাহ্যিক বিষয় লইয়া সমালোচনা করিবেন মাত্র। আমার নিকট শিক্ষা করিলে আমারই মত এইরূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে।"

আগন্তুক বলিলেন, আমি যদি আপনার ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে, আপনার মত থাকিতে যাই, তাহা হইলে আমাকে রাস্তার ভিকারী হইতে হয়। তাহা হইলে বাড়ী ঘর, সুন্দর গৃহ সরঞ্জাম এসকল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

এপিক্‌টাটস বলিলেন, আমি ঐ সমস্ত বস্তুর প্রয়াসী নহি কিন্তু আপনি তাহা হইলেও আমাপেক্ষা দীন। কারণ আমার পৃষ্ঠ পোষক আবশ্যক হয় না, আমাকে কাহারও তোষামোদ করিতে হয় না, আমি মৃত্তিকা পাত্রে আহার করি, কিছু ঐ মৃত্তিকা পাত্রেই আমার ক্ষুধা এবং আমার বিবেক সন্তুষ্ট থাকে, আমার পবিত্র হৃদয়ই আমার পক্ষে রাজত্ব স্বরূপ। তুমি অহরহ অর্থ অর্থ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া নিজের বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে পার না,কিন্তু আমার বাসনা সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত, এক সন্তোষই আমার হৃদয়ে বহুমূল্য রত্ন স্বরূপ, চরিত্র নির্ম্মল, ইহাই আমার মূল্যবান রাজত্ব। যাহার চরিত্র গঠিত হয় না, তাহার শিক্ষার বিপরীত ফল দাঁড়াইয়া থাকে। এদেশের শিক্ষাধারা তাহাই হইয়াছে।

Thrift.
সঞ্চয়।

—:০:—

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত স্মাইল বলিয়াছেন, "We live beyond our means, we throw away our earnings and throw our lives after them" অর্থাৎ আমরা অনেকেই আমাদের অবস্থার বাহিরে চলিবা থাকি, এবং আমাদের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ আমরা ফেলিয়া ছড়াইয়া দিয়া শেষে জীবন পর্য্যন্ত সেই অর্থের পশ্চাতে বিসর্জ্জন দিয়া থাকি।" অবস্থার বাহিরে চলিলে তাহার পরিণাম কে ভীষণ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আমরা ক্ষনিক সুখের জন্য অনেক সময় কষ্টোপার্জ্জিত অর্থকে অসার বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া নিজের অবর্ত্তমানে স্বীয় স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনকে অনন্ত দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া যাই। এই সকল ভাবিয়া চলিলে সঞ্চয়ের আবশ্যকতা এবং উপকারিতা উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিবার ক্ষমতাও হারাইয়াছি। তাই কত ধনধান্য পূর্ণ সংসারের ছেলে মেয়ে পথের কাঙ্গাল হইতেছে।

এই ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "Men must prepare in youth and in middle age, the means of enjoing old age pleasantly and happily" অর্থাৎ মানুষকে যৌবন অবস্থাতেই চেষ্টা করিতে হইবে যে, বৃদ্ধ বয়সে সে যেন শেষের কয়দিন সুখে অঋণী অপ্রবাসী হইয়া কাটাইয়া যাইতে পারে, প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ডের নিতান্ত মধ্যবৃত্তি লোকের যুবক গণেরও ব্যাঙ্কে কিছু জমা থাকে। সেখানে ব্যয় বাহুল্যতা স্বত্বেও সঞ্চয় প্রবৃত্তি অনেক যুবকের আছে, তাহারা সঞ্চয় করিয়া ক্রমে ব্যবসায় বাণিজ্যেই বড় হইয়া থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ যুবকই বিলাসী, অপব্যয়ী, অদূর দর্শী। বৃদ্ধ বয়সের জীবনোপায়ে কথা, আপদ বিপদের কথা ইহাদের মনে স্থানও পায় না। সেই জন্য আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, চাকুরী যাইলে অনেকেরই হাড়ীর হাল হইয়া পড়ে।

এক বৎসর অজন্মা হইলে ঘরের তৈজস পত্র বন্ধক পড়িয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে নিজের এবং পরিবারবর্গের দুঃখের সীমা থাকে না। ছেলেদিগকে মিতব্যয়িতা শিক্ষা না দিলে তাহারা যৌবনে সংযত হস্ত হইতেই পারে না। আমাদের দোষ, আমাদের যখন উপায় করিবার ক্ষমতা থাকে, দুপয়সা রোজগার হয়, তখন আমরাই ছেলে মেয়েকে অপব্যয়ী এবং বিলাসী করিয়া দিই, বাবু সাজাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি, তাহারা যৌবনে আর সেই অসংযত অভ্যাসকে সংযত করিতে সক্ষম হয় না, অপব্যয়ের অভ্যাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া দরিদ্রতা আনয়ন করে। তাহারা শ্রমকাতর, রুগ্ন হইয়া উপার্জ্জনেও অক্ষম হয়। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এত বিলাসিতা ছিল না, এত ছেলেকে বাবু সাজাইবার পিতা মাতার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল না, তাহারা সাদা শিধা খাইত, গৃহস্থালীর কার্য্যে পিতা মাতাকে সাহায্য করিত, শীতাতপে কাতর হইত না, চক্ষে রঙ্গীন চসমার ঠুলি লাগাইয়া রৌদ্রে বাহির হইত না, ফলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিত, তাহারা সঞ্চয়ী হইত। ১০।১৫ টাকার চাকরী করিয়া দোলদুর্গোৎসব করিয়া অজস্র ব্যয় করিয়াও জীবনের শেষে প্রচুর অর্থ, জমী জায়গা পুকুর বাগান রাখিয়া সংসারের তাবৎ লোকের স্বচ্ছন্দে চলিবার বিশেষ সংস্থান রাখিয়া যাইত, অন্নের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। কিন্তু আজ আমরা হাজার টাকা বেতন পাইয়াও সেই সকল সৎকার্য্য করিতে পারিনা, সঞ্চয় ত দূরের কথা। কেন এমন হয়? কিসে এত অর্থ উড়িয়া যায়, শুদ্ধ কুশিক্ষার জন্য, বড়লোকত্ব দেখাইবার ব্যস্ততায় মাত্র। এমন ঘটনা কত দেখাইব—সঞ্চয় ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই—অর্থ চাই, যেরূপে হউক, প্রত্যেক লোককে কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতেই হইবে, নচেৎ এদেশের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইবে।

"Thrift does not require superior Courage, nor Superior intellect, nor Super human virtue, it meerly require common sence and power of self-registing" সঞ্চয় করিতে কিছু অসাধারণ সাহসের আবশ্যক হয় না, অসাধারণ বুদ্ধিরও আবশ্যক হয় না, অমানসিক ক্ষমতারও আবশ্যক হয় না, সঞ্চয় করিতে আবশ্যক কেবল সাধারণ বুদ্ধি এবং নিজের খেয়াল প্রসূত আকাঙ্ক্ষা দমনের একটু ক্ষমতা। এই দুইটী গুণেই মানুষ সঞ্চয়ী হইতে পারে। অর্থ সংগ্রহের একটা সময় আছে, অর্থ ব্যয়েরও একটা সময় আছে। "যৌবনকালে লোকে নানা কার্য্যে উপার্জ্জন করিবে, বৃদ্ধ বয়সে সেই অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের, দেশের এবং দশের হিতসাধন করিবে, ইহাই জগতের সভ্য সমাজের রীতি। কিন্তু পরিতাপ, এদেশের লোক যৌবনেই অপব্যয়ী হইয়া অর্থ ও স্বার্থ নষ্ট করিয়া যখন কার্য্যে অক্ষম হয়, তখন কপর্দ্দকশূন্য হইয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। আমেরিকান জনৈক ধনবান ব্যক্তি মিঃ বার্ণম বলিয়া ছিলেন যে, প্রত্যেক লোক যদি নিজের জমা খরচ রাখিয়া এক দিনের হিসাবও পরীক্ষা করে, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে, আবশ্যকীয় ব্যয় অপেক্ষা অনাবশ্যকীয় ব্যয়ের সংখ্যাই অধিক। যদি সেই অনাবশ্যকীয় ব্যয় গুলি ছাঁটিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে সেই অর্থ জমাইয়াই ধনবান হওয়া যায়। আমার অতি নিঃস্ব অবস্থা হইতে উন্নতির এইমাত্র ইহাই উল্লেখ যোগ্য উপায়। আমরা প্রকৃতই যেমন আয়, তাহার বাহিরে চলিয়াই ভবিষ্যতের দুঃখের ভিত্তিস্থাপন করিয়া থাকি। এদেশের অবস্থা ফিরাইতে হইলে এই কুঅভ্যাস আগে দূরীভূত করিবার জন্য আমাদের দেশের অসংখ্য বিলাসী যুবক গণকে শিক্ষা দিতে হইবে। যদি এই অপব্যয়ের অভ্যাস আমাদের কমিয়া যায়, তাহা হইলেই আমরা সঞ্চয়ী হইয়া অর্থবান হইতে পারিব ইহাত স্বাভাবিক।

দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষায় দমন এবং সংযম শিক্ষার জন্য যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এত উপদেশ দিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ। এই আকাঙ্ক্ষায় দমন করিতে শিখি নাই বলিয়াই আমরা আজ সাবান, এসেন্স না হইলে, চুড়িদার নানা ফ্যাশনের জামা, নবাবী মোগলাই নানা ধরনের পোষাক পরিচ্ছদ না হইলে আমরা যেন বাঁচি না, থিয়েটর নাচ গান এ সকলে সপ্তাহে কিছু ব্যয় না করিলে যেন আমাদের সুখ শান্তি হয় না। দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষার টানে জুতা লাথি খাওয়া কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ আমরা এইরূপে বিসর্জ্জন দিই, আকাঙ্ক্ষার বশে Common sense বা সাধারণ বুদ্ধি পর্য্যন্ত লোপ পায়। কিন্তু জগতে

আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই,আকাঙ্ক্ষা অসীম অনন্ত, খেয়াল ত মিটিবার নয়,কখন মিটেও না। তবে এ অনন্ত আকাঙ্ক্ষার পোষন করা কেন? এজগতে কত ক্রোড়পতি চলিয়া যায়,কত রাজা মহারাজা চলিয়া যায়, কেহ চক্ষু তুলিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে ফিরিয়াও দেখে না। তবে আমি সামান্য আয়ে সে নবাবী চাল দেখাইতে ব্যস্ত হই কেন? এত অর্থব্যয়ে বিলাসী হইয়া লোককে দেখাইবার জন্য উন্মত্ত হই কেন? যদি এইটী চিন্তা করিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলে প্রত্যেক ভদ্র লোককেই লজ্জিত হইতে হয়। কিন্তু সে জ্ঞান সে ভদ্রলোক আমাদের দেশে এখন কৈ? আমি ২০৲ টাকা ৩০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে কত লাথি খাই, কিন্তু পরক্ষণেই কেমন করিয়া রাজা উজিরের চাল দেখাইতে ব্যস্ত হই, এজন্য লজ্জিত ও হইনা, এত অধঃপাতে গিয়াছি। কিন্তু যদি আমি অবস্থার বাহিরে না চলিয়া সঞ্চয়ী হইতাম, উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করিতে পারিয়া ধন্য হইতাম, তাহা হইলে আমি যাহা করিতাম, আমার তাহাই সাজিত, এত লোক হাসিত না। আধুনিক যুবকগণ বলিয়া থাকেন, ভদ্রলোকের ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ পরিতে হইবে ত? কিন্তু মহামান্য বিদ্যাসাগর মহাশয়,ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সেকালের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ইঁহারা সাদা সিধা চালচলনে কি ভদ্রলোক নহেন? তবে সাজা ভদ্রলোক হইতে হইলে নানা উপায় অবলম্বন আবশ্যক হয় বটে।

যাহাই হউক, এইরূপে আমাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস নষ্ট হইতেছে। প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক যুবকের প্রাণপণে এই কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরাজের শিক্ষা এবং আইনের গুণে মুড়ি মিছরীর সমান দর, লক্ষপতি এবং মুদ্দফরাসের ছেলের সমান চালচলন দাঁড়াইয়াছে, তখন মিছে কেন সাজা বাবু বা সাজা ভদ্রলোক হইবার জন্য অপব্যয় করা। হে ধীমান! অবস্থার বাহিরে চলিও না, সঞ্চয় কর, বড় হও, দেশের উপকার কর, সংযমী নম্র বিনয়ী হও, স্ত্রী পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাব, বৃদ্ধ পিতা মাতার সুখ সচ্ছন্দের ব্যবস্থা কর, সহস্র কণ্ঠ তোমাকে হাঁটুর উপর কাপড় পড়িলেও, ৭৲ টাকার জুতার পরিবর্ত্তে চটী পায়ে দিলেও, চায়ের পরিবর্ত্তে দুই খানা বাতাসা খাইয়া জল খাইলেও ভদ্রলোক, বড়লোক বলিবে। ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা কর, পরার্থে জীবন উৎসর্গী কৃত কর, কেবল নিজের সুখ সচ্ছন্দতায় মত্ত থাকিও না, তাহা হইলেই জগৎ বিখ্যাত ভদ্রলোক, ভুবনব্যাপী যশোলাভে সমর্থ হইবে, ভদ্র সাজিতে হইবে কেন?

বিশ্বাসের অভাবেই সব মাটী।

তুমি যে আমার ভাল করিবে, এবিশ্বাস না জন্মিলে তোমায় কার্য্যে আমার আস্থা হওয়া সম্ভব নহে। সে বিশ্বাস জন্মাইতে হইলেই তোমার সৎ আচার ব্যবহার, কার্য্য কলাপ দেখাইতে হইবে ত। কিন্তু কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া যখন উচ্চ আসনে উপবেশন করেন,তখন যাঁহাদের তিনি প্রতিনিধি; তাহাদের লোকমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, তাহাদের সুখদুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়া, নিজের স্বার্থ সাধনে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। এমন ঘটনা জেলা বোর্ড লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটি সভা,সম্মিলনী সকল স্থানেই প্রতি নিয়তই দেখিয়া দেখিয়া সাধারণ লোকের এইরূপ একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া যাইতেছে যে, এদেশের অনেকেই যাঁহারা শিক্ষিত বা বড়লোক বলিয়া পরিচিতবা বিখ্যাত, তাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এখন শুধু অসম্ভব কেন,নিরাপদও নহে। সাধারণ লোক এবং দেশের গন্য মান্য যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে যে এইরূপ একটা গণ্ডী সৃষ্টি হইতেছে। ইহা উভয় পক্ষেরই পক্ষে, সমগ্র দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই মঙ্গল জনক নহে।

যাহারা শিক্ষিত, জ্ঞানবান, তাঁহারা অশিক্ষিত অসহায়গণের প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহশীল, সহানুভূতিবান হইয়া তাহাদের মঙ্গলসাধন করতঃ তাহাদের হৃদয় অধিকার করিবেন ত? কিন্তু পরিতাপ, এদেশের গণ্যমান্য লোকের নিকট দীন দরিদ্র অগ্রসর হইতে সাহস করে না, এই জন্য পরস্পর পরস্পরের উপর সহানুভূতি শূন্য। এইজন্য এদেশের সাধারণ লোকের স্বায়ত্ব শাসন, কংগ্রেস প্রভৃতিতে বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না। দুর্ব্বলকে নিগ্রহ করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করা অবশ্যই প্রকৃত Gentlemanly বা ভদ্রলোকের কাজ নয়। ব্যবসায়, বাণিজ্য, সাধারণ হিতকর কোন কার্য্যের জন্য হোমরা চোমরা বড় বড় বাবু যখন অগ্রসর হন, সাধারণ লোক তখন দূরে দাড়াইয়া দেখে শুনে, কিন্তু কাছ দিয়া ঘেঁষে না, যেহেতু বিশ্বাস নাই এইজন্য এখন আর ইঁহাদের বক্তৃতা, ইঁহাদের আবাহন কাহারও হৃদয় অধিকার করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ অবস্থা কেবল আধুনিক বড় বেশী স্বার্থ জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবিমিশ্রকারিতার ফলে দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের হিতসাধন করিতে হইলে, এদেশের সাধারণ লোককে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। তাহা হইলে এদেশের কখন কোন হিতসাধন সম্ভব হইবে না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার গুণে আমরা এই লোকমত উপেক্ষা করিতে শিখিতেছি।

পল্লীকথা।

—:০:—

অতিশয় গরম পড়িয়া গিয়াছে, পল্লীগ্রামে ভয়ানক জল কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পুকুরের জল শুষ্ক হইয়া গিয়া মরুসদৃশ হইয়াছে। নিরীহ পল্লীবাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন করিতে জানে না, ইহাদের মুখপানে তাকাইয়া জেলা ও লোকাল বোর্ডের এই দারুন নিদাঘের সময় মুক্তহস্ত হওয়া উচিত। জলকর, পথকর দেয়, তাহাদের ন্যায়তঃ পিপাসায় জল প্রার্থনা অসঙ্গত দাবী নহে। শুদ্ধ ওভারসিয়ারের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিলেই দায়ীত্বের শেষ হয় না। আমরা বহুবার জেলা বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড সমূহকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সামান্য ২।১০ টাকা রাস্তা মেরামত এবং অস্থায়ী কূপ খননের জন্য দিইলে পল্লীর উন্নতি সাধন হইবে না। প্রত্যেক গ্রামের অন্ততঃ ১টা জলাশয়ের সংস্কার কল্পে একেবারে কিছু খানা ব্যয় করিয়া পল্লীবাসীগণের আর্ত্তনাদ কতকটা প্রশমিত করিতে হইবে। কিন্তু এ প্রার্থনা শুনিবার কেহ নাই। সদাশয় ইংরাজ রাজত্বে জল কষ্টে প্রাণ যায়, ইহা শ্রবণ যোগ্য নহে। কিন্তু অনেকস্থলে তাহাই হইতেছে।

—

আমাদের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন গ্রাম্য লোকের ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? বারম্বার ঠেকিয়াও আমরা শিক্ষা করি না। পল্লী পুষ্করিণীর সংস্কার জন্য স্থানীয় লোকগণ নিজেরাই পরিশ্রম করিয়া কিছু না করিলে উপায় নাই। একথা আমরা বহুবারই বলিয়াছি, যে নিজেদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজেদিগকেই করিয়া লইতে হইবে। এদেশের আবেদন নিবেদনে কোন ফল হয় না। গ্রাম্য ভদ্র ইতর সকলে মিলিয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে গ্রাম্য জলাশয়ের সংস্কার কার্য্যে লাগিয়া যাও, তাহাদ্বারা কৃষি এবং পানীয় জলের সুবিধা হইবে। অনেক গ্রামে আদৌ জল নাই, তাহারা তিন চারি ক্রোশ দূর হইতে গাড়ীতে করিয়া এই দারুণ রৌদ্রের সময় অন্য স্থান হইতে জল লইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে।

—

বহুস্থলে জল কষ্টে সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদেরও অভাব নাই। গ্রাম্য জমীদার ও বড়লোক সকলে সহরবাসী, সহরের লোক বরফ সরবৎ পানে ইলেকট্রিক পাখার নিচে সুখে দিন কাটাইয়া থাকেন। এ মর্ম্মভেদী পিপাসিতের কাতর চিৎকার তাহাদের হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে না। হতভাগ্য পল্লীবাসীগণ নিরবে প্রাণ বিসর্জ্জন করে—অগ্নিভয়ে জলাভাবে সর্ব্বস্ব হারায়, দেশ সহানুভূতি শূন্য, মামলাবাজ, মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া জেদের বশে পথের ভিকারী হইতেই অভ্যস্ত। সৎকার্য্য করিবার লোক নাই, আর দেশে জলাশয় পুষ্করিণী দিবার লোক নাই, হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সৎকার্য্য লোপ পাইতেছে।

অজুহাত অভাব। কিন্তু ৩ হাত পচা নর্দ্দমার জন্য ত দিব্য মোকর্দ্দমা চালাইয়া আদালতের পর আদালত যাইতে পার, তাহার পর দাঁত খিচাইয়া ঋণজালে সন্তান সন্ততিকে জড়াইয়া মরিতে পার? অভাব ত আমরাই সৃষ্টি করি কিনা!

—

আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে এরূপ অপব্যয় উপসর্গ কমাইয়া পরস্পর পরস্পরকে মানিয়া চলিয়া বিবাদ বিসম্বাদ গ্রামেই মিমাংসা করিয়া লইতে হইবে এবং নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দতায় যাহা কিছু নিজেরাই করিয়া লইতে হইবে। যদি অপব্যয় কমাইয়া আমাদের স্বচ্ছন্দতা করিয়া লইতে পারি, তবে অনর্থক হইলেও জলকর, পথকর, দিয়াও আমাদের কষ্ট অনুভব করিতে হইবে না। আমরা চৌকিদারী টাক্স দিয়া আদৌ চৌকিদার না থাকিলেও নিজেরাই সারারাত পাহারা দিয়াও কাতর হইব না। নিজের সম্পত্তি আমরা নিজেরাই রক্ষা করিব তাহাতে ক্ষতি কি? নাকে কাঁদা উঠিয়া যাইবে।

—

দোষ রাজার নয়, রাজ কর্ম্মচারীরও নহে। আমরা জানিনা যে, কেমন করিয়া বাঁচিতে হয়। পল্লী গ্রামের বালক, সহরে আসিয়া ক্লাব করে, থিয়েটার সভা সমিতি, সাহিত্য সম্মিলন করে, কিন্তু পল্লীগ্রামে যাইয়া তাহারা নিজের আত্মীয় স্বজনের সুখ দুঃখের কথাও আলোচনা করে কি? সে শিক্ষাই হয় নাই। বাঁচিতে না জানিলে বাঁচায় কে? চিরকেলে ঘুটে কুড়ানীর ছেলে সহরে আসিয়া বাবু হইয়া সে ঘরের কথা ভুলিয়া যায়, দেশে যাইতে চায় না। অভাব সৃষ্টি করিয়া লইলে অভাব হইবে না? সমস্ত সৎপ্রবৃত্তি এই অভাবের জন্যই লোপ পায়।

—

আগেকার লোকের প্রবৃত্তি ছিল, তাঁহারা স্থায়ী সৎকার্য্য দ্বারা নাম রাখিয়া যাইতেন। জলাশয় খনন, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, দীন দুঃখীর জন্য অতিথিশালা প্রভৃতি করিতেন। বহুকাল তাঁহাদের পূণ্যময় কার্য্যের জন্য আমরা জলকষ্ট, অন্নকষ্ট অনুভব করিতে পারি নাই। তাঁহারা রাজদ্বারে কান্দুনি গাইতে যাইতেন না, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজের উপার্জ্জিত অর্থে এই সকল পরহিতকর কার্য্য নিঃশব্দে সমাধান করিয়া অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে চাহিতেন। আর আজ আমরা স্বধর্ম্মে অনাস্থাবান, উদ্ধত চা, চুরুট, বিলাস দ্রব্যে নিমজ্জিত হইয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানে অক্ষম হইয়া জগতের চিরঘৃণ্য জাতি হইয়া কুকুরের ন্যায়

জীবন অতিবাহিত করিতেছি, দেশ গ্রাম, আত্মীয়, স্বজন এই স্বার্থপর হৃদয়ে এক মুহূর্তের জন্য স্থানও পায় না। সেইজন্য আমাদের আসমুদ্র অভাব।

যে দুইটী বিশিষ্ট কারণে আমাদের এই অভাব, সেকালের লোকের তাহা ছিল না সেকালে ধর্ম্ম ভয় ছিল, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া লোকে দেনা লেনা করিত, কখন বিচারালয়ে যাইত না। ইহাদ্বারা অল্প আয়েও তাহাদের অভাব হইত না, বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইত। একটু জটীল বিষয় হইলে গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোকে মধ্যস্থ করিয়া মীমাংসা করিয়া দিত। আমরা এখন সে ধর্ম্মভয়ে ভীত নহি, আমাদের সেই পাপে হতভাগ্য জাতি হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পিপাসায় জীবন বিসর্জ্জন করিতেছি। ইহাই আমাদের নিয়তি, ইহাই আমাদের কর্ম্মফল।

তাহার উপর আমরা অলস, অকর্ম্মণ্য পরমুখাপেক্ষি জাতি, নাকে কাঁদিয়া মরির, তবু নিজের বাঁচিবার কিছু করিব না। শত শত গ্রামবাসী পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রদত্ত জলাশয়কে সংস্কার না করিয়া ডাঙ্গায় পরিনত করিয়া কৃষি এবং পানীয় জলের সংস্থান নষ্ট করিয়াছি, তথাপি এক কোদাল মাটী কাটিয়া তাহার সংস্কার করিনাই। এপাপের ত একটা ফল আছে? এই জলাভাবে মৃত্যুই তাহার পরিনাম। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, নিজেরা নিজেদের উপায় করা। ও কাঁদিয়া কিছু হইবে না।

ওয়ালটেয়ার যাত্রীর পত্র।

ভিজাগাপাটাম্।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইহা একটী সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহর। ডলফিন নোজের পাদদেশ হইতে বরাবর ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত যে সমস্তভূ ভূখণ্ড আছে, তাহাই ভিজাগাপাটাম্ নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫,০০০,তন্মধ্যে প্রায় সমস্তই মান্দ্রাজী; উহাদের মধ্যে তিন প্রকার শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়; হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান। এখানে প্রধানতঃ তেলিগু ভাষা প্রচলিত। এই ডলফিন নোজের নিকট আরও একটী পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটী সাহেবদের গির্জ্জা আছে, উহার কিছু দূরে একটী মুসলমানদের মস্‌জিদ্ আছে; তাহার কিছু নিম্নভাগে একটী শিবমন্দিরও দৃষ্ট হয়। জনরব যে, এই মন্দির নাকি মহারাষ্ট্র নরপতি বালাজি বিশ্বনাথ রাওয়ের প্রতিষ্ঠিত। এখানে রোমেন্ কেথলিক্‌দের একটী খুব বড় স্কুল আছে, তাহাতে বিস্তর সাহেবদের বালকগণ অধ্যয়ন করে। ইহাতে অনেক পাদ্রী সাহেবও বাস করেন। এখানে সমুদ্র তীরে একটী অবজারভেটরী অর্থাৎ দিক্ নিরূপন যন্ত্র, একটী ফ্ল্যাগ ষ্টাপ্ অর্থাৎ নিশান্ স্তম্ভ আছে,তাহা ছাড়া মিউনিসিপ্যাল অফিস, জেলা কোর্ট, দেওয়ানী আদালত ও একটী বৃহৎ হাঁসপাতাল আছে। আরও এই সমুদ্র তীরে কতকগুলি গভর্ণমেন্টের গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বাটি আছে। সহরের ভিতরে ভিজাগাপাটামের রাণীর বাটি, পুলিস, আফিস, কলেক্টরেট অফিস ও একটী গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং স্কুল আছে। এখানে কি উপায়ে বালকগণ চাষ বাসের উন্নতি করিতে পারে, তাহাই বিবদরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া এখানে আরও ২।৩টী বিদ্যালয় আছে। এখানে কলিকাতার ন্যায় মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও বড় বাজার আছে। ঐ সকল বাজারে সমস্ত প্রকার দ্রব্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। ওয়ালটেয়ারে কোন বাজার বা দোকান প্রভৃতি নাই। তথাকার সমস্ত লোককেই এখানে বাজার করিতে আসিতে হয়। উপরোক্ত বাজার ব্যতীত এখানে আরও তিনটী ছোট ছোট বাজার আছে। তন্মধ্যে ছত্রমের নিকটে যে বাজারটী আছে, তাহাতে সপ্তাহে দুইদিন সোমবার এবং শুক্রবার হাট বসে, অর্থাৎ অনেক দূর অঞ্চল হইতে সমস্ত প্রকার দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে এখানে আমদানী হয় এখানে উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ১৷০ সের, মহিষের ঘৃত ১৶০ হইতে ১৷০ পাওয়া যায়। দুগ্ধ (উৎকৃষ্ট) ৴১০ পয়সা সের। এখানকার ওজন কলিকাতা অপেক্ষা ১৫ তোলা অধিক বাজারের অন্যান্য তরি তরকারি ও শাক শব্জী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কলিকাতা অপেক্ষা সিকি মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু আলু।০ আনা সেরের নিম্নে পাওয়া যায় না। ভাল চাউল,উৎকৃষ্ট অড়হর কিম্বা মুগের ডাউল, সরিসার তৈল প্রভৃতি মোটেই পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর উপযোগী উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি এখানে বড় একটা পাওয়া যায় না। এখানে হালুয়ার ন্যায় এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা একদিন আমরা খাইয়াছিলাম, উহা দেখিতে আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট হালুয়ার ন্যায়, কিন্তু খাইয়া দেখিলাম, উহাতে চিনির পরিবর্ত্তে লবণ দেওয়া হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে লঙ্কার টুকরা লক্ষিত হইতেছে। আমরা ত খাইয়া অবাক্! রাস্তার দুই পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রীর দোকান সর্ব্বদাই খোলা পাইতেছে। এই সহরের ভিতর দিয়া যাইতে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দুইটী বহু পুরাতন মন্দির আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, উহা দেখিলেই বোধ হয় যে, শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। এখানকার বাটিগুলি অধিকাংশই একতলা এবং তাহার ছাদ খোলার দ্বারা প্রস্তুত কিন্তু উহা আমাদের দেশের খোলার ঘরের ন্যায় নহে। খুব মজবুত এবং দেখিতেও সুন্দর। প্রথমে ২।৪ তবক খোলা সাজাইয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ইটকের প্রাচীর দিয়া এমনি সুরক্ষিত ভাবে প্রস্তুত যে, উহা ১০০ শত বর্ষ মধ্যে মেরামত না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না এবং আমাদের দেশের কোটা বাড়ি অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী এবং দেখিতেও বেশ সুন্দর। এখানে ২।৪টী উকীল এবং ব্যারিষ্টারের দোতলা বাটি দেখিলাম, এগুলি দেখিতে অনেকাংশেই কলিকাতার ন্যায়, কিন্তু উহার জানালা ও দরজাগুলি বড়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইল। তাহা ছাড়া সম্প্রতি এখানে ৩।৪ খানি দ্বিতল এবং ত্রিতল নূতন বাটি প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের, উহার ছাত বারাণ্ডা জানালা কপাট প্রভৃতি সমস্তই কলিকাতার ন্যায় লক্ষিত হইল।

এখানে আর একটী নূতন প্রথা প্রচলিত দেখিলাম। প্রত্যেক গৃহস্থ প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাহাদের বাটির দরজার ঠিক সম্মুখে খড়ি দিয়া নানারূপ চিত্র বিচিত্র আঁকিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই মতের পক্ষপাতী। এমন কি, দোকানদারেরা পর্য্যন্ত এই মতাবলম্বী দেখা গেল।

এখানে বিবাহের একটী নূতন প্রথা দেখিলাম। বিবাহের ৮ দিন পূর্ব্বে কনের বাটির স্ত্রীলোকগণ প্রত্যহ নৃত্য গীত বাদ্য করিতে করিতে তাহাদের আত্মীয় স্বজনের বাটি যাইবে এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া ভোজনাদি করাইয়া তৃপ্তি করিবে। বিবাহের দিন বর কনের বাটি বিবাহ করিতে যাইবে না, কন্যাকে সেইরূপ গীত বাদ্য করিতে করিতে বরের বাটি আসিতে হয় এবং সেই খানেই বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। এখানে সধবা স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা দেয় না; কিন্তু বিধবারা অর্থাৎ যাহাদের স্বামী মরিয়া গিয়াছে, তাহারা ঘোমটা না দিলে সমাজচ্যুত হয়।

এখানে লোক মরিয়া গেলে রোদনের কোলাহল উঠে না; বরঞ্চ মৃতের আত্মীয় স্বজন মহা আনন্দ সহকারে একখানি বাঁশের খাট প্রস্তুত করে এবং তাহা নানাবিধ পুষ্প এবং বৃক্ষ পত্রদ্বারা সজ্জিত করিয়া তাহার চারি কোনে পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন ও কদলী বৃক্ষ বন্ধন করিয়া মৃত দেহটিকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ললাটে চন্দন চর্চ্চিত এবং নাসিকায় তিলক কাটিয়া রাশি রাশি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া সেই খাটের উপর শয়ন করাইয়া দেয় এবং চারিজন লোকে উহা স্কন্ধে করিয়া নানাবিধ বাদ্য ভাণ্ড সমভিব্যাহারে প্রায় ৫০ জন লোক নৃত্য গীত করিতে করিতে মহা সমারোহে শ্মশান ক্ষেত্রে যাত্রা করে। এখানে মৃত্যু হইলে কোন প্রকার শোক চিহ্ন দেখা যায় না, ইহারা বলে যে, মানুষ যেখান হইতে আসিয়াছিল, অদ্য সেইখানে চলিয়া গেল, তাহার জন্য আবার দুঃখ কিসের? যাহা হউক, এ প্রথাটী মন্দ নয়।

আমরা এক সপ্তাহ হইল, এখানে আসিয়াছি এবং এখানকার সমস্ত চাল চলন দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিয়াছি। যাহা হউক, কল্য ভোরে আমরা ডলফিন্ নোজে বেড়াইতে যাইব স্থির করিলাম।

ডলফিন্ নোজ।

পরদিবস উষাকালে আমরা গাত্রোত্থান করিয়া বরাবর বাসা হইতে বাজারের পার্শ্ব দিয়া সমুদ্র উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও পশ্চিম গগণে চাঁদ হাসিতেছিল, তখনও নক্ষত্ররাজি আকাশের কোলে যেন অর্দ্ধ নিমিলিত নয়নে চাহিয়াছিল, চারিদিক্ একেবারে নিস্তব্ধ, কোন সাড়া শব্দ নাই। ক্রমশঃ সাগর কল্লোল আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর কচিৎ দুই একটী পক্ষী তাহাদের কুলায় হইতে বহির্গত হইয়া আমাদের মস্তকের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। ঠিক এই সময় আমরা জলের নিকট আসিয়া নাবিককে আমাদের পার হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। নাবিক তখন নিদ্রা যাইতেছিল, আমাদিগকে দেখিয়া তাহাদের ভাষায় কি বলিল, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহার গলার স্বরই আমাদিগকে বেশ বুঝাইয়া দিল যে, সে বড়ই বিরক্ত হইয়াছে এবং এখন যাইতে রাজী নয়। আমরা অগত্যা কি করি, ঐ সাগরকূলেই একটু বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঐ স্থানে কয়েকজন নুলিয়াকে দেখিতে পাইলাম, ইহারা এদেশীয় ধিবর জাতি, প্রাতঃকালে সমুদ্রে মৎস্য ধরিতে যাইবে তাহারই বন্দোবস্ত করিতেছে। এই বার বেশ আলো দেখা দিয়াছে এবং আবার আমরা সেই নাবিকের নিকট যাইয়া একেবারে তাহার নৌকায় উঠিয়া বসিলাম। নাবিক তখন দেখিল যে, বাবুরা "নাছোড়বান্দা" অগত্যা নাবিক আর কিছু না বলিয়া তাহার দাঁড় ধরিয়া বসিল। পাঁচ মিনিট মধ্যেই আমাদিগকে সেই পাহাড়ের তলদেশে নামাইয়া দিল। আমরা দেখি তথায় কেবল বড় বড় প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহারই পার্শ্বে

দিয়া পাহাড় জঙ্গল উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপ উঠিতে উঠিতে কতকগুলি সিঁড়ির মত দেখিতে পাইলাম। আমরা সেই সিঁড়ি দিয়া বরাবর উপরে উঠিতে লাগিলাম। চারিদিকে কেবল জঙ্গলও কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ সকল মধ্যে মধ্যে গাত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ মাইল উপরে উঠিয়া আমরা একটী মন্দির দেখিতে পাইলাম,প্রথমে ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তথায় বেশ একটী শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে জন মানবের সমাগম নাই। যাহা হউক,আমরা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম। এইবারে আমরা একেবারে উপরে উঠিয়াছি এবং চারিদিকে বিস্তর তাল এবং নারিকেল বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইতেছি। উপর হইতে সমুদ্রের দৃশ্য বড়ই রমণীয়। সাগররাজ যেন সমস্ত রাত্রি কঠিন পরিশ্রম করিয়া একখানি ফিরোজা রংয়ের অঙ্গরাখা গায়ে দিয়া একটু শয়ন করিয়া তাঁহার শ্রম অপনোদন করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে এক একবার আকাশের দিকে চাহিতেছেন। এদিকে সমুদ্রের পূর্ব্ব কোণ হইতে দিনমণি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ক্রমশঃ মাথা তুলিতেছেন, ঠিক যেন সাগরজল হইতে একখানি প্রকাণ্ড লোহিত বর্ণের থাল জল হইতে উপরে উঠিতেছে। বাস্তবিক কি অপরূপ দৃশ্য, কি অপূর্ব্ব শোভা, কি অলৌকিক ব্যাপার! আমরা এই অতুলনীয় শোভা নির্ণিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, আর সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে কোটী কোটী ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। আমরা এইবার পাহাড়ের উপরিভাগে বেড়াইতে লাগিলাম এবং তাহার কেন্দ্রস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলাম, একটী প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে। শুনা গেল, ইহাও নাকি মহারাষ্ট্র নরপতিদিগের কীর্ত্তি।

এই পাহাড়টী প্রায় তিন মাইল লম্বা এবং এক মাইল প্রস্থ। উপরে উঠিতেও এক মাইল পথ। ইহার তিন দিকে জল। কেবল পশ্চাৎ দিকে নামিবার একটী রাস্তা আছে। শুনা গেল এই পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে ভল্লুক ও বন্য বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়,তাহা ছাড়া সর্পভয়ও নিতান্ত অল্প নহে।

আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছি মাত্র, এমন সময় দেখিলাম, একটী গুহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সর্প মুখ বাড়াইয়া রহিয়াছে। উহা প্রায় ৪ ইঞ্চি মোটা, আর লম্বা যে কত তাহা অনুমান করিতে পারা গেল না। কারণ গর্ত্ত হইতে ২|৩ হাত মাত্র বাহিরে ছিল। আমাদের পদ শব্দ পাইয়া সর্পটী ধীরে ধীরে গুহা মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা বরাবর প্রায় ৩ মাইল চলিয়া আসিয়াছি, এবার আমরা সেই সিঁড়ি দিয়া না নামিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চড়াই ও তরাই করিতে করিতে একেবারে নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য,তখন পাহাড়ের উপর তপন দেবের কিরণ বেশ দেখা দিয়াছিল; কিন্তু সে কিরণ এখনও এখানে পৌঁছায় নাই। আমরা নিম্নে আসিয়া বেশ একটী সুন্দর বাগান দেখিতে পাইলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইহার মধ্যস্থলে একটী সুন্দর পুষ্করিণী। তাহার চতুর্দ্দিকে কেবল তাল, নারিকেল এবং কদলী বৃক্ষে পরিপূর্ণ। আর মধ্যে মধ্যে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানা রঙের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া এক একটী কুঞ্জবনের সৃষ্টি করিয়াছে। সরোবরের জলে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, হংসগণ জলকেলী করিতেছে। এদৃশ্য আরও মনোহর, আরও সুন্দর,আরও নয়নরঞ্জক, আরও হৃদয়গ্রাহী। পাঠক মহাশয়, বড়ই ক্ষোভের বিষয়, আমি যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে আজ এই সৌন্দর্য্যের প্রকৃত বর্ণনা করিয়া আপনারও মনোরঞ্জন করিতাম, আর আমিও কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। যাহা হউক, পণ্ডিতেরা অনেক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন "মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" অর্থাৎ মধু না পাইলে অনেক সময় গুড় দিয়া কার্য্য সারিতে হয়; কি করিব, আপনাকেও সেই মতাবলম্বী হইতে হইবে। আমরা সেই সরোবরে নামিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলপান করিলাম। জলটী যেমনি শীতল তেমনি সুমিষ্ট। কি আশ্চর্য্য! ইহার পার্শ্বেই সমুদ্রের জল একেবারে লবণাক্ত, মুখ দিবার যো নাই, আর ইহার জল এত সুমিষ্ট! আমরা একটু জল খাইয়া স্নিগ্ধ হইয়া এই সরোবরের তটে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, অতঃপর বেলা হইয়াছে, দেখিয়া ঘাটের নিকট আসিয়া পার হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

এখানে এই কয়দিন অবস্থান করিয়া এখানকার কয়েকটী মাত্র তেলিগু কথা শিক্ষা করিয়াছি, তাহাই পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থে এস্থলে প্রকাশ করিলাম :—

বাঙ্গালা।	তেলিগু।
দুগ্ধ	পালু।
দধি	পেরিগু
ঘৃত	নেইয়া
রম্ভা	এরাটি পাণ্ডু
লবণ	অপু।
জল	নীলু।
আলু	বাঙ্গালী দুম্পা।
এক পয়সা... ...	কানি।
দুই পয়সা	ডাব্বু।
তিন পয়সা ...	কানি মুড্ডী।
দুই আনা	এন্তামুলু।
তিন আনা... ...	মুড্ডা আনা।
গাড়ি	ব্যাণ্ডি।
দাঁড়াও	উণ্ডু।
ইহার মূল্য কত ...	এন্তায়ু।

স্বায়ত্তশাসন। *

দেড় শতাধিক বৎসর হইল, ইংরেজ হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালে ভারতবর্ষের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে আর যুদ্ধবিগ্রহ নাই, সুতরাং লোকের অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হইতেছে। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস লোকের প্রাণে নূতন আশা ও নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে। একই গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করাতে জনসাধারণের মনে একই লক্ষ্য জাগিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে সকলকে আপনার বলিয়া মনে হইতেছে। ইংরেজ শাসনের ফলে সর্ব্বত্র স্বাধীনতা স্পৃহা বর্দ্ধিত হইতেছে। শিক্ষিত ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন না পাইলে আর তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছেন না। প্রত্যেক দেশ আপনার লোকের দ্বারা শাসিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সার হেনরী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান বলিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট যত ভাল হউক না কেন, স্বায়ত্তশাসনের তুল্য কিছুই নয়।" ঠিক কথা ইংরেজ শাসনের দ্বারা এদেশের অনেক উপকার হইয়াছে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসন লাভ হইলে এদেশের আরও ভাল হইবে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সদস্য মিঃ পি, সি, লায়ন বলিয়াছেন, "আমরা জানি, প্রত্যেক দেশের লোকের স্বদেশ শাসন করিবার অনপনেয় অধিকার আছে। ইংরেজেরা তাঁহাদের জন্ম হইতেই ইহা শিক্ষা করেন এবং উপলব্ধি করেন। ইহাই তাঁহাদের রাজনীতি, স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা এই রাজনীতিই পালন করিতেছেন।"

সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ জাতীয় মহাসমিতির অভিভাষণে কোন ইংরেজের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। "প্রত্যেক ইংরেজের দৃঢ়মত এই, যদি স্বর্গীয় দূত আসিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, তবু তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাঁহার হস্তে কখনও সমর্পণ করিবেন না। যদি এই ক্ষমতা তিনি পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি আর ইংরেজ নামের যোগ্য থাকিবেন না, তবে তিনি ইংলণ্ডের ক্ষেত্র ও বৃক্ষের দিকে আর সাহস করিয়া তাকাইতে পারিবেন না। আইনের মূল্য বেশী কিছু নয়। সকল যুগেই এমন স্বেচ্ছাচারী অথচ দয়ালু রাজা ও বিজ্ঞ ব্যবস্থাপ্রণেতৃগণ ছিলেন, যাঁহারা প্রজার বৈভব, এমন কি সুখ ও সন্তোষ বৃদ্ধি করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা প্রজার অন্তর্নিহিত নৈতিক ও মানসিক শক্তি উদ্দীপিত, চরিত্র সুদৃঢ় ও বুদ্ধি প্রসারিত হয় নাই। আত্মোন্নতি, আত্মপ্রতীতি ও আত্মোদ্ধারের লেশমাত্র ক্ষীণ উত্তেজনায় জাতীয় ভবিষ্যৎ উন্নতির, যে আশা নিহিত আছে, এরিষ্টোটলের মনঃকল্পিত কোন ব্যবস্থাশাস্ত্রে তাহা নাই।" আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি লিঙ্কলন বলিয়াছিলেন, "লোকের দ্বারা লোক হিতার্থ লোক শাসন" তাহাই প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন। সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলিয়াছেন, "তদ্রূপ স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত হওয়াই ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা।"

আমাদের আত্মসম্মানবোধ জাগিয়াছে। স্বায়ত্তশাসন লাভ না করাতে ভারতবাসী প্রতি পদে আত্মসম্মানে আঘাত অনুভব করিতেছে। তাই জাতীয় মহাসমিতি স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ব্রিটিস সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত দেশসমূহে যেরূপ শাসন প্রণালী প্রচলিত তদ্রূপ শাসন প্রণালী প্রাপ্ত হওয়া এবং ঐ সকল দেশের সহিত সমান ভাবে সাম্রাজ্যের সকল প্রকার ক্ষমতা ও দায়ের অংশী হওয়া জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর অবিচলিত সংস্কার সাধন, জাতীয় একতা সংবর্দ্ধন ও সাধারণ হিতসাধন স্পৃহা উদ্দীপন এবং দেশের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও কৃষি-শিল্প সম্বন্ধীয় সংস্থানের প্রসার দ্বারা বৈধ উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হইবে।

বিগত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। সেই অধিবেশনে এই প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আরও অধিকতর ও বাস্তবিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। শাসন কার্য্যের উপর ভারতবাসীর কর্তৃত্ব লাভের জন্য শাসন প্রণালী সংস্কৃত ও উদার করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতি এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে,

(১) ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য এবং আয় ব্যয় সম্বন্ধে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

(২) ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া উহাকে প্রকৃতপক্ষে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় করা ও শাসনকর্ত্তাদের উপর উহার প্রকৃত কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত।

(৩) গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কার্য্য নির্ব্বাহক একজিকিউটিভ কাউন্সিল সমূহ পুনর্গঠন করা ও যে প্রদেশে ঐরূপ কাউন্সিল নাই, তথায় উহা গঠন করা বিধেয়।

(৪) ভারত-সচিবের কাউন্সিল উঠাইয়া দেওয়া বা সংস্কৃত করা উচিত।

* ৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতসভা হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু এম, এ, বি, এল, কর্তৃক প্রকাশিত। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

(৫) যে সকল প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা নাই, তথায় উহার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

(৬) ভারত-সচিব ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত।

(৭) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসারতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

জাতীয় মহাসমিতি শাসন সংস্কার সম্বন্ধে উপরি উক্ত বিষয় সকল জনসাধারণকে বুঝাইবার এবং কি প্রকার শাসন সংস্কার করা উচিত তাহা নির্দ্ধারণ কবিবার ভার ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির উপর অর্পণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় লোকের বাস। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা বেশী। হিন্দু ও মুসলমান এক প্রাণ হইয়া শাসন প্রণালী নির্দ্ধারণ না করিলে, তৎপ্রতি কেহ কর্ণপাত করিবে না। তাই মহাসমিতি মসলেম লীগের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন শাসন প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বহুকালের পর ভারতবাসীর নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে। ভারতবাসী আপনাকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের শক্তি সামর্থ তাহারা বুঝিতে পারিতেছে। সুতরাং তাঁহারা স্বদেশ শাসনের অধিকার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

ভারতবাসী আর কালবিলম্ব না করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাইতে চান। তাঁহারা এই চান যে

(১) জেলা বোর্ড, লোকেল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির সমস্ত সভ্য করদাতৃগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সভা মনোনয়ন প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত না করিলে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট এই আশা পূর্ণ না করেন, তবে দুই একজনের বেশী সভ্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন না, এইরূপ নিয়ম করা উচিত।

(২) জেলাবোর্ড প্রভৃতির সভাপতি সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন; গবর্ণমেণ্টের হস্তে সভাপতি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা থাকা উচিত নয়।

(৩) জেলাবোর্ড প্রভৃতির কার্য্যের উপর গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হ্রাস করা কর্ত্তব্য। উহাদিগকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিতে হইবে।

(৪) সমস্ত দেশে গ্রাম্য সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। উহার সভ্যনির্ব্বাচন অধিকার গ্রামবাসীদেরই থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট সভ্য নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। গ্রামের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ভার সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়া কার্য্য সুনির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট অর্থপ্রদান করিতে হইবে।

(৫) বঙ্গের সমস্ত জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির কার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার জন্য এক গবর্ণমেণ্ট বোর্ড থাকিবে। তাহার অধিকাংশ সভ্য বে-সরকারী হইবেন।

(৬) দেশের শ্রেষ্ঠ লোক সমূহ জেলাবোর্ড সমূহের সভ্য হইতে চেষ্টা করিবেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কার্য্য ধর্ম্ম কর্ম্ম মনে করিয়া সম্পাদন করিবেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বেসরকারী লোকদিগকে মিউনিসিপালিটির সভাপতি পদে নিয়োগ করার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন; যে সকল মিউনিসিপালিটির সভ্য এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন, সেই সকল মিউনিসিপালিটিতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করার সম্বন্ধে মত জানিতে চাহিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে এইজন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের অনুরোধ এই মিউনিসিপাল কার্য্য যেমন এদেশের লোকের হস্তে সমর্পণ করার প্রস্তাব হইয়াছে, জেলাবোর্ডের কার্য্যভারও এইরূপ এদেশের লোকের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে।

গ্লাডষ্টোন অতি অমূল্য কথা বলিয়াছেন :—"স্বাধীন সভা সমিতি সমূহই মানুষকে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য করে। যদি মানুষকে স্বাধীনভাবে সভা সমিতি করিতে না দেও, তবে স্বায়ত্তশাসন শিক্ষার যে প্রধান বিদ্যালয়, তাহাই কাড়িয়া লওয়া হইবে।"

আমরা তাই বলিতেছি, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপালিটি ও গ্রাম্য সমিতিতে জন সাধারণকে যদি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে না দেওয়া হয়, তবে ভারতবাসী আর কোথায় আপনাদের স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবে? অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাদিগকে জেলাবোর্ড প্রভৃতি কার্য্য স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে দিতে হইবে।

আমরা জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির কার্য্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারিব না। আমরা বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করিতে চাই, অর্থাৎ রাজপুরুষ দ্বারা নয় কিন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা প্রদেশসমূহ শাসিত হউক, ইহাই দেখিতে চাই।

স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিন্তু আয় ব্যয়ের উপর যদি কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তবে সে স্বায়ত্তশাসন বৃথা। সার জেম্‌স্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড এক সময়ে ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতের রাজস্বের মালীক ইহোরাই, ভারত গবর্ণমেণ্ট।" আমরা বলি, ভারতের রাজস্বের প্রকৃত মালীক ভারতবাসী; ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য তাহা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে। এখন, সেই সময় আসিয়াছে, যখন ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে ... সেই টাকা স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে

প্রদান করা কর্ত্তব্য। ভারত গবর্ণমেণ্ট রেল-ওয়ে, পোষ্টআফিস, টেলিগ্রাফ, আফিং, লবণ, আমদানি রপ্তানি শুল্কের আয় দ্বারা নিজের কার্য্য নির্ব্বাহ করুন, প্রাদেশিক রাজস্ব প্রদেশের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হউক। যদি ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাব হয়, তবে প্রদেশ সমূহ সে অভাব মোচনের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন।

আমরা ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সভ্য সংখ্যা বেশী করিতে চাই। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সভ্য সংখ্যা সরকারী সভ্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী বটে কিন্তু বে-সরকারী কতকগুলি সভ্য জন সাধারণের প্রতিনিধি নহে, তাঁহারা কার্য্যতঃ গবর্ণমেণ্টেরই অনুগত। আমরা এই চাই যে, ব্যবস্থাপক সভায় জন সাধারণের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী করা হউক।

আমরা চাই, ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্ট কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য হইবেন।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাদেশিক ও ভারতগবর্ণমেণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহক কাউন্সিলে এক এক জন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারি নাই। আমরা কার্য্য নির্ব্বাহক কাউন্সিলের অন্যূন অর্দ্ধাংশ মেম্বারের পদে আমাদের দেশীয় লোককে নিযুক্ত করিতে চাই।

কার্য্য নির্ব্বাহক কাউন্সিলের দেশীয় মেম্বারদের নিয়োগের ভার আমরা গবর্ণমেণ্টের উপর রাখিতে চাই না, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রজাপ্রতিনিধি বেসরকারী সভ্যগণ যাহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন, তাহারাই মেম্বার হইবেন, এইরূপ নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে নানা বিষয়ে স্বাধীন না করিলে স্বায়ত্তশাসন যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারিবে না, সেইরূপ ভারত গবর্ণমেণ্টকে ভারত সচিবের কাউন্সিলের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে ভারতগবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মতানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন না।

ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপনিবেশ সমূহ শাসনের জন্য ইংলণ্ডে কোন কাউন্সিলের প্রয়োজন হয় নাই, উপনিবেশ মন্ত্রী সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য ভারত সচিব ও তাঁহার সদস্যদেরও কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে এক জনের স্থলে দশকর্ত্তা হইয়াছেন এবং প্রত্যেক কর্ত্তার জন্য বৎসরে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। ভারত সচিবকে বৎসরে ৭৫ হাজার টাকা বেতন স্বরূপ প্রদান করি, কিন্তু তাঁহার সদস্যের বেতন ও কাউন্সিলের অপরাপর ব্যয়ের জন্য ৪১,৮৩,৫০০ টাকা দিতে হয়। এইরূপে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা বৃথা নষ্ট হইতেছে। অতএব ভারত সচিবের কাউন্সিল উঠাইয়া দিবার জন্য প্রবল আন্দোলন করিতে হইবে।

ভারতের মত বৃহৎ দেশ জগতে অল্পই আছে। ইহার সভ্যতা, ইহার বিদ্যা, যেমন প্রাচীন, জগতের আর কোথাও তেমন নাই। এই দেশ হীন হইয়া থাকিবে, বিধাতার এরূপ ইচ্ছা নাই—বিধাতার ইচ্ছায় এদেশে নবশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, আপনাকে আহুতি দিয়া জন্মভূমির কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। এই শুভ সময়ে ভারতের ৩১ কোটি নরনারীর একাগ্রতা সম্মিলিত হইলে নবযুগের আবির্ভাব হইবে।

ভারতের নবজীবনের উপর সমস্ত সাম্রাজ্যের জীবন নির্ভর করিতেছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ আস্কিথ বলিয়াছেন, "ব্রিটিস সাম্রাজ্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের কৃত্রিম ও বাহ্য প্রাধান্যের উপর নয়, কিন্তু তুল্য অধিকার সম্পন্ন স্বাধীন জাতি সমূহের ঐকান্তিক প্রীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।" ব্রিটিস সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের মত শ্রেষ্ঠ দেশ আর নাই। এই দেশকে হীন করিয়া রাখিলে ব্রিটিস সাম্রাজ্যের কখনও কল্যাণ হইবে না।

লর্ড হার্ডিং ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ কালে গত ২৭এ মার্চ্চ তারিখে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বলিয়াছেন, "আমি দেখিয়াছি, বিগত কয়েক মাস এদেশের সভা ও সংবাদপত্রে ভারতে স্বায়ত্তশাসন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও হোমরুলের উল্লেখ করা হইয়াছে। যে অবস্থায় কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে, বক্তা ও লেখকগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইঁহারা যদি উপনিবেশ সমূহে গমন করিয়া তথাকার অবস্থা দেখিয়া আসিতেন, তবে ভাল হইত। উপনিবেশ সমূহের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, রাজপুরুষদের লেখনীর আঁচড়ে তথায় স্বায়ত্তশাসনের বিকাশ হয় নাই, কিন্তু দৃঢ় ও অক্লান্ত বিবর্ত্তন তথাকার সমস্ত শ্রেণীর লোককে ক্রমশঃ একতাসূত্রে আবদ্ধ এবং উন্নততর অধিকার লাভের যোগ্য করিয়াছে। স্বায়ত্তশাসন লাভ যে ভারতবাসীর লক্ষ্য হইয়াছে, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার নিন্দা করিতেছি না। ইহা অত্যন্ত বৈধ আকাঙ্ক্ষা এবং সমস্ত বিজ্ঞলোক ইহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কেবল আদর্শ স্থির করিলে কোন ফল হইবে না, কিন্তু এদেশের বর্ত্তমান সমাজ, রাজনীতি ও অবস্থা সমুদ্ভূত প্রশ্নের কার্য্যতঃ মীমাংসা ও রাজনীতি সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তনের আশু সম্ভাবনা, তাহা স্থির করাই প্রয়োজন। প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা ও যথাসাধ্য তাহা আয়ত্ত করাই

শ্রেষ্ঠ কার্য্য। চিন্তাহীন ভাবে অতিমাত্র আশা উৎপাদন ও অপূরণীয় দাবী করিতে উৎসাহিত করিলে রাজনীতিক উন্নতি লাভে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। আমি জানি অনেক বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ভারতবাসীর মতও তাই। নিরাশার সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে আমি সরলভাবে মনের কথা প্রকাশ করিতেছি না, ভারতের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত অভিলাষ যাহাতে শীঘ্র পূরণ হয়, আমার ন্যায় আর কেহই তজ্জন্ত তেমন ব্যাকুল নহে। অকালে কোন অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইলে তাহার যে প্রতিক্রিয়া হয়, সেই বিপদ এড়াইতে আমি ইচ্ছা করি।”

দেশের যে অবস্থা হইলে স্বায়ত্ত শাসন সম্ভব, আমরা সেই অবস্থা আনয়ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে একই আশায় উদ্দীপিত করিব, সকলের প্রাণে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিব; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলকে প্রীতি সূত্রে গ্রথিত করিব; জননী জন্মভূমির কল্যাণ সাধনের জন্ম সকল নরনারী একপ্রাণ হইয়া অজ্ঞানতা ও দরিদ্রতা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইব। ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ভারতবাসী ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ভার বহন করিবে ও ব্রিটিস সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিকার পাইবে, ইহাই আমাদের লক্ষ্য।

আঘাত না করিলে দ্বার উদঘাটিত হয় না, বিনা শ্রমে শস্য জন্মে না। এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া এক দিকে বিদ্যা দান, স্বাস্থ্য লাভের জন্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, অপর দিকে স্বদেশের শাসনভার নিজ হস্তে পাইবার জন্ম দৃঢ়সঙ্কল্প হই।

আমাদের চেষ্টার ফলে অনেক কার্য্য হইয়াছে। ভারতের অল্প সংখ্যক শিক্ষিত লোকের চেষ্টার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, জুরীর বিচার রহিতের হুকুম রদ হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, জনসাধারণের নির্ব্বাচিত লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, সভ্যদের অধিকার প্রসারিত হইয়াছে। তাঁহাদের চেষ্টায় অনেক প্রদেশে মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের মন্ত্রিসভায় এক একজন ভারতবাসী মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভায় এক জন ও ভারত সচিবের মন্ত্রি সভায় দুই জন ভারতবাসীকে সদস্য পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কতিপয় শিক্ষিত লোকের চেষ্টায় অশেষ অনিষ্টকর বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হইয়াছে; গবর্ণমেণ্ট পবলিক ওয়ার্কসেসের আয় জেলা বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; মিউনিসিপালিটিতে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন; আসামে ও সমুদ্র পারে ভারতীয় কুলি প্রেরণের নিয়ম রহিত করার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে।

অল্প লোকের চেষ্টায় অসাধারণ ফল হইয়াছে। নগর ও পল্লীবাসী ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত শ্রেণীর লোক যদি জন্মভূমির কল্যাণ সাধন ব্রত গ্রহণ করেন, তবে আমরা এতকাল যাহা পাই নাই, তাহাও প্রাপ্ত হইব। স্বদেশের শাসনভার আমরা লাভ করিব, এই মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্ম যুবক বৃদ্ধ সকলে একপ্রাণ হই।

Home Industries
সহজ গার্হস্থ্য শিল্প।

—:০:—

থান কাপড়ে ছাপার পাড় প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমত থান কাপড় খানাকে জলে কাচিয়া সাফসুফ করিয়া লইয়া একবার ইস্ত্রি করিয়া লইতে হইবে। ছাপার ছাঁচ কেহ কেহ কাঠেরও করেন, অথবা টীনের বা দস্তার পাতের উপর যাহারা ষ্টেনসিল প্লেটের কাজ করে, তাহাদিগকে দিয়া লতা পাতা ফল ফুল বিশিষ্ট এক ইঞ্চি হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি প্রশস্ত প্লেট করাইয়া লইতে হয়। কেহ কেহ পাড়ের উপর গান কবিতা, নাম ইত্যাদিও দিয়া থাকেন।

তাহার পর একটা মৃত্তিকা পাত্রে গরম বা ঠাণ্ডা জলে মগাই খয়ের খানিকটা দিয়া গলাইয়া লইতে হইবে, এই খয়ের বা জলের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যাহাতে খুব ঘন বা খুব পাতলা না হয়, এখন যদি কাঠের ছাঁচ হয় তাহা হইলে ঐ রঙ্গের ডুবাইয়া এক খানা কাঠের তক্তার উপর ২।৩ পুরু কাপড় দিয়া প্যাডের মত করিয়া তাহার উপর যে কাপড়ের পাড় ছাপিতে হইবে, তাহার পাড়টী টাইট করিয়া সমতল করিয়া বসাইয়া তাহার উপর ছাপ দিতে হইবে। ছাঁচ যদি দস্তা বা টীনের হয়, তাহা হইলে পাড়টীর উপর ছাঁচের প্লেট খানি বসাইয়া তাহার উপর একটী ন্যাকড়ার পুঁটলীকে দ্রবীভূত মগাই খয়ের ডুবাইয়া ঐ প্লেটের কাটা ফাঁক গুলিতে বেশ করিয়া মাখাইতে হইবে যেন সে রং কাপড়ের পাড়ের অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠে। কাপড়ের সমস্ত পাড়টার ছাপ দেওয়া হইলে আস্তে আস্তে কাপড়খানি তুলিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, যেন ছাপা জুবড়াইয়া না যায়।

তাহার পর একটা অন্য পাত্রে বাই কার্ব্বঅফ পটাসকে ঘনভাবে গলাইয়া তাহাতে ছাপা শুষ্ক কাপড়ের কেবল পাড়ের অংশটুকু ডুবাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ শীতল জলে বারম্বার ধৌত করিয়া লইলে পাড় পাকা হইবে। বাই কার্ব্বনেট অফ পটাসের সলুইশন যত ঘন হইবে, পাড়ের রং তত উজ্জ্বল এবং স্থায়ী হইবে। অনেক বেকার যুবক এই উপায়ে

পাড় ছাপার কার্য্য করিলে মাসিক ১০।১৫ টাকার চাকুরী অপেক্ষা অনেক অধিক রোজগার হইবে। অনেক মুসলমান, হিন্দুস্থানী এই কার্য্য করিয়া দিব্য রোজগার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালী বাবুর চাকুরী অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসা প্রিয় নহে। তাই এত অন্নকষ্টের হাহাকার।

পুরাতন কার্পেট বা গালচেতে রং করিবার সহজ উপায়।

পুরাতন কার্পেট বা গালিচা বিবর্ণ হইয়া যাইলে তাহার রং পুনরুদ্ধারের জন্ত কেহ চেষ্টা করেন না। কিন্তু এ কৌশলটা জানা থাকিলে অনেক সময় উপকার হইতে পারে।

চীনের শিরিস অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তরল করিয়া লইয়া একটা শক্ত কড়া ক্রস উক্ত সলুইশনে ডুবাইয়া বিবর্ণ স্থান গুলিতে ঘষিয়া যাও। এইরূপে রং উজ্জ্বল হইবে। যে স্থানে একেবারেই রং উঠিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে শিরিসের সহিত সেই রং মিশ্রিত করিয়া ঐরূপে ক্রস ডুবাইয়া ঘর্ষণ করিলে সেখানটা সুন্দর হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সাইকেলের টায়ার এবং রবার জুড়িবার ও তালি দিবার সিমেণ্ট।

ছোট ছোট রবারের টুকরা	১০০ ভাগ
রজন	৭৫ ভাগ
বিশুদ্ধ চাঁচ গালা	১৫ ভাগ

এই গুলিকে গলাইবার জন্ত যতটুকু আবশুক (Carbon-bi sulphide) কার্ব্বন বাই সলফাইড দিয়া গলাইয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু ইহা অগ্নির উত্তাপে গলিবে কিনা, বিলাতি প্রস্তুত প্রণালীতে তাহা পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ নাই। ইহা উত্তাপে কি এমনি মিশ্রণে গলিবে, তাহা পরীক্ষা করা উচিত। ইহা দ্বারা চামড়ার সহিত চামড়া এবং সকল প্রকার রবার জোড়া লাগিবে। আমাদের বোধ হয়, অগ্নির উত্তাপ না দিলেও গলে, কারণ পরবর্ত্তী প্রক্রিয়াতেও অগ্নির উত্তাপের উল্লেখ নাই।

দ্বিতীয় প্রকার।

কুচুক (Cout-chouc)	৭ ভাগ।
ইণ্ডিয়ান রবর	১ ভাগ।
কার্ব্বন বাই সলফাইড	৩২ ভাগ।

প্রথমে কুচুককে কার্ব্বন বাই সলফাইড দ্বারা গলাইয়া তাহাতে রবারের কুচা গুলি ফেলিয়া দিয়া কিছু দিন রাখিয়া দিলে গলিয়া যাইবে, তথাপি ঐ দ্রবীভূত দ্রব্যটাকে স্পাচুলা, (ডাক্তার খানার যে ছুরিদ্বারা ঔষধাদি মাড়িয়া মিশ্রিত করা হয়) দ্বারা মাড়িয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া একটা কাচের শিশিতে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ ছিপি খোলা থাকিলে কার্ব্বণ বাই সেলফাইড উড়িয়া যায়। গলাইবার সময় অনবরত নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। শিঃ শিঃ

৩য় প্রকার।

রবার বেঞ্জোইনের সহিত অগ্নির উত্তাপ দিলেই গলিয়া যায় এবং চট চটে আটার মত হয়। ইহাদ্বারাও রবারের সহিত রবারের তালি দেওয়া হইয়া থাকে।

কবিরাজী কেশ তৈল।

সুগন্ধী ফুলেল তৈল—১৬ আউন্স, এলক্কানেট রুট বা লাল পাতার শিকড়, রঙের জন্ত, ইহাতেই লাল রং হইবে। তাহার পর ইহাতে অয়েল বার্গামট, অয়েল লেমন, অয়েল লাভেণ্ডার, প্রত্যেকটা ২ ড্রাম দিতে হয়, তাহার পর ৩০ ফোটা চন্দন তৈল ৩০ ফোঁটা অয়েল নিরোলী দিয়া বোতলের মুখ কর্ক বন্ধ করিয়া শীতল স্থানে রাখিয়া দিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে ঝাঁকুরাইয়া দিতে হয়। তাহার পর শিশিতে লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হয়। ইহার সহিত সুপরিস্কৃত রেড়ীর তৈল, টিং কান্থারাইডিস কয়েক ফোটা মিশাই লেই টাক পর্য্যন্ত ভাল হইয়া যায়। এসকল কথা "কাজের লোকে" আরো বহুবার আলোচিত হইয়াছে।

জাপান ও ভারতবর্ষের শিল্প।

—:০:—

"বেঙ্গল একনমিক জরনালে" অধ্যাপক হ্যামিল্টন জাপানের শিল্পোন্নতি-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অধ্যাপক হ্যামিল্টন প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জাপানীরা গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য লাভ করিয়াই শিল্পক্ষেত্রে এমন অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। জাপানের নৈসর্গিক অবস্থা, জাপানীদের জাতীয় চরিত্র সমস্তই শিল্পের অভ্যুন্নতির অনুকূল।

জাপান গবর্ণমেণ্ট আপনার অবস্থা আপনি বিলক্ষণ অবগত বলিয়া অসমসাহসিক পন্থাবলম্বন করিবার সময়ে অতি বিজ্ঞের মত আড়ষ্ট হইয়া পড়েন না। গবর্ণমেণ্ট নূতন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভাগ্য পরীক্ষার জন্ত অকুতোভয়ে অবতরণ করেন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপে নূতন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অতঃপর জনসাধারণের হস্তে উহা অর্পণ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রজা সাধারণ শিল্পে উন্নতি লাভের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করুক। নব-শিল্পের উৎসাহের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট (১) বৃত্তি

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

দান করেন (২) রেলওয়ে অতি সামান্য মাশুল গৃহীত হয়।

গবর্ণমেন্ট বৃত্তিদানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমগ্র রাজ্যের অতি উচ্চ স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

জাপান গবর্ণমেন্ট প্রজাসাধারণকে নূতন ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কিরূপ ভাবে বৃত্তি দান করেন, নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি তাহা প্রকাশ করিবে।—"বোর্ড অব ট্রেড জরনেলে" বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ;—জাপান গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত সর্ত্তে তিনটি বৃত্তি প্রদান করিবেন—

প্রথমবৃত্তি।—৬০লক্ষ ইয়েন। ১ ইয়েন =১॥৶০র কাছাকাছি, মূলধন লইয়া কোন কোম্পানী নূতনভাবে রং তৈয়ারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে বৃত্তির প্রার্থী হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় বৃত্তি।—১২লক্ষ ইয়েন, মূলধন লইয়া কোন কোম্পানী কারবলিক অ্যাসিড ও গ্লিসারিন্ তৈয়ারে প্রবৃত্ত হইলে সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারিবে।

তৃতীয় বৃত্তি।—৫ লক্ষ ইয়েন,মূলধন লইয়া কোন কোম্পানী ঔষধের কারখানা খুলিলে সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিবে।

সরকারী সাহায্যের নিমিত্ত কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রীর নিকট আবেদন পাঠাইবেন। ঔষধের কারখানা খুলিতে হইলে হোম ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীরও অনুমতি লাগিবে। আবেদন করিবার পূর্ব্বে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ অংশীদারদের নিকট হইতে মূলধন আংশিক আদায় করিয়া কোম্পানী রেজিষ্টারী করিয়া লইবেন।

ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, এই ব্যাপার অতি ব্যয়সাধ্য, সুতরাং শিল্পোৎকর্ষের নিমিত্ত জাপান গবর্ণমেন্টকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়। এই অর্থের জন্য প্রজারা করভার বহন করিয়া থাকে।

ভারত গবর্ণমেন্ট এই দেশের শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের দিকে অধুনা মনোযোগী হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু এতদিন এই বিষয়ে ভারতবাসী বিন্দুমাত্র উৎসাহ পায় নাই ; বরং ভারত গবর্ণমেন্ট যে সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিদেশী বণিকদিগেরই সুবিধা হইয়াছে। ল্যাঙ্কেসায়ারের বস্ত্রব্যবসায়ীরা সরকারী অনুকূল ব্যবস্থার বলে ভারতবর্ষের বাজার অধিকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের তাঁতী নিরন্ন হইয়াছে।

জাপান গবর্ণমেন্ট উক্ত রাজ্যের প্রজাসাধারণের শিল্পোন্নতির নিমিত্ত যেরূপ সর্ব্বযত্ন করিতেছেন, ভারত গবর্ণমেন্ট যদি সেইরূপ করেন, তাহা হইলে ভারতবাসী শিল্প ও বাণিজ্য গৌরব লাভের আশায় নূতন করভার বহনেও প্রস্তুত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা জাপানের মত নহে। ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রও জাপানীয় চরিত্রের মত বলিষ্ঠ নহে ; হইতেও পারেন না। শাসনপদ্ধতির উপর প্রজাসাধারণের চরিত্র অনেকাংশে নির্ভর করে। বর্ত্তমানে ভারতবাসী যেমনভাবে শাসিত হইতেছে, তাহাতে মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণরাজির বিকাশ অসম্ভব, জাপানীরা স্বাধীন। ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিলেই তাহার শক্তির বিকাশ হইবে। শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন লাভ একান্ত আবশ্যক।

জাপানের শিক্ষা।

জাপান শিল্প ও বাণিজ্যে অতি অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে জাপান এক্ষণে এমন স্থান লাভ করিয়াছে যে, তাহার অবস্থা সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সহিত তাহার ব্যবসায় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে।

বস্ত্র শিল্পে জাপান অতি ক্ষিপ্রবেগে উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯১৪ সালে জাপান বিদেশ হইতে যত টাকার তুলা আমদানী করিয়াছে,১৯১৫ সালে তদপেক্ষা প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের তুলা খরিদ করিয়াছে। ১৯১৫ সালে জাপানে ২৮ লক্ষ তাঁতে বস্ত্র বয়ন চলিয়াছে, বর্ত্তমান বর্ষে তাঁতের সংখ্যা ৩ লক্ষ বৃদ্ধি পাইবার কথা। গত জানুয়ারী জাপানী ভাইস কনসল যে হিসাব ট্রেড-বোর্ডে দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, জাপান প্রত্যেক মাসে গড়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার বস্তা কাপড় প্রস্তুত করে। অচিরে এই সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৫ হাজারে উঠিবে। ইহার মধ্যে ৩০ হইতে ২০ হাজার বস্তা স্বদেশে কাটতি হয়।

জাপান গেঞ্জি প্রভৃতির ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের নিমিত্ত এই ব্যবসায়ে জাপান ভারতবর্ষ ও চীনের বাজার দখল করিয়া বসিবে বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

জাপান তো এইরূপভাবে আপনার ব্যবসায় সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষভাবে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। এই উন্নতিশীল জাতির নিকটে আমাদের কি শিখিবার আছে ?

অন্য ব্যবসায়ের কথা তুলিব না, একমাত্র বস্ত্র শিল্পের কথাই ধরা যাউক। ভারতবর্ষের কি বস্ত্র শিল্পের নিমিত্ত বিদেশীর মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত ? স্বগৃহের তুলা দিয়া ভারতবর্ষ আপনার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াও লজ্জা নিবারণ করিতে পারিবে না ? জাপান ভারতবর্ষের বাজার অধিকার করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিবে, এদিকে স্বদেশীয়

মিলগুলি উপযুক্ত লাহায্য ও পরিচালনার অভাবে মরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছে।

জাপানী গবর্ণমেণ্টের ন্যায় ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রযত্নে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধনে উৎসাহী হউন, নতুবা এদেশের কল্যাণ নাই।

সজ্জিঃ।

ব্যবসায়ীর কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন।

—:০:—

১। সত্যবাদী হইবে, যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা সতত পালন করিবে। কখনও কথার অন্যথা হইলে লোকে তোমাকে বিশ্বাস করিবে না।

২। কোন কাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া করা উচিত নহে।

৩। প্রত্যেক দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবে। অল্প মূল্যের দ্রব্যাদির যত্ন করিবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

৪। যে কাজ নিজে করিতে সক্ষম, তাহার জন্য অপরকে নিযুক্ত করা উচিত নহে।

৫। যখনকার যে কাজ, সেই কাজ তখনই করা উচিত। সমর্থ পক্ষে কাজ ফেলিয়া রাখা উচিত নহে।

৬। ব্যবসায়ের গুপ্তভাব (Trade secret) সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। নিজের মতলব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

৭। কার্য্যতৎপরতা আবশ্যক। গ্রাহকগণকে অকারণ অপেক্ষা করান উচিৎ নহে। মফস্বলের গ্রাহকদের কার্য্য যথাসম্ভব অবিলম্বে শেষ করা উচিত।

৮। ব্যবসায়ে সততার বিশেষ প্রয়োজন। সততাই দোকানের সুনাম বা credit এবং "credit is money." এই সুনাম যাহাতে বজায় থাকে, তাহাই সব সময় করা উচিৎ।

৯। ধারে বিক্রয় করিবে না। একান্তই যদি ধার দিতে হয়, তাহা হইলে সাবধানে এরূপ স্থানে ধার দিবে, যথা হইতে শীঘ্র আদায় হইবে। বেশী লাভের আশায় বেশী দিনের জন্য ধারে দিবে না।

১০। ব্যবসায়ীর ক্রোধহীনতা, অহঙ্কার শূন্যতা এবং compromising spirit হওয়া আবশ্যক।

১১। ব্যবসায়ীর মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক, তবে বেহিসাবী মিতব্যয়ীতা করা উচিত নহে। ইংরাজীতে যাহাকে Peny wise বলে সেরূপ হওয়া উচিত নহে।

১২। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর শৃঙ্খলা শিক্ষা করা উচিত।

১৩। সংক্ষেপে সুস্পষ্ট ভাষায় খরিদ্দারকে বুঝাইয়া দিবে। বক্তৃতা বা বৃথা ব্যাক্যাড়ম্বর করিবে না।

১৪। প্রত্যেক পত্র, চালান প্রভৃতি যাহা পাঠান হয়, তাহার নকল রাখা উচিৎ এবং যে সব পত্র, চালান প্রভৃতি আসে, সে গুলিকে শ্রেণীভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখিবে।

১৫। সর্ব্বদা টেবিল পরিষ্কার রাখিবে। উহার উপর নানারূপে কাগজপত্র যেন হট্টগোল না বাধায়।

১৬। রোজের খাতা রোজ লিখিবে। খাতাপত্র সব সময় পরীক্ষা করিবে, যেন কাজ পড়িয়া না থাকে।

১৭। সঙ্গে সর্ব্বদা একটী নোটবুক রাখিবে। কোন আবশ্যকীয় কথা স্মরণ রাখা অপেক্ষা নোটবুকে লিখিয়া রাখা ভাল। নির্দ্ধারিত কার্য্যের সময়, স্থান প্রভৃতি নোট করিয়া রাখিবে।

১৮। কাহারও জামিন হইতে বাধ্য হইলে উহার গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া তবে জামিন হইবে।

১৯। ব্যবসায়ীর পক্ষে অধ্যবসায়, ধৈর্য্য কার্য্যনীতি, পরিচ্ছন্নতা ও শ্রমশীলতা শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

২০। আপনার লোককে ধার দিবে না। নালিশ মোকদ্দমা যথাসম্ভব করিবে না।

শ্রীরাধারমণ সেন।
গোরক্ষপুর।

Homœpathic Notes.
হোমিওপ্যাথিক নোট্‌স।
কোষ প্রদাহ বা অর্কাটিস।

—:০:—

অণ্ডকোষের কোন একটী কোষ ফুলিয়া লাল হয়, ভয়ানক প্রদাহ ঘটিয়া তৎসঙ্গে হুল ফুটানর মত বেদনা এবং পেশী সমূহের আক্ষেপ, এই আক্ষেপ কোষ রজ্জু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কোষটা কঠিন এবং যেন উপর দিকে টানিতেছে এইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে নক্সভমিকা দ্বারা অতি সুন্দর কাজ হইয়া থাকে।

মূত্র যন্ত্রের পীড়া বা (Renal Colie)। এইরোগ বাম বা দক্ষিণ যে দিকেই হউক (যদিও Noxvomica দক্ষিণ দিকেই শ্রেষ্ঠ ঔষধ) যখন যন্ত্রণা জননেন্দ্রিয় প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মাজায় অত্যন্ত বেদনা থাকে, এমন স্থলে নক্সই অমৃত তুল্য। এইস্থলে লাইকো, ক্যান্থারিস্‌ এবং বারবেরিশের সহিত নক্সের পার্থক্য তুলনা করা উচিত।

ক্যামোমিলা প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

ক্যামোমিলা স্ত্রী ও শিশুদিগের পীড়ায় অধিক খাটিয়া থাকে। ক্যামোমিলা রাগের ঔষধ, শিশুর রাগিয়া পীড়া হইলে ক্যামোমিলা দ্বারা তাহার মন্দ ফল দুরীভূত হয়। ক্যামোমিলার রোগী যাতনা সহ্য করিতে পারে না, অস্থির হইয়া পড়ে, এই বেদনা যুক্ত স্থানে যেন একটু অসাড়তা থাকে।

ক্যামোমিলার রোগীর একগাল লাল ও গরম, অপরটী শীতল এবং ফ্যাকাশে।

ক্যামোমিলার রোগী খোলা বাতাস সহ্য করিতে অক্ষম, বিশেষতঃ মস্তক ও কাণে আদৌ খোলা বাতাস সহ্য করিতে পারে না।

ক্যামোমিলার শিশু রোগীকে কোলে করিয়া বেড়াইলে যাতনা অস্থিরতা নিদ্রাহীনতা সমস্তই কম হয়।

ক্যামোমিলার রোগীর চর্ম্ম উত্তপ্ত হইলেও কিন্তু আর্দ্রতা থাকে এবং পিপাসা থাকে।

ক্যামোমিলার শিশু জিনিষ লইবার বায়না করে কেহ দিলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। অতিশয় ক্রুদ্ধ, সর্ব্বদাই চটিয়া থাকে, কোলে করিয়া বেড়াইতে বলে।

Household Informations.
গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:—

কাপড়ে কালীর দাগ লাগিলে লেবু দিয়া ঘষিয়া ধুইলে উঠিয়া যায়। সাইট্রিক এসিড্ জলে গুলিয়া লাগাইলেও কালীর দাগ উঠে।

মাথার চিরুণী ময়লা হইলে একটু সোডা গুলিয়া সেই জলে ধৌত করিলে পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আলকাতরা ও ছাপার কালীর দাগ প্রথমে কেরোসিন তৈল দ্বারা কচ্লাইয়া সেই স্থানে সাজীমাটীর জল দিয়া পুনরায় কচ্লাইয়া ধৌত করিলেই উঠিয়া যাইবে।

কষ্টিক লোশনের দাগ লাগিলে পটাস আয়োডাইড জলে গুলিয়া লাগাইয়া ধৌত করিলেই উঠিয়া যায়।

হস্তের দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে আমাদের সর্ষপ তৈলের খোল ভিজাইয়া হাত ধুইলে দুর্গন্ধ দূর হইবে। সাবান অপেক্ষা খইল অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য।

বিছুটী লাগিলে ও শোঁয়া পোকা লাগিলে লাগিলে ইহাদের একপ্রকার সূক্ষ্ম লোম চর্ম্ম মধ্যে প্রবেশ করে, ঐ রোঁয়া তুলিতে হইলে জলন্ত চর্ব্বীর বাতি গলাইয়া ঐ স্থানে লাগাইতে হয়, মোম শক্ত হইলে রোঁয়া উঠিয়া আসিবে। চুন লাগাইলেও ঐ প্রবৃষ্ট রোঁয়া ধ্বংশ হইয়া যায়।

চক্ষুতে কিছু পড়িলে ২।১ ফোঁটা রেড়ির তৈল চক্ষে দিলে করকরানী বন্ধ হইয়া যায়।

কাঁকড়া বিছা বোল্তা মৌমাছি প্রভৃতি কামড়াইলে ঐ স্থানে এসেটিক্ এসিড তুলায় ভিজাইয়া তাহার উপর পাতলা টিসু কাগজ দিয়া জোরে ব্যাণ্ডেজ বান্ধিয়া দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিত শিশুকে ক্লোরাইডাইন দেওয়া উচিত নহে।

Notes of Interest.
আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:—

বর্দ্ধমান জেলার মানকর, তকিপুর প্রভৃতি স্থানে ডাকাতির সম্পর্কে ২০ জন ডাকাতের বিচার সদর সব ডিভিশন্তাল অফিসারের এজলাসে সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। তিনি ১৩ জনের প্রত্যেকের প্রতি দুই বৎসর ও ৭ জনের প্রত্যেকের প্রতি তিন বৎসর কারদণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

সম্প্রতি বিলাতে এক খানা পুরাতন ডাক টিকিট ৭৮৭০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন, গেজেটেড গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের মেডিকেল সার্টীফিকেট "এন্যুয়েল মেডিকেল লিষ্টে" যে সকল ডাক্তারের নাম আছে, তাঁহারাই দিতে পারিবেন। সে সার্টীফিকেটে সিবিল বা প্রেসিডেন্সি সার্জ্জনের নাম স্বাক্ষরের প্রয়োজন নাই।

২৫।২এ বেহুবাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. X
৬ষ্ঠ সংখ্যা।	JUNE 1916.	জুন ১৯১৬।	No. 6.

আর্য্য নীতি।

—:o:—

গণপতিপুরাণে কথিত আছে।

অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌহি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানোহি মহতাং ধন॥

অর্থাৎ মানব সমাজের অধম ব্যক্তিগণ কেবল ধনেরই ইচ্ছা করেন, মানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। যে কোন প্রকারেই হউক, ধন উপার্জ্জন হইলেই হইল। ইহা মানব চরিত্রের অধম নীতি সন্দেহ নাই। মধ্যবৃত্ত লোকে ধন এবং মান উভয়ই ইচ্ছা করিয়া থাকেন কিন্তু যাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাঁহারা সম্মান ইচ্ছা করেন এবং সম্মানকেই মূল্যবান বিবেচনা করেন। কিন্তু এই সম্মান জ্ঞান আমাদের এখন নাই—যে কোন নীচ কার্য্যে অর্থ আছে, তাহা করিতে এখন কেহ কুণ্ঠিত হন না।

বনেপি সিংহা ন নমন্তি কর্ণং
বুভুক্ষিতা নাংশ নিরীক্ষণঞ্চ।
ধনৈর্ব্বিহীনাঃ সুকুলেষু জাতা
ন নীচ কর্ম্মণি সমারভবন্তি॥

গঃ পুঃ।

যেমন বনবাসী সিংহ ক্ষুধায় কাতর হইলেও কখন কর্ণ নম্র করে না এবং মস্তক অবনত করিয়া স্বীয় বাহুমূল নিরীক্ষণ করে না, সেইরূপ সদ্বংশজাত ব্যক্তি নিতান্ত ধনহীন ও দরিদ্র হইলেও নীচকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ দুঃখয়োঃ॥"

পরবশ থাকিয়া যত সুখই ভোগ করা যায়, তাহা সমস্তই দুঃখ এবং স্বাধীন থাকিয়া দুঃখ পাইলেও তাহা সুখ বলিয়া বোধ হয়। ইহাই সামান্যতঃ দুঃখ এবং সুখের পার্থক্য।

গঃ পুঃ।

স্বাধীনবৃত্তেঃ সফলং ন পরাধীন বৃত্তিতা।
যে পরাধীন কর্ম্মাণো জীবন্তোপি চ তে মৃতা॥

স্বাধীন বৃত্তিই সফল, পরাধীন বৃত্তির সফলতা নাই। যাহারা পরাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহারা জীবিত হইলেও মৃতবৎ।

শীত বাতাতাপ ক্লেশান সহন্তে যান পরাশ্রিতাঃ
তদং শেনাপি, মেধাবী তপস্তপ্তা সুখী ভবেৎ।

পরাশ্রিত ব্যক্তি শীত, বাত, আতপে যত ক্লেশ সহ্য করে, জ্ঞানী লোকে তাহার একাংশ সহ্য করিয়া তপস্যা করিলেও সুখী হইত।

হিঃ উঃ।

এইরূপ অসংখ্য আর্য্য নীতিবাক্য স্বাধীন জীবিকার প্রশংসা করিয়া দাস্য বৃত্তির নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা স্বাধীন জীবিকার পন্থা মাত্রকেই পদদলিত করিয়া

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দাসবৃত্তিকেই শিরোধার্য্য করিয়া জীবিতে মৃতবৎ হইয়াছি। আমাদের দুরবস্থা অনিবার্য্য। এই দাসবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আমরা অলস অকর্ম্মণ্য হইয়াছি স্বাধীন জীবিকা এবং শ্রমসাধ্য কার্য্যের নাম শুনিলে আমরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। দাসবৃত্তির দ্বারা মানবের অধঃপতন হয়, হৃদয়ের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া মানবকে কুকুরের অধম করিয়া দেয়। আমাদের অনেকেরই অবস্থা তাহাই দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য দাসবৃত্তি সকল দেশেই আছে বটে, কিন্তু তাহারা এত অকর্ম্মণ্য হয় না। মূলধন সংগ্রহের জন্য দাসত্ব করে বটে, সঞ্চয় হইলেই স্বাধীন জীবিকা দ্বারা অবস্থার উন্নতি করিয়া ফেলে। এদেশে দাসত্ব বৃত্তিটাকে পৈতৃক, পুরুষানুক্রমিক করিয়া যাইবার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকি। এইজন্য আমাদের দ্বারা আর আত্মোন্নতি হওয়া সম্ভবে না। মানুষ দাসবৃত্তি করিতে করিতে স্বাধীন জীবিকার পন্থা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে, এমন উদাহরণ কর্ম্ম জগতের ইতিহাসে বিরল নয়, কিন্তু আমরা দাস্যবৃত্তিই ভালবাসি, স্বাধীনতার সিংহ সদৃশ হৃদয় দাসত্ব নিরত কুকুর সদৃশ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। কারণ হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, নজর ছোট হইয়াছে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, মুষ্টিপ্রমান অন্নেই যেমন অনেক জীবজন্তু সন্তুষ্ট হইয়া পদানত থাকে, ঠিকই সেই অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সিংহ শাবককে চিড়িয়াখানায় এত যত্ন আদরে রাখিয়া কি তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয় না কিন্তু সে তাহাতে সন্তুষ্ট নয়, সে স্বাধীন জীবিকার প্রয়াসী—সে তাহার আহার্য্য নীজে অর্জ্জন করিতে চায় শীকার ধরিয়া খাইতে চায়। কিন্তু একটী কুকুর পুষিয়া উচ্ছিষ্ট এক মুষ্টি অন্ন দিলেও সে তাহারই আশায় তোমার দুয়ারে পড়িয়া থাকে, তুমি আদর করিয়া তাহার মস্তকে সপাদুকা চরণ স্পর্শ করিলেও সে ভাবে গদগদ হইয়া লুটাইয়া পড়ে। তাড়াইলেও, স্বাধীনতা দিলেও সে যাইতে চাহে না। কেন? দাসত্বটা এমন আয়াসী ও অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, দাসত্ববৃত্তিটা তাহার বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহা ছানাপোনা কেবল পরাশ্রিত হইতে যায়, দাসত্ব তাহাদের বংশগত বৃত্তি। আমরাও চাকুরি বিদ্যাটাকে একেবারে বংশগত করিয়া তুলিয়াছি, আমাদের ছেলেপুলে ঐ চাকুরী বিদ্যাই ভালবাসিবে—স্বাধীন ভাবে শীকার ধরিতে চাহিবে কেন? এইজন্যই এ জাতীর সম্মুখে যতই সহজ সাধ্য স্বাধীন জীবিকার পন্থা দেখান হউক না কেন, সে তাহাতে অগ্রসর হইতে চাহিবে না—তাহার তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, কারণ চাকরী বিদ্যা বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, স্বাধীনতার গৌরব বুঝা সম্ভবই নহে। এতটা কি ভাল? দাসবৃত্তিটাকে একেবারে বংশগত করা কি সুবিধাজনক? মুসলমান, হিন্দুস্থানী, মারোয়াড়ী এবং ভারতের অনেক জাতি এখনও স্বাধীন জীবিকার জন্য মান সম্ভ্রমের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকে না; কিন্তু বাঙ্গালী বাবুর চাকুরী না হইলে চলে না। শ্রমকাতর, অলস, বিলাসী, কাজেই মাস গত হইলে নিঃঝঞ্চাটে কিছু আনিয়া কোনরূপে ভরণপোষণ চালাইয়া তাস পাশাটা লইয়া দিন কাটাইয়া যাওয়া কাজ হইলেই আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, স্বাধীন জীবিকার জন্য তাই যত্ন নাই; কিন্তু ইহাও সুনিশ্চিত যে, যতদিন বাঙ্গালী স্বাধীন জীবিকার গৌরব না বুঝিবে, ততদিন দুর্দ্দশারও মোচন হইবে না। তাই বলি আমাদিগকে সাবধান হইতে হইয়াছে, একেবারে চাকুরী বৃত্তিটাকে বংশগত করিয়া তোলা উচিত হইবে না। নিজের যদি গত্যন্তর না থাকে, চাকুরী কর কিন্তু সন্তান সন্ততিগণকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দাও, স্বাধীন জীবিকার্জ্জনে উৎসাহিত কর, ইহাতে তাহাদের—সমগ্র দেশের এবং তোমার বংশের কল্যাণ সাধিত হইবে। পরবর্ত্তী বংশাবলী নিশ্চয়ই স্বাধীনবৃত্তির পক্ষপাতী হইবে। আর কুকুরবৃত্তি অবলম্বন করিবে না। দাসত্ব অবস্থা বিশেষে করিতে হয়, কিন্তু সেই দাসত্ব কৃত অর্থে স্বাধীন জীবিকার লক্ষ্য ভুলিয়া যাওয়া কদাচ উচিত নহে। যদি আমরা তাহা না করি, তাহা হইলেই দাসত্ববৃত্তি বংশগত অভ্যাস মধ্যে দাঁড়াইয়া, মানব হৃদয়ের যাবতীয় স্বাধীন বৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলে, যে জাতির মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যাধিক্য, তাহারা আর স্বাধীনতায় মধুর আস্বাদ বুঝিতে চায় না, চিরদিন অকর্ম্মন্যই থাকিয়া যায়।

ভারতীয় শিল্প কমিশন।

গত ১১শে মে তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রচার করিয়াছেন,—

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার প্রশ্নের উত্তরে স্যার উইলিয়ম ক্লার্ক ঘোষণা করেন যে, এপর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পের উন্নতিবিধানের নিমিত্ত যতটা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা ও যত্ন করিবার সময় আসিয়াছে। ভারতবর্ষে দুইটী বিখ্যাত বয়নশিল্পের প্রধান আড্ডা—প্রথমতঃ তুলা, দ্বিতীয়তঃ পাট। এ ছাড়া আরও কয়েকটী শিল্প আছে, যাহার প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। তবে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতবর্ষ এতকাল মুখ্যতঃ কাঁচা মাল যোগাইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় বিশ্বাস, এদেশের শ্রম-শিল্পকে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অনেক উন্নত ও বিস্তৃত করা

যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা আর ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এদেশে শিল্পোন্নতির বাধা বিঘ্ন যথেষ্ট। ভারতবাসী মহাজনেরা মূলধন ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহাদের ভরসা খুব কম; দক্ষ মজুর পাওয়াও দুরূহ, এবং এদেশের কাঁচা মাল কোথায় কি পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য নহে। বড় ব্যবসাদার এবং বিচক্ষণ লোকের দ্বারা এই সকল অসুবিধা সম্বন্ধে নিগূঢ় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন বসাইতে মনস্থ করিয়াছেন। এই কমিশনের কয়েক জন মেম্বর ভারতীয় অবস্থা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন, আর কয়েক জনের এরূপ অভিজ্ঞতা অন্য দেশের শিল্পোন্নতি কিরূপে সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে থাকিবে। এ ছাড়া আর কয়েকজন ঐ কমিশনে থাকিবেন, যাঁহাদের অভিজ্ঞতা সাধারণ শিল্পসমস্যা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে, প্রচুর রহিবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট জানেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় এরূপ অনুসন্ধান নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু বহুবিবেচনার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই তদন্ত কমিশন এখনই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে যুদ্ধের পর এদেশের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইবামাত্রই আর কালবিলম্ব না করিয়া কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী এদেশের শিল্পোন্নতির চেষ্টা হইতে পারিবে।

এই কমিশন আপাততঃ দুইটী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান রাজস্ব সম্পর্কীয় ব্যবস্থার আলোচনা তুলিবেন না। সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করিয়া রাজস্ব-সচিব বলিয়াছিলেন যে, তুলার উপর শুল্ক সম্বন্ধে এদেশের সহিত অন্যান্য রাজ্যের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা যুদ্ধের পর পুনর্ব্বিবেচিত হইবে। ইতিমধ্যে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলিবার আবশ্যকতা নাই। ভারতীয় শিল্পের রক্ষার নিমিত্ত নূতন শুল্ক প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবও আপাততঃ ঐ কারণে পরিত্যক্ত হইবে; কারণ তাহা হইলে এদেশের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্যের রাজস্ব ঘটিত সম্পর্ক নড়চড় হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি ভারতে ও বিলাতে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল তদন্ত হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল তদন্তের রিপোর্ট আপাততঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীনে আছে,তদ্বিষয়ে এই কমিশন আর মাথা ঘামাইবেন না।

উল্লিখিত বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিয়া এই কমিশন ভারতীয় শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন এবং এই কয়টী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিবেন (ক) এদেশের শিল্প বাণিজ্যে ভারতীয় মূলধন খাটাইবার পক্ষে নূতন পন্থা কিছু আছে কিনা; (খ) গবর্ণমেণ্ট এ দেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎসাহ দান করিতে পারেন কি না এবং যদি পারেন,তাহা হইলে (১) দেশবাসী জনসাধারণকে বিনামূল্যে শিল্প শিক্ষা দান করিয়া, (২) শিল্প বিশেষের পরিচালনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপায় প্রদর্শন করিয়া, (৩) শিল্পিগণকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য দান করিয়া, অথবা (৪) ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান রাজস্বনীতির পরিবর্ত্তন না করিয়া অন্য কোন উপায়ে, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ভরসা করেন যে, এই কমিশন এদেশে সম্মিলিত হইবার পর হইতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণের সমবায়ে কমিশন গঠিত হইবে। প্রেসিডেণ্ট—স্যার এফ, এইচ, হলাণ্ড; সভ্যগণ—মিঃ এ, চ্যাটারটন; স্যার ফজলভাই করিমভাই ইব্রাহিম; মিঃ ই, হপকিন্স; মিঃ সি, ই, লো, আই, সি, এস; পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য; স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; দি রাইট অনারেবল স্যার হোরেস প্লানকেট; মিঃ, এফ, এইচ, ষ্টুয়ার্ট ও স্যার ডি, জে, টাটা কমিশনের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইবেন।

মুর্শিদাবাদ—ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীর সভাপতি—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের অভিভাষণ।

—:০:—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণা দেবতাঃ॥

জানি না কি কর্ম্মসূত্রে আমি আজ এখানে। আমার মত ব্যক্তিকে আপনারা এই ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর সভাপতিত্বে কেন বরণ করিয়াছেন বুঝিতে পারি না। যখন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা হইতে আমার চক্রধরপুরের আশ্রমে তারযোগে সংবাদ পাইলাম যে, তাঁহারা মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীতে আমাকে সভাপতি করিবার জন্য প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন আমি যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ আমার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা। দুঃখিত হইবার কারণ—গো ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য যে মহাসভা ভূদেবগণ কর্ত্তৃক আহূত হইবে, তাহাতে আমার মত

শম-দম-তপো-বিহীন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিকে সভাপতি করিবার প্রয়োজন হওয়ায় মনে হইল যে, বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের দুর্গতি চরম সীমায় উপনীত প্রায়।

তারসংবাদ পাইবার সময় আমি অসুস্থ ছিলাম; সুতরাং ব্রাহ্মণসভার প্রস্তাবিত সম্মান গ্রহণে অক্ষম হইলাম বলিয়া তারযোগে উত্তর দিলাম। কিন্তু সভা আমাকে ছাড়িলেন না, দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন। তখন "ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ" এবং "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" ভাবিয়া অক্ষমতা সত্ত্বেও স্বীকার করিলাম।

মনে হইল, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা ও মহাসম্মিলনীর আবির্ভাব ঠিক সময় মতেই হইয়াছে। ইহারা যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা আশাপ্রদ। সুতরাং আমার যতটুকু ক্ষমতা তদনুসারে উক্ত সভার কার্য্যে আমার যোগদান কর্ত্তব্য।

আরও মনে হইল যে, এই উপলক্ষে শাস্ত্র সন্দিহান, কর্ম্ম সন্দিহান ও ধর্ম্মসন্দিহান নব্য সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে যদি কিছু নিবেদন করি, তাহা হইলে তাঁহারা আমার কথায় সম্ভবতঃ কর্ণপাত করিবেন। কারণ—

১। আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন উপাধিধারী বলিয়া পরিচিত।

২। আমি বৃদ্ধ।

৩। আমি রাজকার্য্যে এক প্রকার উচ্চপদেই অধিষ্ঠিত ছিলাম।

৪। আমি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নানা স্থানে রাজকার্য্য করিয়াছিলাম এবং অনেকের নিকট সুপরিচিত।

৫। আমি শাস্ত্র-বিশ্বাসী ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিয়া থাকি।

৬। আমি আজ ২৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল শাস্ত্রালোচনা করিতেছি।

এখানে আসিবার আর একটী কারণ :—

এই বহরমপুরে (ব্রহ্মপুরের অপভ্রংশ) প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে যখন রাজকার্য্য করিতাম, তখন এ স্থানের লোক আমাকে বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন। স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহ আমার স্থানান্তর হইবার সময় আমাকে যেরূপে প্রশংসা করিয়াছিলেন—তাহা বেশ মনে আছে। বিদায়কালে জনসাধারণ কত আদর ভালবাসা ও সমারোহের সহিত আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—তাহা জীবনে ভুলিবার নহে। আমার নামে বিদায়ীগান ও সংস্কৃত স্তোত্র যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা কাণে এখনও বাজিতেছে। সেই অভিনন্দনের একটী বিশেষত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। তখনি বুঝিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণের আদর মা ভাগিরথীর অঙ্কস্থিত ব্রহ্মপুরেও সম্ভব। এবং অদ্যকার মহাসম্মিলনীও তাহা প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মপুরবাসীর পূর্ব্বাচরিত সৌজন্যজনিত কৃতজ্ঞতা আমাকে অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁহাদের আহ্বানে, এখানে উপস্থিত হইতে উৎযুক্ত করিয়াছে।

আমি বৃদ্ধ-বয়সে আত্মচিন্তা ও ভগবদুপাসনা মনের সাধে করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় না থাকিয়া কোলাহলশূন্য দূরদেশে বাস করিতেছি। মৃত্যু নিকটস্থ, পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতেছি। যে সময়টুকু ভগবদুপাসনা অথবা সংশাস্ত্র পাঠে ব্যয় না করি, তাহাই অপব্যয় হইবে মনে হয়; তাই নিভৃত স্থানে এক প্রকার লুকাইয়া থাকি। "বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি" প্রভৃতি ভগবদুপদেশ পালন করিবার চেষ্টা করি। সভা সমিতিতে উপস্থিত হইতে মন চাহে না। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর আহ্বান—ভগবানের আদেশ বলিয়া মনে হইল, তাই এ আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাদের সেবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি। আমি তাঁহাদের নেতা বা অগ্রণী হইবার উপযুক্ত নই, কারণ আমি বেদজ্ঞ মুখ্য ব্রাহ্মণ নহি, তবে ঐরূপ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে," "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ইত্যাদি গীতোক্ত কথা কখনই নিষ্ফল হইবে না। কোনও না কোনও জন্মে আমি নিশ্চয়ই এই জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ হইব—আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আরও মনে হইল—হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রে সন্দেহ করেন, যাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা মানেন না, যাঁহারা দেবদেবীর পূজা বৃথা পরিশ্রম মনে করেন, যাঁহারা প্রতিমাপূজা পুঁতুলপূজা মনে করেন, যাঁহারা কোনরূপ যোগের প্রয়োজনীয়তা মানেন না, যাঁহারা গুরুবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগকে দুই চারিটী কথা বলিবার সুযোগ ভগবান দিতেছেন। এ সুযোগ ছাড়িব না।

আজ কতিপয় বৎসর কাল শারীর, বাঙ্ময় ও মানস তপঃ, যাহা গীতায় ভগবান্ বুঝাইয়াছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অভ্যাসে যে প্রত্যক্ষ ফল স্বকীয় জীবনে পাইয়াছি, তাহাই শাস্ত্রসন্দিহান হিন্দুকে বলিবার জন্য আসিয়াছি।

হে ভূদেবগণ! আপনাদের সাদর আহ্বানে কৃতার্থ হইয়াছি। আপনাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক এখন একবার সম্রাটের এবং বৃটিশরাজ্যের কল্যাণকামনায় ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করি, আসুন! সম্রাট্ ভিন্ন জাতীয় হইলেও তিনি ভগবানের দিব্যবিভূতি। "নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ" ভগবানের কথা। বিশেষতঃ আমাদের রাজা কাহারও ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রত্যুত ধর্ম্মালোচনার আনা-

দিগকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। বৃটিশরাজ আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্ত ভগবৎপ্রেরিত।

বৃটিশরাজ আমাদের রাজা না হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা বর্ণনা করা যায় না। হে ভগবন্! আমাদের ধর্ম্মপরায়ণ রাজার মঙ্গল করুন। দারুণ যুদ্ধে তাঁহাকে এবং তাঁহার সাহায্যকারী রাজগণকে জয় প্রদান করিয়া পৃথিবীর শান্তি পুনঃস্থাপিত করুন। এ ভীষণ লোকসংহারক যুদ্ধ দেখিয়া আমরা বড়ই ভীত হইয়াছি। ঠাকুর! সংহারমূর্ত্তি সংবরণ কর।

আপনারা হয় ত ভাবিবেন, অভিভাষণের ভূমিকা কিছু ছোট করিলে ভাল হইত। আমারও সেই অভিমত। কিন্তু আমি নিজেকে সভাপতির আসনের অযোগ্য জানিয়াও কেন উহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ কিছু বলা আবশ্যক বোধে এত কথা বলিলাম।

অভিভাষণ।

কেহ কেহ বলেন—"সভা সমিতি করিয়া কি হইবে? সভা সমিতিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হইবে না; সভায় ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। উহা অভ্যাসের জিনিষ—উহা আচরণের বস্তু। ঘরে বসিয়া নিজে নিজে ভাল হইলেই সমাজ উন্নত হইবে, যেহেতু সমাজ ব্যক্তিরই সমষ্টি।" এ কথাগুলি সবই সত্য। প্রকৃত ধর্ম্মকর্ম্ম সভা সমিতিতে কখনও হয় না। সভায় হৈ চৈ অধিকাংশ হয়। কিন্তু যে স্থলে প্রায় সকলেই নিদ্রিত, তথায় তাহাদিগকে জাগ্রৎ হইতে হইলে কয়েক জনের হৈ চৈ আবশ্যক নয় কি? ঘরে যখন আগুণ লাগে, তখন যদি প্রায় সকলেই নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তবে যাঁহারা জাগ্রত, তাঁহারা যদি এই ভাবে বসিয়া থাকেন যে, নিদ্রিতগণ অগ্নির তাপ পাইলে আপনা আপনি জাগিয়া উঠিবেন; তাহা হইলে নিদ্রিতগণের অধিকাংশেরই মরিবার আশঙ্কা হয় না কি? আমাদের সমাজে আগুন লাগিয়াছে জানিবেন, সে কথা জানাইবার জন্তই এই মহাসভার আহ্বান। যাঁহারা নিদ্রিত নন, তাঁহারাও এত তমোগুণাচ্ছন্ন যে, তাঁহারাও মনে করেন যে, আমাদের আর কিছু হইবার নয়, আর ধর্ম্ম রক্ষা করা হয় না—এ কালে আর প্রাচীন ধর্ম্ম থাকে না, এবং দেশ কাল পাত্রের মতে চলিতে হইবে। আমরা অতি দুর্ব্বল, এখন আর কালস্রোত বারণ করা যাইবে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং চাকুরিয়াগণের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসী, তাঁহারা এই শ্রেণীতে। তাঁহাদের বল সঞ্চারের জন্য, এবং তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্যও এই সভার আহ্বান।

যাঁহারা নূতন শিক্ষার ফলে অন্ধ-ধর্ম্মী বলিয়া ঋষি প্রকাশিত ধর্ম্মের নিন্দা করেন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে বর্ত্তমান কালের অনুপযোগীতা ব্যাখ্যা করেন, আর্য্য সভ্যতার উপযুক্ত সম্মান করিতে জানেন না, তাঁহাদিগকে সেই আর্য্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্তও এই সভার আহ্বান।

লোকে পুস্তক পড়িতে চায় না, কিন্তু অনেকে কথা শুনিতে পারে, তাহাদিগকে কতকগুলি প্রকৃত সত্য শুনাইবার জন্তও এই সভার আহ্বান।

বর্ত্তমান সমাজ, ধর্ম্ম ও শাস্ত্ররক্ষকব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে, গুরু পুরোহিতকে, কুলের বিশুদ্ধিরক্ষক, জাতীয় পবিত্রতারক্ষক কুলাচার্য্যদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন না। পণ্ডিত ও পুরোহিতগণও উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত হইয়া বিষয়ী সমাজের কুদৃষ্টান্তে ক্রমে ধর্ম্ম ও আচার ভ্রষ্ট হইতেছেন, শাস্ত্র চর্চ্চায় উদাসীন হইতেছেন, পাণ্ডিত্য উচিতরূপে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তন্নিবন্ধন পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, পাশ্চাত্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাস্ত হইতেছেন। পণ্ডিত পুরোহিতদিগকে বুঝান আবশ্যক যে, এখনও চেষ্টা করিলে, এখনও রীতিমত শাস্ত্রাভ্যাস এবং ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষা করিলে এখনও তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিতে পারেন এবং তাহাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। সামাজিক বিষয়ীকেও বুঝাইতে হইবে যে, গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের পরেই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য—গুরু, পুরোহিত ও পণ্ডিত রক্ষা, যেহেতু তাঁহারাই ধর্ম্মরক্ষার ও শাস্ত্র-রক্ষার হেতু। পণ্ডিত ও পুরোহিতদিগকে এবং বিষয়ী সামাজিকদিগকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্তও এ সভার আহ্বান।

বর্ত্তমানে বিষয়িগণ কেবল অর্থোপার্জ্জনেই ব্যস্ত। কিন্তু কেবল অর্থের দ্বারাই সুখ শান্তি হয় না। ধর্ম্মহীন হইয়া অর্থ লাভে বরং সমাজ হইতে সুখ, শান্তি, সন্তোষাদি সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। যে সুখের জন্য অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ততা, সেই মূল উদ্দেশ্যই বর্ত্তমানে ভুল। ধর্ম্মরক্ষা শাস্ত্ররক্ষা, দেবতার প্রীতিবিধান ও দেবালয় রক্ষা, পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত রক্ষা, গোচারণ ভূমি রক্ষা, বিশুদ্ধ জলাশয় রক্ষা ইত্যাদির উপযুক্ত বিধান সমাজে হইলেই সমাজে প্রকৃত সুখ শান্তি রক্ষা হইতে পারে এবং সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভাবিত হইতে পারে। এই সমস্ত কথা বুঝাইবার জন্তও এই সভার আহ্বান।

সকলেই অর্থচিন্তায় ব্যস্ত হইয়া সমাজকে উপেক্ষা করিতেছেন, তাহার ফলে নানা সামাজিক উপদ্রব ও কুক্রিয়া প্রভৃতি প্রশ্রয় পাইতেছে। বিবাহাদিতে নানা কুপ্রথা উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃত কৌলিন্যের অর্থাৎ নবধা

অনধিশিষ্ট কৌলিন্যের অবনতি হইতেছে, বালকগণ কুশিক্ষা পাইতেছে এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া অনুচিত ভোগের আকাঙ্ক্ষায় স্বয়ংও অসুখী হইতেছে এবং সমাজকেও অসুখী করিতেছে। এ সমস্ত গুরুতর বিষয় বুঝাইবার জন্য এবং এখনও সমাজকে ঐ সমস্ত উপদ্রবের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য সকলকে উৎসুক করিবার জন্যও এই মহাসভার আহ্বান।

এখনও প্রকাণ্ড ব্রাহ্মণ-সমাজ আমাদের পিছনে রহিয়াছেন, তেরলক্ষ ব্রাহ্মণ এখনও বঙ্গদেশে বর্ত্তমান আছেন, তাহার অধিকাংশই এখনও ধর্ম্মে বিশ্বাসী। এই সমাজশক্তি উন্মেষিত হইলে ধর্ম্মরক্ষা সহজসাধ্য, তবে উপযুক্ত বিশুদ্ধমতি পণ্ডিত ব্যবস্থাপক, বিশুদ্ধাচার ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের হস্তেই সমাজকে অর্পণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে সমাজে উচ্চপদ দিতে হইবে, বিরুদ্ধাচারীকে সুপথে ফিরাইতে হইলে, অর্থমাত্রের সম্মান না করিয়া সৎকার্য্যেরই সম্মান করিতে হইবে। এই সকল গুরুতর বিষয় বুঝাইবার জন্যও এরূপ মহাসভার প্রয়োজন।

এরূপ মহাসভাতে সমস্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হইলে বহু সহস্র ব্রাহ্মণের সমবেত ও সমুচ্চারিত বাণী লোকের হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, নিদ্রিত শক্তির উন্মেষণ করিবে এবং কার্য্যোৎসাহ জন্মাইবে, এই আশাতেই এই মহাসম্মিলনীর আহ্বান।

তাই বলিতেছিলাম—সভা সমিতিতে ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না, এই মহাসভাও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য আহূত হয় নাই। ব্রাহ্মণের তমোভাব দূর করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে উপরোক্ত উদ্দেশ্য সমূহের সিদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাবের উন্মেষণ জন্যই এই মহাসম্মিলনীর আহ্বান হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয় মধ্যে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে। বিবাহব্যাপারে যে পণপ্রথার উল্লেখ আছে, তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ঘোর অধর্ম্মজনক। বিবাহে এই পণপ্রথা সমাজ শরীরের একটী সংক্রামক ক্ষতস্বরূপ, অচিরেই ইহার উচ্ছেদ না করিলে সমাজকে ধ্বংশ করিবে। হিন্দুমাত্রেই যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পণ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলেই এ পাপ দূর হইবে।

রাঢ়ীয় কুলীনগণ মধ্যে মেল বন্ধনের কঠোরতা আজকাল অনেক শিথিল হইয়াছে। আমি নিজে বালকগণকে প্রতিযোগী মেলে বিবাহ দিয়াছি। বরং আশা করি—যখন মেলবন্ধনের সহিত ধর্ম্ম অথবা শাস্ত্র বা আচার সঙ্গত কোন সম্বন্ধ নাই, প্রত্যুত উহা রক্ষা করিতে যাইয়া অনেক সময় অবিবাহ্য বিবাহরূপ পাপ-সমাজে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং উহার কঠোরতা হ্রাস করিয়া কালীঘাটের সম্মিলনীর সিদ্ধান্তানুসারে কার্য্য করিলে মনে হয়, সমাজের উপকার হইবে।

অন্যান্য আলোচ্য বিষয়গুলি সমস্তই প্রয়োজনীয়। তৎসম্বন্ধে আমার পৃথক বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বিষয়ই মীমাংসিত হইবে আশা করি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাসম্মিলনীর সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা গ্রাহ্য।

নিমন্ত্রণপত্রের ফুটনোটে দেখিলাম—"বিদেশপ্রত্যাগতকে সমাজে গ্রহণ করা হইবে কি না, এ বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান অধিবেশনে স্থগিত রহিল।" আমার এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে—বলা বাহুল্য, এ বক্তব্য আমার ব্যক্তিগত। কেহ না ভাবেন যে, ইহা দ্বারা বর্ত্তমান মহাসম্মিলনীর কোনরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। বিদেশ প্রত্যাগতের গ্রহণ সম্বন্ধে কালীঘাটের মহাসম্মিলনীতেই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমার মনে হয়—পাপের তারতম্য হেতু উপস্থিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে নূতন বিচার আবশ্যক, সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ অবস্থা পর্য্যালোচনার প্রয়োজন। এ সম্মিলনীতে সে বিষয় স্থগিত রাখা সঙ্গতই হইয়াছে। এ কথাটী একটু পরিষ্কার ভাবে বলিতেছি, পূর্ব্বে লোক স্বেচ্ছায় বিলাত প্রভৃতি দেশে যাইত। বর্ত্তমানে ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় কেহ কেহ রাজার আদেশে, কেহ বা রাজপক্ষের সাহায্যার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইউরোপে গিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ব্যবহার্য্য হইবেন কি না, এ বিষয়ে বিচার হয় নাই, মহাসম্মিলনীতে এই বিচার করা উচিত হইলেও তাহা নানা কারণে এ ক্ষেত্রে হইয়া উঠিল না। তবে যাঁহারা রাজার আদেশে বা রাজার সাহায্যার্থে গিয়াছেন, তাঁহারা এদেশে আসিয়া সদাচারপরায়ণ হইলে তাঁহাদিগের ব্যবহার্য্যতা বিষয়ে অনুকূল মত আছে, একথা স্বধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি।

সভা ও সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া এক্ষণে শাস্ত্র সাহায্যে যাহা বুঝিয়াছি, এবং যাহা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ হিন্দু নামে পরিচিত অথচ শাস্ত্রে সন্দিহান, শ্রোতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। হিন্দু শব্দটী ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা নহে। উহা অন্যদেশীয় শব্দ। আমাদের ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম, অর্থাৎ নিত্যধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম চিরকাল ছিল, আছে, ও থাকিবে। যে সকল গুণ থাকিলে জীবকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারা যায়, সেই সকল গুণসমষ্টির নাম মানবের সনাতন ধর্ম্ম। ইহা সার্ব্বভৌমিক সনাতন ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই, খ্রীষ্টান্ বল, মুসলমান বল, বৌদ্ধ বল, জোরোঅষ্ট্রিয়ান বল, সকল ধর্ম্মই এই সার্ব্বভৌমিক সনাতন ধর্ম্মরূপ মহৎ বৃক্ষের শাখা প্রশাখ মাত্র। সমস্ত ধর্ম্মেরই নীতি শাস্ত্র এক, সমস্ত

ধর্ম্মশাস্ত্রই পবিত্র, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। তবে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মই জগতে সনাতন-ধর্ম্ম নামে পরিচিত। ইহার অনেকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রধানতঃ তাহা বলিতেছি।

১। এখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিহিত এবং তাহা পালন করিতে হয়।

"অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তমঃ।
কদাচিৎ লভতে জন্ম ন্মিন্যং পুণ্য সঞ্চয়াৎ॥"

জগতে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ ভূমি; কারণ ইহা কর্ম্মভূমি এবং অন্যান্য ভূমি ভোগভূমি। এখানে অসংখ্য লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ জন্মান্তরীণ পুণ্য সঞ্চয় হেতু মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ লইয়া ভারতের সমাজ। "চাতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"—গীতা। এই চাতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম পৃথক পৃথক। বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম জগতে ভারত ছাড়া আর কোথাও নাই।

২। ভারতের ধর্ম্ম বিশ্বাস এই যে সর্ব্বত্র ভগবান্ বিদ্যমান। উপাসক যে মূর্ত্তিতে ইচ্ছা ভগবানকে উপাসনা করিতে পারেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল, পৃথিবী, দিক, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শিলা, প্রতিমা, ঘট, পট প্রভৃতি সর্ব্বত্র এবং সমস্ত দেহে ভগবানের সত্তা ভারতের আর্য্য-সন্তান অনুভব করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"
"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণ ইব॥"

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি,
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥"

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন এবং আমাতে সর্ব্বভূত দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষ থাকিয়া কৃপাদৃষ্টিপাতে তাঁহাকে অনুগ্রহ করি। আমি ছাড়া জগতে কিছুই নাই, মালায় মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই সমস্ত বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। যে যে ভক্ত আমার যে যে তনুকে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই তনুতে অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। এবং সেই সেই তনু হইতে ভক্তগণ যে সকল অভিলষিত কাম পাইয়া থাকেন, তাহা আমিই প্রদান করিয়া থাকি।

৩। ভারতীয় ধর্ম্মের তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে, জগতের মধ্যে কেবল এইখানেই জ্ঞানযোগিগণ—"সোঽহং," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "শিবোঽহং," "সচ্চিদানন্দরূপোঽহং," "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অদ্বৈতজ্ঞানের মহাবাক্য উচ্চারণ ও উপলব্ধি করিবার অধিকারী, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞান ভারতে ব্রাহ্মণ-হৃদয়েই সম্ভবে। অন্যত্র নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই তত্ত্ব দার্শনিকতত্ত্ব-রূপে বুঝিয়াছেন; কিন্তু ইহার উপলব্ধি যে সম্ভবপর তাহাও এ পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হন নাই।

৪। আর্য্যধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি জন্মান্তর বিশ্বাস। আজ যিনি শূদ্র, কর্ম্মপ্রভাবে তিনি জন্মান্তরে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, এবং আজ যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার কর্ম্মদোষে জন্মান্তরে অধম যোনিতে যাইবার কথা।

৫। ভারতীয় ধর্ম্মের অপর একটী বিশেষত্ব আচার—"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" আচারহীন ব্যক্তিকে বেদও পবিত্র করেন না। আচার মানিয়া কার্য্য করিলে দেহটী সত্য সত্যই শিবমন্দির হয়। এবং তখন পৃথক্ আর দেবালয়ে উপাসনার জন্য যাইবার প্রয়োজন হয় না। হিন্দুর শাস্ত্র বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। বেদই মূলশাস্ত্র। ইহা অপৌরুষেয়, ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা) নাই; ইহা অনাদি ও অনন্ত। স্মৃতি, পুরাণ সমস্তই বেদমূলক ও ঋষিপ্রকাশিত; সুতরাং অভ্রান্ত। তন্ত্রও স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি। এই সকল শাস্ত্র যাহা শিক্ষা দেন—তাহাই আর্য্যজাতির শিক্ষণীয় ও পালনীয়। এই সকল শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মধ্যে যাহার যেমন অধিকার, সে সেই মত কর্ম্ম করিলে আর্য্যজাতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

Collections.

The new Indian Invention of Match-making mechine.

দেয়াশলাইএর নূতন কল আবিষ্কার।

—:০:—

আজকাল শিল্পোন্নতি বিষয়ে আন্দোলন চলিলেও কাজে কিছুই হইতেছে না। শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে অধুনা অনেকেরই মধ্যে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট কিছু না করিলে আমাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তি যেন জড়তাবাপন্ন হইয়া যায়।

কিন্তু কৃষিশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা হইতে নিজের দৈনন্দিন কার্য্যেও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যাই কেন? গবর্ণমেণ্ট কি আমাদের কিছু করিতে নিষেধ করিয়াছেন? বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যাঁহারা ধনীপদবাচ্য, তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি হইলে অনেক

কাজই তো সহজসাধ্য হইয়া আসে। যাঁহারা ধনবান ও শক্তিবান, তাঁহারা দেশের ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন কৈ? তাঁহারা তো সুখস্বপ্নে বিভোর! ব্যথিতের বেদনা নিবারণ করিতে তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে কৈ? তাঁহারা চিরকাল সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত। সুতরাং দারিদ্র্যের নিস্পেষণ কি প্রকারে অনুভব করিবেন? প্রত্যুতঃ যাঁহাদের উপর দেশের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, তাঁহারাই আজ নিমিলীতনেত্র। কেহ যেন মনে না করেন, ধনী সম্প্রদায়ই আমাদের নিন্দনীয়। এখনও এমন অনেক মহৎ ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের উপর শত শত দরিদ্রের জীবনযাত্রা নির্ভর করে, যাঁহাদের অর্থসাহায্যে এখনও দুই চারিটী শিল্পের ক্ষীণজ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে। ইহারা নিঃসন্দেহ আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

গত ২৯এ বৈশাখের "বাঙ্গালীতে" প্রকাশ, "ত্রিপুরার সুসন্তান কালীকচ্ছের ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মবীর ডাক্তার শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় দিয়াশালাইয়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কলের মূল্য এক হাজার টাকা। একটী কলে ২০ জন হইতে ২৫ জন লোক কাজ করিতে পারে, এবং উহার ফলে দৈনিক ২৫ হইতে ৩০ গ্রোস দিয়াশালাই উৎপন্ন হইতে পারে। একজন ম্যানেজার, দুইজন কেমিষ্ট্রী জানা আই, এ, পাশ যুবক, দুই জন লোহার কাজ জানা কর্ম্মকার, অবশিষ্ট ১৫ জন সাধারণ মজুর সদৃশ লোক হইলেই চলে। ব্যয় মাসিক—

ম্যানেজার একজন—	৩০৲।
আই-এ পাশ দুই জন—	২৫+২৫=৫০৲
কর্ম্মকার দুই জন—	২০+১৫=৩৫৲।
মজুর ১৫ জন ১০৲ হিঃ—	১৫০৲
কাঠের খরচ মাসে—	৫০৲।
[illegible]পা খরচ মাসে—	২৫৲
বিজ্ঞাপন খরচ—	২৫৲।
অন্যান্য খরচ—	৩৫৲।

২০ জন কর্ম্মঠ লোক দ্বারা কল চালাইলে মাসে ৪০০৲ খরচ। কিন্তু কুড়িজন কাজ করিলে ৬০০ হইতে ৭৫০৲ টাকার দিয়াশালাই মাসে বিক্রয় হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায়, মাসে ২০৲ ২৫৲ টাকা লাভ থাকে। কলের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মিগণ কর্ম্মে সুশিক্ষিত হইলে দৈনিক ৩৫ হইতে ৪০ গ্রোস দিয়াশলাই প্রস্তুত হইতে পারে।

মাননীয় মিঃ মোনাহাম, ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইমার্সনকে লইয়া অযাচিতভাবে এই কল দেখিয়া গিয়াছেন এবং কলটীকে সত্বর পেটেণ্ট করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের যে কেহ ইচ্ছা করিলে মহেন্দ্র বাবু বিনা ব্যয়ে তাঁহাকে দিয়াশালাইয়ের কাজ শিক্ষা দিতে রাজি আছেন।

প্রাগুক্তকালের বিবরণ পাঠে জানা যায়, পাঁচ হাজার টাকা হইলে একটী দিয়াশালাইয়ের কারখানা সুন্দররূপে চলিতে পারে। প্রতি জেলার প্রতি মহকুমাতেই দুই চারিটী কল স্থাপিত হইতে পারে। প্রতি কলে ২০ জন লোক প্রতিপালিত হয় ও মাসিক ন্যূনপক্ষে ২০০৲ টাকা লাভ থাকে। এইরূপ একটী কাজ ধনী ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই করিতে পারেন। এই কলের প্রতি সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

উত্তরবঙ্গের অন্তঃর্গত জলপাইগুড়ী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও কোচবিহারে খ্যাতনামা অনেক জমিদারের বাস। আমরা আশা করি, এই দেশহিতকর কলের প্রতি জমিদারবর্গের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে। (রংপুর দর্পণ)

শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

A New Process of making Blue-Black Ink.

আমের কসি।

—:০:—

ভারতবর্ষে প্রচুর আম জন্মে। সেই আম ভক্ষণ করিয়া কসিটী লোকে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু উহা ফেলিবার জিনিস নয়; উহা কাজে লাগাইতে পারা যায়। দুই এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমরা এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, অনেকেই আমের কসির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহিয়াছেন। সকলকে পৃথকভাবে পত্রোত্তর দেওয়া সাধ্যাতীত; বিশেষতঃ যাঁহারা পত্র লিখিবার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ আমের কসিকে কাজে লাগাইতে পারিলে কিছু না কিছু উপকার পাইতে পারেন, তাঁহাদের জন্যও আমরা আবার আমের কসির কথা পাড়িলাম। এই আমের সময় প্রতি গৃহস্থের ঘরেই আচার প্রস্তুত করিবার জন্য কিছু কিছু কাঁচা আম ব্যবহৃত হয়। আম পাকিলে ধনী নির্ধন কোন লোকেই 'বৎসরকার ফলের' স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত থাকেন না। সুতরাং ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকিলে অনেকেই একটা অপচয় নিবারণ করিয়া দেশের কিঞ্চিৎ ধন রক্ষার সহায়তা করিতে পারেন।

আমরা যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলে কাজটি সহজ হইয়া আসে। সে যাহা হউক, যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্র কিছুই জানেন না, তাঁহারাও যাহাতে

কৃতকার্য্য হইতে পারেন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা আলোচনা করিতেছি।

আমের কসির মধ্যে ট্যানিক এসিড নামক উগ্র কষায় একটী পদার্থ আছে, উহাই কালির প্রধান উপাদান। হরিতকী, বহেড়া, মাজুফল প্রভৃতি ফলেও এই পদার্থ অল্লাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। অধুনা লিখিবার ইংরেজী ব্লুব্ল্যাক কালি প্রধানতঃ মাজুফল হইতে প্রস্তুত হয়। মাজুফল দেখিতে ফলের মত হইলেও আসলে উহা প্রাণীজ পদার্থ আকৃতি ফলের ন্যায় বলিয়া উহা মাজুফল (ইংরেজীতে Gall nut গল নট) নামে অভিহিত। উহা আমাদের দেশের জিনিসও নহে। আলেপ্পো এবং এশিয়ার যেখানে এখন যুদ্ধ হইতেছে, সেই দেশে ডুমুর জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় এক প্রকার কীট বাস করে। তাহারা প্রজাপতির গুটি বাঁধিবার ধরণে স্বীয় দেহনিঃসৃত লালার আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কিছুকাল অবস্থিতি করে; পরে উপযুক্ত সময়ে সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। সেই আবরণটির আকৃতি মটর হইতে ডুমুরের ন্যায়। কীট আবরন ভেদ করিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই সেগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। তাহারই নাম মাজুফল। মাজুফল প্রাণীজ পদার্থ, কিন্তু উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতেও অল্পাধিক পরিমাণে ট্যানিক এসিড পাওয়া যায়। আমের কসিতে কিছু বেশী পরিমাণেই আছে। সেই জন্য উহা হইতে উৎকৃষ্ট কালি হইতে পারে।

কাঁচা অথবা পাকা সরস বা শুষ্ক সকল প্রকার আমের কসি হইতেই কালি প্রস্তুত করা যায়। কালির অপর একটি উপাদান লোহ। মাজুফল, আমের কসি এবং ঐ ধরণের কষায় দ্রব্যের ট্যানিক এসিড ও লোহ মিশ্রিত হইয়া কালিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ কালি এই ছুইটী পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলনের ফল। লোহ হীরাকস হইতে সংগৃহীত হয়। সেই জন্য মাজুফল ভিজাইয়া বা সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে ট্যানিক এসিড বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে হীরাকষ মিশ্রিত করিলে মিশ্রিত দ্রব্যটী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে। উহাই কালি। লোহার কড়াতে আমের কসি সিদ্ধ করিয়া লইলেও কালি হইতে পারে। কিন্তু এই কালিতে যে পরিমাণ এসিড থাকে, তাহার আরও লৌহ আকর্ষণের শক্তি থাকে। সুতরাং সে কালিতে লিখিলে উহা ষ্টীল পেনের লৌহ আকর্ষণ করিয়া লয়; কাজেই কলমে শীঘ্র মরিচা ধরিয়া কলম খারাপ হইয়া যায়। অতএব লৌহপাত্রে সিদ্ধ করিলেও কিছু হীরাকষ মিশ্রিত করা আবশ্যক। হীরাকষে আরও একটী কাজ হয়। হীরাকষে লৌহের সঙ্গে গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) থাকে, তাহা কাগজের ভিতরে প্রবেশ করিয়া লিখনটিকে স্থায়ী করিয়া থাকে। এইরূপে প্রস্তুত কালি দিয়া লিখিবার সময় লেখা জলের মত দেখায়। পরে উহা যত শুষ্ক হইতে থাকে, অর্থাৎ উহাতে যত হাওয়া লাগিতে থাকে, ততই উহার ভিতর হইতে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। এরূপ ঘটিবার কারণ এই যে, বায়ুস্থ অম্লজান সহযোগে কালির বর্ণ উৎপন্ন হয়। লোহার কড়ায় সিদ্ধ করিবার সময় কিম্বা হিরাকষ মিশাইবার সময় যে একটু হাওয়া লাগে, তাহাতেই ঐ সামান্য কাল রংটুকু ফুটে। বিলাত হইতে আমদানী অথবা এখানে প্রস্তুত ব্লুব্ল্যাক কালিই আজকাল সকলে ব্যবহার করেন। কালি শুধু কাল না করিয়া ব্লুব্ল্যাক করিবার দরকার কি? ঐ ফিকে রং টুকু ঢাকিবার জন্য। ব্লুব্ল্যাক কালি দিয়া লিখিবার সময় প্রথমে ব্লু রং দেখা যায়। পরে যত হাওয়া লাগিতে থাকে, তত কাল রং ব্লু রংকে খর্ব্ব করিয়া নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে। কালি ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া লাগাইয়া ঘোর কাল রং ফুটাইয়া তোলা যায় বটে, কিন্তু তদপেক্ষা লিখিবার পর কাগজেই রং ফুটে ভাল। ইহা কালির স্থায়িত্বের অনেকটা সহায়তা করে।

কালি ভাল না হইলে তাহাতে ছাতা পড়ে। ছাতা-পড়া নিবারণ করা যাইতে পারে। বিক্রয়ার্থ বোতলে বা দোয়াতে কালি ভরিবার পূর্ব্বে তাহাতে ছাতা পড়াইয়া লইতে হয়। ইহা করিতে হইলে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। যে পাত্রে কালি প্রস্তুত করিতে হইবে, উহা মাটীর, চীনামাটীর কড়ির বা কাচের হওয়া আবশ্যক। কালি প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে এতটা জল লইতে হইবে যে, দেড়মাস কি দুইমাস ধরিয়া শুকাইবার পর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উপযুক্তরূপ ঘন কালি অবশিষ্ট থাকে। কালি তৈয়ার করিয়া পাত্রটি ঢাকা দিয়া ৫।৬ দিন রাখিলে দেখা যাইবে, উহার উপর ধূসর বর্ণের একখানি সর পড়িয়াছে। ঐ সরখানি সাবধানে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার ৫।৬ দিন ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিতে করিতে এবং সর ফেলিয়া দিতে দিতে যখন দেখা যাইবে, কালিতে আর সর পড়িতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে, সর পড়া শেষ হইয়াছে। এইবার উহা যত দিনই থাকুক না কেন, উহাতে আর কখনও সর পড়িবে না। তারপর উহা বোতলে ভরিতে পারা যাইবে।

ব্লুব্ল্যাক কালি তৈয়ার করিতে হইলে কাল কালিতে ব্লু রং মিশাইতে হয়। ব্লু রং নীলবড়ি হইতে প্রস্তুত করাই নিয়ম। কিন্তু নীলবড়ি জলে অদ্রবনীয়। উহাকে দ্রবনীয় করিতে হইলে অতি বিশুদ্ধ নির্জ্জল গন্ধক দ্রাবক (নর্ডহসেন সলফিউরিক এসিড—হিরাকষ চুয়াইয়া এই এসিড প্রস্তুত করিতে হয়) দিয়া নীলবড়িকে দ্রবীভূত করিতে হয়। কিন্তু

ইহা করা অতি কঠিন, আর নীলবড়িতে কালির ব্লু রং ভাল দেখায় না। ইহার পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণীর আমদানী এক প্রকার কার্ট ব্লু রং কালিতে ব্যবহৃত হইত। তাহাতে কালি প্রস্তুত করা খুব সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এখন জার্ম্মাণী হইতে রংয়ের আমদানী আদৌ নাই। (দর্শক)

ওয়ালটেয়ার যাত্রীর পত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সীমাচল।

—০::—

ভিজাগাপাটাম হইতে সীমাচল ৭ মাইল পথ। সম্প্রতি ওয়াল্‌টেয়ারের পূর্ব্বে "সীমাচলম্" বলিয়া একটী ছোট ষ্টেষণ হইয়াছে। এখান হইতে সীমাচল পাহাড় ৩ মাইল; এই তিন মাইল রাস্তা গো যানে যাইতে হয়; উহার ভাড়া ।৵০ আনা হইতে ৷৷০ লাগে। কিন্তু আমরা ট্রেণে না যাইয়া এখান হইতে একেবারে যাতায়াতের জন্য গাড়ী করিয়া লইলাম; কারণ ফিরিবার সময় সেখানে অনেক সময় গাড়ী পাওয়া যায় না। এখান হইতে সীমাচল যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া ২৷৷০ টাকা ধার্য্য হইল। আমরা প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বেলা ৭ টার মধ্যে যাত্রা করিলাম। গাড়ী বরাবর ভিজাগাপাটাম সহরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমাদের গাড়ী সহর অতিক্রম করিয়া মাঠের মধ্যে আসিল। এখানেও কেবল লঙ্কা এবং তামাকের চাষ ভিন্ন আর কিছুই নয়ন গোচর হয় না। আশে পাশে কেবল পাহাড়, এবং সেই পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া রাস্তাটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে। বেলা ৮৷৷ টার সময় আমাদের গাড়ী সীমাচলম্ ষ্টেষণের নিকট আসিল। ষ্টেষণটী দক্ষিণ দিকে রাখিয়া আমাদের গাড়ী বরাবর উত্তর মুখে চলিতে লাগিল, এইরূপে কত মাঠ, কত পাহাড় ও কত গ্রাম অতিক্রম করিয়া বেলা ১০৷৷ টার সময় শকট চালক আমাদিগকে সীমাচল পাহাড়ের নিম্নদেশে পৌছাইয়া দিল এবং গাড়োয়ান বলিল, "আপনারা পাহাড়ে উঠুন, আমি আমার অশ্বগণকে জল পান করাইয়া আমিও একটু বিশ্রাম করি, আপনারা যতক্ষণ না ফিরিবেন ততক্ষণ আমি এইখানে উপস্থিত থাকিব।" এই কথা শুনিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিবার জন্য যাইতেছি, বলা বাহুল্য তখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে আমাদের মস্তক দগ্ধীভূত হইতেছিল; পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। ক্ষুধাও বেশ পাইয়াছে, এখানে ২।৪ খানি দোকান রহিয়াছে বটে কিন্তু চূড়া, গুড় এবং পাকৌড়ি ভিন্ন ইহাদের নিকট আর কিছুই পাওয়া যায় না। একটী দোকানে দধি এবং দুগ্ধ রহিয়াছে দেখিয়া আমরা তথায় যাইয়া দুইজনে কিছু দুগ্ধ পান করিলাম এবং একটু সুস্থ হইয়া বসিলাম। আমরা মনস্থ করিলাম যে, পাহাড়ের নিম্নদেশে যাহা যাহা কিছু দেখিবার আছে, প্রথমে তৎসমুদায় দেখিয়া অবশেষে পাহাড়ে উঠিব। পাহাড়ের ঠিক নিম্নে একটী হিন্দু মন্দির দেখিতে পাইলাম, প্রবেশ করিয়া ১টী শিব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তাহার পার্শ্বেই একটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিশ্রামাগার রহিয়াছে, কিন্তু ইহা সাধারণের জন্য নহে। রাজা, জমিদার কিম্বা কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণ সীমাচল দর্শনে আগমন করিলে এইখানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে অনেক ইংরাজগণও সীমাচল দর্শনার্থ আগমন করেন, এবং এইখানে দুই তিন দিন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ইহার জন্য কোন খরচা দিতে হয় না। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা সেইজন্য এই বাটি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এই বাটির ঠিক পার্শ্বে একটী পুষ্পোদ্যানও লক্ষিত হইল। আমরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, কমলা লেবু ও কদলী বৃক্ষ সকল কেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহারই ছায়ায় দুই চারিজন পথিক বিশ্রাম করিতেছে। আমরাও একটী বৃক্ষতলায় আশ্রয় লইয়া এই সকল নয়ন বিমোহনকারী শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। উদ্যানের মধ্যস্থলে পাহাড় হইতে ঝরণা নামিয়া একটী সরোবরের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই কূলে গোলাপ, জুঁই, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। এ অঞ্চলে এরূপ বৃহৎ গোলাপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এক একটী পুষ্পের পরিধি প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি এবং সেই পুষ্পেই যেন উদ্যানটী আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে আর তাহার সেই প্রাণ মাতোয়ারা সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে। আমরা সেই বৃক্ষের তলায় কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম করিলাম। বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়াছে, এ সময় সূর্য্য কিরণ যে কি ভয়ানক, তাহা আর পাঠককে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু ঠিক সেই সময় আমরা সেই ঝরণার সন্নিকটস্থ বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিয়া ঠিক যেন সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছি আর সেই সকল পুষ্পের স্বর্গীয় সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া যেন মস্তিষ্ক শীতল হইতেছে। আমরা আর কাল বিলম্ব না করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম এবং সেই ঝরণার কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা ওয়ালটেয়ারে আসিয়া অবধি এরূপ জল কখন উদরস্থ করি নাই। এই জল যেমন শীতল তেমনি সুস্বাদু। কি বলিব, যত পান করি, ততই আরও পান করিবার ইচ্ছা হয়।

জনসাধারণের সুবিধার জন্ত ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া এই সীমাচলে উঠিবার প্রস্তরনির্ম্মিত-সিঁড়ি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। আমরা বরাবর এই সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে নালার ন্যায় জল নিকাশের পথ আছে, দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া কোম্পানীর জলের পাইপ উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এই পাইপ উপরে একটী বৃহৎ ঝরণায় মিলিত হইয়াছে। এই সীমাচলের জলই সমগ্র ভিজাগাপাটাম এবং ওয়ালটেয়ারে সরবরাহ হইতেছে। এ জল সোডা চুণ প্রভৃতি দিয়া রিফাইন করা হয় না। প্রকৃত ঝরণার জল প্রবল বেগে পাইপের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সেই জলই লোকে সর্ব্বত্র ব্যবহার করিতেছে, তাই এ জল এত স্বাস্থ্যকর, এত সুস্বাদু এবং এত উপকারী, আমরা ক্রমাগত সেই সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম, কতক দূর উঠিয়া একটী চাতাল দেখিতে পাইলাম, কারণ একেবারে সমুদায় সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠা অসম্ভব, সেইজন্য মধ্যে এই চাতাল অর্থাৎ বিশ্রাম স্থান করা হইয়াছে। আমরা এইখানে একটু বসিয়া আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আবার ২০০ শত সিঁড়ি অতিক্রম করিবার পর আর একটী চাতাল পাইলাম। এখানে একটী ছোট ঝরণা আছে, কলের জলের ন্যায় অনবরত জল পড়িতেছে। নিম্নে একটী চৌবাচ্ছার ন্যায় করা আছে, কাহারও জলের আবশ্যক হইলে উহা হইতে ব্যবহার করিতে পারে। এই চৌবাচ্ছা জলে বোঝাই হইলেও উহার জলত আর বন্ধ করিবার উপায় নাই, কাজেই সেই জল সিঁড়ির দুই পার্শ্বের নালা দিয়া নিম্নে নামিয়া যাইতেছে। এতক্ষণ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমাদের পিপাসা বড়ই বলবতী হইয়াছিল। সেইজন্য আমরা সেই জল কিঞ্চিৎ মুখে দিয়া দেখিলাম, ঠিক যেন বরফের ন্যায় শীতল, আর তেমনি সুমিষ্ট। আমরা এই জল আকণ্ঠ পান করিলাম এবং সেই চাতালে একটু বিশ্রাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠিতে লাগিলাম। যত উঠিতেছি, সিড়ি আর ফুরায় না; আমরা এপর্য্যন্ত ৮০০ শত সিঁড়ি উঠিয়াছি; কিন্তু ইহার শেষ ত দেখিতেছি না। আরও কতক্ষণ উঠিবার পর সিঁড়ির দুই পার্শ্বে কয়েকটী প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, কিন্তু ইহারা কোন দেবতার মূর্ত্তি, তাহা কিছুই চিনিতে পারিলাম না। এইবার ক্রমশঃ যত উপরে উঠিতেছি, ততই পাণ্ডার আমদানী হইতেছে। কেহ বা সিন্দুর লইয়া আসিয়াছে, কেহ বা পুষ্পমাল্য লইয়া আসিয়াছে—কেহ বা বিল্বপত্র লইয়া আসিয়াছে; আমরা বুঝিলাম, ইহারা প্রত্যেকেই কিছু আশা করে। আমরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া উঠিতে লাগিলাম, তাহারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। তখন আমরা মনে করিলাম এইবার আমরা উপরে আসিয়াছি; কিন্তু তখনও সিঁড়ি ফুরায় নাই, আমরাও নাছোড়বান্দা, এই সিঁড়ি শেষ না করিয়া ছাড়িব না। আর কিছুক্ষণ এইরূপ উঠিবার পর সম্মুখেই দেখিলাম, প্রকাণ্ড মন্দির এবং সিঁড়িও এইখানে শেষ হইয়াছে। নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১০০৭টী ধাপ আছে। এইবার আমরা বুঝিলাম, এই ঠিক স্থানে আসিয়াছি। বেলা তখন ১।। টা বাজিয়াছে। আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইলাম, কিন্তু তখন ভোগ রাগাদি হইয়া গিয়াছে এবং মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই মন্দিরে শিবমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ দর্শন হইল না। যাহা হউক আমরা সেই মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিয়া উদ্দেশে সেই ভূতভাবন ভগবান মহেশ্বরের চরণ বন্দনা করিলাম। মন্দিরটী বাহির হইতে দেখিলে বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভিতরের কারুকার্য্য সকল এখনও যেন নূতন বলিয়া পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের বাহিরেই একটী প্রকাণ্ড গরুড় স্তম্ভ। তাহার চতুঃপার্শ্বে পাণ্ডাদের অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীগণের কুটির। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এখানে নাকি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ ছিল এবং তিনি স্বহস্তে নাকি এই শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

সীমাচল হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে বৎসরে ২টীমেলা হয়। একটী চৈত্র মাসের পুর্ণিমা তিথিতে, অপরটী একাদশীর দিন। প্রথমোক্ত পর্ব্বের নাম "কল্‌ভানাম্" ইহা পঞ্চদিন ব্যাপী সমারোহ। দ্বিতীয়টীর নাম "চন্দনযাত্রা"; ইহা কেবল একদিনমাত্র হইয়া থাকে। ঐ সময় এখানে অনেক দেশ দেশান্তর হইতে প্রত্যহ প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয়। আমরা এখান হইতে আরও কিঞ্চিৎ উপরে উঠিলাম। সেখানে কেবল আম কাঁঠাল এবং কমলা লেবুর বাগান। এখানে সকল বৃক্ষের ফলই অতি উৎকৃষ্ট। নিম্নের বাগানে যেরূপ গোলাপ দেখিয়া আসিয়াছিলাম, উপরে যত যাই, ততই রাশি রাশি সেইরূপ গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে। সীমাচল এই গোলাপের জন্যই প্রসিদ্ধ। উপরের রাস্তা বড়ই বন্ধুর; কারণ এখানে সিঁড়ি নাই, কেবল উচ্চ এবং নিচু পাথর সকল ইতস্তত পড়িয়া রহিয়াছে; উহার উপর দিয়াই যাইতে হয়। আর আশে পাশে কেবল কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা আর উপরে উঠিলাম না। বরাবর নিচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমাদের শকটচালক গাড়ী লইয়া আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। উঠিবার

সময় আমাদের যেরূপ কষ্ট ও পরিশ্রম হইয়াছিল কিন্তু নামিবার সময় আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, আমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বেলা তখন ৪টা বাজিয়াছে। গাড়োয়ান বেগে অশ্বচালনা করিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদিগকে সেই টার্ণার ছত্রমে পৌছাইয়া দিল। ভেতো বাঙ্গালী, সমস্ত দিন ভাত না খাইয়া বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছি, তাহার উপর আবার এই পথশ্রমে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; সেইজন্য পাঠকগণের নিকট বিদায় লইয়া একটু বিশ্রাম করিতে চলিলাম।

আমার এই ক্ষুদ্র "ওয়ালটেয়ার যাত্রীর পত্র" এইখানে সমাপ্ত হইল। সিমলা, দার্জ্জিলিং এবং অন্যান্য স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সময়ান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বিনীত—

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

HOMŒOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক নোট্‌স।

এব্রোটেনম্।

ABROTANUM.

সাউদার্ণ উড্ (Southern wood) ইহা কম্পোজিটা শ্রেণীভুক্ত।

ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদরাময়, অজীর্ণ খাদ্য মলের সহিত নির্গত হয়। শৈশব কালীন শীর্ণতা রোগ। অত্যন্ত শীর্ণ বিশেষতঃ পায়ের শীর্ণতা specially marked emaciation of legs, (আইড্, সানিক, টিউব) চর্ম্ম কোমল, শিথিল, ভাঁজ হইয়া ঝুলিয়া পড়ে (এইরূপ যদি ঘাড়ের চর্ম্ম কোমল ও শিথিল হয়, তাহা হইলে নেট্রমমিউর, স্যানিকিউলা ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া পার্থক্য স্থির করা উচিত।)

ক্ষয়রোগে (in marasmus) মস্তকের দুর্ব্বলতা, মস্তক ঘাড় সোজা করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না (ইথুজা) কেবল নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা, অত্যন্ত ক্ষুধা, অধিক আহার করে, কিন্তু ভাল খাইলেও শীর্ণতা—মাংসহীন (Loosing flesh while eating well) (আইড, নেট্রমিউ, সানিক, টিউবারকিউলিয়ম)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কষ্টদায়ক সংকোচন, তজ্জন্য খালধরা এবং শূলানী বেদনা, বাত ক্ষিতি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ব্যথাতিশয্য নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

হঠাৎ উদরাময়, অথবা অন্য কোন স্রাব বন্ধ হইয়া যদি বাত হয়, অর্শ বা আমাশয়ের সহিত ক্রমান্বয়ে বাত। গেঁটে বাত—গাঁট, অনমনীয়, স্ফীত, বিদ্ধনের ন্যায় বোধ হয় (pricking sensation) খোঁচানি বেদনাবৎ বোধ, হাত পায়ের কব্জায় ব্যথা এবং প্রদাহ হয়।

চলৎশক্তি রহিত—সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা। Itching chilblains চুলকানিযুক্ত শীতক্ষত, অর্থাৎ শীতজনিত চর্ম্মরোগ, (Agar.)

শিশুদের অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং দুষিতজ্বর (A kind of hectic fever) দাঁড়াইতে পারে না।

শিশু দুষ্ট স্বভাব, খিট্‌খিটে এবং হতাশ (Cross and despondents) উগ্র স্বভাব, নিষ্ঠুর, অমানুষিক কার্য্যে প্রবৃত্তি।

মুখের আকৃতি—জরা, বৃদ্ধের ন্যায় ফেকাশে, এবং রেখাযুক্ত (Wrinkles)।

সম্বন্ধ—ফোড়াতে হিপার সল্ফের পর, প্লুরিসি বা ফুসফুসে জলসঞ্চয় রোগে একোনাইট এবং ব্রাইয়োনিয়ার পর, যখন আক্রান্ত দিকে শ্বাসরোধকর চাপযুক্ত বেদনা থাকে।

অধিকার।

ডাক্তার কাউপারথোয়েট শিশুদিগের কোরণ্ড (Hydrocele) রোগে, বৃৎপাণ্ডু রোগে ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছিলেন।

ডাক্তার ন্যাস শিশুদিগের শীর্ণতা রোগে (Marasmus) সার্সাপেরিলা, আয়োডিন, নেট্রাম মিউর, এবং এব্রোটেনমের তুলনা করিয়া করিয়াছেন। কারণ এই শীর্ণতা রোগে উপরোক্ত ঔষধগুলি প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সার্সাপেরিলায় শীর্ণতা—গলা সরু ও ত্বক কুঞ্চিত।

আয়োডিনে—সার্ব্বাঙ্গিক শীর্ণতা। নেট্রম মিউরে—রোগী খায় ভাল কিন্তু শীর্ণ হয়, এই শীর্ণতা গলদেশেই অধিক।

এব্রোটেনমে—রোগীর রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, কিন্তু সার্ব্বাঙ্গিক শীর্ণতা, বিশেষ পদদ্বয়ে।

ডাক্তার রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভৈষজ্যতত্ত্বে দেখা যায়, ইহা ক্যালি বাই ক্রমিকার ন্যায় আমবাতিক (Rheumatic) ও আমরক্তের (Dysentric) লক্ষণের পর্য্যায়শীলতাভাব প্রকাশ করে।

ডাক্তার সোয়েসার লিখিয়াছেন যে, আর্টিমিশিয়া তিন প্রকারের ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়, ডাক্তার ডিভেণ্টার আর্টিমিশিয়া এব্রোটেনামটাই ভাল বাসিতেন এবং যেখানে শিশুর ক্ষুধা ভাল অথচ খাইলেও জীর্ণ হয় না সেই স্থানে উপযুক্ত মনে করিতেন। মৃগী রোগে ইহা ব্যবহৃত না হইয়া আর্টিমিশিয়া ভলগারিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর নিম্নক্রমই ব্যবহার্য্য।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা-সভা।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "কাজের লোক" সম্পাদক, মহাশয় সমীপেষু—

মাননীয় মহাশয়,

সাইকেলের লণ্ঠনে জ্বালাইবার জন্ত Cycle oil কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার একটী ফরমুলা প্রকাশ করিলে চিরানুগৃহীত হইব। আমি আপনাদের প্রথম হইতেই গ্রাহক, আশা করি, উত্তর লাভে বঞ্চিত হইব না।

শ্রীব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
গ্রাহক নং ২৮৭৩।

উত্তর। নিম্নলিখিত উপায়ে আপনি সাইকেল অয়েল প্রস্তুত করিলে সন্তুষ্ট হইবেন।

Spern oil	8 part
Parafin oil	3 part
Camphor	1 part

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট সাইকেল অয়েল প্রস্তুত হইবে। ইহা আপনি ভাল লেবেলাদি দিয়া বাজারে বিক্রয়ও করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
হনুমানের দৌরাত্মের প্রতিকারপ্রার্থী।

উত্তর। দুঃখের বিষয় আমরা এ বিষয়ে কোন বিশেষ পরামর্শ দিতে পারিলাম না।

Things worth remembering.

স্মরণযোগ্য তথ্যাবলী।

—:০:—

রোগীর কক্ষস্থ বায়ুসংশোধনের উপায়।

১। পেঁয়াজ একটী উৎকৃষ্ট সংক্রামক রোগজীবাণু নষ্টকারক। অনেক সংক্রামক ব্যাধির সময় কয়েকটা পেঁয়াজকে কাটিয়া এক খানা ডিসের উপর দিয়া কক্ষের মধ্যে রাখিলে গৃহের দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়।

২। সর্ব্বদাই কক্ষমধ্যে হস্তপ্রক্ষালনের জন্ত জল রাখা উচিত।

৩। একটী পাত্রে Chloride of lime শীতল জলে সলিউশন করিয়া রাখিয়া দিলে গৃহস্থ দূষিত বায়ু সংশোধিত এবং রোগবীজ নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এই সলিউশনকে আলোড়িত করিয়া দিতে হয়।

৪। গৃহমধ্যে কোন জীবজন্তু মরিয়া পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে একখানা জলন্ত অঙ্গারে একটু আলকাতরা পোড়াইয়া দিলে বায়ু সংশোধিত হয় এবং দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

৫। আমাদের ধূপধূনার গন্ধ চিরকালই বায়ু সংশোধনে প্রসিদ্ধ।

৬। দাঁতের গোড়ায় বেদনা হইলে এক খানা Horseradishকে চাঁচিয়া তাহার কুচা যে ধারের দন্তে বেদনা, সেই ধারের হাতের কব্জীতে বাঁধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ঐ কুচা যে ধারে বেদনা, সেই ধারের মাড়ীর উপর দিয়া রাখিলেও বেদনা উপশম হইবে।

৭। গৃহে আলোক জ্বালাইয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া অনেকের অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে, এ অভ্যাস অবশ্যই নিষিদ্ধ।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:০:—

এই বর্ষা কালে জুতাকে ওয়াটার প্রুফ করিয়া লইলে সহজে নষ্ট হয় না। সায়েন্টিফিক আমেরিকান নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া আছে; যথা—

মসিনার তৈল	১ ভাগ
ভেড়ার চর্ব্বি	অর্দ্ধ ভাগ
মৌ-মোম	অর্দ্ধ ভাগ

অগ্নির উত্তাপে উত্তমরূপে গলাইয়া মিশ্রিত করতঃ এই গরম অবস্থাতেই জুতার একটা ব্রস দ্বারা লাগাইয়া দিতে হইবে। কাল জুতা হইলে ইহার সহিত সামান্ত পরিমাণ আইভরি ব্ল্যাক মিশাইলেও মন্দ হইবে না। ইহা টীনে করিয়া পেটেন্ট করিয়াও বিক্রয় করা যায় কিন্তু গরম করিয়া ব্যবহারের ব্যবস্থা।

Electric Toothache-Cure.

দন্তশূলের বৈদ্যুতিক আরক।

ক্যাম্ফর	১ আউন্স
সলফিউরিক ইথার	১ আউন্স
টীং লডেনম	১ আউন্স
টীং কেইনী	১ আউন্স

এই সমস্ত গুলিকে ১ ড্রাম শিশিতে পুরিয়া লেবল দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে হয় এবং প্রত্যেক শিশির মূল্য ৵৹ হইতে ।৹ আনা করিলে প্রচুর বিক্রয় হইয়া থাকে।

ব্যবহারের প্রণালী—একটু তুলাকে উক্ত আরকে ভিজাইয়া দন্তের যে স্থানে বেদনা তাহাতে লাগাইয়া দিলে মুহূর্ত্তে যন্ত্রনা দূর হইবে। কিন্তু ঢোক গিলা নিষিদ্ধ।

উৎকৃষ্ট লোমনাশক চূর্ণ।

ক্যালসিয়ম সলফাইড	৪ আউন্স
চিনি	২ আউন্স
ষ্টার্চ্চ পাউডার	২ আউন্স
অয়েল লিমন (ওজনে)	৩০ গ্রেণ
অয়েল পিপারমেন্ট (ওজনে	১০ গ্রেণ

উত্তমরূপে মিশাইয়া শিশিতে পুরিয়া বিক্রয় করিতে হয়। ইহার কিঞ্চিৎ লইয়া জলে গুলিয়া লোমযুক্ত স্থানে লাগাইয়া একটু

পরে ধুইয়া ফেলিলে চুল উঠিয়া যায়। ইহা ব্যবহারের পর হস্ত উত্তমরূপে পরিষ্কার করা উচিত।

কেমন করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রার লেখা গুলিকে পুনর্জীবিত করিতে হয়।

যে সকল মুদ্রা ক্রমাগত ব্যবহার করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই সকল পোছা টাকা পয়সাকে অগ্নির উত্তাপে ক্রমশঃ উত্তপ্ত করিলে তাহাদের লেখাগুলি ফুটিয়া উঠিয়া থাকে। এই উপায়ে অচল পুরাতন মুদ্রাকে পুনর্জীবিত করা যায়।

Decorator's Assistant 143.

কাগজ বা টিকিটে আটা বা গদ লাগাইবার নূতন উপায়।

টিকিটের পৃষ্ঠদেশে যেমন গঁদ মাখান থাকে সেইরূপ গঁদ মাখাইয়া রাখিলে লেবেলাদি সামান্য জলে স্পর্শ করিয়া লাগাইয়া দিলে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সেইরূপ গঁদ প্রস্তুতের একটা প্রক্রিয়া আছে। সে পদ্ধতি নিম্নে লিখিত হইল।

প্রক্রিয়া।

১ পাউণ্ড আন্দাজ আরবী গঁদকে ৩ পাইট জলে গলাইয়া তাহাতে ১ টেবেল স্পুন-ফুল গ্লিসারিণ এবং ১ টেবেল স্পুন মধু মিশ্রিত করতঃ একটা ফ্লানেলের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লও। তাহার পর লেবেল বা টিকিটের পশ্চাৎদিকে কাগজ খানাকে কোন সমতল জিনিসের উপর রাখিয়া স্পঞ্জ দ্বারা পাতলা একটা পোঁচড়া টানিয়া দাও ক্রস ব্যবহার করিও না।

যদি এই গঁদ অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে চাও, তাহা হইলে ইহাতে কয়েক ফোঁটা অয়েল অফ লবঙ্গ বা লবঙ্গের তৈল দিয়া নাড়িয়া রাখিয়া দাও, ঠিক থাকিবে।

গ্লিসারিন এবং মধু দিবার উদ্দেশ্য সহজে পরস্পর জড়াইয়া যাইবে না এবং রৌদ্রে কোঁকড়াইয়া যায় না। আজ এই পর্য্যন্ত থাক।

কাগজের দুর্মূল্যতা বশতঃ কাগজ চালানই কঠিন হইয়াছে, বাধ্য হইয়া কাগজের আকার কিছু ছোট করিতেই হইতেছে। পাঠকগণের নিকট এজন্য আমরা অপরাধী, কিন্তু অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা না করিলে উপায় নাই।

নানাকথা।

—o—

নরওয়ের রাজধানী কোপেনহেগেন হইতে প্রকাশিত "টাইডন্স টেগু" নামক সংবাদ পত্রে ইউরোপীয় যুদ্ধারম্ভের পর হইতে যতগুলি নরওয়ে দেশীয় জাহাজ ডুবো জাহাজ কর্ত্তৃক কিংবা "মাইন" সংঘর্ষে নষ্ট হইয়াছে,তাহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তালিকায় প্রকাশ যে, সর্ব্বশুদ্ধ ৯১ খানা নরওয়ে দেশীয় জাহাজ উক্ত প্রকারে নষ্ট হইয়াছে; আর পাঁচখানি জাহাজের অল্প বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল, সেগুলিকে মেরামত করা হইয়াছে। আক্রমণে ৭৭ জন নাবিক প্রাণ হারাইয়াছে। জাহাজ গুলির ও তাহাদের মধ্যে যে মাল বোঝাই ছিল, তাহার মূল্য দশ কোটী ফ্রাঙ্কের অধিক হইবে। কেবল মাত্র নরওয়ে দেশীয় ৯০ খানা জাহাজ নষ্ট হওয়ায় কত টাকার ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এইরূপ অন্যান্য দেশেরও যত জাহাজ ও কত মাল নষ্ট হইয়াছে। কাহার স্মরণ।

আবার কেরোসিনে আত্মহত্যা।—

৪ নং রায়ের লেন নিবাসী রত্নবালা দাসীর মৃত্যু সম্বন্ধে করোনারের তদন্ত শেষ হইয়াছে। সাক্ষীদের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত ২৬শে এপ্রেল বাড়ীর লোকেরা রত্নবালাকে তাহার নিজ কক্ষে আগুনে পুড়িতে দেখিতে পায়। তাহার ঘরের দরজা ভিতর হইতে খিল দেওয়া ছিল, ঘরে তাহার স্বামী ছিল না। দরজা ভাঙ্গিয়া দেখা যায়, রত্নের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার মৃতদেহের পার্শ্বে একটা কেরোসিনের বোতল রহিয়াছে। মৃতার স্বামী বলিয়াছে, পূর্ব্বদিন রাত্রে সে বাড়ী ছিল না। পাঁচ জন জুরীর মধ্যে তিন জন বলেন, রত্নবালা আত্মহত্যা করিয়াছে; অপর দুই জন বলেন, স্ত্রীলোকটী পুড়িয়া মরিয়াছে বটে. কিন্তু কেমন করিয়া তাহার দেহে অগ্নি সংযোগ হইল, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

পোদ্দারের দোকানের ডাকাতি।

বহুলোক গ্রেপ্তার।

কর্পোরেসন ষ্ট্রীটের ফকিরচাঁদ দত্ত নামক পোদ্দারের দোকান হইতে মোটরে চড়া ডাকাত আসিয়া রিভলভার দেখাইয়া যে ৪০০০০ টাকার অলঙ্কার লইয়া গিয়াছিল, এতদিনে বোধ হয় তাহার কিনারা হইল। সম্প্রতি ভবানীপুর অঞ্চলে পদ্মপুকুর, চাউলপটী, কাঁসারিপাড়া, ও হরিশ মুখার্জ্জির ষ্ট্রীটে অনেকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। ফলে একজন বাঙ্গালী পোদ্দার ও ৮জন বাঙ্গালী যুবক (অধিকাংশই ছাত্র) গ্রেপ্তার হইয়াছে। রূপনারায়ণ নন্দনের লেনে একজন পশ্চিমা লোকের বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা

পুরাতন 'কাজের লোক' শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইয়াছে এবং ৬০০০ টাকার অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। ১) প্রকাশ, ফকির জত্ত ইহার মধ্যে কতকগুলি অলঙ্কার সনাক্ত করিয়াছে। ঐ পশ্চিমা লোকটা কুস্তীগীর পালোয়ান এবং বাঙ্গালী ছোকরারা তাহার সাকরেদ—তাহারা কাছে কুস্তিখেলা শিক্ষা করে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

মহিম বাবুর

মুষ্টীযোগ সংগ্রহ।

—:০:—

চোক উঠার মুষ্টীযোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১। লেবুর রস দিয়া লোহপাত্রের উপর সুপারী ঘসিয়া চখের পাতার উপর প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়। যেন চক্ষের ভিতরে না যায়, তাহা হইলে জ্বালা করিবে।

মনোরমা।

২। রক্তচন্দন ঘষিয়া চক্ষুর পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

৩। ছোট পেঁয়াজের রস এক ফোটা চক্ষের মধ্যে দিলে জল কাটিয়া চক্ষুর লাল ও বেদনা উপশম হইতে পারে।

৪। হাতিশুড়ার পাতার রস এক ফোটা চক্ষের মধ্যে দিলে চক্ষু উঠা ভাল হইবে, ইহা পরীক্ষিত ঔষধ।

২ চামচা দুগ্ধ একসের জলে জ্বাল দিয়া ফুটাইয়া সেই জলের ভাপরা চক্ষু চাহিয়া লইলে মহৎ উপকার হইবে।

এই চক্ষে দুগ্ধের ভাপরা দেওয়ার কথা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রকরণেও অনুমোদিত। জাঃ জ্ঃ

এক ফোঁটা মৃদিয়ার তৈল দিয়া পিতুলের পাত্রে লবঙ্গ ঘসিয়া ৭. বার বাসি জলে আস্তে আস্তে ধৌত করিবে, তাহারপর তৈলাক্ত অর্থে যেমন কাজল দেয়, সেইরূপে চক্ষের কিনারায় দিলে অতিশয় উপকার হইবে।

মনোরমা।

হাঁপাণীর ঔষধ।

তুলসী পাতার গাছে এক প্রকার কীট তুলসীর শুষ্ক ডাটা দিয়া বাসা করে, সেই বাসা কীট সমেৎ তামার মাদুলীতে পুরিয়া গলদেশে ধারণ করিলে আরোগ্য হয়, কিন্তু এইরূপ পোকার বাসা পাওয়া কষ্টকর।

পালাজ্বরের ঔষধ।

আঁশ শেওয়ার পাতা জ্বর আসার পূর্ব্বে রোগীর দুইকাণে বান্ধিয়া দিলে পালাজ্বর বন্ধ হইবে, কিন্তু রোগীকে এ ঔষধ প্রকাশ না করাই ভাল। কারণ তাহা হইলে বিশ্বাস থাকিবে না। পরদিন মানব বা জীব জন্তুর সম্মুখে না পড়ে, এমন স্থানে ফেলিয়া দেওয়া উচিত।

তেলাকুচার পাতা থেতো করিয়া পুঁটলী করিয়া পালার দিবস অতি প্রত্যুষে রোগীকে শোঁকাইলে ১ দিন অন্তর পালা জ্বর ভাল হয়।

নীল অপরাজিতার পাতা অথবা পালতে মান্দারের পাতা ঐরূপে শোঁকাইলেও পালা জ্বর বন্ধ হয়।

ত্র্যাহিক জ্বর।

কুমীরে পোকার মেটে বাসা ভাজিয়া কচি বাচ্ছাটী কলার মধ্যে পুরিয়া খাইলে এই জ্বর বন্ধ হয়।

(চন্দ্রকান্ত ঘোষ)

ফোড়া ফাটাইবার সহজ উপায়।

১। আপাঙ্গের পাতা লবন দিয়া বাটিয়া পাকা ফোড়ার মুখে প্রলেপ দিলে ফোড়া কাটিয়া যাইয়া পুঁজ বাহির হইয়া পড়িবে।

(বসন্ত রায়)

২। কাল কিসন্দার পাতা বাটিয়া ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোড়া কাটিয়া যায়।

পুলিন ঘোষ।

পুরাতন জ্বরের পাঁচন।

ইহা যে খুবই উৎকৃষ্ট পাঁচন, তাহা ইহার দ্রব্য সমুহের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইতে পারে।

গুলঞ্চ, কালমেঘ, ক্ষেতপাবড়া, নিমছাল, চিরতা, লালতে, ত্রিফলা, জোয়ান, মউরী, পেপের আটা, সোনামুখী, কলথা, আদা, যামিনী হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, হিং, পিপুল মূল, চিতা, মুথা কালজীরা, বামান হাটী, হরিতকী, অনন্তমূল, শ্বেতপুরুনী পলতা, দেবদারু, আকন্দ, সজনার ছাল, সিউলী পাতার রস,

উপরোক্ত ঔষধ গুলীর প্রত্যেকটী ৵০ ওজনের পরিমাণ লইয়া সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ একবার সেবনীয়। (চন্দ্রঘোষ)

আমাদের মন্তব্য।

প্রত্যেক দ্রব্যের গুণ বিশ্বাষ করিলে এই ব্যবস্থা পত্র উৎকৃষ্ট, কিন্তু মহিম বাবুর একটু গলদ এই, কত জলে কতক্ষণ সিদ্ধ করিয়া কতটুকু থাকিতে নামাইতে হইবে, পূর্ণবয়স্কের পরিমাণ কত, প্রতিদিন নূতন করিয়া খাইতে হইবে কিনা, এসকল মহিম বাবু পরিস্কার করিয়া তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে লিখেন নাই, সুতরাং আমাদের অনুরোধ, তিনি যেমন অবিলম্বে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া "কাজের লোকে" প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। নচেৎ পাঠকগণ কোন বিচক্ষণ কবিরাজের সহিত পরামর্শ না করিয়া যেন ব্যবহার না করেন।

"কাজেরলোক" সম্পাদক।

কৃষিতথ্য।

পাট উৎপাদনের জন্য নাইট্রেট অফ্ সোডা ব্যবহার করিবার প্রণালী।

পাট জমিতে বুনিলে জমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস হয় অর্থাৎ জমির মধ্যে তাহার পোষণোপযোগী যে খাদ্য পায়, তাহা সম্যক গ্রহণ করে বলিয়া জমি শীঘ্রই শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সেই জন্য জমির শক্তি বজায় রাখিতে ও পাটের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে জমিতে রাসায়নিক সার দেওয়া কর্ত্তব্য; অতএব ৫০ মণ খোয়াড়ের সার সহিত ১ মণ সুপার ফস্ফেট্ ও ১ মণ নাইট্রেট অফ সোডা মিশ্রিত করিয়া জমির উপর ব্যবহার করিতে হইবে।

এপ্রিল হইতে জুন অর্থাৎ বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসে যখন পাট গাছের বৃদ্ধি নিমিত্ত অন্ন বা আলো যথেষ্ট পাওয়া যায় না, এই সময়ে নাইট্রেট অব সোডা পাটে ব্যবহার করিলে পাটের উন্নতি হয় এবং ক্ষতি হইতে তাহা রক্ষিত হয়।

এই কারণে আমরা পাট চাষীদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা একবার নাইট্রেট অফ সোডা পরীক্ষা করেন এবং আমরা সমবায় সম্মিলনিদিগকেও অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা পরীক্ষার জন্য উক্ত সারের আমদানী করিতে তাঁহাদের সভ্যগণকে সাহায্য প্রদান করেন। নাইট্রেট অফ্ সোডা এবং ফস্ফেট্ সম্ভূত সার রাসায়নিক সার-ব্যবসায়ীদিগের নিকট পাওয়া যাইতে পারে।

নিম্নে কয়েকটী পরীক্ষার ফল দেওয়া হইল। উহাতে দেখা যাইবে, যে সুপার ফস্ফেট্, হাড়ের গুঁড়া, খইল বা গোবর প্রভৃতি সহ নাইট্রেট্ অফ্ সোডা ব্যবহার করিলে কি প্রকার অধিক ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পরীক্ষা নঃ ১, ২, ৩, ৪।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার এফ্, স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালার জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জামালপুর মহকুমায় বাবু জিতেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক ১, ২, ৩ নং পাটে ও বারাসাত মহকুমায় দোগাছিয়া রাজিবপুরে বাবু এস, এন, ঘোষ কর্ত্তৃক ৪নং পাটে উক্ত সার ব্যবহারের পরীক্ষার ফল :—

জমি।	বিঘা প্রতি সার।	বিঘা প্রতি উৎপন্ন ফসল।			
		১নং	২নং	৩নং	৪নং
		মণ	মণ	মণ	মণ
১	দেশ প্রচলিত সার	৩৷০	৪	৪	৫৷৷০
২	নাইট্রেট অফ সোডা ১/৩ মণ ... ... বেজিক সুপার ফসফেট ১/৩ মণ	৬ ৩/৪	৭ ৩/৪	৭ ৩/৪	৭৷৷০
নাইট্রেট অফ্ সোডা ও বেজিক সুপার ফস্ফেট্ ব্যবহারে বিঘা প্রতি উৎপন্ন ফসলের বৃদ্ধি		৩৷০	৩ ৩/৪	৩ ৩/৪	২
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
বর্দ্ধিত উৎপন্ন ফসলের দাম		২৬৲	৩০৲	৩০৲	১৬৲
বিঘা প্রতি সারের দাম :— নাইট্রেট্ অফ্ সোডা টাকা ২৸৵৩, বেজিক সুপারফস্ফেট্ „ ১৵৯		৪৲	৪৲	৪৲	৪৲
বিঘা প্রতি মোট মুনফা		২২৲	২৬৲	২৬৲	১২৲
সার ব্যবহারে একর প্রতি মোট মুনফা		৬৬৲	৭৮৲	৭৮৲	৩৬৲

নাইট্রেট্ অফ্ সোডা প্রায়ই জমাট বাঁধিয়া যায়; সেই জন্য উহা ব্যবহার করিবার করিবার পূর্ব্বে সুন্দররূপে চূর্ণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। অপরাপর শস্যের বিশদ বিবরণ ও তৎসম্বন্ধীয় কাগজাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন :—

দি চিলিয়ান নাইট্রেট প্রোপেগাণ্ডা, ১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. X.
৭ম সংখ্যা।	JULY 1916.	জুলাই ১৯১৬।	No. 7.

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "আমি মুক্তি চাই না, আমি ভক্তি চাই না "বসন্তবল্লোকং চরন্তঃ, বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যান সাধন করাই আমার ধর্ম্ম।" এইত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

জীবনে পরোপকারে আত্ম নিয়োগের তুল্য ধর্ম্ম নাই। সংকীর্ণতা পরিত্যাগ কর, স্বার্থ বিসর্জ্জন দাও, বিশ্বকে আপনার করিয়া লও, দেখিবে, এই ভূলোকই স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইবে।

পরকে আপনার করিবার কৌশল জান কি? স্বার্থত্যাগ—নিজ স্বার্থেই মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিও না। স্বার্থ ছাড়া পরার্থও আছে, নিজের স্বার্থ সংসাধিত না হইলে যেমন মনকষ্ট, পরের স্বার্থ নষ্ট হইলেও তেমনই মনকষ্ট হয়, এটা যদি না বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে নরাকারে তুমি পশু। এই পশুত্ব দূরীকরণের জন্য নিঃস্বার্থতাই মূল মন্ত্র।

কর, সাধনা কর, এই মূল মন্ত্রের সাধনা কর, সিদ্ধি লাভ হইলে পশুত্ব ঘুচিয়া প্রকৃত মনুষত্ব লাভে সক্ষম হইবে, যাহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তাহাই দেবত্ব। হে ধীমান! এই দেবত্ব লাভে উপেক্ষা করিও না।

শান্তি কোথায়? -বিশ্বপ্রেমে। স্বার্থত্যাগ না করিলে সেই বিশ্বপ্রেম লাভ হয় না। বিশ্বপ্রেম ব্যতীত মুক্তি কোথায়? স্বার্থই বন্ধন, জীব এই বিশ্বপ্রেম দ্বারা জীবন্মুক্ত হইতে পারে।

এই বিশ্বপ্রেমে জাতিধর্ম্ম ভেদ জ্ঞান নাই, এই বিশ্বপ্রেমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দূর হয়, স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভুবন ভরিয়া যায়, সেই জ্যোতিতে সর্ব্বজীবকে আপ্ত অন্তরঙ্গ দেখিতে পায়, তখন আর হিংসা দ্বেষ আসে না, আপনি সব আপনাতে, সবেতে তাহাকে দেখিয়া মানব বিমুগ্ধ হইয়া যায়, আহা! সে কি অপার আনন্দ! সেই বিমল আনন্দই ইহলোকে স্বর্গ—স্বর্গ আবার কোথায়?

ভণ্ডামি পরিত্যাগ করিয়া সত্যের শরণ লও, শুদ্ধ ধর্ম্মের ভান করিয়া আর বিশ্বকে প্রতারিত করিও না।

ধন দৌলত, পুত্র পরিবারে এত আসক্তি কেন? যথা কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নির্ম্মল হৃদয়ে সংসারে বিচরণ কর, অতি আসক্তিই স্বার্থের মূল, অতি স্বার্থপরতাই নরকের প্রশস্ত পথ, শান্তির অন্তরায়। এত আসক্ত না হইলে এত

স্বার্থপর হইতে না, রাক্ষসবৎ আত্মীয় প্রতি-বেশীর শোণিত পানে উন্মত্ত হইতে হইত না। এই স্বার্থেই অধঃপতন।

যাহার সংকীর্ণ হৃদয়, সেই কলুষিত হৃদয়ই অপরের হৃদয়কেও সংকীর্ণ দেখিতে পায়। হিংস্রক জগতকে হিংস্রক দেখিয়া নিরপরাধীকে গালি দেয়। তাবা রোগীর ন্যায় সমস্ত জগতকে হরিদ্রা বর্ণের দেখে এবং প্রত্যেক লোককেই শত্রু ভাবিয়া শত্রু করিয়া তুলে। এ ভ্রান্তিময় ধারণা দূর কর, হৃদয় প্রশস্ত করিলেই দেখিতে পাইবে, কেহই তোমার শত্রু নয়; সব মিত্র, সব আপনার। পরকে আপনার করার ইহাই রহস্য।

বিনয়, নম্রতা, দীনতাতেই মহত্ব পরিস্ফুট হয়, ধন মান যথেষ্ট থাকুক, মহত্বের অভাবেই জগৎ আপনার না হইয়া পর হয়। নির্ব্বোধ! কিছুরই কি অহঙ্কার সাজে?

জগৎ প্রকৃতই প্রফুল্লময়, তুমি তাহাকে আঁধার দেখিলে সে আঁধারই দেখাইবে। সংসারকে যেমন দেখিবে, সেইরূপই দেখিতে পাইবে। এ সংসারের দোষ নয়, দোষ তোমার নিজের। দুঃখে হাহাকার করিয়া কোন লাভই নাই, তবে বৃথা কেন বিষাদিত হও?

স্বার্থের আসমুদ্র পিপাসা মিটিবার নয়, আসক্তি সংযত কর, অল্পেই তুষ্ট হও, জগৎ তোমার চক্ষে তখন হাস্যময়ীই প্রতীয়মান হইবে। জগৎও হাসিবে, তুমিও হাসিবে। তখন শত্রুও মিত্র হইয়া তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অভাবনীয় কল্যান সাধন করিবে। এক বিশ্বপ্রেমই তখন জগৎকে স্বর্গে পরিণত করিবে। এই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সাধনায় লাগিয়া যাও।

যত আকাঙ্ক্ষা তত দুঃখ।

আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, দুঃখেরও সীমা নাই। সেই জন্য আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য আর্য্য-ঋষিগণ, জগতের মহা মহা পণ্ডিতগণ পরামর্শ দিয়াছেন। ভোগ বাসনাতেই অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যাহার সন্তোষ-আয়ত্তাধীন, তাহার অভাব অনুভব করিবার অবসর আসেনা। "We lessen our wants, by lessenning our desire" আকাঙ্ক্ষার সংযম না হইলে কুবেরের ন্যায় ধনশালী হইলেও অভাব ঘুচিবে না, শান্তি পাইবে না, এই যে আমরা অহরহ বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য বিবিধ ন্যায্য এবং অন্যায্য উপায় অবলম্বন করি, কিন্তু একটা স্থায়ী পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি কি? অভাব ঘুচে কি? তাহা ঘুচিবার নয়। হৃদয়ের শান্তি এক মাত্র বাসনার সংযমতায়, অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধনবান ব্যক্তি সারাজীবন ধনোপার্জ্জনে জীবন অতিবাহিত করিয়া তখনও যখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারে নাই, তখন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়রে, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই দুঃখের সীমা নাই।" অল্পে সন্তোষলাভ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য। "The greatest wealth is contentment with little"

হে ধীমান; সুখী হইতে বাসনা করিলে সন্তোষ লাভের জন্য যত্নবান হও, হৃদয়ে শান্তি লাভ করিবে। তোমার দেশ দীন হইতেও দীন হইয়া পড়িতেছে, অর্থাভাবে কোন সৎকার্য্যই আর দেশে অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না, ধনী দীন সকলেই বেহুঁষ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় বিলাস-বহ্নির উপরে পড়িতে ধাবমান, আমরা যেন আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া পড়িয়াছি তাই আমাদের এত দুঃখ, এত দীনতা।

অভাব আমরাই সৃষ্টি করিয়া আমরাই তাহাতে পুড়িয়া মরি, অন্য কাহার দোষ নাই, দোষ আমাদের। আকাঙ্ক্ষায় দীন হইয়াও নিজের আয়, নিজের অবস্থা না বুঝিয়া দরিদ্রের সন্তান হইয়াও ধনীর অনুকরণ করিয়া আমরা যে প্রত্যেকেই অভাবের সৃষ্টি করিয়া দুঃখ দরিদ্রতাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনি, একথা আমরা যে বুঝি না তাহা নহে, বুঝি, কিন্তু আমাদের নিজস্ব ধন সংযম হারাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া সত্য অবস্থাকে কৃত্রিম উপায়ে লুকাইতে যাইয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাই এত দুঃখ বাড়িয়াছে।

যাহার অহরহ নিজের অভাব বহ্নি হৃদয় ছারখার করিয়া ফেলিতেছে, সেকি অপরের কথা ভাবিবার অবকাশ পায়? আমাদের দশা ঠিক তাহাই হইয়াছে। এই জন্য আমরা দেশ বা দশের কথা এখন আর ভাবিতেই পারিনা।

আমাদের ভবিষ্যৎ।

—:০:—

নানাকারণে আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার যুগ নিকটাগত হইয়া আসিতেছে। চাকুরীর বাজারে বাঙ্গালীর তেমন আর আদর হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, যাহা যৎসামান্য চাকুরীর অনায়াসলব্ধ কিঞ্চিৎ পাইয়া আমরা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং আসিতেছি, সেই চাকুরীজীবি আমাদিগকে

পুনরায় মাঠের দিকে, জাতীয় ব্যবসায়ের দিকে অতি আগ্রহ নয়নে যে তাকাইতে হইবে, তাহার আর ভুলই নাই। সেই জন্য আগে হইতে সতর্কতাবলম্বন করিয়া কিছু কিছু শিল্প বাণিজ্যের শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া এদেশের, বিশেষ বাঙ্গালীর ছেলের অতি আবশ্যকীয় বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু এদেশের ছেলেরও সেরূপ শিক্ষার স্পৃহা নাই, পিতা-মাতারও আগ্রহ নাই, তাহা যেমন আমরাও জানি, তাঁহারাও জানেন। কিন্তু পরিতাপ, আমরা এখন ভবিষ্যৎ চিন্তা ভুলিয়াই গিয়াছি। আমরা বহুবার দেখাইয়াছি যে, অর্থের অভাবই আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল, ছাতির জোর নাই, চাকরীর পয়সা ডাইনে আনিয়া বাঁয়ে কুলায় না, প্রত্যেক লোকেরই অন্য একটা side line বা অন্য আয়ের পন্থা থাকা আবশ্যক, সেটা বিশ্রাম সময়ে করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন এবং সঞ্চয় না করিলে আমাদের দৈন্য দশার প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে। সর্ব্বদেশেই চাকরী আছে, চাকরী করিয়া কোটী কোটী লোক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের ন্যায় এত আয়াসী, এত বিলাসী হইয়া পড়েন না। বিশ্রাম সময়ে কিছু না কিছু উপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকেন। কাজেই অচিরে কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলেন। আমাদের বাঙ্গালীর সে গুণ নাই, চাকরীকে আমরা বংশগত করিবার জন্য প্রয়াসী, কাজেই কোনরূপে চাকরী বাজায় করিয়া মেসের চোদ্দপোয়া বিছানায় পড়িয়া আয়াস উপভোগ করিয়াই চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকি। এদিকে সংসারে হাড়ী ঠন্ ঠন্ কেঁড়ে ঢন্ ঢনের অভাব হয় না। এই অভাব মোচনের জন্য "কাজের লোকে" আমরা আজ দশবর্ষ কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ে কাঠ বিড়ালের সাগর বন্ধনের ন্যায় বিবিধ উপার্জ্জনের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু পরিতাপ, অল্প লোকেই আমাদের এই চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ১০ বৎসরে আমরা নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ করিয়া 'কাজের লোককে' বিশ্বকোষ সদৃশ করিয়াছিলাম, কিন্তু যে আশায় বুক বান্ধিয়া আমরা এত পরিশ্রম করিয়াছিলাম, সে আশা তেমন ফলবতী করিতে পারিলাম না। তাহা হইলে প্রত্যেক পিতাকে তাঁহার পুত্র পৌত্রের জন্য "কাজের লোকের" গ্রাহক হইতে দেখিতাম। কিন্তু সেরুচি এদেশের এখনও হয় নাই। কিন্তু হইবার আবশ্যক হইয়াছে। আমাদিগকে যথা সম্ভব বিলাস বিভ্রম কমাইয়া সঞ্চয়ী হইতে হইয়াছে, শিল্প সাহিত্যের আদর করিতে শিখিতে হইয়াছে। কৃষি এবং দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইয়াছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বড় শোচনীয় হইয়া আসিতেছে, ইহা বুঝিবার জন্য অধিক মাথা ঘামাইতে হইবে না। সকলেই তাহা বুঝিতেছেন। কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা কৈ? এই মহাযুদ্ধের সময় এদেশে বহু শিল্পের, ব্যবসায়ের অভ্যুদয়ের আমরা আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় তেমন কিছুই হইল না। গবর্ণমেন্টও এ দেশের লোকে কিছু করে, এমন আশা করিতেছেন, উৎসাহ দিতেছেন, কিন্তু কেহই ত তাহাতে কর্ণপাত করিল না। আমরা গতবারে দেখাইয়াছিলাম যে, মানব নিজেই তাহার অদৃষ্টের জন্য দায়ী 'Man is his own star' ইহা ধ্রুব সত্য। সামান্য ফেরিওয়ালা উপার্জ্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু তাহাতেও সে সুখী বিবেচনা করে কেন? যেহেতুক সে স্বাধীনতার মধুর আস্বাদে মুগ্ধ হইয়া এত কঠোর পরিশ্রম করিতে কাতর নহে। আমরা জানি, অনেক চাকরী জীবি সাজা বাবু অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা ভাল। বহুবার আমরা দেখাইয়াছি, সামাজিক উচ্চতা অনুচ্চতা এখন অর্থের উপরই অধিক নির্ভর করিয়া থাকে শুদ্ধ বংশমর্য্যাদার এখন আর গৌরব নাই যাহার অর্থ আছে, সে নীচ বংশোদ্ভব হইলেও এখন আর সমাজে তাহাকে অনাদৃত হইতে হয় না। কেন? ভদ্র সন্তানগণ যদি সম্ভ্রম জনক কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবার জন্য অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে তেমন কার্য্যেরই বা অভাব কি? শত শত পন্থা রহিয়াছে, যাহা সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরাও করিতে পারেন। দরিদ্রের ফাঁকা সম্মান অপেক্ষা স্বাধীন জীবির ক্ষুদ্র কার্য্যের দ্বারা উপার্জ্জিত স্বচ্ছলতার সম্মান বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। অঋণী অপ্রবাসী হইয়া জীবন কাটাইয়া যাইলেই মধ্যবৃত্ত ভদ্রলোকের এখন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। পূর্ব্ব বঙ্গীয় অনেক কায়স্থ সন্তান মাথায় করিয়া ফেরি করিয়া আম বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না, ইহা প্রশংসারই কথা। আর একটা কথা ভাবিতে হইবে যে, অল্প মূলধন লইয়া কাজ করিলে নিত্য খুচরা খরিদ্দারের অধিক আবশ্যক, তাহাতে লাভও অধিক হইয়া থাকে; এমন কি ব্যাজ দিয়া টাকা লইয়া কারবার করিয়াও লাভ হইতে পারে। সামান্য মূলধন লইয়া বৃহৎ কারবারের স্বপ্ন দেখা উচিত নহে, ঢোড়া ধরিবার যাহাদের ক্ষমতা নাই, কেউটে ধরিবার সাহস তাহাদের পক্ষে শুদ্ধ ধৃষ্টতা নহে, সাংঘাতিক। আমাদের অনেকেরই সঙ্গতি নাই, দেশীয় যৌথকারবারে এক কপর্দ্দক দিতেও এদেশের শতকরা ৯৯ জনের সংস্থান নাই। এমন অবস্থায় বড় বড় কারবারের কথা লইয়া আলোচনার কোন ফলই নাই। আমাদের যেমন অবস্থা, যেমন মূলধন, সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে ক্ষুদ্র মূলধনকে যথাসাধ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে, যখন ক্রমশঃ সঞ্চয় হইয়া মূলধন বৃদ্ধি হইবে, তখন আমাদের দশজনে কোন যৌতকারবার করিতে সাহস এবং আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে, তাহাতে প্রবৃত্তি

যাইবে, তখন আস্তে আস্তে বিনা উপরোধ অনুরোধেই লোকে বৃহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। তাই আমরা বলি, প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে নিজে নিজে ক্ষুদ্র শিল্পে বাণিজ্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, তবে আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, নচেৎ কোন কালে ষষ্ঠী পূজা নাই, একেবারে দশপূজার আয়োজন করিলে যাহা কিছু কষ্টোপার্জ্জিত মূলধন, তাহা নষ্ট হইয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই জন্যই আমরা "কাজের লোকে" অসংখ্য সহজ সাধ্য শিল্পে বানিজ্য বিষয়ক পন্থা প্রদর্শন করিয়া সাগ্রহে সকলকে আহ্বান করি। পাশ্চাত্য অর্থনীতি অর্থবান দেশের অনুকুল হইতে পারে, কিন্তু দেশকাল পাত্রভেদে তাহা প্রতিকুল হইয়া দাঁড়ায়, আমরা যে নিঃস্ব, সামান্য পুঁজীবিশিষ্ট, আমাদের ক্ষুদ্র মূলধন কোন যৌথ কারবারে নষ্ট করা অপেক্ষা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ব্যবসায়েরই অধিক উপযোগী। যদি অনভিজ্ঞতা বশতঃ যৌথ কারবারটী নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে শত শত নরনারীর কষ্ট সঞ্চিত অর্থও নষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহাদের আর কেহ কখনও কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিতে পারে কি?

সেই জন্য ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ব্যবসায়, কৃষি শিল্প দ্বারা আমাদের যত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, বৃহৎ কার্য্য দ্বারা তেমন হইবার সম্ভাবনা খুবই কম, এই জন্যই আমরা ক্ষুদ্র কার্য্যের পক্ষপাতী। এদেশের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই এদেশের সমস্ত অভাব মোচন হইত, এবং সুলভ দ্রব্যেই সংসার চলিত বলিয়াই লোকে লোকহিতকর বহু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের এবং দশের মঙ্গল সাধন করিত। কিন্তু আজ বড় বড় উচ্চ বেতনের রাজকর্ম্মচারীও তেমন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন না কেন? যে হেতুক তাহাতে নিজেরই ব্যয় সংকুলান হয় না, সৎকার্য্য ত দূরের কথা।

সংসারে বসবাস করিতে হইলে আপদ বিপদ আছে, রোগ শোক জরা ক্লান্তি আছে, সেই জন্য সাংসারিককে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সততই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকার আবশ্যকতা হয়। সকলেরই সেই জন্য অন্ন বিস্তর, চিকিৎসা, সামাজিক আচার ব্যবহার, নীতি রীতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়, সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেক ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারা যায় এবং বহু সঞ্চয়ও হইতে পারে। সেই সঞ্চিত অর্থের দ্বারা মূল ধন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্যই "কাজের লোকে" আমরা একাধারে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য নীতি, চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ ব্যতিত অন্য বিষয়ের অবতারনা করি না। আমরা দশ বর্ষ কাল এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া "কাজের লোক" পরিচালনা করিয়া আসিতেছি। হে ধীমান! আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন কি? আপনি কৃতবিদ্য, ধন কুবের হইলেও দেশে ইহার বহুল প্রচারের জন্য আপনার সাহায্য আবশ্যক, এবং সেই সাহায্যে একটা মহৎ উদ্দেশ্যও সাধিত হইতে পারে। প্রার্থনা! একবার আমাদের প্রতি মনোযোগ প্রদান করুন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যজাত মূল ধনের সমষ্টিতেই জাতীয় ধনের সৃষ্টি হয়, আমাদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়া আসিতেছে, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সৃষ্টি ব্যতিত গত্যন্তর নাই। "কাজের লোকে" তেমন কার্য্যের অসংখ্য উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং হইবে।

দ্বিরাগমন সমস্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেলা পাঁচটা। এমন সময় দুইজন ভদ্রলোক রেলগাড়ী হইতে নামিয়া পলাশপুরে পাত্রী দেখিবার জন্য যাইতেছেন। শ্যামধন মিত্র পলাশপুরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ষ্টেশনে একখানি গো গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যা হইবার অনেক পূর্ব্বেই গো-গাড়ী ছাড়া হইল, কিন্তু ঠিক সন্ধ্যার সময়ই গাড়ীটী দামোদর নদীর তটে আসিল। চৈত্র মাসের শেষ। নদী সৈকত এখনও শীতল হয় নাই। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, রাত্রী জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে চন্দ্রমা হাসিতেছে। চন্দ্র কিরণ মন্দান্দোলিত বীচি মালায় সংযোগ হইয়া কি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। অদূরে শৃগালরবে এক একবার তটভূমির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। উচ্চ শাখায় পিকবর সেই জ্যোৎস্নায় গা ঢালিয়া দিয়া পঞ্চম স্বরে বসন্তের মহিমা গান করিতেছে। জোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া ভদ্রলোক দুইটীরও মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিলে। তাঁহারাও এই মধু মাসে, মধুকণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে তীরভূমি মুখরিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। গাড়ীখানি শ্যামধন মিত্রের বৈটখানার গায়ে আসিয়া লাগিল।

শ্যামধনবাবু অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য বাহিরে আসিলেন। এদিকে অমনি অন্দরের মধ্যে সংবাদ গেল যে, ননীবালাকে দেখিবার জন্য উত্তরপাড়া হইতে দুইজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। অমনি অন্দরের পাত্রীর সাজাইবার ও তাঁহাদের খাবারের আয়োজন ও ধুমধাম পড়িয়া গেল। ভদ্রলোক দুইটা শ্যামধনের বৈটকখানার সাজানর পারিপাট্য দেখিয়া বিবাহের ফর্দ্দটাও বাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পাত্রী দেখিবার কথা হইল। কিছুক্ষণ পরে কন্যা আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বসিল। কন্যা পছন্দ হইল, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন নাকটা একটু মোটা হইলে সমস্ত চেহারাটাই কদর্য্য হইত। বিবাহের দিনস্থির হইল।

যথা সময়ে বিবাহ সম্পন্ন হইল। দান সামগ্রী নগদ টাকা, অলঙ্কার, বরযাত্রগণের পাথেয় প্রভৃতিতে শ্যামধনের ৫৫০০ টাকা খরচ হইল। মেয়ে সুখে থাকিবে এই ভাবিয়া পাড়াগেঁয়ে শ্যামধন পূর্ব দেশীয় মধ্যবৃত্তি চাকুরীজীবি কৃষ্ণকান্তের একমাত্র পুত্র বিনয়ের হস্তে তাঁহার একমাত্র কন্যা ননীবালাকে সমর্পন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল হইল। রাত্রিজাগরণে সকলের শরীর অবসন্ন। তাহাতে আবার প্রাণসমা ননীকে ৫৬ দিনের জন্ত শশুর বাড়ীতে বিদায় দিতে হইবে। বেলা ৮টা বাজিল; তখন বরকন্তাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পাল্কিতে দিয়া আসিল। পাল্কী হন্ হন্ শব্দে বুলি বলিতে বলিতে চলিতে লাগিল। পিতা মাতা যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ দেখিলেন এবং চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। পাল্কী যথা সময়ে ষ্টেশনে আসিল, কিছুক্ষণ পরে ট্রেন হু হু শব্দে পানাগড় ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সকলে একটা দেড়া ভাড়া গাড়িতে চড়িয়াছিলেন। গাড়ী আপন মনে নিজ গন্তব্য স্থানে যাইবার নিমিত্ত ভীষন বেগে ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী মানকর ষ্টেশনে থামিল। প্লাটফরমের লোক সকল কন্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, সকলেই বলিতে লাগিল এতরূপ কি মানুষের ঘরে। পান ওয়ালা ডাকিল, চাই পান সিগারেট্। মেঠাই ওয়ালা বলিল, 'চাই মানকরের কাঁচাগোল্লা, কদমা'। ষ্টেষণ মাষ্টারের আদেশে গাড়ী ছাড়িল। বরযাত্রগণ ষ্টেশনে শোভা দেখছিলেন; হঠাৎ একজন অন্ধ লোক আসিয়া গান ধরিল :—

(তারা) তুমিই জান তোমার বিচার।
কাওকে লও মা তুলে কোলে,
কাউকে ভাষাও নয়ন জলে—
গান শেষ হইল না। তবুও এখন পর্য্যন্ত শ্রোতা দিগের অন্তরে গানের সুর বাজিতেছিল। গাড়ী দ্রুত বেগে ছুটিতেছে; বৃক্ষ সকল সূর্য্যের প্রখর কিরণ অবনত মস্তকে সহ্য করিয়া নিঝুম ভাবে দাঁড়াইয়াছে; বৃক্ষ সকল পত্র শূন্য। চতুর্দ্দিকে রৌদ্রে খাঁ খাঁ করিতেছে, মাঠে জন মানব নাই। রাখালগণ দূরে অতি দূরে বৃক্ষ তলে কাপড় পাতিয়া শয়ন করিয়া মধুর স্বরে বাঁশী বাজাইতেছে। অতি দূরে গাভী সকল গাড়ীর শব্দ শুনিয়া প্রাণ ভয়ে লাঙ্গুল উত্তোলন পূর্ব্বক ছুটিতেছে। ক্রমে গাড়ী বর্দ্ধমানে আসিয়া থামিল। হ্যাটকোট পরিহিত হাটু পর্য্যন্ত বুট বিহারী, মুখ হইতে অহরহ চুরুট ধুম নির্গমনকারী, বেত্র হস্তধারী সাহেব ষ্টেশন মাষ্টার প্লাটফরমের এদিকে ওদিকে পদচারনা করিতেছেন। বর্দ্ধমানের বিখ্যাত রসনাতৃপ্তিকর মিহিদানা সিতাভোগ ফেরিওয়ালাদের মাথায় মাথায় ফিরিতেছে। সকলেই ব্যস্ত। গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা পড়িয়া গেল। সকলেই নিজ নিজ স্থানে আসিয়া বসিল। কাহারও সঙ্গে বা জায়গার জন্য হাতা হাতি হইয়া গেল। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী যথা সময়ে বালি ষ্টেশনে থামিল। সকলে গাড়ি হইতে নামিয়া উত্তরপাড়া ও বালির মধ্যস্থিত খালপার হইয়া মা গঙ্গার শোভা দেখিতে দেখিতে কলেজ লেনে আসিয়া থামিল। গৃহ মধ্যে শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি পড়িয়া গেল। সকলে পাড়াগেঁয়ে নূতন কনে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলেজলেনে কৃষ্ণধন বসুর বাটী। তিনি ৮০৲ টাকা বেতনে কোনও সওদাগরের অফিসে কলিকাতায় চাকরী করেন। তিনি উত্তরপাড়া হইতে কলিকাতা প্রত্যহ যাতায়াত করেন। প্রায় এদেশের পনের আনা লোক ঐরূপ ভাবে নিত্য যাতায়াত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার এক খানি দ্বিতল বাটী আছে; বাটীর নিচে তলায় দুইকুঠরী ও দ্বিতলে মাত্র একটী হল আছে। বাটীটী ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। বাটীর মধ্যে ৪৫ ঝাড় কদলি বৃক্ষের সার, ২।৩ টী আম, ৫।৭টী নারিকেল ও সুপারি গাছ এবং নানাবিধ ফুলের গাছ ও একটী তুলসী মণ্ডপ আছে।

পাকস্পর্শ প্রভৃতি বিবাহের আনুসঙ্গিক ব্যাপার সমস্ত শেষ হইয়া গেল; কুটুম্ব ও আত্মীয় স্বজন একে একে পাড়াগাঁয়ের মতের ফুলসজ্জার তত্তটা দেখিয়া প্রস্থানের ব্যবস্থা করিতেছেন। ননী বালা দুই একটী সমবয়স্কা বালিকা লইয়া বেশ আছে।

ফুলসজ্জার তত্বটা শ্যামধন বাবু বেশ ভাল করিয়া পারেন নাই; মোটামুটি ১০০৲ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। এজন্ত কৃষ্ণধন বাবু তাঁহার বৈবাহিকের যশ গাহিতে পারিলেন না। এই ব্যাপার হইতেই যেন পরস্পরের মধ্যে একটু খট্‌কা থাকিল। ননীবালা প্রত্যহ গঙ্গা স্নানে যায়। এখানে কি ইতর কি ভদ্র সকলেই নিত্য গঙ্গা স্নান করেন। পতিত পাবনী মা গঙ্গা ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানটীকে তাঁহার পুণ্যময় জলরাশিতে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার দুই পার্শ্ব কল কারখানায় শোভিত, কিছু দূরে হরিতবর্ণ ক্ষেত্র, ভারতবর্ষের সুফলা শ্যামলা এই নামটীর সার্থকতা প্রকাশ করিতেছে। ননীবালা কখনও গঙ্গা স্নান করে নাই, প্রথমে তাহার গঙ্গায় নামিতে ভয় করিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভয় আনন্দে পরিণত হইল। গঙ্গায় উপর বাষ্পীয় পোত জল কাঁপাইয়া অনেক নরনারী বহন করিয়া চলিতেছে। ধীবরগণ পানসী লইয়া মাছ

ধরিতেছে, যাত্রিগণ রামকৃষ্ণ দেবের খোলা তাঁদের ছাদে ভক্ত দিগকে দক্ষিণেশ্বরের মা কালিকার যোগ মায়ার মন্দিরে লইয়া যাইতেছে। স্থানটী অতি পবিত্র। চারিদিকে শিব মন্দির বেষ্টিত। যা পতিত পাবনী গঙ্গে কুল কুল ধ্বনি করিয়া দেবাদিদেবের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যাইতেছে। মন্দিরে পশ্চিম পার্শ্বে নদীবালা স্নান করে এবং পূর্ব্ব পার্শ্বে কালি মন্দিরের শোভা দর্শন করে। পৃথিবীতে এমন কোনও পাষণ্ড নাই, যাহার হৃদয় এ স্থানে আসিয়া ভক্তিরসে না আপ্লুত হয়। ধর্ম্মই মানুষের শক্তি, সমাজের রক্ষক, ইহকালে ও পরকালের উন্নতি ও মুক্তির সোপান। কিন্তু এমন স্থানেও অধর্ম্মের ভীষণ ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝা ভার। যেখানে মানবের ধর্ম্ম ও তীর্থের কেন্দ্রস্থল সেই স্থানেই ব্যাভিচার অধম পামর প্রবৃত্তির দ্বারস্বরূপ। বোধ হয়, মঙ্গলময় পরমেশ্বর পাপ ও ধর্ম্ম এই দুইটীকে সমভাবে তীর্থে তীর্থে রাখিয়াছেন। লোভ প্রবৃত্তি দমন না করিলে তো মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন হয় না; সেই জন্য ধর্ম্মের নিকট পাপরূপ লোভকে তিনি রাখিয়াছেন। স্বর্ণের অমিশ্র বা মিশ্র যেমন অগ্নির দ্বারা পরীক্ষা হয়, সেইরূপ ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম কপট কি সত্য, পাপের বা লোভের দ্বারা পরীক্ষিত না হইলে ঠিক করা যায় না। যিনি এরূপভাবে সর্ব্বরিপু জয় করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার করুণায় অধিকারী, নচেৎ কপট ধার্ম্মিক ও যথার্থ ধার্ম্মিকরূপে আখ্যাত হয়। সেই জন্য বোধ হয় তীর্থ স্থানে লোভ, পাপ, অধর্ম্ম, হিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মের ব্যাঘাত মূলক নিত্য সহচরের আবাস স্থান। যাহার যে পথে যাইবার ইচ্ছা, সে তাহা গ্রহণ করে, ইহাই যেন তাহার অভিপ্রায়। কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া যাইলাম।

নদীবালা আজ বাপের বাড়ী যাইবে। ওপাড়ার রোমেদের একটী মেয়ে আসিয়া নদীবালার নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ চিত্রাঙ্গ লিখিতবৎ কুঞ্চিতালক কেশ গুচ্ছ বাঁধিয়া দিল। ট্রেনের সময় হইলে পিতার সহিত নদীবালা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পুরে ফিরিয়া আসিল।

ক্রমশঃ

সম্পাদকের নোট বুক।

Editor's Note-Book.

প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পুতুল সর্ব্ব জাতীয় সন্তানসন্ততির অতি প্রাচীন খেলনা।

একটা হস্তি হইতে পঞ্চাশ পাউণ্ড হস্তিদন্ত পাওয়া যায়।

বজ্রের গতি ঘণ্টায় ২৮৷৹ মাইল।

কলা এবং আলুর রাসায়নিক উপাদান প্রায় এক।

সাবান যে কোন আকারেই হউক, জগতে ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল।

স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের শক্তি প্রায় ৩০ বৎসরের পর হইতেই ক্ষীণ হইতে থাকে, কিন্তু পুরুষের আরও ১০ বৎসর পরে দুর্ব্বল হইতে থাকে।

টেলিগ্রাফের তার টেলিগ্রাফের খুঁটীর উপর টাঙ্গাইতে প্রতি মাইলে প্রায় ২৬ পাউণ্ড খরচ পড়ে, কিন্তু মাটীর নিম্ন দিয়া চালাইতে প্রতি মাইলে ২৫০ পাউণ্ড খরচা পড়িয়া থাকে।

ছেলেদের খেলিবার যে প্রস্তরের মার্ব্বেল, তাহা জর্ম্মানীতেই প্রস্তুত হইত। বাবতীয় মার্ব্বেল এবং প্রস্তরের কারখানায় প্রস্তরের যে সকল গুঁড়া এবং বাতিল প্রস্তরখণ্ড পড়ে, তাহাই যন্ত্র সাহায্যে চূর্ণ করিয়া এই মার্ব্বেল প্রস্তুত হইয়া সমগ্র জগতের বালকবালিকার জন্য প্রেরিত হইয়া প্রচুর অর্থ রাশি উপার্জ্জিত হইত। বাতিল দ্রব্য জার্ম্মানিতে কদাচই উপেক্ষিত হয় না। এদেশেও প্রস্তরের বহু কারখানা আছে, কিন্তু এরূপে তাহার সদ্ব্যবহার হইলে এদেশেও প্রচুর অর্থ থাকিয়া যাইত।

আমেরিকার নিউজারসী প্রদেশের মন্টিলেয়ার নামক স্থানে রাত্রি ৮টার পর কাহারও কুকুর চিৎকার করিলে প্রত্যেকবারের জন্য ৪ শিলিং করিয়া মনিবের জরিমানার ব্যবস্থা।

জর্ম্মানীর প্রত্যেক নগরের গৃহস্থদিগকে ঘরের আবর্জ্জনা যথা ছিন্ন বস্ত্র, চুলার ছাই, ছিন্ন কাগজ, ধুলা মাটী পৃথক পৃথক ফেলিতে হয়, নচেৎ দণ্ড হইয়া থাকে। নগরের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সকল বাতিল দ্রব্যকে যেন পৃথক পৃথক কার্য্যে লাগাইতে পারেন, সেইজন্য এই নিয়ম।

ইয়োরোপে প্রায় ১৫০০ থিয়েটার আছে।

ইঁদুরে তিন বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না।

বিলাতে ঝুড়ি এবং বাস্কেট প্রস্তুত কারকগণ পড়ে প্রতি সপ্তাহে ৩০ হইতে ৭০ শিলিং

প্রথম ছাত্রদের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে।

উপার্জ্জন করে; কিন্তু এদেশে ফুঁকে লোকেদের অন্ন হয় না।

ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের প্রতিদিন প্রায় ৫০ খানা লেজার বা খতিয়ান আবশ্যক হয়।

চন্দ্রলোকে যে পর্ব্বত আছে, তাহার উচ্চতা প্রায় ৩০০০০ ফিট উচ্চ।

একখানা ভাল ইঞ্জিন সাধারণ ওয়াগণ টানিয়া ১২ বৎসর স্থায়ী হয়।

অষ্ট্রীচ পক্ষী দৌড়াইলে মিনিটে ১ মাইল যাইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফের সংবাদ ৩ সেকেণ্ডে আট্‌ল্যাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া যায়।

চামড়ার ভ্রমণকারীর ব্যাগ প্রথমে রোম নগরে জুলিয়াস সিজারের সময় প্রচলিত।

গরু মেষাদি জন্তুগণকে এক একটী রাখিয়া খাওয়াইলে মোটা হয় না, জোড়া কিম্বা দলবদ্ধ থাকিলে মোটা হয়।

অষ্ট্রিয়ায় শতকরা প্রায় ১০ জন ডাক্তার হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করে। কেন এমন হয়?

বৈজ্ঞানিকগণ এখনও স্থির করিতে পারেন নাই যে, হাঙ্গর এবং ডলফিন্ ইহারা আদতেই কখন ঘুমায় কিনা।

মানুষ "Speaking trumpet„ বা কথা বলিবার ভেরির মধ্যদিয়া কথা বলিলে বহুদূর পর্য্যন্ত সে স্বর চলিয়া যায়, এজন্ত রেলওয়ের ক্যাবিন্ ও রণস্থলে এই ভেরির ব্যবহার আছে। এই ভেরি দেখিতে ঠিক গ্রামোফোনের হরণের মত। ইহা যদি ৫০ ফুট লম্বা হয় এবং কেহ হরণের মধ্যদিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে, তাহা হইলে সেই কথার শব্দ ২০ মাইল দূরের লোকে শুনিতে পায়।

সকল জাতির কন্যা বরের বাম ভাগে বিবাহের সময় দাঁড়ায়, কিন্তু ইহুদির কন্যাকে বরের ডানধারে দাঁড় করান হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ জলে কখনও লোহে মরিচা ধরে না। অপরিষ্কৃত জলে কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ এবং অপরাপর দ্রব্য বিদ্যমান থাকাতেই লোহে মড়িয়া ধরিয়া যায়।

ইংলণ্ডে ১৭ শতাব্দিতে যদি কেহ ধর্ম্মালয়ে অনুপস্থিত হইত, তাহা হইলে তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হইত। এখন আর সেরূপ হয় না। সেইজন্যই অনেক ধার্ম্মিক লোকের অভাব হইয়াছে।

টাসমেনিয়ার নিয়ম, ১৩ বৎসরের কম বয়স্ক বালক কখনও প্রকাশ্য সমাজে ধূমপান করিতে পারে না, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হয়। ভারতের অনেক পঞ্চম বর্ষীয় বালকেও প্রকাশ্য রাজপথে বিড়ি ও সিগারেট ফুঁকিতে দেখা যায়। অথচ এদেশে শিক্ষার বড়াই আছে বেশ্।

খোস গল্প।

বিলাতে একটা পল্লী গ্রামের একটা হোটেলে এক ভদ্রলোক প্রথম উপস্থিত হইলেন। স্নানের গৃহে টবে জল নাই, তোয়ালে নাই, সাবান নাই। তিনি ভৃত্যদিগকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনি করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কেহই আসিল না। অবশেষে পুনরায় তিনি যখন সজোরে ঘণ্টাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, এত জোরে এতক্ষণ ঘণ্টাধ্বনি করিতেছিলেন কি আপনি? আগন্তুক বলিল, নিশ্চয়ই, স্নানের জল নাই, সাবান নাই, তোয়ালে নাই। ভৃত্য বলিল, মহাশয়, আপনি এরূপে আর ঘণ্টা বাজাইবেন না, তাহা হইলে হোটেলে যে সকল কুমারী এবং মহিলা নিদ্রা যাইতেছেন, তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আগন্তুক। তবে আমার গতি কি হইবে।

ভৃত্য। ব্যস্ত হইবেন না, এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া থাকুন। অন্য উপায় কি?

আগন্তুক। আপনার এই উপদেশের জন্য বাধিত হইলাম।

স্ত্রীর স্বামী একটু উত্তেজিত ভাবে বল্লেন, দেখ মানুষের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে মানুষ চেনা যায় না।

স্ত্রী। তাতো চিনিও না, আমি মানুষের স্ত্রীর পোষাক পরিচ্ছদ দেখে তাহার স্বামীকে চিনি।

১ম বাবাজী। ব্যাথ ভাই, লোককে ঠকাতে আমরা কত রকমই সাজি, লোকে দয়া ক'রে কিছু দেয়, কিন্তু এ সকল না করে, বিনয় করে চাইলেও অনেকেই হতাশ করে না, তাই বল্‌ছিলাম, ভদ্রতাতেও দিন চালান যায়।

২য় বাবাজী। হয়। অনেক সময়ে তা হয় না। ভদ্রতা দেখিয়ে আমার একবার ৭দিন মেয়াদ হয়েছিল।

১ম ভিকারী। কি রকম?

পুরাতন 'কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

—হাঁ—তবুনী, একদিন সন্ধ্যা বেলায় কালা এবং বোবা সেজে পথের ধারে ভিক্ষে কর্‌তে বসে গেলাম। প্রথমেই একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, দয়া করে আমাকে একটা সিকি দিলেন, আমি আহলাদ সহকারে থ্যাঙ্ক্‌ ইউ, সার, ধন্যবাদ। যেমন এই কথা বলেছি, ভদ্রলোক একজন সার্জ্জনকে ডেকে বল্লে, এ কালাও নয়, বোবাও নয়; অথচ বোবা সেজে লোক ঠকাচ্চে। সার্জ্জন গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আমার জেল হয়ে গেল, তবেই দেখ, ভদ্রতা অনেক সময় বিপজ্জনক।

১ম ভিকারী। দূর মূর্খ, সেটা ভদ্রতার দোষ না তোর ব্যবসার দোষ? বোবা সাজা ছাড়া বুঝি আর ব্যবসা পাও নাই।

—•—

নীতিবাদী। কেবল দরিদ্রতা দরিদ্রতা করে আর নাকে কাঁদ্‌বেন্‌ না। "Money sometimes brings misery" অর্থে অনেক সময় দরিদ্রতা আনয়ন করে, "অর্থ-মনর্থম্‌।"

দরিদ্র। তা' আছুক বাবা, তখন অর্থের হাত হতে মুক্তি হতে ইচ্ছা হলে টাকা ফেলে দিলে চলে; কিন্তু দরিদ্রতা বাড়্‌লে তার হাত হতে পরিত্রাণের উপায় কি?

নীতিবাদী নির্ব্বাক।

—

বিবিধ তথ্য।

—:•:—

কাচের কারখানা।—ভারত সরকার মান্দ্রাজস্থিত কাচের কারখানাটী খরিদ করিয়া সত্বর নুতন করিয়া কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কারখানাটী বহুদিন যাবৎ বন্ধ থাকায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এতদিনে সরকারের হতে পতিত হইলে আবার সুফল ফলিবে, আশা হয়।

—•—

ক্ষুদ্র-পিস্তল—বার্লিন নগরের জনৈক অধিবাসী একটী অতি ক্ষুদ্র পিস্তল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহা মুখের মধ্যে রাখা যায় এবং দাঁতের সাহায্যে আওয়াজ করা যায়। কিন্তু পিস্তলের শক্তি এত দূর যে, গুলি শরীরে লাগিবামাত্রই মানুষ মরিয়া যায়।

—:—

ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।" সংপ্রতি 'এম্পায়ার রিভিউ' পত্রে এলিস দ্বীপে এই রোগের বিস্তারসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে।—তথাকার অধিবাসীরা যে সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিত,তাহার ফলে তাহাদের সহসা বৃষ্টির জল ঠাণ্ডা সহিবার ক্ষমতা জন্মিত। এখন তাহারা "সভ্য" হইতেছে—সুতরাং ইজার জামা পরিতেছে। এই আবরণের আধিক্যহেতুই তাহাদের মধ্যে সর্দ্দি-কাশীর, নিউমোনিয়ার, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ও শেষে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ভারতেও ঠিক তাহাই হইতেছে। শৈশবাবধি শিশুদিগকে জামার উপর জামার তুলা ঢাকা আঙ্গুরের মত করিয়া রাখিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ করা হইতেছে।

—

উচ্চপদে বাঙ্গালী—রায় শ্রীযুত আর, এন, লাহিড়ী বাহাদুর ভারতের ডাকঘর সমূহের অস্থায়ী সহকারী ডাইরেক্টর-জেনারল নিযুক্ত হইয়াছেন।

—:—

রসে-কালি—নিউগ্রেণেডা দেশে এক রকম গাছ আছে, তাহার রস লিখিবার কালী-রূপে ব্যবহৃত হয়। লিখিবার সময় রং লাল বোধ হয়, কয়েক ঘণ্টা পর ঐ লেখা কাল দেখা যায়।

—:—

কাগজের কল—কালাহার একটী গ্রাস-ফাইট গাছের কল বসান হইবে। এই গ্রাস-ফাইট গাছ হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইবে। এই কার্য্যে সাফল্য লাভ করিলে আর কাগজ প্রস্তুত করার জন্য সুইডেন হইতে কাঠের শাঁস আমদানী করিতে হইবে না।

—:—

লর্ড কীচনারের কথা।

—:•:—

নৌবিভাগের সংবাদে প্রকাশ, যে হ্যামসায়ার জাহাজে যে কয়জন রক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে প্রশ্ন করিয়া নিম্নলিখিত ব্যাপারটী বুঝা গিয়াছে।

যখন মাইনে গিয়া হ্যামসায়ার ধাকা খাইল, সেই সময় জাহাজখানি একপাশ হইয়া ডুবিতে লাগিল। সে সময় ভয়ানক ঝড় বহিতেছিল। সাগরতরঙ্গ জাহাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। একখানি বোট যেমন জাহাজ হইতে জলের উপর নামান হইল, তখনই বোটখানি দুই টুকরা হইয়া গেল, এবং সেই বোটের লোকগুলা জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। লোকেরা যখন তাহাদের জাহাজের লাইক বেল্‌ট ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল,সেই সময় লর্ড কীচনার একজন নৌ-সেনানীর সহিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সেনানী চীৎকার করিয়া বলিলেন, লর্ড কীচনারের জন্য পথ ছাড়িয়া দাও,তাহার পর উভয়ে কোয়াটার ডেকের উপর উঠিলেন, তাহার পর কাপ্তেন তাঁহাকে সর্ব্ব উচ্চস্থানে ফোরব্রিজের উপর আসিতে বলিলেন। ৭১ জন ভেলার আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে

ছয়জন রক্ষা পাইয়াছে। এই সংবাদ পাইবার কালে নৌ সেনাপতি জেলিকো লিখিয়াছেন যে, ইংরেজ নৌবহরের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া লর্ড কীচনারের মত একজন বীর সৈনিক ও দেশের একজন মহৎ লোক যে এইভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন, তাহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।

পিচ ব্লেণ্ড।

—:—

ভারতের খনিজ-সম্পদের তুলনা নাই। ভারতের প্রকৃতি রত্নপ্রসূ মা,লক্ষ্মী—কত সমৃদ্ধি লইয়া উপযোগীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা অন্ধ দেখিতে পাই না। আমরা পঙ্গু, প্রান্তর, কান্তার, গিরি লঙ্ঘন করিয়া মায়ের গুপ্ত ভাণ্ডার খুজিতে পারি না। আমরা পক্ষাঘাতে অকর্ম্মণ্য, সম্মুখে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য,পুরুষকার প্রয়োগে তাহার অধিকারী হইতে পারি না। 'যা নাই, ভারতে, তা নাই জগতে' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—ভারতে কত ধাতুর আবিষ্কার হইতেছে। সম্প্রতি গয়া জেলায় নওয়াদা মহকুমার নিকটে বাসুথাপ পাহাড়ে 'পিচব্লেণ্ডে'র আবিষ্কার হইয়াছে। এই 'পিচব্লেণ্ডে' যে পরিমাণে 'র‍্যাডিয়ম' আছে, জগতের অন্য কোথাও কোনও দেশের 'পিচ ব্লেণ্ডে' সে সমৃদ্ধি নাই। 'র‍্যাডিয়ম' বহুমূল্য ধাতু; ইহার মূল্য এত অধিক যে, অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'র‍্যাডিয়ম বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। জগতের নানা ক্ষেত্রে 'র‍্যাডিয়ম ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার উৎপন্ন এত অল্প যে, পৃথিবীর প্রয়োজন বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষে সেই র‍্যাডিয়াম-গর্ভ ধাতুর আবিষ্কার হইল। প্রয়াগের 'পায়োনীয়র' বলিতেছেন, শীঘ্র এমন দিন আসিবে, যখন ভারত জগৎকে রীতিমত র‍্যাডিয়ম যোগাইতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যক প্রয়োজনে ব্যবহার্য্য র‍্যাডিয়মের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। ভারত কালে সেই অভাব পূর্ণ করিবে। পায়োনীয়রের লেখনীতে ফুল চন্দন পড়ুক—কিন্তু প্রশ্ন এই, র‍্যাডিমের ঐশ্বর্য্য কে ভোগ-ভোগ করিবে? আমরা কি এই "পিচব্লেণ্ডে"র খনি আয়ত্ত করিতে পারিব? আমরা এই সমৃদ্ধি জাতীয় সম্পদে পরিণত করিবার অবকাশ পাইব? আমরা কি এক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া উদ্যম উৎসাহ ও পুরুষকারের প্রয়োগে লক্ষ্মীলাভের চেষ্টা করিব? অথবা আমরা চাহিয়া থাকিব, আর উদ্যোগী পুরুষসিংহেরা এই প্রাকৃতিক সম্পদের ফলভোগ করিবে? শুনিতে পাই, বিহারীরা মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা কি 'পিচব্লেণ্ডের খনির কাজ দেশবাসীর আয়ত্ত রাখিয়া সমগ্র ভারতের আদর্শ হইবেন না?—নিজের কাজ আমরা কবে নিজে করিব? কবে আমরা যেমন তেমন চাকরী, 'ঘি ভাত' ভুলিয়া লক্ষ্মীলাভে জীবন পণ করিব? কবে আমরা রত্নভূমির রত্নরাজি আপনারা আহরণ করিতে শিখিব? প্রসূন।

কলিকাতার ভোজনাগার।

—:০:—

কলিকাতার অধিকাংশ ভাতের হোটেল আর মাংসের হোটেল সাক্ষাৎ নরক বলিলেই হয়। ভাতের হোটেলগুলি সাধারণতঃ ঝি' নাম্নী রক্ষিতার 'ঠাকুর' নামক রক্ষাকর স্বামিত্বে পরিচালিত। এই ঝি সাধারণতঃ বিগতযৌবনা, অতি নিম্ন শ্রেণীর বেশ্যা, আর এই ঠাকুর যদি ঝি অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হয়, তাহা হইলে ঐ ঝি ঠাকুরের রক্ষিতা। আর যদি ঝি অপেক্ষা ঠাকুর কম বয়স হয়, তাহা হইলে ঠাকুর ঝি'র রক্ষিত, এইরূপ কর্ত্তা-গৃহিণীর গৃহিণীপনায় কলিকাতার অধিকাংশ ভাতের হোটেল পরিচালিত। ঐ ঠাকুর ভাত রাঁধে, আর ঐ ঝি জল তোলা প্রভৃতি যোগাড় দেয়। ঠাকুর রাঁধে গলায় দড়ি বামুনের আর ঝির জাতির কেহ সন্ধান করে না। এই পাচক ও পরিচারিকার কুৎসিত রোগ বড়-গুলি, প্রায় সবই থাকে,ইহারা অত্যন্ত নোংরা ও অনাচারী। মাংসের হোটেলগুলির পাচকের জাতির কোন প্রয়োজন নাই, কারণ উহা ইংরেজী ধরণের হোটেল। অনেক হাড়ি প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি এই হোটেলের পাচক। এই সব অধিকাংশ হোটেলের মাংস যে কিসের মাংস, কত দিনের মাংস, তাহার কোন খোঁজ খবর থাকে না, আচ্ছা করিয়া পিঁয়াজ ও লঙ্কার ঝাঁজে উহার সর্ব্ব দোষ ঢাকিয়া গরম গরম খাইতে দেওয়া হয়। এইরূপ হোটেলের ভাত ও মাংস যাহারা খায়, তাহারা নরকের বিষ্ঠা খায়। ধর্ম্মহানির কথা ছাড়িয়া দিই। ইহাতে যে স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, ইহা একটু চিন্তাশীল লোক মাত্রেই বুঝিতেছেন। তাই গত ৭ই জুন বুধবার কলিকাতা কর-পোরেশনের মিটিংএ রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত জিজ্ঞাসা করেন যে, গত ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ভোজনাগারগুলির কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে? প্রত্যুত্তরে চেয়ার-ম্যান বলেন,—"ভোজনাগারগুলি চুনকাম করান, উহাদের মেজে সিমেন্ট করান, পয়ঃ-প্রণালীর পথ পরিষ্কার রাখা, খাদ্যাদি রক্ষার আধার নির্ম্মাণ করান প্রভৃতি কার্য্যে গত বৎসর যথেষ্ট দৃষ্টি প্রদত্ত হইয়াছে। সম্প্রতি চুল্লীর উন্নতির দিকে নজর পড়িয়াছে। এরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে মোট ১৯৭টী ভোজনাগারে এ ছাড়া আরও ২৯৮টী ভোজনাগারের নাম সরকারী খাতায় লেখান আছে। স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এই সকল ভোজনাগার মাঝে মাঝে পরিদর্শন করেন।" এই সব

হোটেলের পরিকার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটির যত্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্য মঙ্গলের ভাল ; কিন্তু এরূপ আড্ডের যা মাংসের দোকানে ভোজন করা কোন হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে। সাহেবী হিসাবে ইহা যতই পরিষ্কার হউক না, ইহাতে হিন্দুয়ানী বজায় থাকা সম্ভবপর নহে। তবে হিন্দুই বা কয়জন যে, এ সকল বিষয়ে হিন্দুয়ানীর দোহাই দিতেছি। শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি যে, কলিকাতার একজন চাকুরে "মহামহোপাধ্যায়ের" দুইটি গ্রাজুয়েট পুত্র রাস্তার চায়ের ও চপের দোকানে বসিয়া চা চপ খাইয়া যায়। আর কাহাকে কি বলিব। ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চাকুরী গ্রহণের ফলে বৈষয়িক উন্নতি হইয়াছে, "মহামহোপাধ্যায়" হইয়াছেন, ছেলেরা গ্র্যাজুয়েট হইয়া বাবু বনিয়াছে, চাকুরে হইয়াছে, কিন্তু একটা মস্ত জিনিস হারাইয়াছে, এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আর—বংশিষ্ঠাগত ব্রাহ্মণ্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। ছেলেদের গ্রাজুয়েট চাকুরে করিয়া বংশের বৈষয়িক উন্নতি ও ব্রাহ্মণ্যাবনতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ একটি নয়, এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, একটি মাত্র উল্লেখ করিলাম। কালের বশে কাচের লোভে কাঞ্চন হারাইতে বসিয়াছে। যে ব্রাহ্মণ ধনের লোভে ধর্ম্ম দেয়, ব্রাহ্মণ্য যে কি পদার্থ, সে জ্ঞানই তাহার নাই। তাহা থাকিলে বুনো রামনাথের ন্যায় তেঁতুল পাতা সিদ্ধ দিয়া ভাত খাইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিয়া কোটিপতির পদ তুচ্ছ জ্ঞানে নিজে ধন্য হইত। তাই বলি, এই হোটেল লইয়া হিন্দুয়ানির দোহাই দিই কাহার নিকট ? এখন ভরসা মাত্র জগদম্বা !

বঙ্গবাসী।

আমাদের হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

—:•:—

"কাজের লোক" প্রকাশ করিয়া যাহা যৎ কিঞ্চিৎ লাভ হয়, তাহা আমরা আজ ৫ বৎসর কাল সাধারণের হিতার্থে প্রদান করিয়া "Businessman Poor Charitable Dispensary" বা "বিজ্‌নেস ম্যান দাতব্য ঔষধালয়" স্থাপন করিয়া প্রতিদিন বহু রোগীকে বিনা মূল্যে ব্যবস্থা এবং ঔষধ দিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের পাঠকগণ "কাজের লোকে" ইহার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অবগত আছেন। এই ডিস্‌পেনসারীর অবশ্য ক্রমোন্নতিও হইয়াছে। আমি একা আর পারিয়া উঠিতেছিলাম না, এজন্য সদাশয় সুযোগ্য এবং সুচিকিৎসক ডাঃ দাস মহাশয়, প্রতিদিন নিয়মিত বসিয়া সমাগত রোগীগণকে অতি সযত্নে দেখিয়া থাকেন।

বহুদিন এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নাড়াচাড়া করিয়া বুঝিতেছি যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা—প্রকৃত নির্ব্বাচিত ঔষধে অতি অল্প সময়ে ঠিক অমৃতের ন্যায় জীবন রক্ষক এবং ফলদায়ী। সেই জন্য আমার ইচ্ছা, যাহাতে আমার প্রত্যেক গ্রাহক এবং পাঠক এই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ অন্ততঃ স্বীয় আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারবর্গের সামান্য সামান্য রোগেরও চিকিৎসা করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি "কাজের লোকে" একটী স্বতন্ত্র হোমিওপ্যাথিক বিভাগ রাখিয়া তাহাতে ভৈষজ্য তত্ব, রোগ চিকিৎসা, চিকিৎসার ফলাফল প্রকাশ করিব মানস করিয়াছি। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষায় কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাসিক পত্র নাই। যথা-সাধ্য "কাজের লোকের" পাঠকবর্গের সেই অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব মনে স্থির করিয়াছি। এখন সুচিকিৎসকগণ, গ্রাহকগণ, এই মঙ্কল্প সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করিলেই চরিতার্থ হইব।

উপসংহারে আরও জানাইয়া রাখিতেছি যে আমাদের চারিটেবল ডিসপেনসারীতে অনেক সুচিকিৎসকই সময়ে সময়ে দয়া করিয়া বসিয়া মফঃস্বলের এবং স্থানীয় "পুরাতন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের গ্রাহকগণের কোন আত্মীয় স্বজনের যদি কাহারও এমন পীড়া থাকে, যাহা অন্যান্য চিকিৎসার সুফল হয় নাই, সেইরূপ রোগীর পীড়ার আনুপূর্ব্বিক বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে আমরা এখান হইতে তাঁহার চিকিৎসার ভার লইয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিব। রোগের বিবরণ লিখিবার আমাদের ফরম আছে (ডাকটিকিট পাঠাইলে তাহা পাঠাইয়া দিই এবং তাহা পূরণ দিলেই আমরা রোগের বিশেষ জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় বুঝিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হই। ঔষধ পাঠাইবার সামান্য ব্যয়, তাহা /০ আনা হইতে ৵০ আনার অধিক হয় না সমস্ত রোগ-বিবরণ গোপনীয় রাখা হয়। আমরা বিনামূল্যেই এই চিকিৎসার ভার লই। তবে আরোগ্য হইয়া দরিদ্র ভাণ্ডারে স্বইচ্ছায় যদি কেহ কিছু দিতে চাহেন, তাহাতে আপত্য নাই।

বশম্বদ

শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
"কাজের লোক" সম্পাদক।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

(*Special for "Businessman"*)

মেটিরিয়া মেডিকা
বা
ভৈষজ্যতত্ত্ব।

লেখক—ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

একোনাইটম্ নেপেলস্।

র‍্যাননকিউলসি শ্রেণীভুক্ত।

সাধারণ নাম—একোনাইট্, মঙ্কস্ হুড্, বা উলফস্ বেন্। জর্ম্মাণ—ইসেনহেপ্, ষ্টার্ম হাট্। ফরাসি—একোনিট্ নেপেল্। ইতালীয়—নেপেলো। স্পেনীয়—নেপেলো। সংস্কৃত—বৎসনাভ। হিন্দী—বিখ্ বা বিষ। বাঙ্গালা—কাঠবিষ। মান্দ্রাজী—নাভি।

উৎপত্তি স্থান—মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের, এবং রুসিয়া, মধ্য এসিয়া ও স্কাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি স্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে, আর্দ্র ভূমিতে ও বনৌষধিপূর্ণ পতিত জমিতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রেট্ বৃটেনেও উৎপন্ন হয়, সম্ভবতঃ অন্য দেশ হইতে আনিয়া রোপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রদেশের এবং দক্ষিণ ওয়েলসের ছায়াকীর্ণস্থানে বনোদ্ভিদ্‌রূপে ইহা পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে একোনাইটের গুণ ও ব্যবহার বিদিত আছে। কথিত আছে যে, মহাবীর হার্কিউলিস্ তাঁহার শেষ অভিযাত্রায় মার্কারি ও মিনার্ভা সমভিব্যাহারে পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথা হইতে ত্রিশির সারমেয় সার্বেরস্‌কে মর্ত্ত্যপুরে আনয়ন করিবার জন্য পাতালের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্লুটোর অনুমতি প্রার্থনা করায়, তিনি বলেন যে, যদি বিনা অস্ত্র সাহায্যে সার্ব্বেরস্‌কে লইয়া যাইতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই। প্লুটোর অনুমতি পাইয়া হার্কিউলিস্ সার্ব্বেরস্‌কে মর্ত্ত্যপুরে লইয়া আসিলেন। সার্ব্বেরস্ সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে পারিল না; মর্ত্ত্যপুরে আসিয়াই উদগার করিতে লাগিল। যেখানে যেখানে তাহার বমন ভূমিতে পতিত হইল, সেই সেই স্থানে একোনিটস নামক প্রাণ হন্তারক বিষাক্ত ওষধি উৎপন্ন হইল। পন্টস প্রদেশে প্রবাহিত একেরন্ নদী দ্বারা পাতালপুরে যাতায়াত করিতে হয়। ঐ নদী তীরে হিরাক্লিয়া নামক নগর অবস্থিত। হার্কিউলিস্ ঐ পার্ব্বত্য স্থানের উপর দিয়া পাতালের কুকুরটী লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানের পাহাড়টী একোনিটন নামে অভিহিত। পলস্ এজিনিটা (Paulus Aginita) বলেন, যাহারা হিরাক্লিয়ার মধুপান করেন, তাঁহাদের একোনাইট খাইবার মত বিষাক্ত লক্ষণাবলী প্রকাশ হয়। জেনোফন (Xenophone) তাঁহার এনাবেসিস্ (Anabasis) নামক গ্রন্থে পন্টস প্রদেশের মধুর উন্মত্ততা উৎপাদিকা শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আরিষ্টটল্, প্লিনি, ডিওডোরস্, সিকিউলস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই মতের পোষকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। একোনাইটের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও একটী গল্প আছে। প্রোমিথিয়স মৃন্ময় মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, স্বর্গ হইতে অপহৃত অগ্নি দ্বারা তাহাদের জীবন দান করিয়াছিলেন। এজন্য জুপিটর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং কতিপয় শকুন দ্বারা তাঁহার যকৃৎপ্রদেশ অনবরত দংশন করাইতে থাকেন। কথিত আছে, প্রোমিথিয়সের ক্ষতনিঃসৃত দূষিত স্রাব হইতে একোনাইটের উৎপত্তি হইয়াছে।

একোনাইটের বিষাক্ততা যে অতি পুরাকাল হইতে বিদিত ছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ওবিদ্ তাঁহার মেটামার্ফোসিস্ নামক গ্রন্থে এই বিষের উল্লেখ করিয়াছেন; ইজিয়সের মায়াবিনী পত্নী মিডিয়া তাঁহার সপত্নীপুত্র থিসিয়স্‌কে হত্যা করিবার জন্য স্বীয় স্বামী দ্বারা এই বিষপ্রয়োগ করান, "For him a bowl of deadly Aconite she drugged."

ইহার পর কবিগণও একোনাইটের বিষাক্ততার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। কবিবর সেক্সপীর তাঁহার চতুর্থ হেনরী নাটকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, "Though it do work as strong as Aconitum; or rash gunpowder."

প্রাচীন প্রকৃতি তত্ত্ববিদ্ প্লিনি ও ডিওডোরস্ মায়াদেবী হেকেটকে একোনাইটের আবিষ্কর্ত্রী বলিয়াছেন।

খৃষ্ট জন্মের ৩৭১ বৎসর পূর্ব্বে থিওফ্রাষ্টস্ প্রথম একোনাইটের বর্ণনা করেন। তিনি দুই প্রকার একোনাইটের উল্লেখ করেন, উভয়ই তৃণ সদৃশ। ডায়স্কোরাইডিস ও দুই প্রকার একোনাইটের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমটী—ত্রিপত্র বা চতুষ্পত্র, শসা পাতার মত; স্কন্দ এক হাত লম্বা; মূল কাঁকড়া বিছার পুচ্ছের ন্যায়। দ্বিতীয়টী—পত্র বড় বড় খাঁজবিশিষ্ট; স্কন্দ সরু ও অপেক্ষাকৃত কাল; উচ্চে এক হাত বা কিঞ্চিদধিক; বীজগুলি শুঁটিমধ্যে থাকে; মূল কতকটা লম্বা ও কাল রং। ডায়স্কোরাইডিস বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার সম্ভবতঃ একোনাইটম্ নেপেলস্।

একোনাইটের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধেও মত ভেদ আছে। গ্রীক ভাষায় একোনি (Acony) শব্দের অর্থ প্রস্তর। প্রস্তরময় স্থানে উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয় একোনাইট্ নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, "a" privative অর্থাৎ অভাবসূচক উপসর্গ, এবং কোনিস্ (konis) শব্দের অর্থ ধূলি; কারণ ইহা প্রস্তরময় স্থানে উৎপন্ন হয় যেখানে ধূলি বা মৃত্তিকা নাই। নেপস্ (Napus) শব্দ হইতে নেপেলসের উৎপত্তি হইয়াছে।

নেপেন্স এক প্রকার কচু। একোনাইটের মূল দেখিতে কচুর মত।

কথিত আছে, নিষাদেরা শার্দ্দূল শীকার কালে একোনাইটের রসে তীর ডুবাইয়া লইত, তজ্জন্ত ইহাকে উল্ফস্বেন (Wolfsbane) বলে। ইহার ফুলের উপরের পাপ্‌ড়ির আকৃতি helmet বা শিরস্ত্রাণের ন্যায়, এবং প্রথমতঃ ভিতরের পাপ্‌ড়িকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে; ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইলে পশ্চাদ্দিকে সরিয়া পড়ে এবং ভিতরের পাপ্‌ড়ি দৃষ্টিগোচর হয়। সেই কারণ ইহার মঙ্কস্ হুড (monkshood) নাম হইয়াছে।

টেষ্ট বলেন, একোনাইট সকল প্রাণির পক্ষে মারাত্মক। * * মাংসাশী জন্তু অপেক্ষা উদ্ভিজ্জীবী জন্তুদের উপর ইহার বিষক্রিয়া কম। * * কথিত আছে অশ্ব ছাগ ও মেষগণ ইহা নিরাপদে ভক্ষণ করে।

ইহার ক্রিয়ার স্থিতিকাল :—অৰ্দ্ধ ঘণ্টা হইতে ৩৮ ঘণ্টা বা অবস্থা বিশেষে কয়েক সপ্তাহ।

প্রতিষেধক—একোনাইট্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে, সর্ষপ, সলফেট অব জিঙ্ক বা ইপিকাক দ্বারা বমি করান আবশ্যক, সুরা, উদ্ভিজ্জ অম্ল যথা ভিনিগার, বা অম্লাস্বাদ ফল ব্যবহেয়। হোমিওপ্যাথিক প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, নক্সভমিকা, পাল্সি, গোয়াকো। একোনাইট আবার ক্যামোমিলা, কফিয়া, নক্সভমিকা, পেট্রোলিয়ম্, সল্ফর্, সিপিয়া, ভেরেট্রমের প্রতিষেধক। তৈল লবণ বা ভম্বারা বমি করাইলে ইহার বিষ ক্রিয়া বৰ্দ্ধিত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া :—ইহা sensory স্নায়ুর পীড়া উৎপাদন করে, প্রথমে সুড় সুড় করিয়া ক্রমে অসাড় হয়। সাধারণ আক্ষেপ ৫ মিনিট কাল স্থায়ী। সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ। কষ্টদায়িকা অস্থিরতা, তাণ্ডব রোগের ন্যায় অনবরত পদযুগলের প্রকম্পন। বাহুদ্বয় ও পদযুগল ভিতরদিকে অর্থাৎ শরীরের দিকে আকৃষ্ট; অঙ্গুলিগুলি দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ; কনুইজ প্রভৃতি অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও চরণযুগল স্থায়ীভাবে ভিতরদিকে বক্র হইয়া থাকে; কোন প্রকার আক্ষেপ সূচক ক্ষত বা কম্পন থাকে না। সকল সন্ধিতে তরুণ শীত প্রবাহের ন্যায় ব্যথা। সর্ব্ব শরীরে পেষণবৎ ও স্ফোটক সদৃশ ব্যথা। মানসিক লক্ষণ পরিষ্কার থাকে, কেবল অন্তরে অপ্রকাশিত থাকে। অস্থায়ী অবশতা। অনুভব করে যেন, কোন কোন শিরায় সমস্ত রক্ত জমিয়া গিয়াছে; তৎপরে শিরোঘূর্ণন, ও তাহার সহিত মাথা জ্বালা, মনে হয়, যেন মস্তক ফুটন্ত জলে পরিপূর্ণ। বৃহৎ আক্ষেপ ও শীতল ঘর্ম্ম, প্রবল আক্ষেপ হয়। প্রথমতঃ জিহ্বা ও চোয়ালে সামান্ত (চিন্ চিনে) উত্তাপানুভূতি এবং তৎসহ মুখমণ্ডল দ্বিগুণাকার হইয়াছে বলিয়া বিভ্রম, আত্মীয় বন্ধুগণের কথায় বা দর্পণ দৃষ্টি দ্বারাও এই ভ্রম দূর হয় না; এই ভাব ক্রমশঃ সর্ব্ব শরীরে বিশেষতঃ হস্ত পদে ব্যপ্ত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে হয় এবং কষ্টদায়ক হয়। নাড়ী দ্রুত ও অসমান। গাত্র উত্তাপে পুড়িয়া যায়। ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত করায়, উত্তাপ বৃদ্ধি করায়, তৎসঙ্গে শীত জ্বর, ও ঘর্ম্ম হয়; অধিক মাত্রায়, হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুমণ্ডলীর অবশতা উৎপাদন করিয়া হিমাঙ্গ অবস্থা আনয়ন করে। মানসিক কষ্ট একটী অপরিবর্ত্তনীয় আনুসঙ্গিক।

দৈহিক পরিবর্ত্তন মুখাকৃতির বিকৃতি; ভয়সূচক আকৃতি। উদরের স্ফীতি, গ্রীবাও পৃষ্ঠদেশে নীলবর্ণ দাগ সমূহ। মস্তিষ্কের ধমনী সমূহে অত্যন্ত রক্তাধিক্য; মস্তিষ্কের পদার্থ বিন্দু বিন্দু রক্তাভ দাগ। উভয় ফুস্ ফুস্ ভারি, নীলাভ, পশ্চাদ্দেশ ঈষৎ বেগুনী রং; রক্তে পূর্ণ; Crepitation বা কেশ ঘর্ষণ বৎ শব্দ পাওয়া যায় না। হৃৎপিণ্ডের বাম Ventricle বা নিম্নবিবর শূন্য থাকে, দক্ষিণ নিম্নাবয়োধ আঠাবৎ রক্তের জমাটে পরিপূর্ণ থাকে। গলকোষ, পাকাশয়, এবং অন্ত্রের সিকম পর্য্যন্ত লাল হয় ও ঐ সকল স্থানে রক্তাধিক্য হয়। রক্তবাহিকা প্রণালী গুলি, বিশেষতঃ অন্ত্রের শিরাগুলি, দূষিত রক্তে স্ফীত হয়। উদরাভ্যন্তরে (Abdominal Cavity) পীত বর্ণ রস জমে। (ক্রমশঃ)

Practice of medicine

বা

চিকিৎসা বিধান।

—:০:—

Acute cough.

তরুণ সর্দ্দি।

অপর নাম—তরুন রাইনাইটিস (Acute Rhinitis), মাথায় ঠাণ্ডা (cold in head)।

ব্যাখ্যা—নানা গহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সর্দ্দি জনিত প্রদাহ।

কারণ—ঋতু পরিবর্ত্তন কালে, ঠাণ্ডা লাগিয়া, জলে ভিজিয়া, কিম্বা আর্দ্রস্থানে বাস করিলে হইতে পারে। নাসাগহ্বরে কোন প্রকার উত্তেজক পদার্থ (যথা তামাক, ধূলি, কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি) প্রবেশ করিলে হইতে পারে। অন্য কোন পীড়ার লক্ষণ স্বরূপও হইতে পারে, যথা হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি। সংক্রামক কারণেও হইতে পারে।

নিদান—(Pathology) প্রথমাবস্থায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে (Mucous membrane) রক্ত সঞ্চয় হয়, উহা স্ফীত ও উজ্জ্বল লাল বর্ণ হয় এবং স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই তরল বর্ণহীন, উত্তেজক স্রাব নির্গত হয়; এই স্রাব লাগিয়া নাসিকা ও ওষ্ঠ

হাজিয়া যায়, ইহার পরেই শ্লেষ্মা ও পূঁয মিশ্রিত স্রাব হয়।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ এক প্রকার শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। প্রায় হাঁচি হইয়া আরম্ভ হয়; নাসাভ্যন্তর শুষ্ক ও অবরুদ্ধ হইয়া চইয়া যায়, এমন কি মুখ দিয়া শ্বাস লইতে হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জলীয় স্রাব আরম্ভ হয়, এই স্রাব কখন কখন উত্তেজনা দায়ক, এবং অবশেষে শ্লেষ্মা ও পূঁয সংযুক্ত হয়। কখন কখন শীত করে, এবং জ্বরও হইতে পারে।

স্থিতিকাল—কয়েক দিন হইতে দুই সপ্তাহ।

উপসর্গ—চক্ষুর শ্বেতাংশের প্রদাহ; খাদ্যনালীর প্রদাহ; শব্দযন্ত্রের প্রদাহ; ইউষ্টেসিয়ান টিউবের প্রদাহ।

চিকিৎসা—প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক উভয় প্রকারই হয়।

প্রতিরোধক—ঠাণ্ডা লাগার লক্ষণাবলী প্রথম প্রকাশ হইবা মাত্র বিছানায় বসিয়া এক পেয়ালা গরম জল পাণ করিয়া সর্ব্বশরীর গরম কাপড় দ্বারা আচ্ছাদন করিলে শীঘ্রই ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়। ঘর্ম্ম হইয়াই প্রায় সারিয়া যায়।

প্রথমাবস্থায়—একোনাইট, বেলেডোনা, ক্যাম্ফর বা জেলসিমিয়ম। স্রাব আরম্ভ হইলে এলিয়ম্ সিপা, কেলিবাইক্রমিকম্, পলসেটিলা বা সলফর। যদি নাক বন্ধ হয়, এমন্ কার্ব্ব, লাইকোপোডিয়ম্, নক্সভমিকা ও ষ্টিক্টা।

একোনাইট—আক্রমনের প্রারম্ভে, বিশেষতঃ যদি শুষ্ক, শীতল বায়ু লাগিয়া হয়; প্রথমে শীত করে, পরে, জ্বরভাব হইয়া উত্তাপ হয়। মাথাধরে, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, হাঁচি হয়, কাণ ভোঁ ভোঁ করে। নিদ্রা হয় না, অত্যন্ত অস্থির হয়, এবং মৃত্যুর ভয় হয়।

লেরিংক্স্ শুড় শুড় করে, শুষ্ক কাশি বহির্বায়ুতে উপশম হয়।

এলিয়ম্ সিপা—নাসারন্ধ্র হইতে প্রচুর জলীয় স্রাব হয়, জ্বালা করে ও হাজিয়া যায়; স্রাব অত্যন্ত জলীয়, নাসিকার অগ্রভাগ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে। সর্ব্বদা অত্যন্ত হাঁচি হয়, বিশেষতঃ গরম ঘরে প্রবেশ কালে হয়। প্রচুর অশ্রুবর্ষণ হয়, চক্ষুর পাতা স্ফীত হয়। বক্ষের মধ্যস্থলে ও উপরাংশে কষ্টবোধ হয়।

এলুমিনা—প্রচুর স্রাব নিঃসরণকারী সর্দ্দি, বাম নাসা হইতে স্রাব ও দক্ষিণ নাসা বন্ধ হইয়া থাকে। তৎপরে শুষ্ক অর্থাৎ স্রাব হীন সর্দ্দি হয়, এবং উভয় নাসা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

এমন্ কার্ব্ব—শুষ্ক অর্থাৎ স্রাবহীন সর্দ্দি, নাসা বন্ধ বিশেষতঃ রাত্রে, এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে।

এণ্টিম্ ক্রুড—সর্দ্দির সহিত নাসারন্ধ্রে ঘা ও মামড়ি হয় ও স্রাবহীন বা স্রাববাহী সর্দ্দি, বিশেষতঃ প্রাতে।—নাসাবদ্ধ, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে; বহির্বায়ুতে ভ্রমণকালে নাসা এরূপ শুষ্ক হয় যে, কথা বলিতে পারে না। জিহ্বার শ্বেতাচ্ছাদন এবং বমি বা বমনেচ্ছা এই ঔষধের প্রধান নির্ব্বাচক।

আর্সেনিক—সর্দ্দির সহিত, মাথা ধরা, অস্থিরতা ও অবসন্নতা। নাকের গোড়ায় বন্ধ হইয়া থাকে। অত্যন্ত কষ্ট হয়, নাসা পরিপূর্ণ ও শীতল বোধ হয়। বন্ধ থাকে, অথচ স্রাব নিঃসরণ হয় (নক্সভমিকার মত)। স্রাববাহী সর্দ্দি, সর্ব্বদা হাঁচি হয়, কিন্তু হাঁচিতে উপশম হয় না, স্বরভঙ্গ, নিদ্রাহীনতা, ও নাসিকার স্ফীতি থাকে। প্রচুর জলীয় স্রাব হয়, নাসা ও ওষ্ঠ জ্বালা করে ও হাজিয়া যায়।

আরম্ ট্রাইফিলম্—শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তদ্বারা নাসা ও ওষ্ঠ হাজিয়া যায়, ও জ্বালা করে। অনবরত নাক খুঁটিতে থাকে, অবশেষে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে।

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা—অনবরত সর্দ্দি, ও নাসা বদ্ধভাব, স্রাব হয়—গলার স্বর হাঁড়ীর মধ্যে কথা কহিবার মত হয়, এবং প্রাতে ও দিবাভাগে শুষ্ক কাশি। নাসা বদ্ধ ও শুষ্ক। ওষ্ঠ ও নাসা স্ফীত হয়। পীতবর্ণ, গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। নাসা প্রাচীরে মামড়ি জমে।

(ক্রমশঃ)

(*Special for "Businessman."*)

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

—:০:—

Pastes—বা লেই।

প্রায় সমস্ত আফিসেই এখন নানা প্রকারের লেই বা আটা ব্যবহৃত হইতেছে, কাগজ পত্র আঁটিবার জন্য এখন গঁদ ব্যতীত ষ্টিক ফাষ্ঠ প্রভৃতি নানা প্রকার নামের পেষ্ট বিলাত হইতে আমদানী করিয়া এদেশে আনা হয়। তাহা আমাদের দেশের ময়দার আটার মত, মুখ চওড়া শিশিতে মায় তুলি বা ব্রুস সমেৎ লাগান বিক্রয় হয়। যুদ্ধের জন্য এখন এ সকল আমদানী পেষ্ট বা আটা দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, কিন্তু এদেশে এখন এই দ্রব্যটা প্রস্তুত করিয়া সেইরূপ লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করিলে এদেশের একটী সুন্দর কারবার চলিতে পারে। এ কাজটী উপেক্ষার নহে, কারণ প্রায় সকল আফিসেই আজ কাল ইহার ব্যবহার আছে। গঁদ দ্বারা মোটা কাগজ জোড়া যায় না, কিন্তু এই আটা বহুদিন স্থায়ী হয় এবং অতিশয় জোর আটা। বড় প্যাকেট মোটা কাগজ দ্বারা করিতে

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মুল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

হইলে প্রতিদিনই ময়দার আটা প্রস্তুত করা যেমন বিরক্তকর, সেইরূপই অসুবিধাজনক। দ্বিতীয় অসুবিধা তুঁতে প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত আটাতেও ২।৩ দিনে গন্ধ হয়, ছাতা পড়ে, মশা মাছির দৌরাত্ম্য বাড়ে। এই জন্য পাশ্চাত্য প্রণালীতে ইহা প্রস্তুত করণের উপায় প্রদর্শন করিব। বারবার বলিতেছি, ইহা ক্ষুদ্র কাজ নহে, কেবল মাথার তৈল এবং জুতার ও লিখিবার কালীর জন্য মস্তিষ্ক চালনা অপেক্ষা এদেশে এই অভিনব দ্রব্যটা প্রস্তুত করিয়া চালাইলে সহজে ইহার প্রতিদ্বন্দীতার সম্ভাবনা থাকিবে না। চালাইবার উপায়, প্রত্যেক আফিসে প্রথমত নমুনা স্বরূপ দিয়া এবং প্রত্যেক ষ্টেশনারী দোকানে বিক্রয়ার্থ রাখিয়া চালাইতে হয়। প্রত্যেক শিশিতে মায় শিশি ক্রেস কর্ক প্রভৃতিতে ৵০ অধিক ব্যয় পড়ে না, কিন্তু প্রত্যেক শিশি ।৵০ আনায় বিক্রয় করিলেও বিলাতি অপেক্ষা অনেক সুবিধা হইবে। বিলাতি প্রস্তুত এইরূপ পেষ্ট বাজারে এখন বড় শিশি ৸০, ৸৶০ আনায় বিক্রয় হইয়া থাকে।

Dextrine Paste.

ডেক্‌ষ্ট্রিন পেষ্ট।

প্রস্তুত প্রণালী—উত্তপ্ত জলে এমন পরিমাণ ডেক্‌ষ্ট্রীন পাউডার মিশাইতে হইবে, যেন তাহা মধুর মত গাঢ় হয়। তাহার পর শিশিতে পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে হয়। ইহাতে যতক্ষণ জলীয় অংশ থাকে, ততদিন সমান ক্ষমতা থাকে। ডেক্‌ষ্ট্রীন বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়। মূল্য সুলভ।

Durable Paste.

(স্থায়ী আটা)

উৎকৃষ্ট শিরিস	৪ ভাগ
জল (শীতল)	১৫ ভাগ

জলে কয়েকঘণ্টা শিরিশটাকে ফেলিয়া রাখিলে নরম হইয়া যাইবে। তাহার পর মৃদু আলে গলাইলে গলিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাতে ৬৫ ভাগ গরম জল মিশ্রিত কর এবং ঘন ঘন নাড়িতে থাক, তাহার পর অন্য পাত্রে ৩০ ভাগ ষ্টার্চ্চপেষ্ট, দিয়া ২০ ভাগ জলের সহিত ক্রমাগত নাড়িয়া মিশ্রিত করিলে দেখিতে ঠিক দুধের মত হইয়া যাইবে। দেখিতে হইবে, যেন জমাট বাব্ধিয়া যায়। এখন এই ষ্টার্চ্চ পেষ্টটাতে, পূর্ব্বোক্ত শিরিসের মিশ্রনটাতে ঢালিয়া দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে হইবে, এবং এই সমস্তটাকে (Boiling temperature) অর্থাৎ যে উত্তাপে জিনিষটা সুসিদ্ধ হইয়া উঠে, এরূপ জলে দিতে হইবে। তাহার পর নামাইয়া শীতল হইলে ইহাতে ১০ ফোঁটা কার্ব্বনিক এসিড দিয়া পুনরায় নাড়িয়া মুখ চওড়া শিশিতে টাইট কর্কদিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা বহুদিন স্থায়ী হইবে এবং ইহার আটা খুব জোর এবং শক্তিশালী হইবে।

Flour Paste.

(ময়দার আটা)

জল	১ কোয়ার্ট
ফট্‌কিরি	৫০ আউন্স

অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া শীতল হইলে ইহাতে ময়দা এমন ভাবে মিশ্রিত কর, যেন তাহা ক্ষীরের মত অবস্থায় দাঁড়ায়, তাহার পর পুনরায় অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া ফুটাইতে হইবে এবং ইচ্ছা মত ঘন ও শীতল হইলে ইহাতে ১৫ ফোঁটা অয়েল ক্লোভস্ (লবঙ্গের তৈল দিয়া) নাড়িয়া মুখচওড়া শিশিতে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা সহজে পচিবে না এবং আফিসে সাদরে গৃহীত হইবে। উপরোক্ত প্রস্তুত দ্রব্যে ৫৫ সামান্য ময়দা চূর্ণ এবং ২।৩টী লবঙ্গ দিয়া ফুটাইয়া ঘন করিলে ১২ মাস থাকিবে, শক্ত হইলে একটু জল দিলে নরম হইবে।

Stick-fast Paste,

ষ্টিক-ফাষ্ট-পেষ্ট।

—:০:—

Wheaten flour	1	oz.
Powder Tragacanth	1/2	oz
Powdered Gum Arabic	1/2	oz.
Salicylic acid	30	gr.
Oil of Winter green	4	drops.
Water.	12	oz

ক্রমে ক্রমে পাউডার গুলিকে মিশ্রিত করিয়া তাহার পর জল মিশ্রিত করতঃ অগ্নির উত্তাপে ফুটাইতে থাক এবং ক্রমাগত নাড়িতে থাক। এইরূপ ২০ মিনিট অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া ঘনীভূত হইতে দাও। যখন ঠাণ্ডা হইবে তখন ইহাতে অয়েল উইণ্টার গ্রীণ মিশাইয়া পুনরায় নাড়িয়া দাও। এখন ইহা প্রস্তুত হইল।

সায়েণ্টিফিক্ আমেরিকা।

Rice-flour Paste.

চাউলের গুড়ার আটা।

ইহাও আফিসে ব্যবহার হয়।

চাউল গুড়ার আটা	১ আঃ
জিলাটীন	৩ ড্রাম্
জল	১/২ পাউণ্ড

অগ্নির উত্তাপে ক্রমাগত নাড়িয়া ফুটাইতে থাক,যখন শ্বেত বর্ণটা গ্লাস বা কাচের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে এবং আবশ্যক মত বেশ ঘন হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া শীতল হইতে দাও। শীতল হইলে শিশিতে পুরিয়া প্রত্যেক বোতল বা জারে ৮।১০ ফোঁটা Oil cloves বা লবঙ্গের তৈল দিয়া পুনরায় একবার নাড়িয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও। চাউল গুড়ি বেশ সূক্ষ্ম চূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

Glycerine paste for office use.

গ্লিসারিন পেষ্ট (আফিসের জন্য)

৬ আউন্স ফুটন্ত জলে ২ আউন্স আরবী গঁদ গলাইয়া তাহাতে ৪ ড্রাম গ্লিসারিণ মিশ্রিত করিয়া দিলেই এই জিনিসটী প্রস্তুত হয়। তাহার পর যেমন গঁদের শিশি সেইরূপ শিশি যোগাড় করিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

শেষ কথা।

—:০:—

এইরূপ আটার বোতলের সাধারণতঃ মুখ চওড়া হওয়ার আবশ্যক। ইহা অনেকটা মেলিনস্ ফুডের বোতলের মত। মুখে কাষ্ঠের বাটীর ছিপি থাকে, তাহার মধ্যস্থলে একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া তুলি বা ক্রস দেওয়া হয়, সেই ক্রস দ্বারা কাগজে আটা মাখান হয়, ছিপি এবং ক্রস তরল আলতার শিশিতে, জুতার কালীর শিশিতে যেমন ক্রস্ থাকে, সেইরূপ। যে ক্রস্ ব্যবহার হয়, তাহা অনেকটা যেন দাঁতন কাটীর মত।

বিক্রয়ের উপায় সমস্ত ষ্টেশনারী দোকানে সাইন বোর্ড দিয়া রাখিয়া আসিলে তাহারাই আফিসে আফিসে চালাইয়া দেয়।

সাধারণ কাগজকে পার্চ্চমেণ্টের মত করিবার উপায়।

সাধারণ শক্ত সাদা কাগজকে ১ ভাগ জল এবং ৬ ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়া সলুইশন করিয়া তাহাতে কয়েক সেকেণ্ড ডুবাইয়া তাহার পর পরিষ্কার জলে যতক্ষণ অ্যাসিডের চিহ্ন উঠিয়া না যায়, ততক্ষণ সাবধানে ধৌত করিয়া কুঞ্চিত না হইয়া যায়, এমন ভাবে শুষ্ক করিয়া লইলেই ঠিক পার্চ্চমেণ্টের মত হইয়া যাইবে। কাগজ বেশ দৃঢ়ও হইবে।

সর্পাঘাতে তুলসী।

প্রসূন পত্রে প্রকাশ :—

তুলসী হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র বৃক্ষ। পুরাকালে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও ইহার গুণের নানাবিধ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। বিষ-বৈদ্যের মুখে শুনা গিয়াছে, ইহা সর্পবিষের ঔষধ। তাহারা বলে, ইহার মূল গৃহে রাখিলে সর্প ভয় থাকে না। সম্প্রতি এই পরম পবিত্র তুলসী পত্রের রসে একটী মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রাণ পাইয়াছে। ঘটনাটী এই,—গদাই মালি নামক জনৈক উড়িয়া মালি ২৯শে মে বেলা আন্দাজ ৭॥ টা ৮টার সময় গাছ তলায় পতিত একটী আম খায়। আধ ঘণ্টা পর হইতে তাহার গা ঝিম ঝিম করিতে থাকে, ক্রমশঃ তাহার সর্ব্ব শরীর অবশ ও নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়ে। তাহার শরীরে সম্পূর্ণরূপে বিষ ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হয়। তখনই ডাক্তার ও অন্যান্য বিষ-বৈদ্যকে ডাকিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটিয়া গেল, কিন্তু যখন সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রোগীর কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, নাড়ীও নাই, কেবল নাভির নিকট অল্প একটু নড়িতেছে মাত্র। বাঁচিবার আর কোনও আশা নাই দেখিয়া ডাক্তারেরা মত প্রকাশ করায় অত্র গ্রাম নিবাসী জগদ্ভূষণ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক বিষ বৈদ্য (ওঝা) একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ রস হইতে পারে, এরূপ পরিমাণ তুলসীর পাতা আনিতে বলিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ নিকটে তুলসী গাছ থাকায় তৎক্ষণাৎ পাতা আনা হইল। তিনি নিজহস্তে সেই সেই পাতার রস করিয়া রোগীর সর্ব্বশরীরে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিলেন এবং মুখের মধ্যে কণ্ঠে ও নাভিকুণ্ডে যতটা ধরে, পূর্ণ করিয়া দিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রোগী নড়িয়া উঠিল এবং মুখের মধ্যে যে তুলসীর রস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও একটু গলাধঃকরণ করিবার সামর্থ্য হইল। ইহা দেখিয়া তখন সকলেই রোগীকে বিশেষ যত্ন সহকারে শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সকলের সম্মুখে রোগী উঠিয়া বসিল ও কথা কহিল। তখন তাহার অসহ্য গাত্রদাহ হইতেছে, কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। ক্রমশঃ সে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিল। তুলসীর এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইয়া পড়িল। সাধারণের নিকট ইহার গুণ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এত করিয়া বর্ণনা করিতে হইল। সর্প ভয় সর্ব্ব স্থানেই আছে। অতএব যে কেহ ইচ্ছা করিলে ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তুলসীর এত গুণ না থাকিলে নারায়ণ সাদরে মস্তকে ধারণ করিবেন কেন?

ডাকাতিয়া ঘাস।

—:০:—

সম্প্রতি "মালদহ সমাচার" ডাকাতী ঘাসের সম্বন্ধে এক সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবিগণের এই অদ্ভুত

মারাত্মক ডাকাতিয়া ঘাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "সমাচার" লিখিয়াছেন :—

গত ১১ই জুন রবিবার সাতারবিঘা গ্রামের গোলাম আলি নামক এক ব্যক্তি তাহার ১জোড়া বলদ লইয়া জমি চষিবার জন্ত মাঠে গিয়াছিল। জমির আলিতে একটী সতেজ "ডাকাতিয়া" ঘাস দেখিয়া বলদ দুইটী তাহা খাইতেছিল, খাইবা মাত্র একটী বলদ কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মারা যায়। তখন অপর বলদের মুখে হাত দিয়া উহা টানিয়া বাহির করে। ঘাস টানিবার সময় বলদের দন্তের আঘাতে তাহার হস্ত ক্ষত হয় এবং রক্তের সহিত বিষ মিশিয়া যায়। অল্পক্ষণ পরেই গোলামও মারা যায়; অন্যের সহিত নানারূপ ঔষধ সেবন করান হওয়ায় দ্বিতীয় বলদটী বাঁচিয়াছে। সামান্য ঘাসের বিষে এরূপ মৃত্যু ভীতিপ্রদ!

ডাকাতিয়া ঘাস মাঠে অনেক জন্মে। ঐ ঘাসে যে এরূপ মারাত্মক বিষ আছে, তাহা অনেকেই জানে না। অজ্ঞতার দোষে এরূপ কত লোক মারা যায়।

কৃষক ও রাখালদিগের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত—মাঠে ঐ ঘাস দেখিবামাত্র তাহা সাবধানে তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত, নচেৎ আবার কাহারও গোলাম আলীর মত দশা ঘটিতে পারে। এই বিষাক্ত মারাত্মক ঘাসের সম্যক বৈজ্ঞানিক আলোচনা হওয়া দরকার।

ডাকাতিয়া ঘাসের আকৃতি সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের লোক সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এরূপ সাংঘাতিক ঘাসের আকৃতি প্রকৃতি সকল স্থানের লোকেরই বিশেষরূপ জানিয়া রাখা উচিত। আমরা এই বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ হইতে সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হইবার আশা রাখি। কাঃ সঃ

মহাজন বাক্য।

—:০:—

১। ধৈর্য্য দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মনঃ দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ, এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে।

২। কি পূজ্য, কি ইতর সমুদয় লোকের সহিত আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত চিত্তে কাল হরণ করিবে।

৩। যৌবন, রূপ, জীবন, বিত্ত, আরোগ্য, ও প্রিয় সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে, উহাতে আসক্ত হইবে না।

৪। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে ক্লেশ প্রদান করে।

৫। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই সমান জ্ঞান করা ও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

৬। অর্থ নাশ হইলে চিন্তিত হইবে না।

৭। মূর্খ ব্যক্তিরা ধনে উন্নতি লাভ করতঃ বিষয় ভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই বিনষ্ট হয়।

৮। বিষয় তৃষ্ণার অন্ত নাই।

৯। শরীর চিরস্থায়ী নহে, তজ্জন্য সর্ব্বদাই ইহ লৌকিক বিষয় চিন্তা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে।

১০। কালক্রমেই সমুদয় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগ মাত্রেরই বিয়োগ এবং জীবিত ব্যক্তি মাত্রেরই মরণ হইবে।

১১। সন্তোষই পরম সুখের মূল, পরম ধন ও জ্ঞান।

১২। চিত্তকে বশীভূত করিতে পারিলে শোক দুঃখ আয়ত্ত হয়।

১৩। অতীত বিষয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে।

১৪। অনুতাপ দ্বারা অতীত বিষয় লাভ হয় না।

১৫। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে অথবা প্রিয় বস্তুর বিয়োগে দুঃখ করিলে দুঃখই বৃদ্ধি হয়।

১৬। চিন্তা না করাই দুঃখ শান্তি করিবার মহৌষধ।

১৭। জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

১৮। নির্ব্বোধ লোকের ন্যায় শোক ও হর্ষে অভিভূত হইবে না।

১৯। সাবধান ব্যক্তিকে অবসন্ন হইতে হয় না।

২০। দরিদ্রতাপেক্ষা গুরুতর দোষ কিছুই নাই। দারিদ্র দুঃখ মোচনের জন্য সতত যত্নবান্ হইবে।

২১। ধনই কুল মর্য্যাদা ও ধর্ম্মবুদ্ধির নিদান।

২২। দেহ ও আত্মার অভিমান পরিত্যাগ করিবে। এ সকল ক্ষণভঙ্গুর।

শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।
(গলসী)

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিতএবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা। Registered No. [illegible]



THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, [illegible]

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. X.
৮ম সংখ্যা।	AUGUST 1916.	আগষ্ট ১৯১৬।	No. 9.

"The parent who does not teach his child a trade, teaches him to be a thief." "ছেলেকে যদি পিতা ব্যবসায় শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে তিনি পরোক্ষে ছেলেকে চোর হইতে শিক্ষা দেন।" অনেক অভিজ্ঞই এই মতের পোষকতা করেন। কথাটা অসঙ্গতও নহে। এদেশের আধুনিক পিতা ছেলেকে ব্যবসায় বাণিজ্যে উৎসাহিত করিতে যত্নবান নহেন। কিন্তু ছেলের অর্থের অভাব হইলে সে যে অসদুপায় অবলম্বন করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। কিন্তু কোন ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা দিলে তাহার নৈতিক উন্নতিও হইতে পারে।

—•—

"Labour may be chastisement but it is indeed glorious one." পরিশ্রম মানুষের পক্ষে শাস্তিস্বরূপ কষ্টসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু গৌরবজনক। ইহা একটা সাধনা, কর্ত্তব্য, সুখ-সৌভাগ্যের সোপান স্বরূপ। শ্রমকাতর অলস ব্যক্তি এই গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া চিরজীবন দারিদ্র্যের কঠোর গ্রাসে জীবন বলি দিতেই বাধ্য হয়।

—•—

"Most wretched and ignoble lot indeed is the lot of the idler." অলসের অদৃষ্টের ন্যায় এমন শোচনীয় অদৃষ্ট আর নাই।

—•—

শ্রম ব্যতীত সুখ হইতেই পারে না অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু যাহারা শ্রমকাতর, অলস, তাহারা নিজ দুর্দ্দশা নিজে সৃষ্টি করিয়া কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারিয়া জনসাধারণের নিকট কেবল মন্দ অদৃষ্টের দোহাই দিতেই বাধ্য হয়। ইহাই স্বাভাবিক। এদেশের আরামী যুবকগণ এখন আর পরিশ্রম করিতে পারে না, কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়া থাকে। ইহাও কাপুরুষতার একটী লক্ষণ।

—•—

দেশের ভবিষ্যৎ আশা।

—:•:—

একদিন ট্রামওয়ে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের গাড়ীতে আসিতেছিলাম, মাঠে জনস্রোতের সীমা নাই, ফুটবলের ম্যাচ ছিল। একজন ইংরাজ ভদ্র লোক বলিলেন—"বাবু! তোমাদের দেশের লোক যে গরীব, ইহা কেমন করিয়া অন্য দেশের লোকে বিশ্বাস করিবে? যাহারা থিয়েটারে, বায়স্কোপে, ফুটবল ম্যাচে, ঘোড়দৌড়ে প্রতি দিন অজস্র অর্থ ব্যয় করে, পোষাক পরিচ্ছদে বিলাসিতায় যাঁহাদের এত খরচ, তাহারা যে গরীব একথা কেহ বিশ্বাস করে না।" আমরা বলিলাম, সাহেব দেশের অধিক সংখ্যক লোকেরই অবস্থা শোচনীয়,

করে; [illegible] অনুকরণপ্রিয়, [illegible], বিলাসী বাঙ্গালী যুবককে দেখিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থার বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা অনেক বিদেশীয় লোকের আছে, তাহা আমরাও জানি, কিন্তু সমস্ত সংসারেরই [illegible] অবস্থা অতি শোচনীয় হইতেছে তাহার আর সংশয় নাই। এই সকল আধুনিক শিক্ষার ফলে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেকালের শিক্ষায় যুবকগণের এত উচ্ছৃঙ্খলতা, এত বিলাসিতা, এত অপব্যয়িতা জন্মাইত না। তোমাদের দেশের লোক কর্ম্মী —কর্ম্মশেষে দৈনিক উপার্জ্জনের পরে, এইরূপ খেলা করে, সেটা সাজে। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলে তোমাদের অনুকরণে অবশ্য এই সকল ব্যয় বাহুল্য খেলায় মাতিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া আমোদ প্রমোদেই গা ঢালিয়া দেয়, এইটুকুই বিশেষত্ব। আমরা তোমাদের নিকট এতকাল শিক্ষা করিয়া তোমাদের যাহা সদগুণ,তাহার অনুকরণ করিবার প্রয়াসী হই নাই; এই স্থানেই আমাদের গলদ হইয়াছে।

সাহেব বলিলেন—"যথার্থই তাই"।

ধনী নাই, দরিদ্র নাই সকল ছেলেরই সমান অবস্থা দাঁড়াইতেছে। অবশ্য পঠদশায় শারিরীক বলবিধানের জন্য সেকালেও খেলা ধুলার ব্যবস্থা ছিল,কিন্তু তাহা এত ব্যয়সাপেক্ষ এবং এত সময় নষ্টকর ছিল না। আমাদের হাডু, গুডু, কপাটী খেলাও শারিরীক উন্নতির পক্ষে যে কম উপযোগী ছিল তাহা নহে। কিন্তু আমরা অনুকরণ প্রিয় জাতি, এই ব্যয়বাহুল্য কর খেলাতেই এখন উন্মত্ত হইয়াছি। কিন্তু থিয়েটার বায়স্কোপেও কি ঐ শারিরীক বল বিধানের জন্য এত অর্থ ব্যয় করি; অবস্থা আমাদের খুবই মন্দ। কিন্তু মাতাল মদিরায় অনিষ্টকারী গুণ জানিয়াও কেমন একটা টানের চোটে আর সংবরণ করিতে পারে না। আমাদের ক্রিয়ায় মদিরায় ভবিষ্যৎ চিন্তা নষ্ট হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের অভাব বুঝি, কিন্তু প্রতিবিধান করিতে যত্নবান নহি। [illegible] মিতব্যয়িতা একেবারে আমাদের হৃদয় হইতে চলিয়া গিয়াছে, [illegible] আমরা সমস্তই করিতে পারি, আমাদের Self denial বা আত্মসংযম নাই, খেয়াল উঠিবামাত্রই তাহাই করিয়া বসি।

এই যে খেয়ালের দাস, এটা অমঙ্গলজনক। সেকালের ছেলেদের পিতা মাতা গুরু জনের সহিত একটা বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ ছিল। আধুনিক শিক্ষায় সেটা নষ্ট হইয়াছে। এখনকার পিতা মাতার আর সাধ্য নাই যে ছেলেকে বশে রাখিতে পারেন ছেলে ১৬ বৎসরেই স্বাধীন। বৃদ্ধ পিতা উপদেশ দিতে যাইলে অপাঙ্গ কুঞ্চিত করিয়া উপেক্ষায় হাসিয়া বাপ্‌কে উড়াইয়া দিতেই কুণ্ঠিত হয় না। বাহবা, কি চমৎকার শিক্ষাই আমাদের ছেলেদের হইয়াছে। আজীবনের পরিশ্রমের উপার্জ্জিত যৎ কিঞ্চিৎ ননীর গোপালদের ভরণপোষণ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়া পিতা মাতার এই পুরস্কার এখন প্রতি ঘরে ঘরে, কেহ লজ্জায় মর্ম্মের দুঃখ মর্ম্মে চাপিয়া প্রকাশ করে না। এই সর্ব্বনাশের আর প্রতিকার হইবে না। সে ভারতীয় সংযম প্রভৃতি প্রকৃত ভদ্রতা বুঝিবা আর এদেশে কখন ফিরিয়া আসিবে না। স্বজাতিকে উপেক্ষা, স্বধর্ম্মকে উপেক্ষা, স্বদেশকে উপেক্ষা এই দেশের ছেলের শিক্ষার সুফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি দুর্দ্দিনই আসিয়াছে। এখনকার শিক্ষায় একেবারেই নীতি শিক্ষার অভাব, ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই, তোতা পাখীর ন্যায় মুখস্থ বিদ্যায় শিক্ষা, সে শিক্ষা ঠোঁটেই লাগিয়া থাকে; ভিতরে যায় না, হৃদয়ের উন্নতি হয় না। তাই মুখে মধু হইলেও অন্তরে পচা গ্যাস বায়ু প্রাণ সংহারক রূপে বিরাজ করিয়া থাকে। [illegible] আর এখনকার শিক্ষায় নাই। গলদ এই স্থানেই, [illegible] ভবিষ্যত বড় অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপায় কি? বিধিলিপি— [illegible] শান্তনা দিতে হইবে।

তাই বলিতেছিলাম এদেশের বর্ত্তমান যুবকগণের উপর বিশেষ কোন আশা নাই, আশা করাও যায় না, যে করে সে ভ্রান্ত।

পল্লীতে পল্লীতে ক্লাব, থিয়েটার, অহরহ অসৎ চিন্তা, নীতির চিন্তাই নাই, এত উপসর্গে পরিবেষ্টিত ছেলের নিকট দেশ কি আশা করিবে? বা দশে কি আশা করিতে পারে? অর্থ স্বাচ্ছল্য না হইলে কোন দেশের কখন উন্নতি হয় না। সেই অর্থ এদেশের ছেলে জন্মিয়া অবধিই অপব্যয়ই করিতে শিক্ষা করে। কখন সঞ্চয় শিক্ষা হয় না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কেবল ব্যয়েরই বৃদ্ধি হইতেছে, কাজেই এদেশের ছেলের চাকরী ব্যতীত উপায় কি? এম,এ, পাশ করিয়া ১০০৲ টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারে না। বাপের পয়সাতেই পাঠ্যজীবনে এত লম্ফ ঝম্ফ, কিন্তু পিতার অবর্ত্তমানে বহু যুবককে একেবারে অন্ধকার দেখিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তখন আর উপায় কি? তখন কোথায় বা ক্লাব বন্ধু আর কোথায় বা ফুটবল ম্যাচ—বাহু একেবারে অভাবের কঠোর চাপে "চিঁড়েচেপ্টা" তখন অদূরদর্শীদের কর্ম্মফল ফলিতে থাকে। অনেক অর্ব্বাচীন যুবককে কাঁদিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি। কিন্তু পাশ্চাত্য কর্ম্মবীরগণের জীবনী পাঠে জানা যায়, বার্ণর চেষ্টারফিল্ড কার্ণেজী প্রভৃতি ধনকুবেরগণ পাঠ্যজীবনেই আপনাদের টিফিনের খাবারের অর্থ বাঁচাইয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া [illegible] ধনকুবের হইয়াছেন। এদেশের [illegible] ও দেশের ছেলেদের

[illegible] । অদৃষ্ট [illegible]

মহাজন বাক্য।

—:०:—

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

২৩। বিষয় বাসনাকে মনে স্থান দিবে না।

২৪। আত্মীয়কে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবে।

২৫। বায়ুর ন্যায় কাহারও আয়ত্ত হইবে না।

২৬। লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়।

(ক) পরদোষ নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হয়।

(খ) ক্ষমা প্রভাবে লয় হয়।

২৭। সঙ্কল্প হইতে কামের আবির্ভাব হয়। উহার সেবা করিলে বর্দ্ধিত হয়। বিরত হইলে নিবৃত্ত হওয়া যায়।

২৮। কাম ও হর্ষ বশতঃ ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে। প্রজ্ঞা প্রভাবে উহা বিনষ্ট হয়।

২৯। শান্তি গুণ থাকিলে সকল দোষকে পরাজয় করা যায়।

৩০। কূপ, অগ্নি ও কণ্টকের ন্যায় নৃশংস ব্যক্তিদিগকে নিয়ত পরিত্যাগ করিবে।

৩১। অন্যের দোষ দর্শন করিলে তাহা প্রকাশ করিবে না। গুণ থাকিলে গুণ প্রকাশ করিবে।

৩২। ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত ও পরস্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না।

৩৩। নীচ ব্যক্তির নিকট হইতে উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে।

৩৪। অপবিত্র স্থান হইতেও সুবর্ণ গ্রহণ করিবে।

৩৫। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে তুল্যরূপ জ্ঞান করিবে।

৩৬। সুরাপান, [illegible] গমন, ব্রাহ্মণ বধ, সুবর্ণাপহরণ, এই পাঁচটী মহাপাতক, ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। এই সকল পাপ কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

৩৭। অধ্যয়ন, তপোনুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া সত্য ও সংযম, এই সকল ধর্ম্মের সম্পত্তি।

৩৮। কৃতঘ্ন, মিত্রদ্রোহী ও দুরাচার গণকে যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

৩৯। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হয়।

৪০। অহরহ আশার বশীভূত হইবে না। করিবে।

৪১। একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হয় না।

৪২। আগুণ, ঋণ ও শত্রুর শেষ রাখিবে না।

৪৩। স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবসনা স্ত্রীকে দর্শন করিবে না।

৪৪। ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া রাগ দ্বেষকে লয় করিতে হয়।

৪৫। যেরূপ ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।

৪৬। অনুরাগ ও বিদ্বেষ প্রবল বৈরী বলিয়া উক্ত হয়।

৪৭। ক্রিয়া ও ব্যাপার ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না।

৪৮। আত্মাতে কোন প্রকার ক্রিয়া নাই। নিষ্ক্রিয় পদার্থ।

৪৯। কোন কর্ম্মফলের সহিত আত্মার সংযোগ নাই। আত্মার কখন জন্ম বা মৃত্যু নাই। আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির অগোচর [illegible]।

৫০। অবিদ্যা দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।

৫১। বাহ্য বিষয়ের সংসর্গ জনিত [illegible] সুখই দুঃখ বিমিশ্রিত এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ।

৫২। শাস্ত্র, অনুমান এবং যুক্তি দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে জ্ঞান বলে। আর মনে মনে সেই সকল বিষয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করার নাম বিজ্ঞান।

৫৩। বিবেকের দ্বারা ভ্রান্তি দৃষ্টিকে নিবারণ করিয়া সকল প্রকার বিষয় কামনা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিবে।

৫৪। আপনার তুলনা দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীতেই সুখ দুঃখ সন্দর্শন করিতে হয়।

৫৫। বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে দুর্গতি লাভ হয় না।

৫৬। মন অতি চঞ্চল ও অদম্য পদার্থ। বিবেক দর্শনের অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে দমন করিতে হয়।

৫৭। প্রযত্ন সহকারে চিত্ত সংযম করিলে মন পাপশূন্য ও নির্ম্মল হয়।

৫৮। সূত্রে গ্রথিত মণি মুক্তার ন্যায় এই বিশ্ব ঈশ্বরে গ্রথিতভাবে আছে।

৫৯। ঈশ্বরই সর্ব্ব বস্তুর সনাতন বীজ। ঈশ্বর হইতেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পদার্থ বা ভাব বিকশিত হইয়াছে।

৬০। জ্ঞানী ভক্ত ঈশ্বরের আত্মা স্বরূপ।

৬১। যিনি পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করেন, তিনিই ঈশ্বরকে লাভ করেন।

৬২। যিনি অক্ষয় ও পরম পদার্থ তিনিই ব্রহ্ম।

৬৩। ঈশ্বরের দ্বেষ্য ও প্রিয় কেহই নাই।

৬৪। দেবতা মহর্ষি প্রভৃতি কেহই ঈশ্বরের উৎপত্তির কথা বলিতে পারেন না।

[illegible] নাই। [illegible]

[illegible]

[illegible] ফিরে [illegible]

[illegible]

[illegible] যত [illegible]

শিল্পী [illegible] কর্ত্তব্য।

[illegible]

৬৭। সুখের প্রতি [illegible] সুখে ত্যাগ করা উচিত।

৬৮। প্রবৃত্তি [illegible] বিবেক [illegible] পায়।

৬৯। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে [illegible] চিন্তা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

৭০। ক্রোধ হইলে হিতাহিত বিষয়ে মোহ হয়, সদুপদেশ সকল বিস্মৃত হয় এবং বুদ্ধির বিবেক শক্তি বিনষ্ট হয়।

৭১। অবিবেকীর বুদ্ধি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আবৃত থাকে।

৭২। বিষয় বাসনা পরবশ ব্যক্তির মুক্তিলাভ হয় না।

৭৩। শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, সুখ ও দুঃখে সমদর্শী হওয়া উচিত।

৭৪। [illegible] আসক্তি বিবর্জ্জিত নিন্দা ও স্তুতি [illegible] সংযত বাক্ এবং যথা [illegible] কর্ত্তব্য।

৭৫। সর্ব্বদা একস্থানে বসবাস করা কর্ত্তব্য নয়।

৭৬। [illegible] অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ চেতনা ধৃতি ইহাদের সমষ্টি স্বরূপ আমার দেহ।

৭৭। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থিরতা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, [illegible], ত্যাগ, বৈরাগ্য [illegible] জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখাদি দোষ দর্শন [illegible] [illegible]

[illegible] ইই বলিষ্ঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অন্যের [illegible] ইহার [illegible] অবস্থান।

শ্রীমন্নলাল মুখোপাধ্যায়,

[illegible]

দিল্লীর চামার।

—:o:—

"বসুমতী" লিখিয়াছেন—

আমরা দিল্লী হইতে অনেকগুলি হিন্দী পুস্তিকা পাইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে, দিল্লীর চামারেরা পঞ্চায়তে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিল যে, তাহারা অতঃপর সদলবলে খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এই সঙ্কল্পের মূল কারণ তিনটি,—

১। পূর্ব্বে যখন এদেশে বিলাতী জুতার প্রচলন ছিল না, তখন দিল্লীর চামারেরাই ভাল দেশী লকাদার নাগরা জুতা তৈয়ার করিত, সেই জুতাই উত্তর ভারতে হিন্দু মুসলমান সকলে ব্যবহার করিত। বিলাতী জুতার অতি প্রচলনে নাগরা জুতার কাটতি কমিয়া গেল, সেকেলে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে যা একটু কাটতি ছিল, দিল্লীতে রাজধানী উঠিয়া যাওয়াতে সে কাটতিও বন্ধ হইল। বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের সময়, কিছু নাগরা জুতা বিকাইয়া ছিল বটে, কিন্তু আর তেমন বিকায় না।

২। দিল্লীর এই নাগরা জুতা তৈয়ার করিতে দিল্লীর চামারেরাই পূর্ব্বে [illegible] প্রস্তুত করিত, তাহারা পুরাতন রীতি অনুসারে চামড়া ট্যান করিত [illegible] [illegible] ছিল। এই [illegible] ইউরোপীয় [illegible] এখন [illegible] বাজারে ট্যানারী তৈয়ার হওয়াতে দিল্লীর চামারদের দেশী [illegible] বিকায় না। অতএব কাজ করা চামড়ার আর তেমন আদর নাই।

৩। নালবন্দের কাযও চামারেরাই করিত। জুতা সেলাই ও মেরামত ইহারাই করিত, কিন্তু জাপানী ও ইংলণ্ড হইতে নূতন রকমের [illegible] আমদানী হওয়াতে সে ব্যবসাও মাটি হইয়াছে, বড় বড় জুতার দোকানে এখন মেরামতি কায হয়।

ফলে এই তিন কারণে চামারদের চাকরী করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। দিল্লীতে পনেরো হাজার চামার আছে। পূর্ব্বে যখন নাগরার খুব প্রচলন ছিল, তখন লক্ষাধিক চামার দিল্লীতে বাস করিত। এখন কমিয়া কমিয়া স্থানান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া দিল্লীর চামারের সংখ্যা পনেরো হাজার হইয়াছে। পনেরো হাজারের কিছু চাকরী মিলে না, মিলিতেছেও না। তাই তাহারা তাহাদের একখানি পুস্তিকায় এই কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছে।

(ক) শিক্ষিত-সম্প্রদায় বিশেষতঃ আর্য্য-সমাজিরা পতিতজাতির উদ্ধার করিতে চাহে, সে উদ্ধার কি রকম?

(খ) ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এবং ইংরাজী সভ্যতার আত্মমূল্যে [illegible] কেহ কাহারও বৃত্তি অপহরণ করিলে, তাহার জাতি যায় না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, রাজপুত ইহারা চামড়ার ব্যবসায় করিলে ট্যানারী প্রভৃতি চালাইলে ইহাদের [illegible] যাইবে না কেন?

(গ) [illegible] বৃত্তি [illegible] আমাদের উদ্ধার করিতে চাও কি [illegible]?

পুরাতন "[illegible]" সূচীপত্র [illegible] [illegible] পাঠান।

আমরা চামার, যেহেতু আমরা চামড়ার ব্যবসায় করি। সে ব্যবসায় আমাদের জাতির একচেটিয়া। সে ব্যবসায় কাড়িয়া লইলে, আমাদের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইলে, কি আমাদের উদ্ধার সাধন ঠিক মত হইবে?

(ঘ) দেশাত্মবোধের ডঙ্কাতো খুব মারিতেছ, আমার দেশ, আমার জাতি বলিয়া, খুব বক্তৃতা করিতেছ, কিন্তু ইংরাজী সভ্যতার ঠেলায় দেশী কিছুই তো তোমরা ব্যবহার কর না। দিল্লীর নাগরা জুতা খাস ভারতের সামগ্রী। ইহাতো ইরাণ, তুরাণ, আরব, তুর্কী স্থানে ব্যবহার হয় না। অনাদিকাল হইতে ঐ আকারের জুতা ভারতবাসী পড়িয়া আসিতেছে। তোমরা ৫০ বৎসরের ইংরাজী নবিশ হইয়া সে জুতার ব্যবহার ছাড়িবে কেন? আজ নাগরা জুতার ব্যবহার থাকিলে আমাদের এ কথা বলিতে হইত না। নাগরা জুতার ব্যবহার আবার চলিবে কেন?

এই কয়েকটী জিজ্ঞাসা করিয়া দিল্লীর চামররা বলিয়াছে যে, আমরা এত দিন কবিরপন্থী বৈষ্ণব হইয়া ছিলাম, আমরা নিজেদের ঋষিপুত্র বলিয়া পরিচয় দিতাম, আমাদের সমাজে একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, একটা ব্যবসায়নির্দ্দিষ্ট ছিল; সে নির্দেশ যখন নষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ যখন পুরাতন জাতিবিচার আর রাখিতেছে না, যখন ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থও চামারের ব্যবসা চালাইতেছে, তখন হিন্দু সমাজের আশ্রয়ে আর আমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সকলে মিলিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইব এবং যাহার যেমন সুবিধা হইবে, সে তেমন ব্যবসায় অবলম্বন করিব।

দিল্লীর সনাতন ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ লালা রামশরণ দাস চামারদের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠান, এবং তাহাদের মুখে তাহাদের ব্যবসায় কথা শুনিয়া তিনি এই কয়েকটী প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

১। হিন্দুমাত্রকেই নাগরা জুতা ব্যবহার করিতে হইবে। দরবারেও নাগরা জুতা পরিয়া যাইতে হইবে।

২। হিন্দুসমাজ চাঁদা করিয়া লাখ টাকা তুলিয়া দিবেন, সেই লাখ টাকা মূলধন করিয়া চামারেরা পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে চামড়ার শোধন কার্য্য আরম্ভ করিবে, বা ট্যানারী করিবে। সেই ট্যানারীর তৈয়ারী চামড়ায় নাগরা জুতা তৈয়ার হইবে।

৩। নাগরা জুতা মেরামত বা সেলাই করাইতে হইলে, বা তাহাতে নাল বসাইতে হইলে চামারদের নিকট যাইতে হইবে। তাহাদের তৈয়ারী পুরাতন আকারের নাল জুতার ব্যবহার করিতে হইবে, এবং তাহাদের তৈয়ারী দেশী চামড়ায় নাগরা মেরামত করিতে হইবে।

লালা রামশরণ দাসপ্রমুখ দিল্লীর গোঁড়া হিন্দুগণ এই ব্যবস্থা করাতেই দিল্লীর চামারকুল, আশ্বস্ত হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে যে আমরা আর খৃষ্টান হইব না।' সনাতন-ধর্ম্ম সভার পক্ষ হইতে একথা উঠিয়াছে, যে সকল ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, রাজপুত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ট্যানারির কাজ করিতেছে, বিলাতী জুতার দোকান খুলিয়াছেন, এবং চামড়া কাটিয়া জুতা তৈয়ার করাইতেছেন, তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় করিতে হইবে।

গোঁড়া হিন্দুরা একটা ব্যবস্থা তো করিয়া দিল, কিন্তু যাঁহারা বাবুসমাজ-সংস্কারক, যাঁহারা নেসান-বিল্ডিংয়ের কথা কহেন, জল অনাচরণীয় পতিত জাতিদের ঠেলিয়া তুলিবার জন্য বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রসর হইয়া কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা তো জানেন না, কি পদ্ধতি অনুসারে হিন্দু সমাজের ব্যবসায়গত জাতি বা Profession Castes কামার, কুমার চামার প্রভৃতি তৈয়ার হইয়াছে। একজাতীর কেহ অপরের বৃত্তি হরণ করিলে, কেন যে তাহার জাতি যাইত, এইবার তাহার মর্ম্ম তাঁহারা বুঝিবেন কি? চামাররা যে সকল প্যাম্ফ্লেট বা পুস্তিকা ছাপাইয়াছে, তাহার এক একটী বাবু-সমাজের মুখে মুখ-চপেটিকাস্বরূপ? তাই এই সকল পুস্তিকা পাঠ করিয়া পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের সমাজ সংস্কারকগণ নীরব হইয়া আছেন। বিলাতী জুতা তাঁহাদের যে বড় মিষ্ট লাগে, কাজেই তাঁহাদের পক্ষে এক্ষেত্রে কোন কথা কহিবার উপায় নাই। ভদ্রলোক অপেক্ষা নীচ জাতির একতা ও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, দেখিতেছি।

নীল।

—:০:—

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউরোপে যুদ্ধ বাধায় জগতে নানা জিনিষের অভাব হইয়াছে, কিন্তু রংএর অভাবে সকল জাতিই কষ্ট পাইতেছে। রংএর দুর্ভিক্ষ সমস্ত দেশে উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে এই রংএর অভাব বিদূরিত হইতে পারে, তাহা লইয়া সকল দেশের বড় বড় লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি রংএর কষ্ট আংশিক মোচন করিতে হইলে এই চারিটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। (১) যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে যাহারা রং সরবরাহ করিত, তাহাদের সহিত ইণ্টারন্যাশন্যাল (international) বা আন্তর্জাতিক বন্দোবস্ত, (২) পৃথিবীতে যে যে জাতি যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে রং যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার মজুদ, (৩) কতিপয় জাতীয় উদ্ভিজ্জ রংএর ব্যবহার, (৪) পারিবারিক

রং উৎপাদনের সূচনা ও কার্য্য। প্রথমটী অদূরে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা বলা যায় না। ইহাতে অনেক রাজনীতিক কথা আছে। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বিচার করিলে তাহা সম্পাদন তত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না; তৃতীয় ও চতুর্থটি অনায়াসসাধ্য।

সমগ্র জগতের মধ্যে প্রতীচ্য দেশ অতিশয় অধিক নীল রং ব্যবহার করে। কাজেই সর্ব্ব সময়ে এই দেশে নীল সঞ্চিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সমগ্র জগতে বৎসরে প্রায় ৮,০০,০০,০০০ পাউণ্ড নীল ব্যয় হয়। এই সমস্ত নীলই কৃত্রিম অর্থাৎ রাসায়নিক। এই নীলের শতকরা ৯০ ভাগ জর্ম্মানিই উৎপাদন করিত। এই নীলের ৭০ ভাগ প্রতীচ্য দেশ ব্যবহার করে, তন্মধ্যে এক চীনদেশ শতকরা ৫০ ভাগ ব্যবহার করে। চীনদেশে লোকে নীল রং সামান্য সামান্য কার্য্যেও ব্যবহার করিয়া থাকে। যে সমস্ত দ্রব্য রঞ্জিত হয়, তাহার মূল্যও তত অধিক নহে, এবং তাহাতে বিশেষ লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যেরূপই হউক না কেন, চীন প্রতি বৎসর অনেক নীল রং ব্যবহার করে। কাজেই চীনকে অনেক রং সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ নানাকারণে যুদ্ধের প্রারম্ভে অন্যান্য দেশের লোকের মনে হইল, যদি অধিক মূল্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে সঞ্চিত নীল বিক্রয়ে অধিক লাভ হইবে দেখিয়া, নীলের ব্যবহার না করিয়া চীনারা স্বচ্ছন্দে সঞ্চিত নীলের অধিকাংশই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারে। এই উপায়ে চীন হইতে আমেরিকা বহু শত টাকার নীল অত্যধিক মূল্যে খরিদ করিয়াছে। এখন চীনদেশে যাহা অবশিষ্ট নীল আছে, তাহার মূল্য মহাজনগণ এত বৃদ্ধি করিয়াছে যে, অনেকের পক্ষে নীল খরিদ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তবে চীনে ১৯১৫ সালে মূল্য আর বৃদ্ধি পায় নাই,—একই রূপ দরে চীন মহাজনগণ নীল ছাড়িয়াছে।

এরূপ শুনা যাইতেছে যে চীনগণ এরূপে নীলের ব্যবসা করায় কোনও জার্ম্মান ব্যবসায়ী ক্ষতিপূরণের জন্য বহু টাকা দাবী করিয়াছে। এরূপ দাবী আইনসঙ্গত কিনা তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। চীন এইরূপে আরও নানাবিধ রংএর ব্যবসা করিয়াছে, কিন্তু নীলের ব্যবসাই তন্মধ্যে প্রধান।

চীনে কত পরিমাণ মাল সঞ্চিত ছিল, তাহা স্থির করা সহজ নহে। বড় বড় মহাজনদের আড়তে যে সমস্ত মাল ছিল, তাহা শেষ হইবার উপক্রম হইলে দেখা গেল যে, অনেক সাধারণ লোক এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণও প্রচুর নীল রাখিয়াছে। তাহারাও যাহাতে নীল ছাড়িয়া দেয়, তাহার জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তাহারাও অবশেষে মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে।

যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, যুদ্ধের প্রারম্ভে চীনে ৫০,০০০ বাক্স নীল বিক্রয় করিবার উপযোগী ছিল। প্রত্যেক বাক্সে ১১৩ একের তিন পাউণ্ড মাল ছিল। এই নীলের মধ্যে জাপান ৬০০০ বাক্স মাল লইয়াছে। এই ৬০০০ বাক্সের মধ্যে জাপানও আমেরিকাকে কিছু বিক্রয় করিয়াছে। ইংলণ্ড ১০,০০০ বাক্স এবং আমেরিকা প্রায় ৩০ হাজার বাক্স খরিদ করিয়াছে। আমেরিকা উদ্ভিজ্জ নীলও কিছু আমদানী করিয়াছিল। যাহা হউক, এইরূপে আমেরিকার প্রতিবৎসর যত পরিমাণ নীল আবশ্যক হয়, তাহার সমস্তই উচ্চ মূল্য দিয়াও আমেরিকা সংগ্রহ করিয়াছিল।

কিন্তু এইরূপে আগাম উচ্চ মূল্য দিয়া, মাল খরিদ করায় যথেষ্ট বিপত্তিও আছে। মালের সহিত ভেজাল মেশান থাকায় সেই মাল আমদানী করিয়া প্রচুর লোকসান হইবার ভয়ে প্রথমতঃ কোন ব্যবসায়ীই টাকা দিতে রাজী হয় নাই। ভেজাল বাস্তবিক মেশানও ছিল। এই সমস্ত ভেজালের মধ্যে খড়িগুঁড়া, পাথরগুঁড়া ইত্যাদি প্রধান। এমন কি, যে সমস্ত টীনের শীললোহর অঙ্কুর ছিল, সেই সমস্ত টীনের তলদেশে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া নীল অপসারিত করিয়া তাহার ভিতরে ভেজাল ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও নীল খরিদ করা ভিন্ন কোনও উপায় না থাকায় অগত্যা আমেরিকা নীল খরিদ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে আমেরিকা দেখিল, এইরূপ ভেজালের পরিমাণ অত্যন্ত।

যুদ্ধ বাধিবার অত্যল্পকাল পরেই কৃত্রিম নীল আর জার্ম্মাণি হইতে পাওয়া যাইবে না—এই ভয়ে আমেরিকায় নীল সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। স্বাভাবিক নীল সংগ্রহেও আমেরিকা বিশেষ যত্নবান হইয়াছিল এবং ইংলণ্ড হইতে অতি উচ্চ মূল্যে স্বাভাবিক নীল খরিদ করিয়াছিল।

এই ১৯১৬ সালে কৃত্রিম নীল আর পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। কাজেই নীল রং ভিন্ন যাহাদের কার্য্য চলিবে না, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বাভাবিক নীল উৎপাদনের বা আমদানির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কৃত্রিম নীল প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে লোক স্বাভাবিক নীলই ব্যবহার করিত। তাহাতেও কার্য্য বেশ সুচারুরূপে চলিত। কিন্তু কৃত্রিম নীলে কার্য্য সম্পাদন সুবিধাজনক হওয়ায় লোকে স্বাভাবিক নীল পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে আবার দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক নীল না হইলে কার্য্য চলিবে না।

বঙ্গদেশ ও অযোধ্যা প্রদেশে যে সামান্য স্বাভাবিক নীল উৎপাদিত হয়, তাহাও ইউরোপ ও আমেরিকা খরিদ করিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকাতেও সামান্য নীল উৎপাদিত হয়,

তাহাও আমেরিকা গ্রহণ করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এসিয়াই অধিক নীল ব্যয় করিত। এখন এসিয়ার ব্যয় অত্যন্ত কমিয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য দেশে আদৌ হ্রাস হয় নাই বলিয়া কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সর্ব্বজাতীয় নীলের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্ম্মানির কৃত্রিম, নীল শেষ হইয়াছে, কাজেই এখন স্বাভাবিক নীল না পাইলে কার্য্য চলা বন্ধ হইবে বলিয়া অনেকে ভীত হইয়াছে।

স্বাভাবিক নীল উৎপাদনের জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত। এরূপ উৎকৃষ্ট নীল আর কুত্রাপি প্রস্তুত হয় না। সম্প্রতি জাভা দেশে যে নীল উৎপাদিত হইতেছে, তাহার গুণ ভারতের নীল অপেক্ষা সামান্য উৎকৃষ্টতর। কিন্তু ভারতে উৎপন্ন নীলের পরিমাণের সহিত কোন দেশের দ্রব্যই সমকক্ষ হইতে পারে না। ভারতের নীলের মধ্যে বঙ্গের নীল সর্ব্ব প্রধান অথবা সর্ব্বদেশের স্বাভাবিক নীল অপেক্ষা এই নীলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এমন কি গুণে বঙ্গের নীল জাভার নীলকেও পরাস্ত করিয়াছে। বঙ্গের নীল এত বিখ্যাত যে, এই দেশের অতি নিকৃষ্ট নীলও অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়।

বঙ্গের যত নীল উৎপন্ন হয়, তাহা ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে বিক্রীত হয়। কাজেই এই উৎকৃষ্ট নীল পাইতে হইলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হওয়া ভিন্ন অন্য জাতির গত্যন্তর নাই। কাজেই সকল দেশের ভাগ্যে বঙ্গের নীল পাওয়া সহজ নহে।

কৃত্রিম নীল অপেক্ষা স্বাভাবিক নীলের ব্যবহারে অনেক গোলযোগও রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত কৃত্রিম নীলের উপাদান সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব অবস্থায় সমরূপ, কিন্তু স্বাভাবিক নীলে তাহা হইতে পারে না। নীল ভিন্ন অন্য বিজাতীয় দ্রব্যের সংমিশ্রণও স্বাভাবিক নীলে সর্ব্বত্র সমান থাকে না। তা ছাড়া কৃত্রিম নীল ব্যবহারের মত স্বাভাবিক নীল ব্যবহারে তত সুবিধা হয় না।

কোন কোন বিশেষ কার্য্য স্বাভাবিক নীল ব্যতীত সম্পাদিত হয় না। কোন কোন কারখানায় দুই জাতীয় নীলই ব্যবহৃত হয়। কারখানার কর্তৃপক্ষগণ বলেন যে, মূল্য হিসাবে স্বাভাবিক নীল ব্যবহারে ব্যয় কিছু কম হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে নীলের অভাব হওয়ায় ইংলণ্ডের ব্যবসায়িগণ স্বাভাবিক নীলেই সর্ব্ব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে যাইয়া বুঝিতে পারিতেছেন যে, সর্ব্ব কার্য্যেই স্বাভাবিক নীল ব্যবহৃত হইতে পারে,—তাহাতে কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না। তাঁহারা ইহার ব্যবহারে অভিনব প্রণালী পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা বলিতেছেন যে, যুদ্ধ শেষ হইলেও তাঁহারা আর কৃত্রিম নীল ব্যবহার করিবেন না, স্বাভাবিক নীলেই কার্য্য চালাইবেন।

আমেরিকা কৃত্রিম নীল উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতেছে না। যাহা সামান্য উৎপাদিত হইতেছে, তাহায় ব্যয় বেশী হওয়ায় তাহার মূল্য এত অধিক হইতেছে যে, লোকে তাহা খরিদ করিয়া ব্যবসা চালাইতে সক্ষম হইবে না। জাপানে রং প্রস্তুত করিবার উপযোগী রাসায়নিক পণ্ডিত নাই কাজেই জাপান রংএর জন্য অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছে ও করিবে। কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থা অন্যরূপ। ইংলণ্ডের নিজের যতটুকু পরিমাণ নীল আবশ্যক হয়, তাহার প্রায় সিকি অংশ নিজেই উৎপাদন করিতেছে, তদ্ব্যতীত অন্য যাবতীয় রংও নিজে উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ড এখনও নিজের অভাব মোচন করিয়া অন্য দেশে চালান দিবার উপযোগী রং উৎপাদনের মাল মসলা অত্যধিক ব্যবহৃত হইতেছে। ইংলণ্ডের কার্য্য প্রণালী হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, শান্তি স্থাপিত হইলে ইংলণ্ডই সর্ব্বদেশে রং সরবরাহ করিবে।

এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যবসায়িগণ, গভর্ণমেন্ট, রাজা প্রজা সকলেই দেশের প্রকৃত অভাব কি কি তাহা বেশ ধরিতে পারিতেছেন। যুদ্ধ শেষ হইলে সেই সমস্ত অভাব নিবারণ করিবার জন্য ইংলণ্ড যে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিবে, এখন হইতেই তাহার সূত্রপাত হইতেছে। ইংলণ্ডের ধনবানগণ অর্থ সাহায্য দ্বারা দেশে নানাবিধ কারখানার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধের শেষে তাহা বিপুল আকার ধারণ করিয়া সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিবে। (বিজ্ঞান)

EDITOR'S NOTE-BOOK.

Coconut Fibre refuse.

নারিকেল-ছোবড়ার গুড়া।

অনেকেই অবগত আছেন যে, নারিকেল-ছোবড়ার দ্বারা এক্ষণে দড়িদড়া গদি, পাপোস প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া উচ্চ দরে বিক্রয় হইতেছে। যখন লোকে ইহার ব্যবহার জানিত না, তখন ইহা অযত্নে ফেলিয়া দিত বা ইহা দ্বারা উনান পূজা করিয়া ফেলিত। এক্ষণে ইহা বহু লোকের অন্নের সংস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল কারখানায় এই নারিকেল ছোবড়ার দড়ীদড়া প্রস্তুত হয়, সেখানে এই নারিকেল ছোবড়া পরিষ্কার করিবার সময় অনেক গুড়া পড়িয়া থাকে। আগে সেই সকল গুড়া লোকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইলেই কারখানার মালিক কৃতার্থ জ্ঞান করিত এবং কারখানার আবর্জ্জনা বলিয়া বিনা মূল্যে বিদায় করিতে পারিত বলিয়া লাভবান বিবেচনা করিত।

কিন্তু মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যখন পরি-

ত্যক্ত দ্রব্যেরও সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টিত হয়, তখন পরিত্যক্ত নগণ্য দ্রব্য দ্বারাও বহু অর্থাগমের পথ পরিষ্কার হইয়া আইসে। বিলাতের "গার্ডেনার"নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এখন এই নারিকেল ছোবড়ার গুড়া আর নগণ্য নহে। এই নারিকেল ছোবড়াকে চাপ দিয়া জমাইয়া নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া এক প্রকার কার্পেট্ প্রস্তুত হইতেছে। তাহা ঘরের মেজে ও সিঁড়ির উপর পাতিয়া দেওয়া হয়। ইহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে, ইহার উপর চলিলে আরাম অনুভব হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার পর এই গুড়া একটী উৎকৃষ্ট সার, রুগ্ন বৃক্ষ, লতা ও গুল্মের নীচে দিলে অবিলম্বে বৃক্ষলতাকে সতেজ করিয়া দেয়। ইহার উপর বীজ বপণ করিলে সহজেই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং সতেজ চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য পাশ্চাত্য কৃষিক্ষেত্র সমূহে এক প্রকার শৈবাল ব্যবহৃত হইত, তাহাতে অম্লাক্ত পদার্থ থাকায় অনেক স্থলে চারা মরিয়া যাইত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই নারকেল ছোবড়ার গুঁড়া পরীক্ষা করিয়া অতি সুন্দর ফল হইয়াছিল। যে সকল গাছের গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মরিয়া যাইবার উপক্রম হয়, সেই সকল বৃক্ষের মূলদেশে নারকেল ছোবড়ার গুড়া দিলে জল টানিয়া লইয়া বৃক্ষকে সজীব করিয়া দেয়। এই সকল কারণে এই সকল পরিত্যক্ত গুড়া এখন বিদেশেও রপ্তানী হইতেছে। এবং ১ টন এইরূপ ছোবড়ার গুড়ার মূল্য ২৫ শিলিং পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশের টাকায় এক টন প্রায় ১৮৷৷০।

"Field" সেইজন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "The pity of it is this coco-nut-fibre refuse has become so expensive as to be out side of the limit of the garden bill, অর্থাৎ দুঃখের বিষয় যে, এই নারিকেল ছোবড়ার গুড়া এত মূল্যবান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাগানের বা কৃষি কার্য্যের ব্যয়ের সীমার বহির্ভূত সীমারও বাহিরে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু পরিতাপ, গুড়া এত মূল্যবান হইলেও এদেশে কেহ এ তথ্য অবগতই নহে, এই পরিত্যক্ত গুড়া যে আবার অর্থকরী হইতে পারে, এ ধারণাই নাই। কতবার দেখাইয়াছি যে, এদেশের অনায়াসলব্ধ অনেক দ্রব্য বিলাতে ও অন্যান্য দেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। আমাদের দেশ প্রকৃতই রত্নপ্রসূ, কিন্তু অধুনা অকাল কুষ্মাণ্ডের দল বাড়িতেছে। —অন্ধ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও দেখিতে পায় না। এ রোগের ঔষধ নাই। ছেলে হইতে বুড়োকে পর্য্যন্ত ফুটবল,বায়স্কোপ,থিয়েটরের, ক্লবের খবর জিজ্ঞাসা কর দেখি, সব বলিতে পারিবে, কিন্তু ভাতের খবর জিজ্ঞাসা কর, তাহার কোন সংবাদই রাখে না। ধিক্ অনুকরণপ্রিয় জাতিকে।

—•—

Pine-apple and its sweetness.

আনারস এবং ইহার মিষ্টতা।

—:•:—

আনারসের মিষ্টতা তাহার পাতা হইতে সংগৃহীত। ইহাতে চিনি আছে, তাহা ইহার পাতা এবং বোঁটা হইতে ফলে নীত হয়। কিন্তু যদি ফল তুলিয়া গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে ইহাতে চিনির অংশ কম হয় বলিয়া মিষ্টতাও কম হইয়া যায়। মিঃ ডব্লিউ পি, কিম্বী আমেরিকার জনৈক প্রসিদ্ধ রসায়ন তত্ত্ববিদ, হোনো লুলু নামক রসায়নাগারে এই আনারসের গুড় তথ্যানুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যে আনারস যখন অপরিপক্কাবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে তুলিয়া রাখি পাকান যায়,তাহা হইলে গাছে পাকান আনারসের এবং এই অপরিপক্ক (Green) অবস্থায় আনারসের চিনির পরিমাণ সমান,কারণ সেই অপরিপক্কাবস্থায় তাহার পাতার সবুজ অংশ হইতে চিনি সংগ্রহ করিয়া থাকিয়া উঠে, বলিয়াই বোধ হয় গাছ পাকা আনরস এবং অতিশয় সবুজ অপক্ক আনারসের চিনি সমান হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পাকা আনারসকে গাছ হইতে তুলিয়া রাখিয়া দাও, চিনির অংশ হ্রাস হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, আনারসে ষ্টার্চ্চ বা অন্য পদার্থ নাই যে,তাহা ইহার পরিপক্কাবস্থাতে চিনিতে পরিণত হইয়া চিনির অংশ বর্দ্ধিত করিবে। সেই জন্য পাতার রস হইতেই ইহার চিনির অংশ ফলে পরিচালিত হইয়া ইহার মিষ্টতা বৃদ্ধি করে। কারণ ইহার পত্রে এবং ইহার বোঁটাতে Starch বা শ্বেতসার বর্ত্তমান আছে। আনারসের যেমন এই রূপ হয়, কদলীতে ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যায়। কদলী অপক্ক অবস্থায় প্রচুর শ্বেত সারে পরিপূর্ণ, কিন্তু ফল পাড়িয়া পাকাইলেই সেই শ্বেত সারাংস চিনিতে পরিণত হইয়া মিষ্টতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল! মানবের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি কত কৌশলেই কত দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্ন মানব তবু হয়ত বিষয় মদিরায় আত্মহারা হইয়া দিনান্তেও তাঁহার নামও স্মরণ করে না।

Tamato as a Food.

টমেটো কাহাকে বলে জানেন? বিলাতি বেগুণ যাহাকে আমরা বলি, তাহারই নাম টমেটো। Dr. Kellon বলেন যে, টমেটো নিঃসন্দেহই মূল্যবান খাদ্য। যেখানে রোগীর রক্তের অভাব Impoverishment হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহা অতিশয় হিতকর। কারণ ইহাতে লৌহ আছে। ডাক্তার বলেন "As

a food for supplying iron, it is far superior to many of the combination of iron so commonly used as a means of enriching the blood" অর্থাৎ রক্তের সংশোধন মানসে লৌহের সংমিশ্রনে যত প্রকার ঔষধাদি ব্যবহার করি, টমেটো তাহাদের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা আহার এবং ঔষধ দুই। টমেটো বা বিলাতি বেগুণ এদেশেও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে।

Abrham Lincoln and Protection.

আব্রাহাম লিন্‌কলন এবং রক্ষণনীতি।

Abraham Lincon once said, "I do not know much about the Tarri, but I do know this much, when we buy goods abroad, we get the goods and the foreigners get the money, when we buy goods made at home, we get both the goods and the money."

লিন্‌কলন আব্রাহাম, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে "দেশীয় শিল্প এবং বাণিজ্যের নিয়মাদি সম্বন্ধে আমি অধিক কিছু জানি না, তবে এটা বুঝি যে, যখন আমরা বিদেশীয় পণ্য ক্রয় করি, তখন আমরা জিনিস পাই এবং বিদেশীয়গণ অর্থরাশি লাভ করিয়া থাকে কিন্তু যদি আমরা আমাদের স্বদেশজাত দ্রব্যই কেবল ক্রয় করি, তাহা হইলে আমরা দেশের জিনিস এবং দেশের টাকা উভয়ই পাইয়া থাকি।" কথাই তাই। গবর্ণমেন্টকে স্বদেশের শিল্প বাণিজ্য রক্ষার জন্য আমরা প্রার্থনা করি সত্য, কিন্তু আমরা যদি স্বদেশের দ্রব্য স্বদেশেই যথাসাধ্য ক্রয় বিক্রয় করি, তাহা হইলে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য বিনা আইন কানুনেই রক্ষা হইয়া যায়, শত প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও আমাদের শিল্প নষ্ট হইতে পারে না। দেশের অর্থ এবং দেশের দ্রব্য সামগ্রী দেশেই স্বচ্ছন্দ হয়, এবং বিদেশীয়গণকেও উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা যায়। যে দেশের এই জ্ঞান নাই তাহা কখনই উন্নতি লাভে সমর্থ হয় না। রাজনীতির বিবিধ কুট তথ্যের জন্য অনেক সময় সকল গবর্ণমেণ্টই শিল্প বাণিজ্য রক্ষার আইন করিতে ইতস্ততঃ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু দেশের লোক প্রকৃতই সেই রক্ষার ভার নিজেই লইয়া দেশের উপকার সাধন করিতে পারে, ইহা তাহাদের হাতের কাজ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দোহাই অনর্থক মাত্র।

Homœpathic.
হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা

ভৈষজ্য তত্ত্ব।

একোনাইটম্‌ নেপেলস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

বিষক্রিয়া **Toxicology** :—পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া যায়; স্থির নেত্র; পুত্তলি সংকোচিত, মুখলাল; চোয়াল ধরিয়া থাকে; হস্ত পদ শীতল এবং নাড়ী পাওয়া যায় না; শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ ও কষ্টকর; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দুর্ব্বল, ও থামিয়া যায়। হস্ত পদে পিপীলিকা গমনবৎ সুড় সুড়ি ও কম্প, তৎসহ বিদ্ধবৎ ব্যথা। অপর একটী রোগী, প্রথমে উত্তাপ ও গলাভ্যন্তরে সংকোচ ভাব অনুভব করিয়াছিল; এবং সমগ্র খাদ্যবাহিকা নালীর জ্বালা সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হইয়াছিল। তাহার মানসিক ও অনুভব শক্তির কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই; জিহ্বা শ্বেতাক্ত, বমনেচ্ছা; অন্ত্রে কোন ব্যথা ছিল না। এই ঔষধের প্রাথমিক ক্রিয়া নিয়াদে দৃষ্টি হইয়াছিল, নিয়াজ অনবরত নড়িতেছিল, এমন কি বসিয়া থাকিলেও নড়িতেছিল; তাহার গলাভ্যন্তরে ভয়ানক ব্যথা হইয়াছিল, এবং অত্যন্ত অস্থির ও মৃত্যুর ভয় হইয়াছিল। সার্দ্ধ দ্বি ঘণ্টা কাল পরে, আর সোজা হইয়া থাকিতে পারিল না, এবং এক প্রকার আক্ষেপ আরম্ভ হইল, অর্থাৎ হাত পা সজোরে শরীরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, অঙ্গুলি গুলি মুষ্টিবদ্ধ ছিল এবং অঙ্গুষ্ঠ হস্তাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ছিল; এতক্ষণ মস্তিষ্কের আলোড়ন বা Concussion of the brain কিছুমাত্র ছিল না; মুখমণ্ডলে শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম হইয়াছিল; উর্দ্ধনেত্র হইয়াছিল, চক্ষের কেবল শ্বেতাংশ মাত্র নয়নগোচর হইয়াছিল। রেডিয়াল্‌ বা টেম্পরাল্‌ ধমনীতে নাড়ী পাওয়া যায় নাই; এই আক্ষেপ প্রায় তিন মিনিট কাল ছিল, ইহার সহিত সন্ধিতে শব্দ হইতেছিল, এবং ইহার পরে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল এবং তাহার উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিল; মনে করিতেছিল যে তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত; তাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রায় পরিষ্কার ছিল, কেবল মাঝে মাঝে দুই একবার একটু গোলমাল হইতেছিল, সেই সময় বোকার মত চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল, মাথা টলিয়া গড়িয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ দৃষ্টি হীন হইয়াছিল, চতুঃপার্শ্বস্থ ব্যক্তি বা বস্তু চিনিতে পারিত না। পুনরায় বমি করিয়াছিল, অনবরত বমনেচ্ছা ছিল ও পুনরায় আক্ষেপ হইয়াছিল। আরও দুই ঘণ্টা পরে তাহার দৃষ্টি শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপ পূর্ব্বের ন্যায় মুহুর্মুহু হইতেছিল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়াছিল। গাত্রোত্তাপ

প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কমিতে লাগিল ; কয়েক বার কম্প হইল, এবং মস্তকের ভার শীতল হইল, মুখাকৃতি মর্পূর্ববৎ হইল, এবং মস্তক পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া রহিল ; শ্বাস প্রশ্বাসে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে লাগিল ; গলার মধ্যে শ্লেষ্মার শব্দ দূর হইতে শ্রবণ গোচর হইতেছিল ; এইরূপ যন্ত্রণা সত্বেও, তাহাকে যাহা কিছু কথা বলা হইয়াছিল, সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিল এবং উদরে কিছুমাত্র ব্যথা ছিল না। প্রথম বার আক্ষেপের পর তাহার হস্তভল এরূপ অসাড় হইয়াছিল যে, সজোরে সূচীবিদ্ধ করাতেও বুঝিতে পারিল না। এই অবস্থায় আরও দুই ঘণ্টা থাকিয়া, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও নাড়ীর গতি পুনরায় অনুভূত হইতে লাগিল, উত্তাপ ও সাধারণ স্বচ্ছন্দতা পুনরাবির্ভূত হইল ; আরও এক ঘণ্টা কাল মধ্যে তাহার মুখের চেহারা ভাল হইল, এবং শ্বাস প্রশ্বাস সহজ হইল ও অবাধে চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ নিদ্রার পর রোগী জাগিয়া উঠিয়া গায়ে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল ; পিচকারী দেওয়াতে কাল ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল নির্গত হইল ; প্রস্রাব অল্প ও অত্যন্ত ঘোলা ; উদর একেবারে ব্যথাহীন ; জিহ্বা আর্দ্র ও শ্বেত বর্ণ। কয়েক দিন পর্য্যন্ত রোগীর মুখাকৃতিতে ভীতিচিহ্ন প্রকাশ পাইত।

নিম্নলিখিত লক্ষণ কয়টী একোনাইটের বিশেষত্ব :—

(১) ভয়ানক দুশ্চিন্তা ও মৃত্যুর ভয় ; এমন কি রোগী মৃত্যুর দিন নির্দ্দেশ করে।

(২) অত্যন্ত অস্থির হয় ও এপাশ ওপাশ করে।

(৩) শুষ্ক, শীতল বায়ু প্রবাহ লাগিয়া কিম্বা হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া পীড়া হয়।

(৪) নাড়ী কঠিন, পূর্ণ, দ্রুত।

(৫) সন্ধ্যা ও রাত্রে বৃদ্ধি।

(৬) হঠাৎ প্রবল বৃদ্ধি।

(৭) বসিয়া থাকিলে যন্ত্রণার লাঘব, কিন্তু দাঁড়াইলে বৃদ্ধি হয়।

(৮) একটু নড়িলে চড়িলে বা সামান্য স্পর্শ দ্বারা আক্রান্ত স্থানে অসহ্য যন্ত্রণা।

মনোবৃত্তি—সামান্য কারণেই অসান্ত্বনীয় দুশ্চিন্তা হয়, চীৎকার করে, দুঃখ প্রকাশ করে ও ভর্ৎসনা করে ; বিপদাশঙ্কা, নৈরাশ্য, উচ্চৈঃস্বরে রোদন।—অত্যন্ত উদ্বেগ, তৎসহ হৃৎকম্পন, শ্বাসকষ্ট, দেহ ও মুখমণ্ডলের উত্তাপাধিক্য এবং সর্ব্বাঙ্গীন ক্লান্তি, ইহার পর মস্তকে রক্ত সঞ্চয় ও বুদ্ধি হ্রাস হয়, এই সঙ্গে মুখমণ্ডলের অস্থায়ী আরক্তিমতা।—আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় দুঃখ প্রকাশ, মৃত্যুর দিন নির্দ্দেশ। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ও চিত্তচাঞ্চল্য, বিশেষতঃ রাত্রে।—ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয় প্রাগ্দৃষ্টি, যেন দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুষুপ্তাবস্থায় দৈবশক্তির ন্যায় কার্য্য করে।—মানুষ দেখিলে ভয়, ও মানবের প্রতি ঘৃণা। —ভীতি বা ক্রোধন স্বভাব, অর্থাৎ সহজেই ভীত বা ক্রুদ্ধ হইবার উপক্রম।—সামান্য শব্দ, এমন কি সঙ্গীত ধ্বনিও অসহ্য বোধ হয়। শব্দ বা গোলমালে চমকিয়া উঠে (আর্নিকা—শব্দ বা গোলমালে পীড়া বৃদ্ধি হয়)।—বিভিন্ন প্রকার খেয়াল ; কখন দুঃখিত, খিটখিটে, হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ ; আবার কখন আনন্দিত, উত্তেজিত, আশাপূর্ণ, এবং নৃত্যগীতে রত।—ক্রমান্বয়ে হাস্য ও ক্রন্দন।—নিজের পীড়া সম্বন্ধে উদ্বেগ, এবং আরোগ্য হইবে না মনে হয়। পীড়ার বিষয় অতিরঞ্জিত করে ; মনে করে আর কেহই এরূপ কষ্ট পায় নাই, এবং শীঘ্রই মৃত্যু হইবে আশঙ্কা করে। (আর্সেনিক—ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়া হতাশ হয় ও মৃত্যুর আশঙ্কা করে, বিশেষতঃ মধ্যরাত্র হইতে ভোর ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত।—ফসফরস্ একাকী থাকিলে মৃত্যুর ভয় হয়।—ক্যাক্টস্ হৃৎপিণ্ডের পীড়াবশতঃ মৃত্যুর ভয়।—এপিস্ দ্বিতীয়বার শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে না মনে হয় এবং মৃত্যুর আশঙ্কা হয়।) (বিষপ্রয়োগের ভয়—বেলেডোনা, রসটক্স, ভেরেট্রাম্।)—শয্যা বা গৃহ হইতে পলায়ন করিতে চায়।—মন যেন অবশ হইয়াছে, চিন্তা করিতে অক্ষম, মনে হয় বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া যেন পাকাশয় প্রদেশে সাধিত হইতেছে।—সাময়িক মনদৌর্ব্বল্য ও উন্মত্ততা।—অস্থির মনোভাব।—বিষণ্ণতা। —প্রলাপ, বিশেষতঃ রাত্রে। প্রলাপের সহিত ক্রমান্বয়ে একবার হাস্য ও একবার অশ্রুবর্ষণ। গান করে, সুর ভাঁজে, শীস দেয়। স্মৃতিদৌর্ব্বল্য ; সহজেই ভুলিয়া যায়। —অন্ধকারে ভয়, ভূতের ভয়।—কার্য্য ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ (উন্মাদ)।—মানসিক দৃঢ়তাশূন্য অর্থাৎ মনোবৃত্তি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল।—কলহ স্বভাব।—মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম (মানসিক পরিশ্রমে আগ্রহ—ব্রোমিন্।) কোন বিষয় চিন্তা করিতে কষ্ট হয় বা পারে না।—সকল কার্য্যই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করে।—সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করে বা অবস্থার পরিবর্ত্তন করে অর্থাৎ একবার শুইয়া থাকে, আবার পরক্ষণেই উঠিয়া বসে, কখন অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বসে, কখন সোজা হইয়া বসে, কখন সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসে, কখন ডান পাশে শুইয়া থাকে কখন বাম পাশে, কখন চিৎ হইয়া, কখন উপুড় হইয়া শোয়।—একটুতেই চমকিয়া উঠে।

মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন, যখন কোন রোগীর জন্য একোনাইট্ মনোনীত করিবে, তখন উহার মানসিক লক্ষণাবলী সুন্দররূপে ও সতর্কতার সহিত মিলাইবে।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে একটী কলেরা রোগী দেখিতে গিয়া দেখিলাম, দাস্ত ও বমি উভয়ই বর্ণহীন, দুই ঘণ্টা মধ্যে ১০।১২ বার বমি ও ৮।১০ বার দাস্ত হইয়াছে। অত্যন্ত পিপাসা।

শৈত্যানুভূতি ও প্রস্রাবে হাঁচো বা যেন্মাঙ্ক হইতে লাগিল। রাত্রীকৃত কিন্তু লুপ্ত প্রায়। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, সেই রাত্রেই তাঁহার মৃত্যু হইবে, আর আরোগ্য হইবার আশা নাই। একোনাইট্ ৩০ দিলাম। প্রথম বার একোনাইট্ খাইবার পর বমি বন্ধ হইল, ও রাত্রে ২ বার মাত্র দাস্ত হইয়াছিল। প্রাতে রোগী নিজে উঠিয়া দাস্ত করিলেন এবং সুস্থতা অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বরাত্রে একোনাইট্ খাইবার কিছু পরেই প্রস্রাব হইয়াছিল। বিকালে রোগী বেশ সুস্থ। বাহ্য বা বমি আর হয় নাই, কয়েক বার প্রস্রাব হইয়াছিল।

নিদ্রা—ঘুমাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা, এমন কি বেড়াইবার সময়ও ঘুম আসে, কিন্তু প্রায় মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিদ্রা আসে, অনবরত জৃম্ভন হয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিস্তার করে। Nightmare অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় কার্য্য করে, উঠিয়া বেড়ায়, কথাবার্ত্তা কহে ইত্যাদি। অনিদ্রা, তৎসহ উদ্বেগ ও অস্থিরতা, এবং যন্ত্রণায় ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করে, দক্ষিণ পার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শুইতে অক্ষম। রাত্রি বার টার পর অনিদ্রা—(এমন কার্ব্ব, এন্টিম ক্রুড, আর্সে, নক্সভম,) (রাত্রি বারটার পূর্ব্বে অনিদ্রা—আর্ণি, বেলে, ব্রাইও, ক্যাল্কে, কার্ব্বভেজ, চায়না, কফি, ফস, পলাসেটিলা রস্‌টক্স ভেরেট্রম, সল্‌ফর) নিদ্রিতাবস্থায় চমকিয়া উঠে। জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে ও এলোমেলো চিন্তার উদ্রেক হয় এবং শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্ন দেখে, ও বক্ষঃ দেশে কষ্ট; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর সমস্ত কথা মনে থাকে। স্বপ্নে দৈবাদেশ প্রাপ্ত হয়। ঝিমায়, ঝিমাইতে ঝিমাইতে উদ্বিগ্ন হয় ও শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়। অল্পক্ষণ স্থায়ী নিদ্রা। পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে না। নিদ্রাকালে চিৎ হইয়া মাথার নীচে একটা হাত দিয়া শুইয়া থাকে, কিম্বা উপবিষ্ট ভাবে সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকে। আয়াসে কালে নিদ্রা আসে।

(ক্রমশঃ)

Practice of Medicine.

তরুণ সর্দ্দি।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেলেডোনা—সর্দ্দির সঙ্গে গলায় ঘা। মাথা ব্যথা। মুখ লাল। নিদ্রা আসে, কিন্তু নিদ্রা হয় না।

বোমিন—এককালীন নাসারন্ধ্র বন্ধ ও স্রাববাহী সর্দ্দি। নাকের নীচে ও চারিধার হাজিয়া যায়। দক্ষিণ নাসা বন্ধ থাকে। নাসামূলে চাপ বোধ। মাকড়শার জাল রহিয়াছে বোধ হয় ও সড় সড় করে।

ব্রাইওনিয়া—রাগান্বিত ভাব; চুপ করিয়া থাকিতে চায়। স্রাববাহী সর্দ্দি, সর্ব্বদা হাঁচি, এবং মাথা ধরে যেন ফাটিয়া যাইবে বোধ হয়। ঘাড় শক্ত হয়। যখন স্রাব কমিয়া গিয়া মাথা ধরা আরম্ভ হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব—অনেক দিন পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে সর্দ্দির স্রাব হয়। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া হয়। সমস্ত হাত পা ভারি হয়। প্রচুর স্রাব হয় ও মাথা ধরে। রাত্রে নাসারন্ধ্র শুষ্ক থাকে; দিবাভাগে আর্দ্র থাকে।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুরিকা—প্রচুর দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, গাঢ় হরিতাভ পীতবর্ণ, ডেলা ডেলা শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

ক্যাম্ফর—সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় শীত করে ও হাঁচি হয়। নাসিকা শীতল। প্রচুর স্রাব হয়।

ক্যাপ্‌সিকম্—নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। জোরে জোরে হাঁচি হয়। শুষ্ক সর্দ্দি; নাক সুড় সুড় করে, জ্বালাও করে।

কার্ব্বোএনিমিলিস্—শুষ্ক সর্দ্দি, নাক দিয়া শ্বাস চলে না; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের সময় হয়, শয্যা ত্যাগের পর চলিয়া যায়, কিম্বা পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে। স্রাববাহী সর্দ্দি, ঘ্রাণশক্তি হ্রাস হয়, জৃম্ভণ হয় ও হাঁচি হয়। নাকবন্ধ হয়, বিশেষতঃ বাম নাশা।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস—সবল ব্যক্তিদের ঠাণ্ডা লাগার লক্ষণ প্রথম প্রকাশ হইবার সময়। সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, এবং বক্ষাভ্যন্তরে ক্ষতানুভূতি। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সর্দ্দি হয়। হাঁচিতে চেষ্টা করে, হাঁচি হয় না।

কষ্টিকম্—শুষ্ক সর্দ্দি, অনবরত থাকে,—বা নাক বন্ধ থাকে ও শ্বাস কষ্ট হয়, মুখ দিয়া শ্বাস লইতেও কষ্ট হয়। প্রচুর স্রাববাহী সর্দ্দি, রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায়, কিম্বা রাত্রে কষ্টকর কাশি এবং সর্ব্বদা মাথা ধরে, সর্দ্দির সহিত স্বরভঙ্গ, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারে না।

ক্যামোমিলা—শিশুদের বা কোমল ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থাৎ যাহাদের একটুতেই পীড়া হয়। অত্যন্ত খিট্ খিটে স্বভাব, শিশু হইলে সর্ব্বদা কোলে করিয়া থাকিতে হয়। এক কপোল লাল ও অপরটা মলিন। নাক বন্ধ থাকে, উষ্ণ, জলীয় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। হাঁচি হয়।

চায়না—নাসারন্ধ্র হইতে জলীয় স্রাব, ও নাক বন্ধ। হাঁচি হয়, নাসারন্ধ্রের চারিধারে ফুস্কুড়ি হয়, স্পর্শ করিলে ব্যথা করে। শুষ্ক সর্দ্দি, তৎসঙ্গে দাঁতে ব্যথা ও চক্ষু দিয়া জল পড়ে। প্রচুর স্রাববাহী সর্দ্দি, নাক দিয়া ফোঁটা ফোঁটা শ্লেষ্মা পড়িতে থাকে, সর্দ্দি বসিয়া যায়।

সিনা—মধ্যাহ্নে প্রচুর সর্দ্দিস্রাবের পর সন্ধ্যাকালে নাক বন্ধ হয়। নাক হইতে দুর্গন্ধ স্রাব।

ককুল—প্রচুর সর্দ্দি।—নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, নাক দিয়া হঠাৎ চুর জলীয় স্রাব হয়। হাঁচি হয়।—শুষ্ক সর্দ্দি, সামান্য মাত্র স্রাব হয়। অনিদ্রা।

কুপ্রম—সর্দ্দি, শুষ্ক ও স্রাববাহী। সর্ব্বদা হাই তুলে। সর্ব্ব শরীরে সর্দ্দি জনিত জড়তা হয়।—নাকে রক্ত জমিয়াছে, এইরূপ অনুভব করে।

ডলকামারা—আর্দ্র, শীতল বায়ু সেবনে যদি সর্দ্দি হয়, এবং সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি পুনরাক্রমন হয়। বহির্বায়ুতে বৃদ্ধি, এবং আবদ্ধ গৃহ মধ্যে উপশম বোধ হয়।

ইউক্যালিপ্টাস—নাক বন্ধ হয়; তরল জলীয় স্রাব; নাকের উপরে চাপ বোধ।

ইউপেটোরিয়মপার্ফোলিয়েটম্—স্রাববাহী সর্দ্দি, অনবরত ধারা বহিতে থাকে। অস্থি ও মাংশপেশীতে ব্যথা। হাঁচি হয়।

ইউফ্রেসিয়া—চক্ষু দিয়া জল পড়ে, জ্বালা করে, এবং নাসিকা হইতে স্রাব হয় কিন্তু জ্বালা করে না। প্রচুর স্রাববাহী সর্দ্দি ও প্রবল কাশি; প্রচুর গয়ের বাহির হয়।

ফেরম্ আইওডেটম্—নাক, বায়ুনালী ও শব্দনালী হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।

জেলসিমিয়ম্—প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনে ঠাণ্ডা লাগিবার ধাত। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা লাগে। জলীয় স্রাব হয়, জ্বালা করে; নাসারন্ধ্রে চারি ধার লাল ও ক্ষত হয়। নাক সুড় সুড় করে, প্রাতে অত্যন্ত হাঁচি হয়, গলার ভিতর হইতে বাম নাসা পর্য্যন্ত উষ্ণ জল প্রবাহিত হইতেছে বোধ হয়।

গ্র্যানেটম্—নাক সুড় সুড় করে; চুলকায়। নাসারন্ধ্র শুষ্ক, উত্তপ্ত ও জ্বালা করে, কিম্বা আঠাবৎ শ্লেষ্মা বসিয়া থাকে। ক্রমান্বয়ে একবার স্রাব হয় ও শুখাইয়া যায়।

গ্র্যাফাইটিস্—হাঁচি হয়। নাক বন্ধ থাকে। সঙ্গে হাঁচি ও মাথা ভার। শুষ্ক সর্দ্দি, মাথা ভার, বুকে ব্যথা, মুখে ও মস্তকের সম্মুখাংশে উত্তাপ। অত্যন্ত বমনেচ্ছা ও মাথা ধরা, কিন্তু বমি হয় না। ফুলের গন্ধ সহ্য হয় না। নাসাভ্যন্তরে মামড়ি পড়ে।

হিপার সল্ফার—মার্কিউরিয়স্ ব্যবহারের পর, কিম্বা যদি পারদের অপব্যবহার হইয়া থাকে। একটু হাওয়াতে ঠাণ্ডা লাগে। মাথা ধরে, নড়িলে চড়িলে বাড়ে। নাসিকার প্রদাহজনিত স্ফীতি, স্ফোটকবৎ ব্যথা, বিশেষতঃ নাসাপক্ষে।—অথবা কেবল এক নাকে সর্দ্দি।

হাইড্রাষ্টিস্—পুরু আটার মত স্রাব হয়, স্রাবটা নাসারন্ধ্রের পশ্চাদ্দিক দিয়া গলার মধ্যে পড়ে। জলীয় জ্বালা জনক স্রাব।

ইগ্নেসিয়া—সর্দ্দির সহিত কপালে ব্যথা; হিষ্টিরিয়া ধাত। প্রচুর সর্দ্দি পড়ে। শুষ্ক সর্দ্দি।

আইওডিন্—উষ্ণ জলীয় স্রাব। নাসিকার মূল দেশে ও কপালের সংযোগস্থলে ব্যথা। নাক বন্ধ। হাঁচি হয়।

ইপিকাক্—সর্দ্দিতে নাক বন্ধ থাকে ও বমনোদ্রেক হয়; কিম্বা সর্ব্ব শরীরে টানা ব্যথা।

জুগ্লান্স্ সিনেরিয়া—নাক সুড় সুড় করে; হাঁচি হয়। পরে প্রচুর, জ্বালা বিহীন, ঘন শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

জুঙ্কস্ ইফিউসস—নাসিকা মধ্যে সর্দ্দি হইবে এইরূপ অনুভূতি।—শুষ্ক সর্দ্দি।

কেলিকার্ব্ব—শুষ্ক সর্দ্দি, নাক চুলকায়, এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত নাক দিয়া শ্বাস লইতে কষ্ট।—নাক বন্ধ।—সর্দ্দির সহিত রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

কেলি ক্লোরিকম্—প্রবল সর্দ্দি, তৎসহ হাঁচি ও প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

কেলি মিউরিয়েটিকম্—সর্দ্দি; সাদা, পুরু শ্লেষ্মা নির্গত হয়। গলানাড়ীর উপরিভাগে আবরণ পড়ে, সহজে উঠে না। নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

কেলি নাইট্রিকম্—প্রবল সর্দ্দি, নাক বন্ধ ঘ্রাণশক্তির হ্রাস, এবং স্বর ভঙ্গ। নাসাপক্ষের চতুর্দ্দিকে কামড়ানি, ব্যথা ও জ্বালা করে।

ক্রিয়জোট—শুষ্ক সর্দ্দি। সর্ব্বদা হাঁচি হয়, বিশেষতঃ প্রত্যুষে।

ল্যাকক্যানিকম্—সর্দ্দি; এক নাসা বন্ধ ও অপরটী খোলা থাকে; ক্রমান্বয়ে এইরূপ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বের বন্ধ নাশা খুলিয়া যায় ও দ্বিতীয়টী বন্ধ হয়। নাকের পাশ ও মুখের কোণ ফাটিয়া যায়। নাসিকার অস্থিতে চাপ দিলে ব্যথা বোধ হয়।

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

বেলেডোনা ব্যবহারে সাবধানতা।

—:•:—

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সামান্য Brain Conjection (ব্রেন্ কন্জেকশন) মস্তিষ্ক প্রদাহে বেলেডোনা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তিনি বলেন যে কখন কখন বেলেডোনা দ্বারা মস্তিষ্ক প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া রোগীকে কষ্ট দিয়া থাকে, সুতরাং ইহা ব্যবহারের সময় বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

চুল কাটার পর অসুস্থতায় সোরিনম বেলেডোনা, গ্লোনিয়ন, সিপিয়া ব্যবস্থেয় কিন্তু তুলনা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।

তুলসীর গুণ।

—:০:—

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—ইহা কফ নিঃসারক, মূত্রকারক, ম্যালেরিয়া নাশক, পরাঙ্গপুষ্ট কীট নাশক, শুক্রকারক, পাচক, বিষনাশক, রক্তরোধক, বমনকারক, এবং প্রদাহনিবারক। নির্ঘণ্ট রত্নাকর, প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে তুলসীর দাহকারক, পিত্তজনক, দীপন, তীক্ষ্ণ প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, "শুক্লকৃষ্ণা চ গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা" অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ ভেদে তুলসী গুণের বেলায় সমান।

বাত, কফ, শ্বাস, কাশি, কৃমি, বমন, দুর্গন্ধকুষ্ট, মূত্রবিকার, গুল্ম, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ রক্তদোষ, জ্বর হিক্কা প্রভৃতি পীড়ায় ইহার ব্যবহার অনুমোদিত। সর্দ্দি জন্য বহুবিধ পীড়ায় এবং পার্শ্ববেদনা প্লুরেসি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়ায় ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা নিঃসরণ কার্য্যে ইহার শক্তি অমূল্য। কবিরাজ মহাশয়গণ জ্বর, প্রদর ও শ্লেষ্মজ পীড়ায় তুলসী ব্যবহারের বড় পক্ষপাতী। সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরে তুলসী ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত।

শীতলতা জন্য জ্বর হইলে মাত্র তুলসীপত্ররস একটু লবণ সহ উষ্ণ করিয়া খাইলে আর দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ আবশ্যক করে না। ম্যালেরিয়া জ্বরে বিলাতী ডাক্তারগণ আজকাল তুলসী ব্যবহার করিতে আর বাড়ীতে তুলসীর গাছ রাখিতে আদেশ করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের তুলসী ব্যবহার আর হিন্দুশাস্ত্রের তুলসীর পবিত্রতা আজকাল বহু বিলাতী ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতেছেন। পূর্ব্বে অনভিজ্ঞ ডাক্তারগণ আর অনুকরণকারী দেশীয় ডাক্তার তাহারা আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ভুরি উন্নতির জন্য জগত এখন চাহিয়া দেখিতেছে যে, হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন কথাই অবৈজ্ঞানিক নয়। আয়ুর্ব্বেদে ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের পূর্ণ পরিণতির পরিপূর্ণ উদাহরণ; হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠানই বিজ্ঞানমূলক। শয্যা হইতে উঠিয়া পুনঃ নিদ্রা যাইবার সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক সাংসারিক খটীনাটী পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুমোদিত অনুষ্ঠান। তুলসীর পবিত্রতা আর হিন্দুগৃহীর বাড়ীতে তুলসীবৃক্ষ স্থাপন পদ্ধতি মানবশরীরের কীদৃশ হিতকারী, তাহা এখন জগত চাহিয়া দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছে।

ম্যালেরিয়া দেশ উৎসন্ন করিল; কিন্তু ইহা নূতন ধ্বংসের পথ নহে। যাহাকে আজকাল ম্যালেরিয়া বলিয়া ব্যাখা করা হয়, তাহা পূর্ব্বে শারদীয় জ্বর অর্থাৎ শরত ঋতুর জ্বর নামে অভিহিত ছিল। এই জ্বরের প্রতিষেধক তুলসীবৃক্ষ রোপণ প্রথা কুইনাইন সিনকোনা হইতে কম নহে। যাহাহউক, জ্বরপীড়ায় আমরা তুলসীর আশ্চর্য্য শক্তি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি এমন কি অল্পপরিমাণে কুইনাইন তুলসীরসে বড়ী করিয়া খাওয়াইয়া এবং খাইয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। এক সময়ে আমি কুইনাইনের অভাবে তুলসীর পত্রের রস ২ড্রাম গুলঞ্চেরপালো ২০ গ্রেণ, আতৈসচূর্ণ ২॥০ গ্রেণ একত্রে দুই বড়ী প্রস্তুত করিয়া অনেক ম্যালেরিয়া পীড়িত ব্যক্তির জ্বর আরোগ্য করিয়াছি। আমি নিজে অতঃপর আর কুইনান খাই নাই। জ্বর দমন করিতে তুলসী একটী অতিশয় প্রধান ঔষধ। আবার তুলসীপাতার গুঁড়া নাসিকা রোগে মহোপকারী ঔষধ নস্যরূপে ব্যবহার করিতে হয় বা রস টানিয়া লইতে হয়।

একটি ব্রাহ্মণ কামিনী দীর্ঘকাল নাসিকা পীড়া ভোগ করিয়া শেষে তুলসীপত্ররসেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বিষাক্ত জন্তুর দংশন যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তুলসী অতি উপাদেয় উদ্ভিদ।

বৃশ্চিক, বোলতা, ভীমরুল, চেলা এবং সিন্ধুমৎস্তের আঘাত জন্য যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তুলসীপত্রের রস এবং লবণ অমোঘ ঔষধ। আমাকে এক সময়ে রাত্রি ৩টার সময় চেলা নামক বৃশ্চিকজাতীয় জন্তুতে দংশন করে, তখন যন্ত্রণায় সর্পদংশন হইয়াছে বলিয়া আমার পিতা এবং আত্মীয়গণ ব্যস্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু একটী ১৫।১৬ বৎসরের ভৃত্য বলে যে, চেলায় কাটিয়াছে, তুলসীর রস দিয়া দেখি। ৺কাশীতে রাত্রিতে তুলসী পাওয়া কঠিন হইল, তখন ডাক্তারী "লাইকার এমন অ্যাসিড" লাগান হইতে লাগিল, কিছুতেই কিছু হয় না দেখিয়া ঠাকুরপূজার নির্ম্মাল্য হইতে তুলসী কুড়াইয়া তাহার রস ২।৩ বার লাগাইতেই যন্ত্রণা নিবারণ হইল। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে কাল তুলসী প্রধান। একটী বিধবা রাঁধুনীকে ভীমরুল নামক বোলতা-জাতীয় কীটে বাতাসার দোকানে কাটিয়াছিল, আমি তাহাকে কাল তুলসীর রস দিয়া সুস্থ করিয়াছিলাম।

শিশুর কর্ণে বেদনা হইলে এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকে সর্দ্দি বসিলে তুলসীপত্রই এদেশের গৃহিণীগণের একদিন প্রধান ঔষধ ছিল। এ অবস্থাতে কর্ণে ২।১ ফোটা রস দিতে হয়, আর মধুসহ অল্প লবণ এবং তুলসীরস খাইতে দিতে হয়। একরূপ অজ্ঞানব্যাধি আছে, উহা অধিক উষ্ণতা ও পরিশ্রম জন্য রৌদ্রে ঘুরিলে উৎপন্ন হয়, এই উৎপাতে তুলসীই উৎকৃষ্ট ভেষজ। সৈন্ধবচূর্ণসহ তুলসীর মুঞ্জরীর রস নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানতা নিবারণ হয়। যে সকল কিশোরী বা যুবতী হিষ্টিরিয়া নামক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদের তুলসীর রস ও সৈন্ধব প্রধান ঔষধ। চর্ম্মের

উপর এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ দাগ—ইহা অনেক সময় চুলকণা উপস্থিত করে ও চাষীদিগের রৌদ্রে অবস্থান জন্ত অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া একরূপ দক্রপীড়া উপস্থিত করে। এই দুই ক্ষেত্রেও তুলসীপাতার রস উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

নূতন সর্দ্দি পীড়ায় তুলসী ও আদা প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় খাইলে সহজেই উপদ্রব নিবারণ হয়। তুলসীর মুঞ্জরী ও গরমজল খাইলে অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

শুনিয়াছি তুলসীস্থিত স্বর্ণ বর্ণের পোকা কলায় ভরিয়া খাইলে ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরের দংশনজনিত বিষ দূর হয়। বলা বাহুল্য ইহা আমাদের পরীক্ষিত নহে। তুলসীর উপকারিতা সম্বন্ধীয় দুই একটী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা এবার বলিতেছি।

বিবাহের ফুলসজ্জার দিন স্ত্রীর নাসিকার ওজিনা নামক ব্যাধির দুর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া স্বামী ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত ডাক্তারী এবং কবিরাজী বহু ঔষধ ব্যবহারে হতাশ হৃদয়ে চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় যাইতে ছিলেন, পথে দৈব দুর্যোগে ঝড় জল হওয়ায় একসূত্রধরের বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করেন। এইস্থানে সূত্রধরের জননী ভদ্রলোকের বালিকা স্ত্রীসহ কলিকাতা গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর শুনিয়া সূত্রধর জননী বলে যে, "বাবু দুইদিনে তোমার স্ত্রীর পীড়া আরোগ্য করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা একখানা তাবার ঝুণীতে করিয়া ঔষধ লইয়া ভদ্রবালিকার নাকে ৪।৫ ফোঁটা প্রদান করিল। আবার দুইঘণ্টা বাদে ঔষধ প্রয়োগ করিল। এইরূপে সেই ঝড় জল থাকিতে থাকিতে ৪ বার নাসিকায় ঔষধ দেওয়া হয়। ভগবানের ইচ্ছায় ভদ্র লোকের স্ত্রীটী তখন হাঁচিতে হাঁচিতে চিনের মত অতিদুর্গন্ধযুক্ত একটা রোমাঞ্চ দলা নাসিকা হইতে ত্যাগ করিল। অমনি সেই ভদ্রবধূর নাসিকা পাতলা হইল। আর যে উৎকট গন্ধ মুখের নিকট মুখ লওয়া যাইত না, তাহাও দূর হইল। মাথায় শিরঃ-পাতলা হইল কাশি থামিল, মাথা-কাকলায় নিবারণ হইল।

তখন বাবুটি সেই বৃদ্ধাকে কিছু উপহার দিয়া সেই ঔষধটি শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিলেন। বৃদ্ধা কেবল তুলসীর রস আর সৈন্ধব চূর্ণ তাম্রপাত্রে উষ্ণ করিয়া নাসিকায় দিয়াছিল। সেই ভদ্র যুবতী বাল্যকাল হইতে মস্তকের শ্লেষ্মাপীড়ায় কষ্ট পাইতেন, আবদ্ধ ক্রুর শ্লেষ্মা তাহার নাসিকার জাজাল ফুসা অর্থাৎ নাকের মধ্যস্থ খাতের মধ্যে জমাট হইয়া নিঃসরণ হইত না। তাহাতে নাসিকায় ক্ষত হইয়াছিল। শ্লেষ্মাবদ্ধ আর ক্ষতের পুঁজ একত্রে দুর্গন্ধ জন্মাইয়া সময়ে সময়ে অতীব যন্ত্রণা দিত, তুলসী তাহা আরোগ্য করিল। ইহা প্রকৃত ওজিনা পীড়া নহে, তখন তাহা জানা গেল। বলা বাহুল্য, ওজিনা হইলে তাহাও ভাল হইত।

আর একটি ১৪।১৫ বৎসরের সাহা জাতীয়া কামিনী স্বামীগৃহে যাইবার অনিচ্ছায় পার্শ্ববর্ত্তী একটী কায়স্থ যুবতীর হিষ্টিরিয়া পীড়ার অনুকরণ করিত, এইরূপ ব্যাধি হইলে যেরূপ ভাবভঙ্গী করিতে হয়, এই যুবতী তাহা সমস্তই নকল করিত। তখন স্বামী বেচারা বিপদাপন্ন হইয়া আমার শরণাগত হয়। আমি গিয়া দিবসে ২ বার যুবতীকে দেখিয়া বুঝিলাম, যুবতীর পীড়া প্রকৃত নহে, অনুকরণ মাত্র। তখন আমি কার্ব্বনেট অব য়্যামোনিয়া শুঁকাইয়া যুবতীর হিষ্টিরিয়া ফিট নিবারণ করিলাম। কিন্তু আমার প্রস্থানের পর এক ঘণ্টা কাল বাদে নকল পীড়ায় আবার আক্রান্ত হইয়া প্রলাপচ্ছলে বলিতে লাগিল যে, ডাক্তারের চুণ আর নিশাদলের গন্ধে আমার "আসন" আমি ছাড়িব না অর্থাৎ যুবতী কালিকা দেবীর আবেশে আড়িটায় ভান করিতে লাগিল। তখন আমায় আমার ডাক হইল, এবার আমি শুধু হাতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই বাড়ীতে তুলসীর বৃন্দাবন দেখিয়া কতকটা তুলসীর রস প্রস্তুত করিয়া সৈন্ধবচূর্ণ সহ কলার পাতার নলযোগে ফুৎকারে যুবতীর নাসিকায় প্রবেশ করাইয়া দিলাম। অমনই কালীর আবির্ভাব দূর হইল, স্বামীগৃহে যাইতে হইল।

আমার শ্যালক পুত্র দুইবর্ষের শিশু রাত্রিতে, কাঁদিয়া কাঁকিয়া কর্ণের মধ্যে হাত দিতে লাগিল, তখন তাহার ২।৪টী অর্দ্ধোচ্চারিত বুলি ফুটিয়াছে, সে বলিল যে, 'দলে দলে কা।' অর্থাৎ কাণজ্বালা করে। এই সময় আমি চাপ তয়োয়াল হীন সর্দ্দার! ঔষধের নাম মাত্র আমার সঙ্গে নাই। বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। সহসা তুলসীর কথা মনে পড়িল, শ্যালক কন্যাকে দিয়া তুলসী আনাইয়া তাহার রস আর ঘরের কোনের কার্পাসের কাঁচা ফলের রস উষ্ণ করিয়া কাণে কয়েক ফোটা দিলাম, শিশু নিদ্রিত হইল। এই দিন হইতে আমি বালক বালিকার কর্ণবেদনায় নিম্নের ব্যবস্থা অনুযায়ী চলিয়া আসিতেছি।

তুলসীর রস ৩০ ফোটা, কার্পাসের কাঁচাফলের রস ২০ ফোটা, রসুনের রস ৩ ফোটা মধু ১॥ ড্রাম একত্রে মিশাইয়া রাখিতে হয়। আবশ্যক মতে ২।৩ ফোটা কর্ণে দেওয়া বিধি। বলা বাহুল্য, মধুর তত আবশ্যকতা নাই।

আমার কোন বন্ধু তুলসীর গুণ সম্বন্ধে তাঁহার পরিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত আরও কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়াতে তাহাও এইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

বাবুই তুলসী প্রমেহ বা গণোরিয়া পীড়ায় একটি মহৌষধ। এই তুলসীর বীজ পূর্ব্বদিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া কাপড়ে ছাকিয়া পরিষ্কৃত জল পর দিন প্রাতে রোগীকে খাইতে দিতে হয়। দুই তিন দিন ব্যবহারেই মূত্রত্যাগের সময় জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

উদরাময়েও তুলসী আশ্চর্য্য কার্য্য করে।

এ পীড়াতেও ঐরূপ তুলসী বীজের সরবৎ ব্যবহার করিতে হয়, কেবল তাহার সহিত পাকা কলা কিছু সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়।

উদরে কৃমি হইলে কৃষ্ণতুলসী পাতার রস ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

ডাঃ শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য।

(ত্রিশূল)

দ্বিরাগমন সমস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:০:—

দুই একখানি পত্র ও আসিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়িয়াছে, জামাই ষষ্ঠীর সময়। শ্যামধন বাবু কত সাধে কত আশায় বুক বাঁধিয়া জামাইকে পাঠাইবার জন্য বৈবাহিক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। বিনয়ের কলেজ অনেকদিন বন্ধ হইয়াছে। তাহার পলাশপুরে আসিবার একবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে আসিতে পারে না। কৃষ্ণধন বাবু ফুল সজ্জার কিছু অঙ্গহানি করিয়াছিলেন বলিয়া পাঠাইলেন না। অগত্যা শ্যামধন মনের দুঃখে ৩০৲ টাকা ডাকযোগে পাঠাইলেন। মনে মনে কত কি ভাবিলেন, এই ঘোষেদের বাড়ীর বঙ্কিমের চন্দননগরে বিবাহ হইয়াছে, কৈ তাহারা তো ওদেশের লোক হইয়াও তেমন বেশী কিছু তত্ত্ব তাগাদা করেন না। অদৃষ্টে যাহা আছে তা। হইবে। পাঁচ দিন পরে ৩০৲ টাকা ফিরিয়া আসিল। তখন শ্যামধনের বুক ফাটিয়া গেল, শরীর অবসন্ন হইল, কেবল নীরবে একটী দীর্ঘ বিশ্বাস ফেলিয়া মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিলেন।

একবৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। শ্যামধন নীরবে অনেক দুঃখ এই ভাবে সহ্য করিলেন। পূজার ও শীতের সময় ঠিক একরূপই ফল ফলিল। শ্যামধনের অবস্থা এখন তত সচ্ছল নয় যে, তাঁহার বৈবাহিকের মনোমত আশা পূরণ করিতে পারেন। তিনি এখন এক মামলায় জড়িত। যদি মোকর্দ্দমায় জিতিতে পারেন, তবে মনের সাধ পূর্ণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি মোকদ্দমায় হারিয়া গেলেন। আট হাজার টাকা তাঁহার জমি পুষ্করিণী নিলাম করিয়া বিপক্ষগণ আদায় করিয়া লইল। এখন তাঁহার অবস্থা বড়ই শোচনীয়, অতি কষ্টে দিনপাত হয় মাত্র। সুবর্ষার অভাবে অজন্মাপ্রেত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দগ্ধ করিতেছে। এদেশের লোকের ধান্যই অর্থ ধান্যই মান ও সকল সুখের আকর। এক বৎসর ধান্য না হইলে লোকের আর কষ্টের সীমা থাকে না। এদেশের অধিকাংশ লোকের চাকুরীর সখ্ নাই বলিলেই চলে। যাহার ঘরে কিঞ্চিৎ ধান্য আছে সে কোন ভাবনাই রাখে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনয়কৃষ্ণের বিবাহ প্রায় দেড় বৎসর হইয়াছে। কৃষ্ণধন এখন এক সমস্যায় পড়িয়াছেন; বধূমাতাকে না আনিলেও নয়; কিন্তু কিরূপেই বা আনেন। যে বধূর পিতা সামান্য খরচ করিয়া জামাতার মনোমত জিনিষপত্র দিতে পারেন না, তাহার কন্যা আনিয়া এ গৃহ কলঙ্কিত করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু বধূমাতা যে স্বয়ং লক্ষ্মী হইয়া নারীরূপে এই ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা মনে মনে স্বীকার করিতেই হইল। তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার অর্থলিপ্সা জাগরিত হইল। পরিশেষে অর্থই অনর্থরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণধনের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দোয়াত কলম আনিয়া বৈবাহিককে পত্র লিখিতে বলিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ;—

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং

উত্তরপাড়া
২২শে জ্যৈষ্ঠ

সবিনয় নিবেদন মিদং—

বৈবাহিক মহাশয় অনেক দিন পত্রাদি পাই নাই। আমি শ্রীমতী বধূমাতাকে আনিবার জন্য ২৪শে আষাঢ় তারিখে দিনস্থির করিলাম। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। ইতি—

একান্ত বশম্বদ—
শ্রীকৃষ্ণধন বসু।

পুঃ—

একটী কথা লিখিতে ভুল হইয়াছে। আপনাকে দ্বিরাগমনের সময় কিছু দিতে হইবে না, কেবল মাত্র ৪০০৲ টাকা নগদ দিলেই চলিবে।

পত্র লেখা শেষ হইল, দুইবার উপর্য্যুপরি পত্র পড়িলেন, ভাবিলেন, আমার মত লোক হইয়া এইরূপ সামান্য একটা দাবী করা অন্যায় হয় না। আমার ছেলে ইণ্টার মিডিয়েট প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে; আর আমার বাড়ীর পার্শ্বে সরকার মহাশয়ের ছেলে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াও দুই শত টাকা অধিক পাইয়াছে। দুইশত টাকা সুদের সুদ ধরিয়া যদি ৪০০৲ টাকা আদায় না করিতে পারিলাম, তবে আর আমার মান মর্য্যাদা থাকে কই? যে কোন প্রকারেই হউক, টাকা আদায় না করিয়া বধূকে আনিতেছি না। পত্র যথাসময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অর্থ লিপ্সা কি ভয়ানক! মানুষ যতই অর্থ সঞ্চয় করে, ততই অধিক অর্থ শোষণের আশা বলবতী হইতে থাকে।

অর্থই সকল অনর্থের মূল। ইহারই জন্য পৃথিবীতে এত হানাহানি, পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, রাজায় রাজায় ইহারই জন্য মারামারি। অর্থের অসদ্ব্যবহারে মানুষ পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়; আবার সদ্ব্যবহারেও মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। অর্থ যেমন সকল সুখের আকর তেমনি সকল কষ্টের কেন্দ্রস্থল। মানুষের আশার সীমা না থাকিলে বড়ই কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। লোভ মানুষকে সর্ব্বদাই নীচু দিকে লইয়া যায়। তাই কৃষ্ণধন বাবু আজ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বড় একটা বিষম ভুল করিলেন, এ ভুল বড় বাজে ভুল নহে। ইহাতে তাঁহার হাতে গড়া সোনার সংসার ছারখার হইতে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাঠক! চলুন একবার শ্যামধনের অবস্থা দেখিয়া আসি। শ্যামধন মোকর্দ্দমায় হারিয়া অবধি দিন দিন ভাবিয়া ভাবিয়া কঙ্কালে পরিণত হইয়াছেন। তাহাতে আবার ননীর শ্বশুরের ব্যবহার তাহার প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়াছে। তিনি ননীর বিবাহ দিয়া ভাবিয়াছিলেন, আমার এক কন্যা ও কৃষ্ণধনবন্ধুর এক পুত্র; বোধ হয়, ঈশ্বর দম্পতি যুগলকে বেশ সুখেই রাখিবেন। কখনও একমুঠা ভাত ও বস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না। কিন্তু মানুষের আশানুরূপ সকল কার্য্য ঘটে না, মানুষ এক ভাবে, আর এক হইয়া পড়ে। যাহা বিধির বিধান, তাহার সংঘটন হইবেই হইবে।

শ্যামধনের শারীরিক অবস্থা এখন প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে পেটের পীড়ার সঞ্চার হইল। ডাক্তার আসিলেন, রোগী দেখিয়া খাই-বার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। শ্যামধনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে আর এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইবে না। তিন দিন গত হইল। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। চতুর্থ দিবসে কৃষ্ণধন বাবুর লিখিত বিরাগমনের কর্দ্দ আসিল। পত্রের উপর উত্তরপাড়ার মোহর দেখিয়া প্রাণে একটা ক্ষীণ আশা জাগিয়া উঠিল; ব্যস্ত হইয়া পত্রখানি পড়িলেন। যাহা পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, যেন সমস্ত আকাশ তাঁহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দারুণ মনকষ্টে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলেন, মৃত্যুর সময়ে আবার দ্বিরাগমন সমস্যায় পড়িলাম। শ্যামধনের চক্ষু অশ্রুধারায় ভাসিয়া গেল ননী ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে পাখা করিতে লাগিল। পিতা ধীরে ধীরে হস্তখানি কন্যার মাথার উপর দিয়া যেন ঈশ্বরের নিকট তাহাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন। গৃহিনীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে দেখিয়া মনের আবেগে গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিল। কন্যাও উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। পাড়ার লোক জড় হইল। রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হইল, হস্তপদ শীতল হইল, চক্ষু পলকহীন হইল, শ্যামধনের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্যামধনের অকাল মৃত্যুর সংবাদ উত্তর পাড়ায় আসিল। সকলের মন কিছুক্ষণের জন্য খারাপ হইল। বিনয়ের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তাহার শাশুড়ীর ও স্ত্রীর ভবিষ্যতে কি হইবে এই ভাবিয়া বিনয়ের বুক ফাটিয়া গেল। নয়ন কোণে এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু দেখা দিল; কি করিবে? পিতার আদেশ ভিন্ন সে কিছু করিতে পারে না।

কৃষ্ণধন পুনরায় তাঁহার পুত্রের বিবাহ বাধিতেই দিলেন। একবর্ষ গত হইয়াছে। নূতন বধু বৃদ্ধা শাশুড়ীর সহিত দুই একবার বেশ বচসা করিয়া প্রহার করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়াও গিয়াছিল। বিনয়ের মাতা নূতন বধূর ব্যবহারে মর্ম্মাহত; গৃহস্থের কাহারও মনে সুখ নাই; অহরহ কলহ ঝগড়ায় কাক পর্য্যন্ত তাহাদের গৃহে বসিতে পায় না।

বিনয় মনের কষ্টে দিন দিন কঙ্কালে পরিণত হইতেছে। কর্ত্তা বাবুও মনের দুঃখে এখন ঘরে খুব কম আসেন। একদিন বিনয় রাত্রি ১১ টার সময় ছাদের উপর পদচারণা করিতেছে। পিতা মাতা এইমাত্র আহার করিয়া শয়নকক্ষে আসিয়াছেন। বিনয়ের স্ত্রী সরযু এখনও ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিতেছে। রাত্রিটী বেশ মনোরম। আকাশে নবমীর চাঁদ উঠিয়াছে। বিনয় আপন মনে কত কথা ভাবিতেছে। হঠাৎ তাহার ননীর কথা মনে হইল; চক্ষে জল আসিল, ভাবিল ননী ও সরযুতে কত প্রভেদ। বিনয় মনে মনে সরযুকে সন্দেহ করে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা জুবিলি প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ। ৯ম সংখ্যা। New Series. SEPTEMBER 1916. নব পর্য্যায়। সেপ্টেম্বর ১৯১৬। Vol. X. No. 9.

"Activity breeds ambition energy, progress, power and inactivity breeds idleness, laziness and sloth" নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিও না, কর্ম্ম উচ্চ আশা, উদ্যমশীলতা, উন্নতি, ক্ষমতা প্রভৃতি প্রকৃত মানব গড়িবার উপাদান সমূহের জন্মদাতা, অকর্ম্মা অলস, জড়ভরত হইয়া মানব জীবনের সার্থকতা নষ্ট করিয়া ফেলে।

পাশ্চাত্য কর্ম্মবীরগণ বলেন, "Keep going—doing something is better than doing nothing." অসার জড়ভরতের ন্যায় বসিয়া থাকিও না, কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা অর্থাৎ যে কোন একটা করণীয় কার্য্যে লিপ্ত থাকা ভাল। ঘটিকাযন্ত্রকে অচল রাখিলে যেমন তাহা চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়, মানুষ অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া বসিয়া জীবন কাটাইলে জীবন অকর্ম্মণ্য হয়।

আর অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিও না, তোমার দেশ, তোমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, বসিয়া থাকিবার তোমার অধিকার নাই। কর্ম্মই মানবজীবনকে উন্নত করিবার একমাত্র উপায়।

ছিছি, কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া অহরহ বিলাস বিভ্রমে মজিয়া সারাদিন কাটাও, সমগ্র জগত কর্ম্মে ব্যস্ত, আর তুমি নগণ্য দীন, কেমন করিয়া আপনার এবং দেশের অবস্থা ভুলিয়া শুদ্ধ আমোদ প্রমোদে অর্থ এবং সময়ের অপব্যয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পার বলিতে পারি না। সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে এমন কোন করণীয় কার্য্যই তুমি কর না, যাহার জন্য তুমি আত্মপ্রসাদের মধুর আস্বাদন ভোগ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পার।

"Keep going" কিছু কর, জগত তোমার নিকট কিছু কাজ চায়, শুদ্ধ জায়গা জোড়া করিয়া আয়ম্ভুপ মজিয়া থাকাটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

Confidence is the basis of Business.

বিশ্বাসই ব্যবসায়ের ভিত্তি।

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ বলেন—The whole business world rests on a foundation of confidence, when confidence is gone, the business

is gold." অর্থাৎ সর্ব্বত্র অসত্তের ব্যবসায় বাণিজ্য কেবল বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত, যখন এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হয় তখন ব্যবসায়ও নষ্ট হয়। যদি প্রকৃতই কেহ স্থায়ী ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে চান, তাহা হইলে তাহাকে জনসাধারণের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে, নচেৎ সে ব্যবসায় বাণিজ্য স্থায়ী হইবে না। এদেশের প্রায় অধিকাংশ ব্যবসায়ী এই বিশ্বাস অর্জ্জনের প্রয়াসী নহেন, যেরূপেই হউক, দিনগত পাপক্ষয়ের মত কার্য্য করিয়া কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করাকেই ব্যবসায়ের মূল নীতি বলিয়া ধরিয়া লইয়া ভবিষ্যতের উন্নতি অবনতি, স্থায়ীত্ব অস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আদৌ দৃষ্টি করেন না, এই স্থানে গলদ। এইজন্য এদেশের অতি অল্প ব্যবসায়ই স্থায়ীত্ব লাভ করে। ন্যায়সঙ্গত লভ্য লইয়া যথাসম্ভব সুলভে ক্রেতাকে যে বিক্রয় করাই আধুনিক ব্যবসায়ের মুখ্য যুক্তি, এদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যবসায়ী তাহা বুঝেন না, এই জন্যই অবিলম্বেই বিশ্বাস হারাইয়া বসেন এবং কারবার নষ্ট হইয়া গণেশ উল্টাইয়া পলাইয়া যান। স্থায়ী নাম বা স্থায়ী কাজ কারবারের জন্য যেন তাঁহাদের আস্থাই নাই। এইজন্য এদেশের ক্রেতা দোকানদারদিগকে বিশ্বাস করিতে পারে না। যত দিন ব্যবসায়ী সৎপথাবলম্বী না হইবে, যতদিন তাহার গলা কাটা অভ্যাস না ঘুচিবে, ততদিন ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেই পারে না। একজন ক্রেতার সদ্ব্যবহার দ্বারা যথাযোগ্য মূল্যে আস্থা স্থাপন করাইতে পারিলে তাহার সহিত যে কিঞ্চিৎ লভ্যাংশই চলিয়া যায়, তাহাই নহে, তাহার সহিত দোকানদারের বহু মূল্যবান নাম ও যশ চলিয়া যায়। সেই অসন্তুষ্ট সন্দেহযুক্ত ক্রেতা শত শত লোকের নিকট সারা জীবন সেই ব্যবসায়ীর অপযশ ঘোষণা করিয়া বেড়ায়, তখন তাহার বিষময় ফলস্বরূপ ধ্বংশ অনিবার্য্য হইয়াই পড়ে। একবার confidence অর্থাৎ বিশ্বাস হারাইলে আর তাহা পাওয়াই যায় না। আমাদের দেশের শিক্ষিত ... কাহারও উপর কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। অনেকে বরং সাহেবের দোকানে দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া আনন্দিত হয়, তথাপি দেশীয় ব্যবসায়ীর কাছ দিয়া পারক পক্ষে অগ্রসর হইতে চায় না। ব্যবসায়ে সৎ ... ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বাসই ... মূলধন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতির প্রাথমিক শিক্ষা। এই বিশ্বাসের উপর অনাস্থাবান হইয়া কাজ করিয়া লোকে দুইবার প্রতারিত হইয়া বড় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে না, কিন্তু ব্যবসায়ীর অতি মূল্যবান বিশ্বাস নষ্ট হওয়ায় আজীবন দুঃখ মনোকষ্ট ভোগের অক্ষয় ভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। ইহা নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা। কিন্তু এদেশের বহু ব্যবসায়ীই ইহা বুঝেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গলদ এইস্থানে। ব্যবসায়ীর নিখুৎ নীতিজ্ঞান থাকা উচিত একথা বিস্মৃত হইলে ব্যবসায় রক্ষা হইতে পারে না। বহু বার এই কথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু শোনে কে? লোক ঠকানই এদেশের ব্যবসায়ীর ব্যবসায়নীতির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এ গলদ সংশোধিত হওয়া আবশ্যক।

দেশীয় রাজ্যে কল-কারখানা।

মহিশূর ও বরোদা রাজদরবার। তাঁহাদের রাজ্যে কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পের উন্নতির জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সময়ের শুভ লক্ষণ। আমাদের গবর্ণমেণ্টও শিল্পোন্নতির জন্য কমিশন বসাইয়া অভিজ্ঞ দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া এবং মৌখিক উৎসাহ প্রদান করিয়া সাধারণতঃ তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন। মহিশূর ও বরোদা রাজ্য কেবল তাহাই করিতেছেন না, যে স্থানে যেরূপ সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক, তাঁহারা তাহাই প্রদান করিয়া নষ্টশিল্প উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন।

বরোদা রাজ্যে চর্ব্বির কল।

বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত বিলিমারা নামক স্থানে মিঃ সর্দ্দারসহি নামক এক ব্যক্তি বহু দিন পূর্ব্বে একটী চর্ব্বিবাতির কল স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আবশ্যকীয় মূলধনের অভাবে কলটি কয়েক বৎসর কোনও কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তিন বৎসর পূর্ব্বে বরোদা রাজদরবার এই সকল বিষয় অবগত হইয়া সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনমত ঐ কলের জন্য অর্থ প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। এই সুযোগপ্রাপ্ত হইয়া কলটী পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কলে এখন প্রতিদিন দুই হাজার পাউণ্ড মহুয়া তৈল দ্বারা বাতি প্রস্তুত হইতেছে। যে বাতি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। ফলে সহজে সাবান প্রস্তুতেরও আয়োজন হইতেছে।

জাপানের কথা।

—:o:—

"যুদ্ধের সুযোগে জাপান বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়া লইল"—একথা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের মুখে শুনিতে পাই। কেননা সকলেই দেখিতেছি, আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার জাপান দেশ হইতেই আমদানি হইতেছে। মোজা, গেঞ্জি, দেশলাই, সাবান, বাক্স, পেঁটরা, কাপড়, অলঙ্কার, খেলনা, কত নাম করিব, সমস্তই আসিতেছে, কেবল আসিতেছে না ধান্য। এই যে জাপানের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, ইহা

কি যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মিটিবে? আমাদের পত্রিকায় রাজনৈতিক ব্যাপার আলোচিত হইবার উপযুক্ত না হইলেও এসম্বন্ধে দুই একটি কথা ইহাতে আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাণিজ্য-জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, একজন ক্রেতা ও অপর জন বিক্রেতা। দুইএরই আবশ্যক। কিন্তু ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতা অধিকতর লাভ করে। যখন এরূপে স্বার্থ নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তখন ক্রেতা কেনে কেন? ক্রেতা কেনে, কেননা সে জানে যে, সেও পরমুহূর্ত্তে অন্যান্য পণ্য লইয়া বিক্রেতা হইবে এবং বিক্রেতা ক্রেতা হইবে। যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক এইরূপ, তখন তাহাদের উভয়েরই অবস্থার উন্নতি ও পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে। ইউরোপ ও আমেরিকা এইরূপ ক্রেতা ও বিক্রেতা। কিন্তু বর্ত্তমান বাণিজ্য-জগতে কেবল ক্রেতার স্থানে দাঁড়াইয়া আছে—এসিয়া, আর বিক্রেতা ইউরোপ ও আমেরিকা। এই এসিয়ায় বাণিজ্য বিস্তারের জন্যই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ। এই মহাদেশে অবাধ-বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এতকাল ইউরোপ ও আমেরিকা চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। এসিয়ার অতুল্য ধন সম্পদ, প্রাচীনতম জাতিসমূহের বহুকাল সঞ্চিত পর্ব্বতোপম অর্থরাশি বিগত দুই শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা লুটিতেছিল। এসিয়া দিন দিন দরিদ্র হইতেছিল। এসিয়া কি কেবল ক্রয়ই করিতেছিল? বিক্রয়ও করিতেছিল। কিন্তু বিক্রয়ের অবস্থা ভাবিলে আরও কাতর হইতে হয়। এসিয়া বহু কষ্টে পণ্য দ্রব্যের কাঁচা মাল উৎপাদন করিয়া অত্যল্প মূল্যে তজ্জাত দ্রব্য সস্তায় ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে পুনঃ ক্রয় করিতেছিল। এসিয়া বিক্রয় করিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল।

এরূপ সময়ে জাপান একবার মস্তক তুলিয়া চাহিল। সমস্ত অবস্থা ভাল করিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে বহুকাল সঞ্চিত জড়ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। নিজেকে জগতের মধ্যে "এক জন" করিবার জন্য কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। সেই সাধনার ফলে জাপান এসিয়াখণ্ডে অদ্বিতীয় প্রতাপশালী, অদ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক, অদ্বিতীয় শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিল। আমেরিকা ও ইউরোপ সভয়ে জাপানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন সময়ে যেন জাপানেরই কল্যাণের জন্য ইউরোপে যুদ্ধ বাধিল। এক্ষণে এসিয়ায় ইউরোপের বাণিজ্য-প্রভাব একবারে প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কাজেই এই সুযোগে আজ জাপানে এসিয়ার বাণিজ্য গ্রাস করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

বাণিজ্যের এই অত্যদ্ভুত উন্নতি জাপান একদিনে করে নাই, যুদ্ধ বাধিলে করে নাই, শিক্ষায় অমনোযোগী হয় নাই, সুযোগ আসিলে তবে কার্য্য করিব ইহা ভাবিয়া কার্য্যে ঔদাস্য ও আলস্য দেখায় নাই। সমস্ত পরিপাটি করিয়া রাখিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। যেমনই সুযোগ আসিল, অমনই ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় ঝম্প দিয়া সকলের উপর আপতিত হইল।

জাপানের নিকট রুষ যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিতেছে। ভারতে জাপানের একাধিপত্য হইয়া উঠিয়াছে। চীন গ্রাস করিবার জন্য জাপান ছুটিয়াছে, বুঝিবা গ্রাস করে। কাউণ্ট ওকুমা অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টায় আছেন। এতবড় চীন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য গ্রাস করিতে হইলে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। ওকুমা লণ্ডনে ঋণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় কোন ফল হয় নাই। এক্ষণে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। এখানে সফল হওয়া সম্ভব। যদি না হয়, তবে যুদ্ধ অবসানের পূর্ব্বেই জাপান দ্রব্যসম্ভার লইয়া রুষ সাহায্যে ফরাসীর বাজারে উপস্থিত হইবে, এমন কি, ফরাসীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য অসম্ভব হইবে না। যদি জাপান আমেরিকা হইতে ঋণ আহারে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই অর্থ সাহায্যে জাপান এমন ভাবে চীনের বাণিজ্য আক্রমণ করিবে যে, তখন আবশ্যক হইলে মাঞ্চুরিয়া হইতে যে ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য বিদূরিত হইয়াছিল, সেই ভাবে চীন হইতেও বৈদেশিক বাণিজ্য বিতাড়িত হইবে। এই বাণিজ্য-লব্ধ অর্থে জাপান নৌ-শক্তি ও সৈন্য-শক্তি এরূপ বৃদ্ধি করিতে পারিবে যে, তখন জাপানের দিকে চাহিতেও সমস্ত জগতের হৃৎকম্প হইবে।

জাপান সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। এইবার ভারতের বাণিজ্য দেখা যাউক। ভারত ক্রয় করিয়াই ক্ষান্ত। ভারতের স্বদেশী বাণিজ্যে গবর্ণমেণ্ট সেরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না। বোধ হয় পারা সম্ভব নহে, তবে ভারতের কি হইবে? আমার বিশ্বাস, যদি জননায়কগণ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ভারতে মূলধনের অভাব হয় না। যদি তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন, যদি তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র কেবলমাত্র কলিকাতা ও প্রধান প্রধান নগরে কেন্দ্রীভূত না করিয়া সর্ব্বত্র প্রসারিত করিতেন, যদি দেশের ব্যবসায়ীগণকে অসভ্য ও মূর্খ বলিয়া ঘৃণা না করিয়া, তাহারাই যথার্থ দেশের পরম বন্ধু, অতএব সর্ব্বদা পূজনীয় বলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেন, যদি তাহাদের ভুল ভ্রান্তিতে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে হয়ত ভারতের অবস্থা অন্যরূপ হইত। দেশে যে কয়টি বড় লোক রহিয়াছেন, তাহাদিগকে অঙ্গুলি পর্ব্বে গণনা করা যাইতে পারে। ব্যবসা বল, শিল্প বল, কোন নূতন কার্য্য বল, সভা বল, সমিতি বল, সর্ব্বত্রই

তাহারা মেজর্[illegible] কিম্বা ব্যারিষ্টার ও রাজা মহারাজাদিগকে কর্ত্তা না করিয়া যাহারা বাস্তবিক ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীর জাতি, তাহাদিগকে যদি কর্ত্তা করা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্গের বাণিজ্যের অবস্থা অন্যরূপ হইত। এ সম্বন্ধে আমরা কোনও মত প্রকাশ করিবার যোগ্য নহি, তথাপি আমরা কোন্ কোন্ স্থানে দোষ করিতেছি, তাহা না দেখাইয়া দিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেশের জননায়কগণ এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া শীঘ্র কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ না করিলে আমাদের বাণিজ্য জগতে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আমরা প্রায় ২০০ শত বৎসর নানা কারণে ব্যবসা ও বাণিজ্যজগতে কেবল ক্রেতার স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। আজ সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে বিক্রেতা না হইলেও যাহাতে আর ক্রেতা না থাকিতে হয়, তাহার জন্য চেষ্টা না করিলে এ সুযোগ আর ফিরিয়া আসিবে না। (বিজ্ঞান)

কাশিমবাজারের মহারাজা মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, বাহাদুরের

শিল্প বিদ্যালয়।

—:০:—

ইতিপূর্ব্বে আমরা কয়েকবার এই শিল্প বিদ্যালয় সম্বন্ধে "কাজের লোকে" দেশের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মহারাজ বাহাদুরের মহদুদ্দেশ্য আমাদের পাঠকগণকে জ্ঞাত করিয়াছিলাম, বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে।

এই বিদ্যালয় মহারাজা বাহাদুরের কলিকাতায় ৮ই জুন তারিখে খোলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হইবে কিন্তু তৎসঙ্গে ছাত্রদিগকে এমন সকল শিল্পশিক্ষা দেওয়া হইবে যে, তাহারা শিক্ষার সময় [illegible] হইতে পারিবে এবং ভবিষ্যতে সেই শিল্পশিক্ষার ফলে তাহারা স্বাধীন জীবিকা দ্বারা নিজেদের জীবিকার্জ্জন করিয়া দেশের দীনতার হাহাকার নিবারণ করিতে পারিবে। মিঃ কার্পেন্টার পেটাভেল সাহেবের পত্রখানি পাঠকগণের সুবিধার জন্য প্রকাশ করিলাম। আমরা কেবল মহারাজের দীর্ঘ জীবন কামনা করি, তিনি যেন দীর্ঘজীবি হইয়া হতভাগ্য বঙ্গের মহৎ কল্যাণ সাধনা করেন।

302, Upper Circular Road,
CALCUTTA.
6th July 1916.

To The Editor "Businessman"
Dear Sir,

I am sending you some more particulars about the practical industrial training combined with general education that the Indian Polytechnic Co-operative Association is now able to offer thanks to the generosity of the Hon'ble The Maharajah of Cossimbazar, who is financing a School connected with it. It opened in Calcutta on the 8th of June instant, and already nearly one hundred young men have applied for admission.

Of these, however, about 90 per cent. can not come unless they have scholarships. The Maharajah is providing 10, but many more are wanted. "The special features are manual training and education combined, opportunities to earn whilst learning and, most important of all, the plan to start pupils in practical work and to employ them after training in an industrial and educational organisation giving them a competency and honourable career.

We shall be much obliged if you will give some more publicity to the matter. We desire to appeal :—

To people who, realising how important it is for the future of the country that some young men should receive a training of this kind, are willing to help some deserving ones of their acquaintance to join the school.

To people, who can work with the Association or entrust engineering or other work to it. This will, in many cases, be to their own advantage, whilst being the best of all ways of helping the work the Association is doing.

To people, who are able to send their sons or wards, paying the fees of Rs. 20 a month until they begin to earn by their labour. Educational facilities offered will be exceptional in some respects as particular attention paid to preparing young men for matriculation when parents desire it."

If you care to review any por-

tions of our pamphlet I would draw your attention specially to those marked.

I remain
Your faithfully,
J. W. PETAVEL.

স্থানাভাববশতঃ এবারে এসম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিবার সুবিধা পাইলাম না, আমরা আগামী বারে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

কাঃ সঃ

গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের গবেষণা।

—:•:—

আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট একটি কৃষি বিভাগ রাখিয়াছেন, তাহাতে চাষের গবেষণা হয়। মধ্যে মধ্যে সেই গবেষণার ফলে ২।১টী ফর্দ্দ কাগজ আমরা পাইয়া থাকি। সম্প্রতি আমগাছের পোকা সম্বন্ধে একটী গবেষণা পত্র পাইয়াছি। তাহার মর্ম্ম এই যে, আম গাছের বিশেষতঃ কলমের আমগাছে এক প্রকার কীট জন্মে, তাহারা কচি ডালের মধ্যে ছিদ্র করিয়া ফোঁপরা করিয়া গাছ নষ্ট করে। তাহারা দেখিতে চাউলের পোকার মত, সাদা ডিম পাড়ে।

মারিবার উপায়—খুব ঘন ঘন গাছ দেখিতে হয় এবং চাপে বা যাতা করিয়া হউক, মারিয়া ফেলিতে হয় বা যে ডালে এইরূপ পোকা হইয়া ভিতরে ডাল ফোঁপরা করিতেছে, দেখিলেই ডাল কাটিয়া দিলেই তাড়াতাড়ি চুকিয়া যায়। ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে এবং অন্যান্য স্থানেও নাকি এইরূপ পোকা দেখা যায়। বাস্তবিক ইহা আবশ্যকীয় গবেষণা সন্দেহ নাই। যেরূপ গাছে এইরূপ পোকা হইলে সামান্য কৃষক রমণীগণও এ গবেষণা জ্ঞাত আছে। কৃষি বিভাগের এই সকল গবেষণা ইংরাজীতে না হইয়া বাঙ্গালায় ছাপাইয়া দিলে তবু উপকার হয়। নিম্নে ১৯১৬ সালের ২নং গবেষণার ইংরাজীটুকু প্রকাশিত হইল।

Agricultural Department, Bengal.

Leaflet No. 2 of 1916.

The Mango Shoot-borer (*Alcides frenatus, Fat.*)

It is a serious pest of mango trees, especially grafted ones, as the grub damages the young shoots by tunnelling through them. It has been observed doing great damage every year (March to December) to the mango trees in the Botanical Garden of the Dacca Farm. The pest has also been observed elsewhere.

Life History—The female weevil which resembles the Rice weevil, but is much bigger (about ½ long) first bores through the young shoot with its beak and then lays an oval-shaped, yellowish white egg inside, generally one in a shoot. The egg hatches into a young white legless grub which tunnels downwards and thus destroys the shoot. When full grown, it pupates inside the tunnel and then the weevil emerges. The egg hatches into a young white legless grub which tunnels downwards and thus destroys the shoot. When full grown, it pupates inside the tunnel and then the weevil emerges. The weevils are very commonly to be seen on the young shoots, either coupling or laying eggs, and so also the eggs or grubs are to be seen inside the affected shoots.

Remedies—As it is a borer it cannot be checked by the external application of insecticide, but the following method will keep the pest in great check.

As soon as new shoots are formed, they should be examined every now and then and the weevils, if found, should be destroyed. Then as far as possible, the affected shoots white eggs or grubs are to be destroyed. If this is done, properly from the beginning the amount of damage may be greatly minimised.

P. C. Sen,
Entomological Collector.

মহাজন-বাক্য।

—:•:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৭৮। ধার্ম্মিক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, মিষ্ট বাক্য ও মঙ্গলজনক কার্য্য দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিবে।

৭৯। অন্যের গুণ কীর্ত্তন করিবে এবং সকলেরই নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবে।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্যই দিতে হইবে।

৮০। গুরুজনেরা যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, তদনুসারে কার্য্য করিবে, তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়।

৮১। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষগুণ প্রধান। অনাসক্ত চিত্তে উহাদের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

৮২। নয়ন রূপের পক্ষপাতি। যৌবনে রূপের পূর্ণ বিকাশ হয়।

৮৩। সকল সময় দৃষ্টিকে সংযত রাখিবে।

৮৪। পাপ বুদ্ধি স্ত্রী অন্তরালে দর্শন লালসা চরিতার্থ করে।

৮৫। কন্যা, বধু প্রভৃতির চরিত্র ভদ্রোচিত রাখিতে হইলে নিজে নিজে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

৮৬। অবগুণ্ঠন প্রথা স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

৮৭। বিশ্বাস একটি পবিত্র বস্তু।

৮৮। স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল ও সত্যই সকল ধর্ম্মের মূল।

৮৯। সাধ্বী স্বামীর বাসগৃহই পবিত্র তীর্থ।

৯০। ক্রোধ মানব-মনের বিকার বিশেষ।

৯১। ক্ষমা দেবপ্রকৃতির লক্ষণ।

৯২। কলহ অত্যন্ত অশান্তিকর পদার্থ।

৯৩। বাল্যকাল হইতে ভক্তি শিক্ষা করিবে।

৯৪। মনকে কামনা বর্জ্জিত করিয়া সৎপথে ধাবিত করিলে বিঘ্নের আশঙ্কা হয় না।

৯৫। নারী জাতি ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ।

শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
কাশী।

সিমলা যাত্রীর পত্র।

আত্মকাহিনী।

আমি দৈবচক্রে পড়িয়া নানা স্থানে কিছু দিন পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি কোন উদাসীন বা ভগবৎ-ভক্ত নহি পূর্ণ সাংসারিক; কিন্তু মানব জীবনের অভিনয়ে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া পড়ে, যাহাতে মানুষ সংসার অপেক্ষা সুদূর জনমানব-পরিশূন্য গিরিকন্দরকেও শান্তির আলয় ভাবিয়া উদাসীন পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। তাহাও সংসার রঙ্গভূমির একটা অভিনয়, জানি না, কাহার অলক্ষিত ইঙ্গিতে আমি কিছুদিন এই অভিনয় দেখাইবার বাসনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচরার্থে আনয়ন করিবার পূর্ব্বে আমার ক্ষুদ্র জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণন করিব।

আমি একজন দীন ব্রাহ্মণ সন্তান, আমার পিতা বড়ই দরিদ্র ছিলেন। আমরা চারি সহোদর ছিলাম, তন্মধ্যে আমি ছিলাম মধ্যম। লেখা পড়ায় আমার তেমন আস্থা ছিল না বলিয়া আমার পিতা আমাকে মুদ্রাঙ্কণের কার্য্যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কেননা আমার পিতৃদেব এই মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে একজন সুদক্ষ লোক ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়া এই কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি স্বাধীন ব্যবসায়ের পক্ষপাতী ছিলাম, নিজে কিছু করিয়া স্বাধীন হইয়া থাকিব, ইহা আমার আজীবনের সাধ। ছয় মাস ছাপাখানায় কার্য্য করিবার পর আমার কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে একটা ১০৲ টাকা বেতনের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি সেই দশ টাকার মধ্য হইতেই যৎকিঞ্চিৎ বাঁচাইয়া আমার চিরবাঞ্ছিত কোন ব্যবসায় করিবার জন্য অহরহঃ চিন্তা করিতেছিলাম। এই সময় আমার পিতৃদেব আমাদিগকে অকূল সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের সংসার স্বচ্ছল ছিল না, আমরা যে কেমন করিয়া সংসার চালাইব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। একটা বিপদের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমার পিতৃদেব আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি অল্প বয়সেই আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। পিতার স্বর্গারোহণের পর অতি যৎসামান্য আয়ে যে কেমন করিয়া সংসার চলিবে, ইহার কোন প্রকৃষ্ট উপায়ই স্থির করিতে পারিলাম না।

ছাপাখানার কাজ করিতেছিলাম, কিন্তু আমি একটা মতলব স্থির করিলাম। আমার মনে হইল যে, আমার মূলধন নাই, কিন্তু আমি যদি কলিকাতার দোকানদারদের জিনিস লইয়া বিজ্ঞাপন দিয়া মফঃস্বলে সরবরাহের কার্য্য করি, তাহা হইলে কি কিছু কাজ করিতে পারি না। "There is will there is way" যেখানে ঐকান্তিক বাসনা, সেখানে সিদ্ধিলাভের পন্থা অবশ্যই পাইব। এই প্রবাদ বাক্যে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া আমি ৫০০ শত পোষ্ট কার্ড ছাপাইয়া তাহাতে জামা, ঘড়ি, সাবান, এসেন্স, পুস্তক প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দিয়া ডাইরেকটারী দেখিয়া মফঃস্বলে ছাড়িয়া দিলাম। আমার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া মাত্র দশটা টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাতে পোষ্টকার্ড প্রভৃতি ছাপাইয়া পাঠাইতেই প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্য মফঃস্বল হইতে অর্ডার পাইলাম, কিন্তু উপায়? কেমন করিয়া এ সকল মাল সরবরাহ করিব? আমি মূলধনশূন্য ব্যবসায়ী। আমি সেই অর্ডারগুলি লইয়া দোকানদারদিগকে দিয়া আসিলাম এবং

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

বলিলাম, টাকা আসিলে আপনারা আমাকে কিছু কমিশন দিবেন। তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু টাকা না আসিলে কিছু পাইব না এই সর্ত্ত রহিল। প্রথম মাসেই এইরূপে আমি প্রায় ৫০৲ টাকা কমিশন পাইলাম।

এইবার আমি দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এদিকে ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীগণ আমার কার্য্য তৎপরতা এবং পারদর্শিতা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং আমায় ছাপাখানার অধ্যক্ষ (ম্যানেজারের) পদে নিযুক্ত করিলেন একণে আমি ৩০৲টাকা বেতন পাইতে লাগিলাম।

পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই যেমন অধিকাংশ ঘরে অধুনা হইতেছে, সেইরূপ আমাদের সংসারেও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং তৃতীয় ভ্রাতা আমাকে এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ফেলিয়া অন্যত্র বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ভগবানের অনুগ্রহে আমি এখন কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে ছিলাম। কোনরূপে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। আমার সংসারে খাইতে উপস্থিত ৫টী, আমি, আমার মাতাঠাকুরাণী, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার স্ত্রী, আর আমার এক বৎসরের একটী কন্যা। আমি বিলাসী ছিলাম না। প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আমি কঠোর পরিশ্রম করিতাম। আমার আফিসের কার্য্য সমাপন করিয়া আমি রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত নিজের কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া আমার sidelineটীর উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিতাম, "Success treads on the every right effort প্রত্যেক যথার্থ চেষ্টায় মানুষ কৃতকার্য্য হইয়া থাকে, একথা আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র আমি, বহায় সম্পত্তিহীন প্রায় মাসিক দুই টাকা লাভ করিতে লাগিলাম। এখন আমার বয়স ৪২ বৎসর, কিন্তু যে সময়ে আমি এইরূপ উপার্জ্জন করিতেছিলাম, তখন আমার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না, আমি বর্ত্তমান "কাজের লোক" নামক পত্রিকার যিনি এখন সম্পাদক, তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলাম, তিনি তখন আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিতেন, আজ তাঁহারই অনুরোধে আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনী বর্ণন করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং তাঁহারই অনুরোধে আমার ন্যায় নিঃস্ব কেমন করিয়া ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া সৎ উপায়ে নিজের বসৎবাটী এবং যৎকিঞ্চিৎ টাকা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে পারিয়াছিলাম, বর্ণন করিতেছি এই সত্য বৃত্তান্ত পাঠে আধুনিক বিলাসপরায়ণ বহু যুবকের চক্ষুরুন্মিলিত হইতে পারে। এইজন্যই এই আত্মকাহিনীর অবতারণা, এজন্য আমি ক্ষমার্হ। যাক্, সংসারে আমার যখন এইরূপে স্বচ্ছলতা উপস্থিত হইতেছে, সেই সময় আমার স্নেহময়ী জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, আমার এ শোকের সীমা নাই, স্ত্রী এখনও বালিকা মধ্যে গণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোনরূপে শোক সন্তপ্ত হৃদয়কে আশ্বস্ত করিয়া আমি পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। এখনও আমার বাসস্থান নাই, পরগৃহে সামান্য ভাড়ায় মাত্র দুইটি ক্ষুদ্র কক্ষে এতগুলি লোক বাস করিতেছিলাম। সেইজন্য কোনরূপে একটু বসৎবাটী করা আমার লক্ষ্য ছিল, প্রাণপণে সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছিলাম। যথাসাধ্য মিতব্যয়ী হইয়া সংসার চালাইয়া আসিতেছি, এমন সময় আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটী যে আমাকে কার্য্যে কিছু কিছু সাহায্য করিত, সেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিল। শোকের উপর শোকে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলাম, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, একটী বালিকা বধূ আর আমি, বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম, মনে করিলাম, এ জীবনে বুঝিবা আমার দ্বারা আর কিছু হইল না। উদ্যোগী হইলেও এই সংসার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে আর কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিব। সেইদিন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, এক গৈরিক বসনধারী মহাপুরুষ যেন আমাকে বলিতেছেন—"বৎস, এ সংসার প্রমোদ কাননের ন্যায় শান্তি নিকেতন নয়, কর্ম্মই মানব জীবনের সর্ব্বস্ব, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই মানবের মৃত্যু; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই সমস্ত যায়" আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, আমি দেখিলাম, তেমন কেহ নাই, আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আমার পার্শ্বে আমার ক্ষুদ্র সহধর্ম্মিনীটী তাহার ক্ষুদ্র শিশু কন্যাকে লইয়া শায়িতা। স্বপ্ন হৌক, কিন্তু বুঝিলাম, মানুষের সর্ব্বনাশ হউক কিন্তু মানুষের লক্ষ্য এবং উৎসাহ ভঙ্গ হইলেই প্রকৃতই সর্ব্বনাশ হয়। আমি ভাবিলাম, আমিও ত অমর নহি, রণক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া লোকে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে পারে, আর আমি এই শোকে দুঃখময় সংসারের নিত্য ঘটনায় এত কাতর হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব? আবার আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম। আমি আমার সামান্য মূলধন দ্বারা নিঃস্ব গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলী ক্রয় করিয়া প্রচুর বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলাম। আমি এত লাভের আশা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই, আমি এক বৎসরের মধ্যে ২৫০০৲ টাকা খরচ খরচা বাদ লাভ করিয়াছিলাম। অধিকন্তু নিজের একটী ছাপাখানা করিয়াছিলাম এই বৎসরেই আমি কলিকাতায় একখানি ক্ষুদ্র ত্রিতল বাটী ক্রয় করিয়া নিজের গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। আমি এখনও এই একই কার্য্য করি, এত বাধাতেও আমার উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নাই, ইতিমধ্যে আমার একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। আমার সহধর্ম্মিনী অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগে প্রাণ

ত্যাগ করিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাহার পর ৩টী শিশু সন্তানও কালগ্রাসে পতিত হইল। যেমন নদীতে বান আসিয়া অকস্মাৎ প্রমোদ উদ্যান ভাসাইয়া লইয়া সেই স্থানে তুষার ধবল বালুকা কনা দ্বারা মরুভূমি সাজাইয়া রাখিয়া যায়, আমার সুখের সংসার উদ্যানের সেই দশা হইল। আমার সমস্ত উদ্যম, উৎসাহ, একেবারে নিবিয়া গেল, আমি যেন এ ত্রিভুবনে কোথাও একটু শান্তি পাইব না, এমন মনে হইতে লাগিল। আমি ছিন্ন ধনুগুর্ণ রথীর ন্যায় উন্মাদ প্রায় শান্তির ছায়া খুঁজিবার জন্য এক মাত্র ৭ম বর্ষীয় পুত্রটীকে লইয়া বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া ছিলাম। আমি আবার সংসারে ফিরিয়া সংসারেই আছি এবং কাজকর্ম্মও করিতেছি বটে, অবশ্য উদাসীন হই নাই, কিন্তু আমি আর বিবাহ করি নাই, এই ক্ষুদ্র শিশুটীর শিক্ষা দীক্ষার জন্য যতটুকু আমার কর্ত্তব্য ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আমি করিয়া যাইতেছি, আমি যখন নানাস্থান ভ্রমনের পর সিমলা যাত্রা করিয়া ছিলাম, তখন "সিমলা যাত্রীর পত্র" বলিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিবার জন্য "কাজের লোক" সম্পাদক অনুরোধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমার তখন হৃদয়ে শান্তির অভাবে তাঁহার আদেশ বা অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। কথায় কথায় পাঠকগণকে অনেক হয়ত অনাবশ্যকীয় কথায় এতক্ষণ রাখিয়া দিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মানুষ প্রকৃত উদ্যোগ দ্বারা বড় লোক না হউক, অন্ততঃ আমার ন্যায় অন্ন বস্ত্রের যে সংস্থান করিতে সক্ষম হয়, আমার দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল এবং আমার বিশ্বাস, যুবকগণ আমার মত উদ্যোগী হইলে জীবন-সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইবেন না। অদ্য স্থানাভাব, আগামীবারে আমার প্রবাসকাহিনী পাঠকগণকে উপহার দিব।

Science.

বৈজ্ঞানিক তথ্য।

বজ্রাঘাতের সময় দুগ্ধের আস্বাদন টক হইয়া যায় কেন জানেন? যেহেতুক বৈদ্যুতিক ক্রিয়া দ্বারা বাতাসের "ওজোন" নামক এক প্রকার পদার্থের সৃষ্টি হয়, ওজোন অক্‌সিজনের ঘনীভূত অবস্থান্তর মাত্র। এই অক্‌সিজন অম্লাক্ত পদার্থ, সেইজন্য দুগ্ধ টক হইয়া উঠে। দুগ্ধের একটা গুণ এই যে, বায়ু হইতে ইহা অম্লাক্ত পদার্থ শোষণ করিয়া লইতে পারে, এইজন্য অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা দুগ্ধেই এই অম্লাস্বাদ অধিক প্রকটিত হয়। দুগ্ধ গরম করিলে অক্‌সিজান উড়িয়া যায়, তখন দুগ্ধের স্বাভাবিক আস্বাদন ফিরিয়া আইসে।

দুগ্ধকে আলোড়িত করিলে তাহাতে মাখম উঠিয়া পড়ে কেন? যেহেতুক দুগ্ধকে আলোড়িত করিলে ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠে, সেই জন্য দুগ্ধের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেল (Cell) অর্থাৎ কোশ ফাটিয়া যাইয়া তাহা হইতে একটা স্নেহ পদার্থ উত্থিত হয়, তাহাই মাখম।

দুগ্ধ আলোড়িত করিবার সময় তাহাতে এক প্রকার নীলাভ বর্ণ পরিলক্ষিত হয়, ইহার কারণ—দুগ্ধের মধ্যে উদ্ভিজ্জ সারাংশ বিদ্যমান থাকে, গাভীগণ তৃণাদি বহু সবুজ উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করে, সেইজন্য দুগ্ধ আলোড়িত হইয়া সেল বা সূক্ষ্ম কোশগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে উদ্ভিজ্জ সমূহের বর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে ইহা সুপ্রমাণিত হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে উজ্জল এবং মসৃন বস্ত্র ব্যবহার করিলে কোন উপকার পাওয়া যায় কিনা? বৈজ্ঞানিকগণ, বলিয়াছেন ইহা শরীর রক্ষার পক্ষে হিতকর ব্যবস্থা। কারণ, সূর্য্যরশ্মী ঐ মসৃণ এবং চাকচিক্যশালী দ্রব্যে প্রতিফলিত হইয়া হটিয়া আইসে। কাজেই শরীর উষ্ণ হয় না, সুস্থ থাকে। সেইজন্য ইস্তিরী করা সাদা চাকচিক্যময় বস্ত্র স্বাস্থ্য প্রদ। সকলেই দেখিয়াছেন, শীতকালে সামান্য আলগা সূক্ষ্ম বস্ত্রেও শীত ভাঙ্গে, কিন্তু গরম বস্ত্র বেশ আটিয়া গায়ে দিলেও শীত করে। ইহার কারণ সূক্ষ্ম বস্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র, সেইজন্য শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিতে সক্ষম, কিন্তু পশমী সুতা স্থিতি স্থাপক, ইহার ছিদ্রগুলি দ্বারা শরীরে শীতল বায়ু প্রবেশ করিতে পার, কাজেই গরম বস্ত্র গাত্রে জড়াইলেও বাহিরের শীতলতা রক্ষা করিতে পারে না। সেইজন্য গরম বস্ত্র হাজার জড়াইলেও শীত ভাঙ্গে না।

চা খাইতে গরম জলের আবশ্যক হয় কেন? যে হেতুক চায়ের মধ্যে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, তাহাতেই গরম জল ঢালিলেই সেই তৈলবৎ পদার্থ বাহির হইবার সুবিধা হয়। কিন্তু সেই চা খাওয়ার পর কেহ যদি পুনরায় গরম জল ঢালিয়া পান করে তাহা হইলে তাহাতে টানিক অ্যাসিড্ বহির্গত হয়, ইহা সংকোচক সেইজন্য সমগ্র শারিরীক যন্ত্রের স্রাব বন্ধ হইয়া ক্রিয়া বিকার জন্মাইয়া শিরঃপীড়া কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ আনয়ন করে। যাহাদের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, হাঁপানী কাশী প্রভৃতি রোগ, তাহাদের চা খাওয়া উচিত নহে।

দ্বিরাগমন সমস্যা।

—:o:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সরযু বিবাহের পরও উত্তরপাড়ার কোনও যুবকের নিকট পড়িত। যুবক মাঝে মাঝে বিনয়ের বাটীতে কাজের অছিলায় আসিত। বিনয় অতি গোপনে যুবকের সহিত সরযুকে হাঁসি ঠাট্টা করিতেও দেখিয়াছিল। এই সকল মনের মধ্যে সাত পাঁচ ভাবিয়া তাহার কঙ্কালসার হইয়াছে। হঠাৎ এত রাত্রে যেন খিল খোলার শব্দ হইল। বিনয় অতি সাবধানে নামিয়া আসিল; কিন্তু চতুরা সরযু পদশব্দ পাইয়া ব্যাপারটা সামলাইয়া নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিল। শয়ন-গৃহ শূন্য দেখিয়া তাহার মনে একটা সন্দেহ হইল ও হৃদয় ভয়ে দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনয় সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পদাঘাতে সরযুকে ভূতলশায়ী করিল, সরযুর কুন্তল হইতে একখানি পত্র পড়িয়া গেল। বিনয় পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইল। ভয়ে সরযুর প্রাণ উড়িয়া গেল। বিনয় বসিয়া পড়িল; বহুক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—পিতা তোমার অর্থলিপ্সার এই পরিণাম! এ পাপ গৃহে আর আমার স্থান নাই। বিনয় নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—o—

পলাশপুরে ননী বালার জননী ননীকে লইয়া বড় বিব্রতা। যখন ননীবালা দেখিল যে, তাহার পার্থিব সুখ আর ঘটিবে না, তাহাকে এই হীন অবস্থাতেই দীনপাত করিতে হইবে, তখন সে দেবার্চ্চনায় মন দিল। সে প্রত্যহ সকালে উঠিয়া পুষ্প চয়ন করে এবং স্নান করিয়া দেব পূজা করে, তাহার পর মাতার সহিত গৃহ কর্ম্মেও যোগ দেয়। রাত্র অনেক কষ্টেই দিনপাত করেন। ননী একদিন অতি প্রত্যুষে অরুণোদয়ে স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের স্তব পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ একটা লোককে নদীর তীরে শায়িত অবস্থায় দেখিল। কৌতুহল বশতঃ নিকটে গিয়া যাহা সে দেখিল, তাহাতে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এ যে তাহার চিরাকাঙ্খিত হৃদয় সর্ব্বস্ব বিনয়! ননী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। অদূরে কৃষকগণ চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, এক যুবক মৃতবৎ পড়িয়া আছে। বুকে হাত দিয়া বুঝিল, এখনও দেহে প্রাণ আছে। ননী কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইল। সকলে মিলিয়া যুবককে ননীদের গৃহে লইয়া গেল। ননীর মাতা জামাতার এতাদৃশ দুরাবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনাইলেন। ঔষধের ব্যবস্থা হইল। বিনয় ৪।৫ দিনের মধ্যে একটু সুস্থ হইল। চক্ষু মেলিয়া বিনয় সবই নূতন দেখিল। পদতলে এক যুবতীকে পদসেবা করিতে দেখিয়া আরও চমকিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে বিনয় তাহাকে চিনিল এবং নীরবে এক ফোঁটা অশ্রুবর্ষণ করিল। উভয়ের চখে চখে মিলন হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিনয় বলিল, দ্বিরাগমন সমস্যায় পূজনীয় শশুর মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিলেন, আমি সংসার ত্যাগী হইয়া নিজের দেহ অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম এবং আমার অর্থলিপ্সু পিতা মাতা আমার দ্বিতীয় বার পরিণতা পাপিয়সী সরযুকে লইয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। সমাজের এই বর পণের কি ভীষণ পরিণাম!

জনৈক ছাত্র—গলসী।

সমাপ্ত।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:o:—

Red marking Ink.

কাপড়ে লাল মার্কা দিবার কালী।

Salt of Steel সল্ট অফ্ ষ্টীল ১ ড্রাম লইয়া তাহাকে লিখনোপযোগী করিবার জন্য মসিনাতৈল যতটুকু আবশ্যক দিয়া পাথরের খলে মাড়িতে হইবে, তাহার পর ইহাতে vermilion বা সিন্দুর অর্দ্ধ ড্রাম ওজনে দিয়া পুনরায় মাড়িয়া শিশিতে করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। লিখিবার সময় কুইল পেন্ বা সূক্ষ্ম তুলি দ্বারা লিখিতে হইবে। ইহা সহজে উঠিবে না।

Best Macassar Oil.

Sweet oil—	4 oz.
Tinct. Cantharidis	30 Drops.
Oil of Rose	5 ,,
Oil Bargamot	5 ”
Oil Niroli	30 ,,

প্রথমে সুইট অয়েলটাকে অ্যালক্রানেট দিয়া লাল রং করিয়া লইয়া উপরোক্ত বাকী দ্রব্যগুলি মিশাইয়া শিশি পূর্ণ করতঃ মধ্যে মধ্যে শিশি নাড়িয়া দিবেন। ৭।৮ দিন পরে ব্যবহার যোগ্য হইবে। ইহা কোন প্রসিদ্ধ বিলাতি মাকাসার অয়েলের প্রস্তুত প্রণালী। ইহা যেমন সৌরভে মনোমুগ্ধকর, গুণেও উৎকৃষ্ট মূল্যবান কেশ তৈল। কেশ পতন, টাক, শিরঃপীড়ায় জন্য ইহা নিরাপদে ব্যবহার্য্য। বিক্রয় করিলে ১৲ টাকায় ২ আঃ শিশি বিক্রয় হয়।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

Vaseline Pomatum.

ভেসিলিন পমেটম।

ভেসিলীন—	১ আউন্স
Oil Niroli	৫ ফোঁটা
Otto of Rose	৫ ফোঁটা

উত্তমরূপে মিশাইয়া মুখ চওড়া শিশিতে লেবেল দিয়া বিক্রয় করিবেন।

বিলাতি রূপটান্

বা রং ফর্সা করিবার আরক।

কাষ্টাইল সোপ	সিকি পাউণ্ড
জল	১ কোয়ার্ট বা তিন পুয়া

প্রথমে সাবানটাকে জলে উত্তমরূপে উত্তাপে গলাইয়া যখন ঠাণ্ডা হইবে, তখন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিকে দিয়া উত্তমরূপে কর্ক বন্ধ করিয়া শিশি বন্ধ করিবেন এবং মধ্যে মধ্যে আলোড়িত করিবেন। সাবানটা জলে উত্তমরূপে গলিয়া যখন ঠাণ্ডা হইবে, তখন ইহাতে রেক্টীফায়েড স্পিরিট ১ পাইন্ট মিশাইবেন, ইহাতে অয়েল রোজ মেরি অর্দ্ধ ড্রাম এবং অয়েল লাভেণ্ডার অর্দ্ধড্রাম মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া ছোট ২।৩ আউন্স ফ্যান্সী শিশিতে লেবেল দিয়া বিক্রয় করিবেন।

ব্যবহার প্রণালী—প্রথমে মুখ এবং বাহু যুগল উত্তমরূপে সাবান বা বেশন দ্বারা ধৌত করিয়া কোমল তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া কোমল স্পঞ্জ দ্বারা মাখিতে হইবে। কিছুদিন ব্যবহারে কাল রং ও অপেক্ষাকৃত ফরসা হইবে। যাহারা সুন্দরী, তাহাদের বর্ণ আরও পরিষ্কার হইবে। ইহা স্ত্রীলোকের আদরের সামগ্রী।

কোন বিলাতী বিখ্যাত অভিনেত্রী বলিয়াছিলেন যে, আজীবন সুখশ্রী রক্ষার জন্য আমি কাঁচা দুগ্ধে কিঞ্চিৎ গন্ধক চূর্ণ দিয়া মুখে মাখিয়া তাহার পর ২।৩ ঘণ্টা পরে মুখ ধুইয়া ফেলিতাম, ইহাতেই আমার সৌন্দর্য্য স্থায়ী হইয়াছিল। কাঁচা দুধে গন্ধকচূর্ণ ফেলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলেই গন্ধক নীচে পড়িয়া যায়, উপরে পরিষ্কার দুগ্ধ থিতাইয়া থাকে, তাহাই স্পঞ্জ দ্বারা মুখে মাখিতাম।

Household Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য।

—:০:—

পুরাতন লেখাকে উদ্ধারকরণ।

বহুদিনের পুরাতন লেখাকে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে প্রথমে কাগজখানিতে ঈষৎ জল দিয়া ভিজাইতে হয়, তাহার উপর কোমল ব্রুস দ্বারা সলফ হাইড্রিক এমোনিয়ার সলুইশন মাখাইয়া দিলেই লেখা পুনর্জীবিত হয়। ইহার কারণ, প্রায় প্রত্যেক কালীতেই লৌহ বিদ্যমান থাকে। ইহাতে Sulph-hihdric Ammonia মাখাইলে কালির সেই লৌহটা (Sulphate of Iron) সলফেট অব আয়রণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার বর্ণ কাল, সুতরাং লুপ্ত অক্ষর পড়িবার সুবিধা হইয়া উঠে। ইহাই রহস্য।

নুতন লেখাকে পুরাতন দেখান।

সদ্য লেখাকে বহুকালের পুরাতন দেখাইতে হইলে অর্দ্ধ ড্রাম Saffron বা জাফরানকে অর্দ্ধ পাইন্ট কালীতে মৃদু জ্বালে গরম করিয়া লইতে হইবে। এই কালীতে যাহা কিছু লিখিত হইবে, শুষ্ক হইলেই তাহা বহু কালের লেখার ন্যায় বোধ হইবে।

নীল রংয়ের কাগজের উপর সাদা লেখা

নীল কাগজের উপর সাদা লেখা করিতে হইলে Oxalic Acidকে জলে সলুইশন করিয়া লইয়া সেই জলে কলম দিয়া নীল কাগজের উপর লিখিলে সাদা লেখা হইয়া যাইবে। সে দেখিতে বড় সুন্দর।

কঠিন স্পঞ্জকে কোমল করিবার উপায়।

স্পঞ্জ কঠিন হইয়া যাইলে তাহাকে ছানার জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া কাচিয়া লইলে কোমল হইয়া যায়।

হস্ত পদ ঘামিলে

খুব কমজোর ফট্‌কিরির জলে হস্ত ধুইয়া তাহার পর পুনরায় অন্য জলে হাত ধুইয়া খানিকটা লেবুর রসে কিঞ্চিত জল মিশাইয়া দুই হস্ত ঘর্ষণ করিলে এই হস্ত ঘামা নিবারিত হইয়া থাকে।

New Inventions.

অভিনব আবিষ্কার।

—:০:—

ডাক্তার এফ্ এইচ্ জোসেফ্ সাউদামটন্ রো (Southamton Row) জনৈক দন্ত চিকিৎসক। তিনি কাগজের এক প্রকার দুগ্ধ লইয়া যাইবার থলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই থলিয়া সহজে ছিন্ন হইবে না এবং দুগ্ধের টীন বা বোতল অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে ভাল কাজ হইবে। তিনি দুগ্ধের এই থলিয়া ব্যবহারের অনেক সুবিধার কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহা সুলভ, সহজে খোলা এবং বন্ধ করা যায়, এবং সহজেই ইহার উপর শিলমোহর করিয়া গন্তব্য স্থানে পাঠান যায়। দ্বিতীয় সুবিধা, ইহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একবার ব্যবহারের পরই ফেলিয়া দিতে হয়, সুতরাং টীন বা বোতল দ্বারা যেমন

দুগ্ধের সহিত রোগ বীজাণু থাকিয়া যায়, ইহা দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ দুগ্ধের টীন বা বোতল সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নহে। যদি এই কাগজের ব্যাগ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে দুগ্ধের টীন বা বোতলের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

Glycyrahiza Glabra.

যষ্টিমধু।

ভাষানাম।—আঃ—আসলেসুস্‌; ফাঃ—বেক মাহের; হিঃ ও উঃ—লোলাটি; বাঃ—যষ্টিমধু; ইং—লিকারিস রুট (Liquorice root); মহ্‌ঃ—যষ্টিমধু; গুঃ—জেবীমধনোমূল; কর্ণ—যষ্টিমধু তৈঃ—মধুযষ্টিকমু। সং পর্য্যায়—যষ্টিমধু, যষ্টি, মধুক, ক্লীতক।

পরিচয়।—ইহার গাছ ১॥ গজ কিম্বা ২ গজ পরিমিত লম্বা হয়। ইহার শিকড় অত্যন্ত লম্বা হয়; এবং উহা সোজাভাবে নিম্নদিকে বর্দ্ধিত হয়। কাঁচা শিকড়ের উপরিভাগ পরিষ্কার, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, মেটে রং লালবর্ণের আভাযুক্ত হইয়া থাকে; উহার ভিতর হরিদ্রাবর্ণ ও রসাল। ইহাকে সহজেই কাটা যায়। ইহাতে একপ্রকার গন্ধ আছে। ইহার আস্বাদ মিষ্ট ও তীক্ষ্ণ। শিকড় শুষ্ক হইলে কখন কখন শিকড়ের উপরিস্থিত খোসাটি উঠিয়া যায় এবং উহা কোঁকড়াইয়া যায়। ঔষধার্থে এই খোসা ফেলিয়া দিয়া ব্যবহার করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা বিবমিষা ও বমন উৎপাদক। অন্য একপ্রকার যষ্টিমধু আছে—উহা তিক্ত হইয়া থাকে। ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় না। যে যষ্টীমধুর মূল সুমিষ্ট ও অল্পআঁশযুক্ত, তাহাই উৎকৃষ্ট। ইহার গুণ দশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। ইহার পাতা সবুজ, ফুল হরিদ্রাবর্ণ ও ঈষৎ লাল।

প্রকৃতি।—শেখ রায়িসের মতে ইহা মোতাদেল অর্থাৎ সমগুণবিশিষ্ট। মতান্তরে—ইহা প্রথম শ্রেণীর উষ্ণ ও সিক্ত; প্রথম শ্রেণীর উষ্ণ ও রুক্ষ। দ্বিতীয় শ্রেণীর উষ্ণ ও প্রথম শ্রেণীর রুক্ষ।

অপকারিতা।—মূত্রাশয় ও প্লীহার পক্ষে অপকারী।

শোধন।—মূত্রাশয়ের রোগের জন্য কাতিরা; প্লীহা রোগের জন্য গুলেসোর্থ (গোলাপ ফুল)।

ক্রিয়া।—যকৃত, মূত্রপ্রণালী ও ফুস্‌ফুসের পক্ষে উপকারী।

মাত্রা।—৪ মাষা হইতে ১ তোলা।

আময়িক প্রয়োগ।—গাঢ় বা বিকৃত ধাতুসমূহকে মোতাদেল করে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে। মিশ্রিত ধাতুকে শোধিত করে, পিপাসা দূর করে, শিরা ও পেশী সবল করে, পাকস্থলীর জ্বালা নিবারণ করে, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল সরল করিয়া শ্লেষ্মাকে নির্গত করিয়া দেয়। শরীরের বিকৃত রস দাস্ত দ্বারা বাহির করিয়া দেয়। শরীরস্থ দূষিত বায়ুকে বিলীন করে, প্রস্রাব ও ঋতুস্রাব স্বাভাবিকরূপে খোলসা করে। বক্ষঃস্থলের পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, হাঁপানী প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা ব্যবহারে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হয়, প্রস্রাবের জ্বালা নিবারিত হয় এবং প্লীহা, অর্শ ও পুরাতন জ্বরে উপকার পাওয়া যায়। ইহা চক্ষুতে লাগাইলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষুর হরিদ্রাবর্ণ দূর হয়। ইহার কাঁচা পাতার রস ব্যবহারে ঘর্ম্মজনিত বগলের দুর্গন্ধ দূর হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় মত।

যষ্টিমধু—শীতল, গুরু, মধুররস, বলকারক, চক্ষুর হিতকর, বর্ণ প্রসাদক, শুক্রজনক ও স্বরবর্দ্ধক। ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, ব্রণ, শোথ, বিষদোষ, বমি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয় রোগনাশক। মাত্রা ।০ আনা।

মিশর বা আরব দেশজাত যষ্টিমধুকে চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে আয়ু, বল, অগ্নি, বর্ণ ও স্বর বর্দ্ধিত হয়। ক্ষতক্ষীণ রোগী কেবল দুগ্ধপান করিয়া একমাস পর্য্যন্ত দুগ্ধের সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ ও যষ্টিমধুচূর্ণ পান করিলে পুষ্টি, বল ও আরোগ্যলাভ করিবে। জল ও চিনিসহ যষ্টিমধু এবং কটুকীর কল্ক পান করিলে হৃদ্রোগের উপশম হয়। যষ্টীমধু ও গাম্ভারী ফলের কাথ দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ব্যবহারে বাতরক্ত আরোগ্য হয়। যষ্টিমধু চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া, সেই সূক্ষ্মচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, নস্য হইলে আধকপালে আরাম হয়। যষ্টিমধুর চূর্ণ বা কাথ পান করিলে বা লেহন করিলে পাণ্ডুরোগে উপকার পাওয়া যায়। যষ্টিমধু ও শ্বেতচন্দন দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়। যষ্টিমধু ও কিস্‌মিস্‌ দুগ্ধসহ পান করিলে মূত্রবেগ ধারণ জন্য উদাবর্ত্ত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। যষ্টিমধুচূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া সেই সূক্ষ্মচূর্ণ এবং তাহার চতুর্থাংশ মিঠাবিষচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সরিষা প্রমাণ এই চূর্ণ নাকের ভিতরে রাখিলে, সর্ব্বপ্রকার শিরঃরোগ আশু প্রশমিত হয়। যষ্টিমধুকে কুষ্মাণ্ডের রসের সহিত পিষিয়া তিন দিন পাক করিয়া সেবন করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়। যষ্টিমধু ও কিস্‌মিস্‌সহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ কাণে দিলে পিত্তজনিত কর্ণরোগ প্রশমিত হয়। যষ্টিমধুচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়। যষ্টিমধু, হুঁ দিপুষ্প, কিশমিশ তিলতৈল, ঘৃত ও দুগ্ধসহ প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত আরোগ্য হইয়া সুদৃঢ় কেশ জন্মে।

ডাক্তারী মত।

লিগিউমিনোসী জাতীয় গ্যাব্রস প্রিকেটোরিয়স নামক লতার মূল কিম্বা মৃত্তিকাজাত সুগন্ধিত কন্দ। ইহাতে গ্লাইসিরাইজিন, এস্‌পেরেজিন, শ্বেতসার আঙুলালিক পদার্থ, ধুনাযুক্ত তৈল, ফস্‌ফেট অব লাইম, ম্যালেটস্ অব লাইম এবং ম্যাগ্নিসিয়া ও কাষ্ঠসূত্র থাকে। যষ্টিমধুচূর্ণ বটীকা ঔষধে মাখাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার পরিবর্ত্তে কুঁচের মূল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ইহা স্নিগ্ধকারক। ইহাতে একপ্রকার শার্করিক পদার্থ থাকে বলিয়া ইহার আস্বাদ মিষ্ট। ইহা সর্দ্দি ও কাশিতে উপকারী। বিবমিষাজনক ঔষধের সঙ্গেও ইহার প্রয়োগ করা হয়।

যষ্টিমধুর সার।—যষ্টিমধুর স্থূলচূর্ণ অর্দ্ধ সের, জল পাঁচ পোয়া,—১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ যষ্টিমধু পুনর্ব্বার আর পাঁচ পোয়া জলে ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে; পরে উভয় জল ২১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিবে। অবশেষে ফ্লানেল কিম্বা পশমী বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্রের উত্তাপে গাঢ় করিয়া লইবে।

মাত্রা।—১০—৩০ রতি বা তদূর্দ্ধ। দুর্দ্দম্য কাশি ও বায়ুনলীর উদ্দীপনায় ইহা ব্যবহার্য্য।

যষ্টিমধুর পাক।—যষ্টিমধু কুট্টিত ১ ছটাক, ঢেড়স ফল অর্দ্ধ ছটাক, জল দশ ছটাক, অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে উহার সহিত চিনি বা মিশ্রী ৪ ছটাক মিশ্রিত করিয়া ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত প্যাক করিবে।

মাত্রা।—সিকিতোলা হইতে অর্দ্ধতোলা; ইহা শিশুদিগের কাসিতে প্রয়োজ্য। অন্যান্য শ্লেষ্মানাশক ঔষধের সঙ্গেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যষ্টিমধু চিবাইয়া বা চুষিয়া খাইলে লালাস্রাব বৃদ্ধিত করে; সুতরাং ইহা কণ্ঠস্নিগ্ধকারী। ইহা ভক্ষণ করিলে ইহাতে শ্লেষ্মধরা গলার উত্তেজনা জন্মায়। প্রদাহজনিত পীড়া, প্রতিশ্যায়, কাশ, স্বরভেদ, শ্বাস, এবং বাগেন্দ্রিয় (Larynx) ও শ্বাসনালীর উত্তেজনা জাত রোগে উপকারী।

হাকিম—মশিহর রহমন।

CURIOUS FACTS.
বিচিত্র প্রসঙ্গ।

—:০:—

জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

পৃথিবীতে জন্মিতেছে মিনিটে, ৭০, ঘণ্টায় ৪২০০, দিনে ১০০,৮০০ ও বর্ষে ৩,৬৭৯, ২০০ জন এবং মরিতেছে মিনিটে ৬৭, ঘণ্টায় ৪,০২০ দিনে ৯৬,৪৮০ ও বর্ষে ৩৫, ২১৫—২০০ জন লোক। সুতরাং মিনিটে ৩, ঘণ্টায় ১৮০, দিনে ৪,৩২০ ও বর্ষে ১,৫৭৬, ৮০০ জন লোক বাড়িয়া যাইতেছে! শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীতে লোক ছিল, ৬৪০,০০০,০০০, শেষে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হয় ১,৫০০,০০০,০০০ আর এখন হইয়াছে ১,৮০০,০০০,০০০ জন!! এই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে সুদূর ভবিষ্যতে, পৃথিবীতে মানবজাতির স্থান-সংকুলান হওয়াই দুর্ঘট হইয়া পড়িবে।

গোলাপ ফুল ও গোলাপী আতর।

অনেকে বলেন,—গোলাপফুল পূর্ব্বে এদেশে ছিল না। মুসলমান সম্রাটদিগের দ্বারা বসোরা হইতে ইহা আনীত ও রাজ্ঞী নুরজাহান কর্ত্তৃক ইহা হইতে আতর প্রস্তুত হয়, একথা কতদূর যথার্থ, তাহা নিরূপণ করা কঠিন ব্যাপার। তবে গোলাপফুল ও গোলাপী আতর যে অতি অপূর্ব্ব পদার্থ, নয়ন মন ও নাসিকার একান্ত প্রীতিদায়ক, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। এই ফুল রূপে ও গুণে যেমন মনোহর, ইহার আতরের মূল্যও সেইরূপ অত্যধিক। অনেকে শুনিলে বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন,—এখনও গাজীপুরে বার টাকা বোতলের গোলাপ জল ও পঞ্চাশ টাকা ভরীর গোলাপী আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে!! পূর্ব্বে এখানে দুইলক্ষ গোলাপফুলে একভরী মাত্র আতর প্রস্তুত ও তাহা একশত মুদ্রায় বিক্রীত হইত!! পৃথিবীর আর কোনও ফুলেই এরূপ সুন্দর ও কোনও ফুলের আতরই এরূপ বহুমূল্য নহে।

বংশবৃদ্ধির নিদর্শন।

গত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, এক মঘ প্রসূতী, "রেঙ্গুন শিশু প্রদর্শনী" হইতে ৫০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিল। কেবল বংশবৃদ্ধির জন্যই এই পুরস্কার। রমনীর দ্বাদশটী পুত্রকন্যা—ইহাদিগের মধ্যে দশটি বিবাহিত ও সন্তানসন্ততি সংখ্যায় পঁয়ত্রিশটী! একটিমাত্র স্ত্রীলোক হইতে পুত্র, কন্যা ও পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতিতে সপ্ত চত্বারিংশ সংখ্যক নরনারীর উদ্ভব!! বংশবৃদ্ধির অপূর্ব্ব নিদর্শন। মঘরমণী কত বর্ষ বয়সে যে, এই সকল পুত্রাদির প্রসূতী হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই, তবে এই পরিমাণে প্রত্যেক নারীর সন্তান জন্মিতে থাকিলে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই যে মঘজাতির সংখ্যা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহুমূল্য জড়োয়া আসন।

বরোদারাজ সুপ্রসিদ্ধ গাইকবাড় মহোদয়ের একখানি আসন আছে। আসনখানি ৮ হাত দীর্ঘ এবং নানা আকারের বহুতর মণিমুক্তা, নীলকান্ত, পদ্মরাগ প্রভৃতি রত্নের

দ্বারা খচিত ও বিবিধ পুষ্প,পত্রাদির দ্বারা সুদৃশ্য রূপে পরিশোভিত। দিল্লী-দরবারের শিল্প প্রদর্শনী ক্ষেত্রে, এই বিচিত্র আসনের কিয়দংশ মাত্র অবলোকন করিয়া দর্শকবৃন্দের নয়নমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আসনখানির মূল্য এক কোটী বিংশতি লক্ষ মুদ্রা !! এরূপ অপূর্ব্ব ও মূল্যবান জড়োয়া আসন ভারতে দুর্ল্লভ।

HOMŒOPATHY.

মেটিরিয়ামেডিকা

বা

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

—০—

একোনাইটম্ নেপেলস্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জ্বর—প্রদাহ জনিত জ্বর, ও স্থানীয় প্রদাহ হয়, প্রবল উত্তাপ, গাত্র শুষ্ক থাকে ও জ্বালা করে (আর্দ্র থাকে—বেলে), কখন কখন জ্বরের পূর্ব্বে শীত করে, বা জ্বরের সঙ্গেই কম্প হয় ; অতিরিক্ত পিপাসা (পিপাসা কিন্তু জল খায়না বা গিলিতে পারেনা—বেলে, অদম্য পিপাসা পরে বমি—ব্রাই; পিপাসায় মুখ হইতে উদর পর্য্যন্ত জ্বালা করে—ক্যাম্মো।) ; মুখমণ্ডল স্ফীত, উত্তপ্ত ও লোহিত বর্ণ হয় (মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঘোর লাল—বেলে।) ; কিম্বা কপোলদ্বয়ে লাল দাগ হয় (এক কপোল লাল অপরটী মলিন—ক্যামো।) ; অথবা মুখমণ্ডল একবার লাল ও একবার মলিন হয়, বিশেষতঃ উঠিবার সময় মলিন হয়। অনিদ্রা (নিদ্রা আসে, চমকিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হয় —বেলে।) ; অত্যন্ত অস্থির ও এপাশ ওপাশ করে, কখন উদ্বিগ্ন হয়, মৃত্যুর আশঙ্কা করে বা চীৎকার করে ও গুণ গুণ করিয়া অস্পষ্ট বাক্য বলে। নাড়ী পূর্ণ এবং কঠিন বা চাপা ; অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথা তুলিতে পারে না; চাপবোধ বা স্পন্দন হয় (ব্রাই ; কপাল দিয়া অভ্যন্তরীণ পদার্থ বাহির হইয়া পড়িবে মনে করে—বেলে ; আধকপালি—ক্যামো।) ; উঠিলে শিরোঘূর্ণন (ব্রাই ; অন্ধকার বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে—ক্যামো) ; নৈশ প্রলাপ (উন্মত্ত প্রলাপ, দৌড়িয়া পলায়ন করিতে চায় —বেলে ; দিবারাত্র প্রলাপ, চক্ষু বুজিলেই হয় ; নিজের বৈষয়িক কার্য্যের কথা বলে, বাড়ী যাইতে চায়—ব্রাই।) অধরোষ্ঠ এবং মুখাভ্যন্তর শুষ্ক হয় (বেলে ; কেবল অধরোষ্ঠ শুষ্ক হয়—ব্রাই।) ; জিহ্বা পরিষ্কার এবং আর্দ্র (লাল ও ফাটা—ক্যামো) তাড়াতাড়ি অথচ ইতস্ততঃ করিয়া কথা কহে (দ্রুত এবং অস্পষ্ট কথা—বেলে ; সংক্ষেপে কথা কয়—ব্রাই।)। প্রস্রাব গাঢ় লাল বর্ণ (অল্প ও পীতবর্ণ—বেলে ; উত্তপ্ত ও জ্বালাজনক—ক্যামো।)। বক্ষদেশে যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে শ্বাস ক্ষুদ্র ও দ্রুত হয় ; বক্ষে বা পার্শ্বে সূচীবিদ্ধ ব্যথা (ব্রাই।) ; খুক্‌খুকে কাশি। বুক ধড়্ ফড়্ করে। হাতে পায়ে ব্যথা।

পাকাশয়িক বা পৈত্তিক জ্বর, বিশেষতঃ রোগের প্রারম্ভে এবং যখন পৈত্তিক লক্ষণ প্রবল থাকে—যথা, জিহ্বায় পীতবর্ণ আচ্ছাদন থাকে (পুরু পীতাভ বা শ্বেতাভ আচ্ছাদন—বেলে, মার্কি, নক্স ; কটা পীতবর্ণ আচ্ছাদন— —ব্রাই ; পুরু পীতবর্ণ—ইপি, ককু ; শ্বেতাভ —পলসে ; দুধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ—এণ্টি-ক্রু ; লাল এবং ফাটা বা পীতাভ—ক্যামো), মুখের স্বাদ তিক্ত (ব্রাই, ক্যামো, মার্কি, নক্স, পলসে।), এবং জল ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার পানীয় ও খাদ্য তিক্ত লাগে (খাদ্য তিক্ত লাগে—ইপি, ক্যামো।) ; অত্যন্ত পিপাসা ; তিক্ত, হরিতাভ বা শ্লেষ্মাযুক্ত জল মুখে উঠে ও বমি হয়, কৃমি বমি ; উদর পার্শ্ব স্ফীত ও টান বোধ ; যকৃৎ প্রদেশে ক্ষতবৎ ব্যথা, ব্যথা সরিয়া সরিয়া হয় এবং চাপ বোধ হয়। মলবদ্ধ থাকে বা মুহুর্মুহু সামান্য দাস্ত হয় ও কোঁৎ দিয়া হয়। লাল এবং অল্প প্রস্রাব। শুষ্ক উত্তাপ ; নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুত, অনিদ্রা ও অস্থিরতা। কলহ স্বভাব এবং সহজেই রাগান্বিত হয় বা দুঃখ প্রকাশ করে।

সর্দ্দি জ্বর,—উত্তাপে গাত্র দাহ, নাড়ী পূর্ণ ও প্রদাহসূচক ; স্বর ভাঙ্গা কর্কশ ; আক্রান্ত দিকে ব্যথা, শ্বাস গ্রহণ কালে, কাশিবার সময় বা কথা কহিবার সময় ব্যথা বৃদ্ধি; শুষ্ক খুক্‌খুকে কাশি, অনবরত শব্দনালী বা গলনলী মধ্যে সুড়সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় ; শ্বাসরোধ, কাশিবার সময় বা শ্বাসগ্রহণ কালে বুকের স্থানে স্থানে ব্যথা ; রাত্রে কাশি ও স্বরভঙ্গ বৃদ্ধি হয় ; দিবাভাগে খুক্‌খুকে কাশি হয়, কিন্তু হাঁপাইতে হয় ; পিপাসা, অনিদ্রা, এপাশ ওপাশ করে ; মাথা জ্বালা করে, মুখ ও চক্ষু লাল হয় ; কখন আক্ষেপজনক কাশি হয় এবং ভেকধ্বনিবৎ শব্দ হয়, গয়েরের সহিত সামান্য শ্বেতাভ বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

বাতজ্বর—সন্ধিসমূহে বাতজনিত প্রদাহ, দ্রুতগামী ব্যথা বা ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত ব্যথা, বসিয়া থাকিলে উপশম হয়, কিন্তু রাত্রে অসহ্য হয় ; এই সঙ্গে ক্রোধ হয়, নানারূপ অভিযোগ ও তিরস্কার করে। আক্রান্ত স্থানে লোহিতবর্ণ ও উজ্জ্বল স্ফীতি, এবং স্পর্শ ও সঞ্চালন একেবারে অসহ্য , সুরাপান বা অন্য উত্তেজক দ্রব্য সেবনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি বা পুনরাবির্ভাব হয়, মানসিক দুশ্চিন্তাতেও হয়। প্রবল জ্বর; শুষ্ক উত্তাপ, পিপাসা, কপোলদেশ লোহিতবর্ণ, বা মুখমণ্ডল একবার লাল ও একবার মলিন।

আঘাতজনিত জ্বরে—যদি তরুণ প্রদাহের

চিহ্ন আরম্ভ হয়, এবং বিষম জ্বরে ও সান্নিপাতিক জ্বরে কেহ কেহ ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার: ঐকাহিক; চাতুর্থিক। সময়ের কিছু স্থিরতা নাই, সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে হয়। শুষ্ক অথচ শীতল বায়ু সেবনে যদি হয়; যে সময় দিবাভাগে উত্তাপ ও রাত্রে শীত সেই ঋতুতে; ভিজিয়া গেলে (ডল্‌কা, রস্‌); দেহ অনাবৃত করিলে বা বায়ুপ্রবাহে বসিয়া থাকার দরুণ যদি ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া হয়; ভয়ের দরুণ। শীত—পদযুগল হইতে আরম্ভ হইয়া বক্ষঃদেশে যায় সেই সঙ্গে আভ্যন্তরিক উত্তাপ এবং মস্তকে উষ্ণ জল রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। অনাবৃত থাকিলে বা কেহ স্পর্শ করিলে শীত বোধ; সামান্য নড়িলে এমন কি গাত্রাচ্ছাদন একটু তুলিলে শীত করে বিশেষতঃ উত্তাপাবস্থায় (নক্স ভ)। সন্ধ্যার প্রাকালে হাত পায়ে শীত করে ও শীতল হয়; তাহার পরে বমনোদ্রেক হয়, আহারের পরে থামিয়া যায়, আহারের জন্য বিশেষ আগ্রহও থাকে না, অনিচ্ছাও থাকে না, পরে মুখমণ্ডলে উত্তাপ, এবং নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়। সর্ব্বাঙ্গীন শীত, সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শুষ্ক উত্তাপ, কপাল ও ও কানের অগ্রভাগ উত্তপ্ত; কপোলযুগল লোহিতবর্ণ ও হাত পায়ে ব্যথা; অথবা গাত্র শীতল ও সর্ব্বশরীর শক্ত, এক কপোল উত্তপ্ত ও লাল এবং অপরটী শীতল ও মলিন (ক্যামো, ইপি।) মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, হাত পা ঠাণ্ডা, স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, পুত্তলি সংকোচিত, আলোক কম হইলে একটু একটু করিয়া প্রসারিত হয়। প্রথমে অঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগ শীতল হয় ও শীত করে এবং মলিন হয়, তাহার পর পায়ের নিম্নতল ও পদদ্বয়ের স্থূলাংশে খাল ধরে, অবশেষে কপালে শীত করে। শীত পাদদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকে যায়, কিন্তু উত্তাপ মস্তক হইতে আরম্ভ হইয়া পাদদেশে যায়। প্রবল জ্বর; শুষ্ক ও দাহজনক উত্তাপ, মস্তক ও মুখমণ্ডল হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়; উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে পৃষ্ঠে শীত ও কম্প হয় সেটা নীচের দিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপর দিকে যায়। অত্যন্ত ভয় হয়, অস্থির, উদ্বিগ্ন ও এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। গাত্রাচ্ছাদন সহ্য হয় না, কিন্তু অনাবৃত থাকিতে ভয় করে (ক্যাম্ফা, সিকে।)। অত্যন্ত পিপাসা, প্রচুর জল পান করে; জল ব্যতীত সব তিক্ত লাগে (শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম প্রত্যেক অবস্থাতেই প্রচুর জলপান করে—ব্রাই, নেট্রম্‌-মি। কেবল উত্তাপাবস্থায় জলপান করে—ইপি)। উত্তাপাবস্থায় কাশি—ব্রাই। শীতের অবস্থা ও তাহার পূর্ব্বে কাসি—রস্‌।) ঘর্ম্ম আরম্ভ হইবামাত্র শরীর আচ্ছাদিত করিতে হয়, আচ্ছাদিত স্থানে ঘর্ম্ম অধিক হয় (এণ্টি-টা) কিম্বা যে পাশে শুইয়া থাকে কেবল সেই দিকে ঘর্ম্ম হয় (চায়না, নাইট্রিক এসিড্‌)। সর্ব্ব শরীরে প্রচুর উষ্ণ ঘর্ম্ম হইয়া স্নায়বীয় উত্তেজনা, অস্থিরতা এবং উদ্বেগের শান্তি হয় (ঘর্ম্ম হইলে সকল যন্ত্রণার শান্তি হয়—নেট্রম্‌-মি)। ঘর্ম্মে অম্ল গন্ধ। জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ আচ্ছাদন, প্যাপিলিগুলি লাল ও উঁচু হয়। নাড়ী শীতাবস্থায় সবিচ্ছেদ ও সূত্রবৎ; উত্তাপাবস্থায় দ্রুত, পূর্ণ, কঠিন ও সজোর। মিনিটে ১২০ বা অধিক। (ক্রমশঃ)

PRACTICE OF MEDICINE

প্র্যাক্‌টিস্‌ অব মেডিসিন।

তরুণ সর্দ্দি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ল্যাকেসিস্‌—বহুকালব্যাপী শুষ্ক সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গের পর নাক ও গলা হইতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। প্রায়ই একটু একটু সর্দ্দি হয়। সর্দ্দি বন্ধ হইয়া যে সকল রোগ হয়। প্রতিদিন প্রচুর সর্দ্দি। প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে এবং কাশি হয়।

ল্যাক্টুকা ভিরোসা—অনবরত হাঁচি হইয়া বুকের ব্যথা বৃদ্ধি হয়। মস্তক ও শরীরের উর্দ্ধাংশে শুষ্ক ও কষ্টদায়ক উত্তাপ, সেই সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা, চক্ষু জ্বালা করে ও জল পড়ে।

লাইকোপোডিয়ম্‌—স্রাববাহী সর্দ্দি, নাক ফুলিয়া যায়; ঠাণ্ডার দরুণ মাথা ধরে; জ্বালাজনক স্রাব। শুষ্ক সর্দ্দি, রাত্রে শ্বাস লইতে পারে না। নাসিকার উপর দিক বন্ধ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব—শুষ্ক সর্দ্দি, নাক বন্ধ হইয়া রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। একবার নাক বন্ধ হয়, আবার প্রচুর সর্দ্দি পড়ে। নাক অত্যন্ত সুড় সুড় করে ও হাঁচি হয়।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা—কঠিন সর্দ্দি, একবার শুষ্ক ও একবার স্রাববাহী, মাথা ভার, ঘ্রাণশক্তি ও স্বাদ একবারে নষ্ট হয়। নাসিকা হইতে পীতবর্ণ পূঁযের মত দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা সংযুক্ত স্রাব হয়।

ম্যাগ্‌নেসিয়া সল্‌ফ—বাম নাসা জ্বালা করে, যেন সর্দ্দি হইবে বোধ হয়, কিছু কিছু পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। প্রচুর সর্দ্দি অথচ নাক বন্ধ। নাকে কথা। হাঁড়ীর ভিতর কথা কহিবার মত গলার স্বর।

মার্কিউরিয়স্ আইওডাইড রুব্রম্—সর্দ্দিতে কানে তালা লাগে; নাসিকার দক্ষিণ দিক উত্তপ্ত। মুখ দিয়া নাসার পিছন হইতে টানিয়া গয়ের ফেলে।

মিজিরিয়ম্—সর্ব্বদা হাঁচি ও স্রাববাহী সর্দ্দি। নাকের ভিতর হাজিয়া যায়।

মিউরিএটিক্ এসিড—সর্দ্দি ভাব, নাক শুখাইয়া কষ্ট হয়; জ্বালাদায়ক স্রাব। নাক বন্ধ।

নেট্রম্ আর্সেনিকম্—নাকে সর্দ্দি, সেই সঙ্গে মাথা ধরা ও নাসিকার মূলদেশে ব্যথা, চক্ষু শুষ্ক ও বেদনাযুক্ত। জলীয় স্রাব হয়; গলার ভিতর ফোঁটা ফোঁটা স্রাব পড়িতে থাকে। নাকের গোড়ায় বদ্ধভাব ও ব্যথা অনুভব করে।

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, কলিকাতা।

ভ্রম সংশোধন।

আগষ্ট সংখ্যায় ১৩৬ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে তরুণ সর্দ্দি চিকিৎসায় ভ্রমক্রমে ককুলসের স্থলে "ককুল" হইয়াছে, ইহা "ককুলস্" হইবে। ১৩৩ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে Tarri ভুল "Tariff" হইবে।

Agricultural.
কৃষি বিষয়ক।

খেজুর-চিনি

—:০:—

যে যশোহর আজ ম্যালেরিয়ার বাসভূমি,—যে যশোহর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জঙ্গলাকীর্ণ ও জনহীন হইতে বসিয়াছে, যে যশোহরের নদী সমূহ মজিয়া উঠিয়া শৈবালসমাচ্ছন্ন বক্ষ হইতে কেবল বিষবাষ্প বিস্তার করিতেছে,—অল্পকাল পূর্ব্বেও সেই যশোহর চিনির কারবারের প্রধান আড়ং ছিল। যশোহরের খেজুর-চিনি ভারতের সর্ব্বত্র—এমন কি, ভারতের বাহিরেও রপ্তানী হইত। কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, কেশবপুর প্রভৃতি স্থানে বহু কারখানা ছিল। চিনির ব্যবসায়ে লাভ দেখিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন ওয়াইলী কোম্পানী চৌগাছায় চিনির কল বসাইয়াছিলেন। তখন বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলপথও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতা হইতে নৌকায় মাল চালান হইত, আর যশোহর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তাও ছিল। সেই গতায়াতের অসুবিধার সময় চৌগাছায় কল বসাইয়া ইউরোপীয় ম্যানেজার পাঠান কিরূপ লাভের আশায় সম্ভব হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। কোটচাঁদপুরেও কল ছিল।—সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, তখন চৌগাছা খেজুর গাছে পূর্ণ ছিল। চৌগাছার কল অনেক দিন পরে বন্ধ হয়। তাহার পর মিষ্টার নিউহাউস চৌগাছায় আবার কল বসান ও বেগ ডানলপ কোম্পানী সেই কল চালাইয়া পরে বন্ধ করেন। কল বন্ধ হইবার বিবিধ কারণ ছিল। ১০ হাজার টাকার মাল ১ লক্ষ টাকায় কিনিলে—মূলধনের সুদ পোষাইয়া লাভ হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল।· যশোহরকে কেন্দ্র করিয়া নদীয়া ও ২৪ পরগণার কোন কোন স্থানেও চিনির কারবার চলিয়াছিল। এখন সে কাজ বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার একটা প্রধান ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে—সহস্র সহস্র লোক কাজ হারাইয়াছে। লর্ড কার্জ্জন একবার বিদেশী—"রাজসাহায্যপুষ্ট" চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া এ দেশের চিনির ব্যবসা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জ্জন একবার বলিয়াছিলেন, সরকারের কোন কাজে নামিতে কিছু বিলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বর্ত্তমানে লোক চিনির ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ হেতু খেজুর বাগান কাটিয়া মাঠাল জমী করিয়া ধানের ও পাটের চাষ করিতেছে। এখন সরকার কিসে খেজুর-চিনির ব্যবসা রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৮৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ১৩ হাজার টন চিনি রপ্তানী হইয়াছিল, আর ১৮৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানীর পরিমাণ ৬৩ হাজার টন হয়। এখন—এই দুর্দ্দশার সময়েও বঙ্গে ১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়—তাহার মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা। আমাদের বিশ্বাস, লেখক চিনির দাম লিখিতে গুড়ের দাম লিখিয়াছেন।

সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, প্রতি একারে ৩৫০টি গাছ বসাইলে তাহা হইতে ৩ টন গুড় পাওয়া যায়। ইক্ষুর চাষে এত গুড় পাওয়া যায় না। আবার ইক্ষুর চাষ অনিশ্চিত—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা প্রভৃতিতে কোন কোন বৎসর চাষের অসুবিধাও হয়। খেজুর গাছে সে অসুবিধা নাই। রসের পরিমাণে বড় তারতম্য হয় না। আবার ইক্ষুর চাষে আকমাড়াই কল কিনিতে অনেক খরচ করিতে হয়। খেজুর গুড় করিতে সে ব্যয় বাঁচিয়া যায়। সত্য বটে, আকের চিনি করিতে সিটাতেই অনেক জ্বালানি হয়, খেজুর-চিনি করিতে জ্বালানি কাঠ কিনিতে হয়; কিন্তু খতাইয়া দেখিলে ইহাতে অধিক খরচ পড়ে না। আবার খেজুর গাছের সঙ্গে সঙ্গে তালগাছ বসাইলে বড়ই সুবিধা হয়। শীতের সময় খেজুরের ও গ্রীষ্মের সময় তালের রস পাওয়া যায়। তাহাতে সমস্ত বৎসরই কাজ চলিতে পারে।

পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকার আদিম নিবাসীরা গুড় প্রস্তুত করিত। তাহারাও গাছ চাঁচিয়া যশোহর জেলায় ব্যবহৃত নলির মত নলি ব্যবহার করিত। গামলায় রস ঢালিয়া তাহারা তপ্ত প্রস্তরখণ্ড রসে ফেলিয়া গুড় প্রস্তুত

করিত। ইহার পর তাহারা রস জ্বাল দিয়া গুড় করিত। এখন তথায় উন্নত প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইতেছে। ক্রমশঃ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:০:—

দুর্ভিক্ষে নূতন ব্যবসায়ের সূত্রপাত।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান সময়ে গবর্ণমেণ্ট তথাকার সরাইল থানার এলাকায় স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা শিল্পকার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কালীকচ্ছ ও কাটালিসার নামক গ্রামদ্বয়ের কেন্দ্রই প্রধান। প্রায় তিন শত স্ত্রীলোক এখানে বাঁশের, বেতের ও মুক্তার নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়া চাটি, পাটি, বাক্স, ব্যাগ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের জন্য কাঁচা মাল কিনিয়া দিতেন এবং এই সকল স্ত্রীলোকের ভরণ পোষণের নিমিত্ত চাউল দিতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াও যে সকল স্ত্রীলোক এই দুর্ভিক্ষ সময়ে ভিক্ষা পাইত না, যাহারা জীবনে ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন অন্য কার্য্য জানিত না, তাহারাও এই থানার সাহায্যদান প্রণালীর গুণে এক স্থানে বসিয়া এই সকল শিল্প শিক্ষা করিয়া ভিক্ষা বৃত্তিকে হেয় বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন সময় গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ রিলিফ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অসময়ে সাহায্য দান যে বন্ধ করিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; ত্রিপুরা জেলার স্থানীয় সংবাদ পত্রও তাহা বলিয়াছেন এবং বলিতেছেন। সে অন্য কথা। কিন্তু এক্ষণে কথা এই হইতেছে, যে সকল স্ত্রীলোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বাজারে যাহাতে আমদানী ও বিক্রয় হয়, যাহাতে তাহারা উৎসাহ পায়, তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করিলে যে সৎকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। সকল স্ত্রীলোক "মুক্তা" নামক উদ্ভিদের ত্বকদ্বারা যে ব্যাগ এবং কাগজ রাখিবার টুকরি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে, তাহা কলিকাতা এবং ঢাকায় যদি আমদানী করা যায়, তাহা হইলে ব্যবসায়ের হিসাবে যেরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা, দেশে নূতন একটা শিল্পের প্রচারে দেশেরও সেই প্রকার লাভ হইবার কথা। মুক্তার ত্বকে শ্রীহট্টাদি স্থানে শীতলপাটি বহুকাল হইতে প্রস্তুত হয়; তদপেক্ষা মোটা কার্য্য যাহারা করে, তাহারা চিকুণি বা চাটি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। শীতলপাটির কলিকাতায় আমদানী আছে। কিন্তু চাটির আমদানী নাই। এই চাটির ছোট ছোট আসন (যাহা সরাইল এলাকায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে) তাহা কলিকাতায় আমদানি করিলে অন্ততঃ কলিকাতার মেসে কুশাসনের স্থান অধিকার করিবে; এই আসন চাটি কুশাসন অপেক্ষা পুরু এবং স্থায়ী। বাজার করিয়া তরি তরকারী এবং অন্যান্য জিনিসপত্র মুক্তার ব্যাগে করিয়া আনিবার বেশ সুবিধা; ইহা দেখিতে সৌখিন, ধুইলে নষ্ট হয় না, এবং দীর্ঘ কাল স্থায়ী। মুক্তার ত্বক্ খুব শক্ত অথচ স্থিতিস্থাপকগুণ সম্পন্ন। ইহার দ্বারা ঘড়ির চেন, হইতে জাহাজ বাঁধিবার কাছি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার ত্বককে কলে চাপ দিয়া যদি কেহ ট্রাঙ্ক প্রস্তুত করে, তাহা হইলে খুব হাল্কা অথচ মজবুৎ ট্রাঙ্ক ও ট্রহ্যাট তৈয়ারি করা যায়। কিন্তু সে পরের কথা। এক্ষণে যাহা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আমদানী করিবার সময় হইয়াছে। কলিকাতার কি কেহ এই সকল দ্রব্য আমদানী করিবেন না? সঞ্জিৎ।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন—ভারতের শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে এক একটা কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের কমিটীতে ডাক্তার নীলরতন সরকার, রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে যে সকল কারবার চলিতেছে, যে সকল কারবার হইতে পারে, কারবারের বিঘ্ন কি ইত্যাদি বিষয় প্রাদেশিক কমিটি অনুসন্ধান করিবেন। এই কমিটি বিশেষজ্ঞ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএর ঠীকানায় মিঃ সোয়ানকে চিঠি লিখিবেন।

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 821.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. X.
১০ম সংখ্যা। OCTOBER 1916. অক্টোবর ১৯১৬। No. 10.

আমাদের প্রিয় গ্রাহক, পাঠক এবং পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ, মহামায়ার শুভাগমনে অতীত ঘটনা, অতীত কঠোরতা বিস্মৃত হইয়া আপনারা আনন্দোৎসবে কয়েক দিন অতিবাহিত করুন। আমরাও এক বর্ষ কঠোর পরিশ্রমের জন্য আপনাদের নিকট এই কয়েক দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি। চিরন্তন প্রথানুযায়ী "কাজের লোক" বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া নবেম্বর মাসের প্রথমে শুভ আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "কাজের লোক"

এস মা।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সমর-কোলাহল অভাবের কঠোরতায় পৃথ্বিবাসী নিঃস্পেষিত—সমগ্র পৃথিবীর বীররক্তে ধরিত্রী প্লাবিত, কি ভয়ানক যুগ! এ যুগে, মহামায়ে! কেমন করিয়া দীন বঙ্গবাসীর দীন সংসারে আজ তোমার আগমনে আনন্দের রোল উঠিবে? তবু মা দেখিয়া সন্তান শত দুঃখ চাপিয়া ক্ষণেকের তরে অপার আনন্দে ভাসিয়াই থাকে, ইহাই স্বাভাবিক। ইচ্ছাময়ী! হিন্দু জানে সমস্তই তোমার ইচ্ছার অধীন, তোমার কার্য্যে অশুভ হয় না। জানি না, কোন্ শুভ কামনায় জগতে এই মহাসমর। কল্যাণময়ী, যদি আসিয়াছ, অচিরে রাজা ও প্রজার কল্যাণসাধন কর—শান্তির অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া বসুন্ধরাকে রক্ষা কর।

মা, আমাদের এমন আনন্দের দিনেও চক্ষের জল ভিন্ন কথন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দেখাইতে পারি না—মারিভয়, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষে দেশ শ্মশানে পরিণত। আমরা সংযম হারাইয়াছি, নিজের অভাব নিজেরাই সৃষ্টি করিয়াছি; আমরা বিলাসের দাস হইয়া অতি দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি—তুমি কর্ম্মরূপিণী, কর্ম্মীর জননী, আমরা যে অকর্ম্মণ্য অলস, তবে কেমন করিয়া তোমার করুণালাভে সমর্থ হইব? আমাদের এ অশ্রু দেখিয়া তবে কেন তোমার দয়া হইবে দয়াময়ী! এইজন্য উৎসবে, আনন্দে, হর্ষের পরিবর্ত্তে সমস্ত বঙ্গবাসীর চক্ষে অশ্রু বই আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। দুর্ব্বলের যে অশ্রুই একমাত্র সম্বল জননী!

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible], কঠোর সাধনা না করিলে তুমি কাহাকেও দয়া কর না, আমরা সে সাধনা করিতে জানি না। তুমি কেন আমাদের প্রতি করুণা-কটাক্ষপাত করিয়া কৃতার্থ করিবে?

জগতজননী! এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জাতিটাকে কর্ম্মী কর, আমাদের বৃথা বাক্সর্ব্বস্ব হরণ কর, আমাদিগকে আবার সেই সংযম সাত্ত্বিকতাপূর্ণ প্রাচীন আর্য্য নীতিতে মতিমান করিয়া দাও, তবেই আমরা মানুষ হইব, নচেৎ বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। দশভুজে, দশহস্তে দশকর্ম্ম সাধন করিয়া তুমি মূর্ত্তিমতী দশভুজা, মায়ের এ আদর্শ দেখিয়া যে সন্তান অলস, বিলাসী, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাতৃদয়া সম্ভবে না জানি; কিন্তু জননী, অধম সন্তানে হাত ধরিয়া না উঠাইলে সন্তানের দাঁড়াইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের প্রার্থনা, আমাদিগকে তুমি কর্ম্মে মতিমান করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান কর, তাহা হইলেই যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে।

অভাবের কঠোর চাপে আমরা নিষ্পেষিত, সে অভাবের আমরাই সৃষ্টি করিয়া আমরাই তাহার কর্ম্মফল ভোগ করি। আত্মসংযম হারাইয়া বৃথা বিলাস মদিরায় দীনতার রাজত্ব বিস্তারের সাহায্য করিতেছি, সময় ও অর্থের মিতব্যয়িতা জানি না; হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য—পরস্পরের শোণিতপানের জন্য লালায়িত, এ [illegible] পূতিগন্ধের মধ্যে মনুষ্যত্ব স্থান পাইতে পারে না, তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা, তাই নরকের কঠোর যন্ত্রণার উচ্চ হাহাকারে বঙ্গ পরিপূর্ণ। তোমার করুণা কটাক্ষ ব্যতীত পরিত্রাণের উপায় কৈ? তাই জননী! তোমার আগমনে আমাদের ক্ষণিকের তরেও চমক ভাঙ্গে, সাশ্রুলোচনে তাই মা মা করিয়া তিনটী দিনের জন্য জেলাজেলা ছুটিয়া যাই, তোমার চরণে [illegible] সংকল্পিত [illegible] কৃতার্থ মনে করি।

কিন্তু জননী, এ তোমারত আধ্যাত্মিক পূজা নয়, তুমি চাও কর্ম্মীর পূজা, তুমি কর্ম্মবীর-জননী, আমরা যে পতিত এবং অকর্ম্মণ্য। তোমার কি করুণার সীমা আছে মা, শস্যশ্যামলা বঙ্গে তোমার সন্তানগণের সুখসচ্ছন্দতার জন্য তুমি কি না রাখিয়াছ মা, আমাদের ত পরমুখাপেক্ষী হইবার কথা নয়, তোমার [illegible] আপামর কর্ম্মী সন্তানসন্ততিগণ যে উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের গুণে অবস্থার উন্নতি করিয়া জগতে গরীয়ান্, আমরাও উদ্যোগী ও কর্ম্মকুশল হইলে তেমনি হইতে পারিতাম, কিন্তু আমরা আমাদের আর্য্যনীতিকে পদদলিত করিয়া অনুকরণপ্রিয় হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া পর-প্রত্যাশী হইয়াছি, এ কর্ম্মফলজনিত দারিদ্র্য মোচন উদ্যোগ ব্যতীত হয় না। এস করুণাময়ী, এস, দুঃখী বঙ্গবাসীর জননী, তিনটী দিনের জন্য আসিয়া বঙ্গভূমিকে স্বর্গে পরিণত কর, সর্ব্বমঙ্গলে, তোমার পাদস্পর্শে জগতের মঙ্গল হউক, বঙ্গের মঙ্গল হউক, রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল হউক। আর কি চাহিব, আমাদের অভাব তুমিইত জান জননী। তোমার ঐ দুর্লভরাজীব চরণে আমাদের ভক্তি উপহার গ্রহণে কৃতার্থ কর মা।

মহাজন বাক্য।

হিন্দুনীতি-সার-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

গুরুলোকের অর্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই সাধু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন।

নিরহঙ্কৃত, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বভূতহিতৈষী, [illegible], লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ লোকই প্রকৃত সাধু।

ক্রোধবিহীন হইলেই নির্ব্বাণপদ লাভ হয়।

পরদারাপহরণ ও পারদারিক কার্য্যে দৌত্য কার্য্য করিবে না।

বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথা স্ত্রীদিগকে বঞ্চনা করিবে না।

দুষ্ক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ ভোগী হয়।

বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করিবে না।

লোক সকলকে ভয়, পাপ, বিঘ্ন, দারিদ্র্য ও ব্যাধি হইতে সতত: পরিত্রাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

মদ্য, মাংস ও পরদারে আসক্ত হইবে না।

মাতা পিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে।

আশ্রিত শরণাগতকে রক্ষা করিবে (কদাচ পরিত্যাগ করিবে না)।

কুতর্কে অনুরক্ত, বহুভাষী, অব্যবস্থিত চিত্ত ও কটুভাষী হইবে না।

অতিথি, প্রেষ্যবর্গ ও আত্মপরিবার সকলকে আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করিবে।

অতিথিকে বিমুখ করিও না।

পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিবে।

সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করিবে।

সূর্য্যাভিমুখে মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে না।

শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

সিমলা যাত্রা।

১৩১৯ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী। ঠিক সেইদিন রাত্রি ৮টার সময় শুভযাত্রা করিয়া আমার একমাত্র সপ্তমবর্ষীয় পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া একখানি ঠিকা গাড়ি করিয়া বরাবর হাবড়াভিমুখে জাহ্নবী উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং গঙ্গার সেতু পার হইয়া একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উঠিলাম। কিন্তু কোথায় যাইব, এখনও তাহা স্থির নাই। আমি টিকিট ঘরে যাইলাম এবং কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সিমলার টিকিট খরিদ করিলাম। তখন রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি enquiry আফিসে জানিলাম, পাঞ্জাব মেলে যাইলে সুবিধা হইত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন ঐ গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া আরও জানিলাম যে, বোম্বে মেলেও যাওয়া যায়, কিন্তু মোগলসরাই পর্য্যন্ত ঐ গাড়িতে যাইতে পারিব, পরদিবস বেলা ১০টার সময় ঐখানে আম্বালা এক্সপ্রেস পৌঁছিলে, সেই গাড়িতে একেবারে আম্বালা যাইতে পারিব, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে ঐখানে পাঞ্জাব মেল পাওয়া যাইবে, তাহাতে চড়িয়া বরাবর কাল্কা যাইতে পারিব। আমি তাঁহারই উপদেশানুসারে বোম্বে মেলে উঠিয়া বসিলাম। রাত্র তখন প্রায় ৯টা, আমার পুত্রটী তখন নিদ্রায় বড়ই কাতর হইয়াছে দেখিয়া (Hanging bed) অর্থাৎ ঝুলান বিছানার উপর তাহাকে শয়ন করাইয়া দিলাম, আর আমি নিম্ন মেঝে বসিয়া কেবল আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। সিমলার কাহারও সহিত পরিচয় নাই, কাহার নিকট যাইব, কি করিব, কিরূপেই বা এই মাতৃহীন শিশু সন্তানটীকে রক্ষা করিব ইত্যাদি চিন্তায় আমার হৃদয় একেবারে আলোড়িত হইতে লাগিল। চিন্তার শেষ নাই, যত চিন্তা করি, ঠিক পরে পরেই একটী নূতন চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। আমি অবশেষে সমস্ত নিজের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া সেই চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে প্রভো, তুমিই ত আমার সমস্ত লইয়াছ, কেবল একটি মাত্র আশা, একটী মাত্র ভরসা, একমাত্র অন্ধের নড়ীস্বরূপ এ পুত্রটীকেও তোমারই চরণ প্রান্তে ফেলিয়া দিলাম, রাখিতে হয় রাখিও, লইতে হয় লইও।

এদিকে গার্ড সাহেব বংশীধ্বনি করিয়া তাঁহার সবুজবর্ণের পতাকাটী নাড়িতে লাগিলেন, ওদিকে এঞ্জিন হইতে বংশীধ্বনি হইল এবং গাড়িও ছাড়িল। ঠিক ৯টা ৩৫ মিনিটের সময় আমাদের এই গাড়ি ছাড়িল। আমি গবাক্ষ দ্বার দিয়া যেন জন্মের মত হাওড়ার ষ্টেশনটী দেখিয়া লইলাম এবং কলিকাতা মহানগরী আমার জন্মভূমিকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। ঠিক সেই সময় কেন জানি না, কয়েক ফোটা অশ্রু আমার নয়ন এবং গণ্ড বহিয়া পড়িয়া গেল।

এদিকে গাড়ি ষ্টেশন ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। ক্রমশঃ ষ্টেশনের সংলগ্ন সমস্ত স্থান অতিক্রম করিয়া মাঠে পতিত হইয়া ভীষণ শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া একেবারে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইল। আমার পুত্রটি তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, কেবল আমি সেই গবাক্ষ দ্বারে বসিয়া আছি। মধ্যে মধ্যে এক একটি ষ্টেশন আসিতেছে, আর তাহার আলোকমালা আমার নয়নপথে পতিত হইতেছে, আবার চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে কোথায় অদৃশ্য হইতেছে, আর তাহা নয়নগোচর হইতেছে না। চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এ সময় প্রকৃতির শোভা কিছুই দেখা যাইতেছে না। এইরূপে রাত্রি ১॥০ টার সময় গাড়ি বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিল।

বর্দ্ধমান।

কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান ৬৭ মাইল। এখানে এই গাড়ী ১০ মিনিট অপেক্ষা করিবে। বর্দ্ধমান একটী প্রকাণ্ড সহর ও জেলা এবং এখানে কয়েকটি দেখিবার জিনিসও আছে। এখান হইতে দুই মাইল দূরে রাজপ্রাসাদ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, বাজার, "গোলাপবাগ" নামক বৃহৎ বাগিচা, মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির প্রভৃতি আরও কয়েকটী দর্শনযোগ্য স্থান আছে। তাহা ছাড়া এখান হইতে ৫ মাইল দূরে বর্দ্ধমান সহরের প্রান্তভাগ দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। যে নদের প্রবল প্রকোপে সময় সময় কত জনপদ, কত গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া যায়, কত শত শত দীন দুঃখী কুটীরশূন্য হইয়া অনাহারে এবং অনশনে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, কত সহস্র সহস্র গো-মহিষ, ছাগাদি গৃহপালিত পশু কালকবলে পতিত হয়, এই সেই ভীষণ নদ দামোদর। ইহার প্রস্থ সচরাচর অল্প থাকে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে এত বর্দ্ধিত হয় যে, পারাপার দৃষ্ট হয় না। ইহাও একটী দেখিবার জিনিস।

এখান হইতে ১৩টী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী একেবারে এসানসোল জংশনে পৌঁছিল, এসানসোল কলিকাতা হইতে ১৩২ মাইল। এই ষ্টেশনটী পূর্ব্বে এরূপ জমজমাট ছিল না। রাণীগঞ্জই পূর্ব্বে প্রধান ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে রাণীগঞ্জ হইতে ই, আই, আর, কোম্পানীর সমস্ত আফিস, ওয়ার্কসপ প্রভৃতি এখানে উঠিয়া আসাতে এস্থানটীর এত উন্নতি হইয়াছে। এখানে গাড়ী কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া একবারে সীতারামপুর জংশনে উপস্থিত হইল। এই স্থানে বিস্তর কয়লার খনি দেখা গেল। আমা-

দের গাড়ী এইবার হইতে বক্রগামী হইয়া গ্রেণ্ড কর্ড লাইনের উপর পতিত হইল। তখন রাত্রি ১টা বাজিয়াছে; কিন্তু আমার চক্ষে নিদ্রা নাই, আমি সেই গবাক্ষদ্বারে বসিয়া ইংরাজ বাহাদুরের এই সকল অদ্ভুত কীর্ত্তি-কলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছি। গাড়ী অনবরতই ছুটিতেছে, তাহার আর বিরাম নাই। এইবার আমাদের গাড়ী বরাকর নামক ষ্টেশনে আসিল, বরাকর একটি ছোট রকমের ষ্টেশন, কিন্তু রেলের দুই পার্শ্বে বিস্তর কয়লার খনি দৃষ্ট হইল। এখানে অতি অল্পক্ষণ থামিয়া গাড়ী আবার ছাড়িয়া দিল, কিন্তু রেলের উত্তরপার্শ্বে বিস্তর কয়লার খনি থাকায় এখানে গাড়ী অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। অতঃপর আমাদের গাড়ী ধান্‌বাদ নামক ষ্টেশনে আসিল। এটিও ছোট ষ্টেশন। এখান হইতে গাড়ি ছাড়িয়া গুমো জংশনে আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের সেই রমণীয় দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল। রাত্রি তখন ২॥টা বাজিয়াছে। নিশার গভীর অন্ধকারে পাহাড়টীর সমুদয় দৃশ্য ভালরূপ দেখা গেল না। আমি দেখিলাম, ঠিক যেন আকাশের কোলে একখানি কৃষ্ণবর্ণের মেঘ উঠিয়াছে। পাঠক, ক্ষোভ করিবেন না, যদি কখন সূর্য্যালোকে এই স্থানে শুভাগমন করেন, তবেই ইহার সেই নয়ন বিমোহন সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

গোমো জংশন হইতে গাড়ী ছাড়িয়া হাজারীবাগ রোড নামক ষ্টেশনে আসিল। হাজারীবাগ কলিকাতা হইতে ২১৫ মাইল। এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর এবং রাস্তাগুলি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সর্ব্ব প্রকার খাদ্য দ্রব্যও এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়, এখানে অনেকগুলি গণ্যমান্য লোকের বাংলা আছে, তাঁহারা সময়ে সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য এখানে আসিয়া কালযাপন করিয়া থাকেন। অনেক চিকিৎসকগণ তাঁহাদের রোগীকে এখানে আসিবার জন্য উপদেশ দেন। এ অঞ্চলের মধ্যে হাজারীবাগকে একটী প্রকৃত স্বাস্থ্যনিবাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হাজারীবাগ রোড ষ্টেশন হইতে সহরে আসিবার জন্য মটর এবং অন্যান্য যানেরও ব্যবস্থা আছে। এখানে গাড়ী ছয় মিনিট অপেক্ষা করিয়া আবার প্রবল বেগে ধাবিত হইল এবং ১১টা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া উষার কিঞ্চিৎ প্রাকালে একেবারে গয়া জংশনে পৌঁছিল। তখন আকাশ বেশ পরিস্কার হইয়া আসিতেছে। আমি গাড়ীতে বসিয়াই বিষ্ণুমন্দির, বুদ্ধগয়ার মন্দির এবং অন্যান্য দেব দেবীর মন্দির সকল দেখিতে লাগিলাম, আর মনে করিতে লাগিলাম, এই সেই গয়াক্ষেত্র। যেস্থানে সীতা দেবী রাজা দশরথকে বালির পিণ্ড দান করিয়াছিলেন, যেখানে সীতাদেবীর বরে বটবৃক্ষ অমরত্ব লাভ করিয়াছিল এবং যাঁহার অভিসম্পাতে ফল্গু নদী অন্তঃশীলা বহিতেছেন এবং যে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে জীব উদ্ধার হইয়া যায়, আমি আজ সেই মহাতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে প্রত্যহ শত শত লোক আগমন করিতেছেন এবং পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ও পিণ্ডদান করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। কিন্তু দুরদিষ্টবশত উপস্থিত আমার জীবন সার্থক করিতে পারিলাম না। এখানে তিন জায়গায় পিণ্ডদান প্রথা আছে। যথা—বিষ্ণুপাদপদ্মে, ফল্গুতটে ও বটবৃক্ষমূলে। আর এখান হইতে ৫ মাইল দূরে ভূত ও প্রেতশীলা বলিয়া একটী পাহাড় আছে, যাঁহাদের আত্মহত্যা কিম্বা অপঘাতমৃত্যু হইয়াছে তাঁহাদের পিণ্ড এই পাহাড়ে দিতে হয়। লোকে এখানে আসিয়া সচরাচর পাণ্ডার বাটিতেই আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহা ছাড়া এখানে তিনটী ধর্ম্মশালাও আছে, এখানে যে কোন হিন্দু পরিবার তিন দিবস বিনা খরচে থাকিতে পারেন। এখানে ১০ মিনিট বিশ্রাম করিয়া আবার গাড়ী ছাড়িল। এইবার বেশ আলো দেখা দিয়াছে, কাক ডাকিতেছে—পক্ষীগণ বৃক্ষোপরি কলরব করিতেছে। মৃদু মৃদু প্রভাত সমীরণ বহিতেছে, আর সেই বিশাল প্রান্তরের পূর্ব্ব কোণ হইতে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন। এই বিচিত্র দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া আমি ক্ষণকের জন্য সমুদয় শোক বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ঠিক এই সময় আমাদের গাড়ী শোনভদ্র উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে "শোন্ ইষ্ট বেঙ্ক" বলিয়া একটী ষ্টেশন আছে। এই ভীষণ নদীর প্রস্থ ৩ মাইল। ই, আই, আর, কোম্পানি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার উপর এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যখন এই সেতুর উপর গাড়ী চলিতে লাগিল, তখন তাহার শব্দ আরও ভীষণতর হইল। এই সেতুটী এত উচ্চ যে, নিম্নদিকে তাকাইয়া দেখিলে বাস্তবিক ভয় হয়। নদীটির প্রস্থ ৩ মাইল, ইহা সমুদয় জলে পরিপূর্ণ নহে, মধ্যে মধ্যে অনেক বালুকাময় চর পড়িয়াছে, আর মধ্যে মধ্যে জলও লক্ষিত হইতেছে, তাহার মধ্যে অসংখ্য পিলার অর্থাৎ স্তম্ভ ক্রমাগত চলিয়া গিয়াছে, আর সেই সকল স্তম্ভের উপরিভাগে নানা প্রকার লোহযন্ত্র দ্বারা এমনি সুরক্ষিতভাবে সেতু প্রস্তুত হইয়াছে যে, এত বড় ভীষণ ভারবাহী গাড়ী অক্লেশে উহার উপর যাতায়াত করিতেছে। বাস্তবিক এই সেতুটী দেখিবার উপযোগী। এই সুবৃহৎ সেতুটী অতিক্রম করিতে আমাদের গাড়ীর ৫ মিনিট

সময় লাগিয়াছিল। এখানে ৬ মিনিট অপেক্ষা করিয়া আমাদের গাড়ী শশারাম জংশনে পৌছিল। ইহা একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এখানে ৩ মিনিট দাড়াইয়া বাকি ১১টী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বেলা ৯টা ৫ মিনিটের সময় আমাদের গাড়ী একেবারে মোগলসরাই আসিয়া উপস্থিত হইল। মোগলসরাই খুব বড় ষ্টেশন, ইহা কলিকাতা হইতে ৪১৯ মাইল। এই খানে আমাদিগকে গাড়ী বদল করিতে হইবে। আমি তাড়াতাড়ি আমার পুত্রটীকে অগ্রে নামাইয়া পরে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী নামাইয়া লইলাম। তখন আপনাদের আম্বালা এক্সপ্রেস আসিতে ১ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। আমাদের এ গাড়ী এখানে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে জব্বলপুরাভিমুখে ধাবিত হইল, আর আমরা এখানে বসিয়া আম্বালা এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এ অঞ্চলে আমাদের উপযোগী আহারাদির কোন কষ্ট নাই। উত্তম ফল, মুগ, দুগ্ধ, দধি, রাবড়ি, উৎকৃষ্ট পুরী ও ক্ষীরের পেড়া প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমি উপরোক্ত পুরী, রাবড়ী ও কিছু মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া পিতা পুত্রে উত্তমরূপে জলযোগ করিলাম।

কাশী, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে এইখানে গাড়ী বদল করিয়া আউদ এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ে চড়িয়া যাইতে হয়।

বেলা ঠিক ১০॥ টার সময় আমাদের গাড়ী আসিল। আমি তাড়াতাড়ি একটী কুলি ডাকিয়া আমার দ্রব্য সামগ্রী গাড়ীতে উঠাইয়া লইলাম এবং পুত্রটীকে সমভিব্যাহারে আমিও সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। এ গাড়ী এখানে ২৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় ছাড়িল। এ গাড়ীও ঠিক পূর্ব্বের গাড়ীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। এক্সপ্রেস আর মেলে বোধ হয় প্রভেদ দেখি নাম না। যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ী চুনার ষ্টেশনে পৌছিল। চুনার ষ্টেশনটী সমুদয় প্রস্তর নির্ম্মিত। এখানে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে ইটের ইট এবং সুরকীর আবশ্যক হয় না। সুরকির পরিবর্ত্তে বালি এবং ইটকের পরিবর্ত্তে এই পাথরই ব্যবহৃত হয়। এ অঞ্চলে অধিকাংশ বাটীই এইরূপ প্রস্তর নির্ম্মিত। এই প্রস্তর এখানে খুব সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আর এই প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ গুলি দেখিতেই বেশ সুন্দর হয়। গাড়ী হইতে বসিয়া চুনার দুর্গ আমার চক্ষে পতিত হইয়াছিল। দুর্গটী দেখিলেই বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয় এবং সংস্কারাভাবে একেবারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং সেই জন্যই ইহার বাহ্যদৃশ্য অতিশয় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। এখান হইতে গাড়ী ছাড়িয়া মির্জাপুর নামক ষ্টেশনে আসিল। এ ষ্টেশনটী একটু বড় রকমের এবং সমুদয় প্রস্তর নির্ম্মিত। মির্জ্জাপুর একটি বেশ সহর এবং এখানে নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যও চলিতেছে, তন্মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য অতিশয় সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে আমাদের গাড়ী ৮ মিনিট বিশ্রাম করিয়া বেলা ঠিক সাড়ে তিনটার সময় বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

SHOPPING BY POST.

ডাকে ক্রয় বিক্রয়।

এখন আর লোকে বহু ব্যয় করিয়া সহরে আসিয়া বাজার করিয়া লইয়া যাওয়ার সুবিধা বোধ না করিয়া ডাকেই ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। সমগ্র পাশ্চাত্য দেশসমূহে ডাকে বাজার করার প্রথাটা বেশ প্রচলিত হইয়াছে, অবশ্য তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে এ প্রথার তত প্রচলন না হইলেও প্রতি নিয়তই ডাক বিভাগের ভিঃ পিঃ পোষ্টের সংখ্যাধিক্য হইতেছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এদেশেও ডাকে ক্রয় করার প্রথা যে সুবিধা জনক, তাহা এক্ষণে লোকে উপলব্ধি করিতেছে। এই পদ্ধতির যতই উন্নতি হইবে, ততই লোকের ব্যয় বাহুল্য লাঘব হইবে, এবং কি গৃহস্থ, কি দোকানদার তাহার খরিদ দ্রব্যের পড়্‌তা কম পড়িবে। কিন্তু আমাদের দেশের একটা গলদ আছে, সেইটি না সংশোধিত হইলে ইহার অধিক উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। পাশ্চাত্য দেশে ইহা বলে যে shopping by post অর্থাৎ ডাকে বাজার করা। বিলাতে ও আমেরিকায় বড় বড় ফারম আছে, তাঁহারা সমস্ত বিক্রেয় দ্রব্যের যথার্থ বর্ণনা করিয়া বহু চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্যাটেলগ বা মূল্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমগ্র পৃথিবীর নগরবাসীকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই মূল্য তালিকায় সমস্ত দ্রব্যেরই বহুদর্শী বিজ্ঞাপন লেখক দ্বারা এমন বর্ণনা করা আছে এবং চিত্র দেখান হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া লোকে জিনিষ পাঠাইবার অর্ডার দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। সিয়ারস্‌রবেক বটলার ব্রাদার্স, মন্টো গোমারী ওয়ার্ড প্রভৃতি নিউইয়র্ক নগরের এমন সকল বৃহৎ মূল্য তালিকা আমরা দেখিয়াছি যে, তাহাতে

লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে ইহা অনুমান করিতেও কুণ্ঠিত হইতে হয় না।

আমরা সেই মূল্য তালিকার বর্ণনার যথার্থতা প্রমাণের জন্য অর্ডার করিয়া দেখিয়াছি যে, বর্ণনায় এবং দ্রব্যে কোনই পার্থক্য নাই। ইহাতে আমরা কি বুঝিয়া ছিলাম? আমরা বুঝিলাম যে, নিকটেই হউক বা সুদূরেই হউক, ইহারা ক্রেতার সহিত শঠতা করে না। ইহারা সৎ, বিশ্বাসী এবং তৎপরতার সহিত মাল সরবরাহ করিতে পারে। সুতরাং সামান্য জিনিষ হইলেও আমেরিকা হইতেও যদি মাল আনান যায়, তাহা হইলে চক্ষে দেখিয়া ক্রয় করিবার আবশ্যক হয় না। ইহারা এইরূপ সততার সহিত কাজ করে বলিয়াই সমগ্র জগতের লোকে সংসারে যাহা কিছু মানবের আবশ্যক, তাহা খরিদ করে। এই সকল কারবারে জুতার ফিতা হইতে ঘোড়ার গাড়ী, পোষাক পরিচ্ছদ, হীরক, জহরৎ প্রভৃতি সমস্তই মানবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। খুচরা ও পাইকারী দর পার্শ্বে পার্শ্বে লেখা থাকে। জগতের বড় বড় ব্যবসায়ীও ইহাদিগকে অর্ডার দিয়া মাল আনাইয়া ব্যবসা করিয়া থাকেন। এই সততা, সঠিক বর্ণনাই যেন ইহাদের সেলম্যান বা দোকানদার, লোকে বিক্রয়ের সময় যেমন কথায় দ্রব্যের ভাল মন্দ বুঝায় এবং বিক্রয় করে, ইহাদের বর্ণনা নীরবে সেই কার্য্য সমাধা করে। এইজন্য এই সকল Mail Order হাউস বা ডাকে মাল সরবরাহকারী ব্যবসায়ীগণের এত উন্নতি হইয়াছে এবং লোকেরও অতিশয় সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণের সততার দিকে অনেকেই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক মনে করেন না এবং ক্রেতাও অনেক স্থলেই সৎ নহেন। কেননা দেখা যায়, ব্যবসায়ীকে জিনিষ পাঠাইবার আদেশ করিয়া বহু লোক অকারণ ফেরত দিয়া থাকেন, তিনিও কম ফেরত হয় না। কিন্তু আমাদের ফেরত দাতাগণের এইরূপ আচরণের জন্য কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নাই। পোষ্টাপিসের পিয়নগণও অনেক সময় অকারণ মালিক লইল না বলিয়া দেবাক্ষরে একটা কৈফিয়ৎ দিয়া প্রেরককে ফেরৎ পাঠান এই স্থানেই সমস্ত চুকিয়া যায়। ফেরৎ জিনিষের ফেরতদাতাকে পরে আমরা লিখিয়া জানিতে পারিয়াছি, পোষ্টপিয়ন জিনিস যে দিন আনিয়াছিল, মালিক সেদিন ঘরে ছিল না বা অর্থাভাব ছিল, পরদিন আনিতে বলায় পিয়ন আনে নাই, ফেরৎ দিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে দায়ীত্ব জ্ঞান শূন্য পল্লীবাসীগণ স্বেচ্ছায় অকারণ ফেরতও দিয়া থাকেন। যে কোন কারণেই হউক, ফেরত আসিলে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয়। ডাকে মাল লওয়া এবং বিক্রয় করায় ক্রেতা এবং বিক্রেতারও সুবিধা অনেক, ডাকঘরের আয়ও যথেষ্ট, কিন্তু অকারণ ফেরৎ আসার জন্য যদি ডাকবিভাগ হইতে সাধারণের উপর কোন কড়া নিয়ম জারি হয়, তাহা হইলে লোকে অকারণ ফেরৎ দিতেও শঙ্কিত হয়, অন্ততঃ বুঝিয়া সুজিয়া অর্ডার দিতে পারে। এই ব্যবস্থা না থাকায় অনেক দোকানদার ডাকে মাল পাঠাইতে ভয় করে সুতরাং ডাকবিভাগের কার্য্যেরও অনেক ক্ষতি হয়। যাক, আমরা দেশের লোককেও বলি যে, ক্রেতা এবং বিক্রেতারও যথাসম্ভব সৎ হওয়া উচিত, তাহা হইলে ব্যবসায়ের সুন্দর সুবিধা হইতে পারে।

বহু দূর হইতে পাথেয় ব্যয় করিয়া আসিয়া মাল খরিদ করিয়া লইয়া যাইলে আমরা দেখিয়াছি, পড়তার ব্যয় অধিক পড়ে সুতরাং ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই তাহাতে ক্ষতি হয়। কিন্তু লোকে যদি একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া ঘরে বসিয়া মাল পাইতে পারে, তাহা কদাচই নিজে আসিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া খরিদ করার ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। Shopping by mail or Post পদ্ধতি এদেশে অপরাপর দেশের ন্যায় প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহার উন্নতি করিতে হইলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই ভদ্রলোক এবং সৎ হইতে হইবে, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে, আপনার ভাবিতে হইবে, অকারণ পরস্পর পরস্পরকে কদাচই ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না ইহা ধারণা রাখিতে হইবে, তবে এ কার্য্যের উন্নতি সম্ভব হইবে। কিন্তু পরিতাপ এই বিষয়েই এদেশের গলদ। শিক্ষার দ্বারা এই গলদ সারা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইতে পারে নাই। এদেশের ক্রেতা আপনার দেশের বিক্রেতাকে বিশ্বাস করিতে পারে না, বিক্রেতাও ক্রেতাকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্টতা জন্মে না। এ কলঙ্ক এ দেশ হইতে কত দিনে যাইবে বলিতে পারি না।

ইউরোপ এবং আমেরিকার এইরূপ ব্যবসায়ীগণকে আমরা তাহাদের মূল্য তালিকা লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে টাকা পাঠাইয়া দিতে পারি, এবং টাকার উপযুক্ত মালও পাই, কিন্তু দেশী লোক দেশের ব্যবসায়ীকে অগ্রিম টাকা দিতে সাহস করে না, ইহার মধ্যস্থলে কোন বাধা বিদ্যমান আছে তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, জলন্ত পাবক শিখার ন্যায় অবিশ্বাস। এই কারণেই ভিপিতে মাল পাঠাইবার আদেশে জন্ম হয়।

সকলেই শঠ ও অসৎ নহে তাহাই রক্ষা, তাহা না হইলে এদেশে এ কাজ আজ আদৌ আমরা দেখিতে পাইতাম না। এইরূপ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস উচ্চশিক্ষার পরিচায়ক ত নহেই, অধিকন্তু এই অবিশ্বাসের জন্ত কোন ব্যবসায় বাণিজ্যেরই উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে, নচেৎ জগতের সমস্ত জাতিরই যৌথ মূলধনে বড় বড় কাজ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এদেশে চলে না কেন? "Honesty" বা সততার অভাবই ইহার মূল কারণ, তাই বলি নাকে কান্দিলে কি হইবে, আগে নিজের গলদ সারিতে হইবে। আমাদের জন্ত কেহ কিছু করিয়া দিয়া দুঃখ দৈন্যের প্রতিকার করিবে না, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া নিজেদের পন্থা নিজের দিকে করিয়া লইতে হইবে কিন্তু প্রত্যেকেই একবার নিজের বুকে হাত দিয়া বল দেখি, সে উপায় কয় জন অবলম্বন করিয়াছ? নাকে কান্দিলে দুঃখ ঘুচিবে না, উন্নতির উপায় গুলি অবলম্বন করিতে হইবে। "চোরের রাত্রিবাসই লাভ" এটা উন্নতি বা ব্যবসায়ের নীতি নয়।

সহর এবং পল্লীগ্রামে সমানভাবে এই কার্য্য চলিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক লোককেই সততার আশ্রয়ে কার্য্য করিতে হইবে। আগে সৎ হও, সততার গুণেই দীনও সমগ্র জগতের সাহায্য পায়। সততাই সর্ব্বস্ব ও সাধনা।

Homœopathic.

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা।

একোনাইটম্ নেপেলস্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রসবান্তিক জ্বর।—প্রদাহ সূচক চিহ্ন, কম্প হয়, দাঁত ঠক্ ঠক্ করে, সমগ্র তলপেটে ব্যথা; তৎপরে অত্যন্ত উত্তাপ হয়, উত্তাপ অবিচ্ছিন্ন থাকে, পিপাসা, দ্রুতশ্বাস; সমস্ত মাথা ধরে, সর্ব্বদা মাথা যেন ঘুরিতেছে বোধ হয়; মনে করে যেন বিছানা ঘুরিতেছে. এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া শুইয়া থাকিতে চায়। ভয়াবহ কার্য্য করে ও কথা বলে, খিটখিটে, রাগান্বিত, আশঙ্কাপূর্ণ, উদ্বিগ্ন হয়, নিদ্রা হয় না। আহারে অনিচ্ছা, খাদ্যের গন্ধে বমনোদ্রেক হয়। নাড়ী কঠিন এবং দ্রুত। অন্ত্রের স্থানে স্থানে সূচীবিদ্ধ, তীক্ষ্ণ, কর্ত্তনবৎ ও জ্বালাজনক ব্যথা, ব্যথা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়; সময়ে সময়ে পেট কাঁপে; ঘন ঘন প্রস্রাব করে, প্রস্রাবকালে কম্প। তরল জলীয় ও যন্ত্রণাদায়ক উদরাময়; লোকিয়া স্রাব বন্ধ হয়. স্তন শিথিল এবং শূন্য।

দুগ্ধজ্বর।—চর্ম্ম উষ্ণ শুষ্ক, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থিরতা ও উদ্বেগ। স্তন উষ্ণ, শক্ত ও স্ফীত, কিন্তু দুগ্ধশূন্য।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, বিশেষতঃ মাথা তুলিলে হয়, কিম্বা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার সময়, মাথা নাড়িলে (আর্ণি, ক্যালকে, কার্ব্বোভে, হিপা, ক্যালসি, সিফা, মকস্) বা হেট করিলে হয়, সর্ব্বদা মাতালের মত মাথা দোলে, সংজ্ঞাহীন হয়, চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখে, গা বমি বমি করে। গরম ঘরে প্রবেশ কালে ললাট চাপিয়া রহিয়াছে বোধ হয়।—মাথা ধরে, যেন মস্তিষ্কের কোন অংশের স্থানে স্থানে উচু হইয়াছে বোধ করে, একটু নড়িলে চড়িলে এমন কি কথা কহিলে এবং জলপান করিলে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। মাথায় ব্যথা, তৎসঙ্গে বমনোদ্রেক, বমিও হয়। মস্তকে আঘাত লাগিবার ন্যায় শিরঃপীড়া, তৎসহ সর্ব্বাঙ্গ বা হাত পায়ে আহতবৎ ব্যথা।—মস্তিষ্ক যেন ললাটদেশে সংকোচিত হইয়া রহিয়াছে মনে হয়।—অক্ষিগোলকের পশ্চাভাগে চাপযুক্ত টানা শিরঃপীড়া।—ললাটে চিরাট কাটাবৎ শিরঃপীড়া, যেন অক্ষিসমূহে বা নাসিকার মূলদেশে ব্যথা অনুভূত হয়; বাহ্যতে কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হয়, বহির্বায়ুতে বিচরণ করিলে বৃদ্ধি হয়। ললাটদেশ পূর্ণ ও ভারি, যেন কোন ভারি জিনিষ রহিয়াছে ও উহা সমগ্র মস্তিষ্ক সহিত ললাট মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, কিম্বা চক্ষুদ্বয় তাহাদের কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবে মনে হয়। মাথায়, ললাটে বা ললাট পার্শ্বে অস্ত্র বিদ্ধবৎ এবং দপ্ দপ্ ব্যথা, যেন ফোড়া হইয়াছে মনে হয়; কখন কখন বিচরণ কালে ঐরূপ ব্যথা ও উপবেশন করিলে উপশম হয়।—ললাটের বামপার্শ্বে ছিড়িয়া যাওয়ার মত ব্যথা, তৎসঙ্গে কাণ ভীষণ গর্জ্জন ও ঘণ্টা বাদ্যবৎ শব্দ অনুভব হয়, যেন একটা গোলা নাভি প্রদেশ হইতে উপরদিকে উঠিয়া ব্রহ্মতালু ও মস্তকের পশ্চাদংশ শীতল করিয়াছিল।—জ্বালাজনক শিরঃপীড়া, যেন ফুটন্ত জলমধ্যে মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে।—মস্তকে রক্তসঞ্চয়, তৎসহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্তিমতা, কিম্বা মস্তিষ্কে উত্তাপানুভূতি, মস্তকোপরি ঘর্ম্ম, এবং মুখমণ্ডলের মালিন্য।—ললাট, নাসিকা ও পার্শ্বে জরির তাঁজের ন্যায় শব্দ। ব্রহ্মতালুতে কেশাকর্ষণবৎ অনুভূতি।—প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গমনের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথায় ব্যথা, সেই সঙ্গে কাণ ভোঁ ভোঁ করে, অন্ত্রের ব্যথা ও মাথায় সর্দ্দি।—নড়িলে, কথা কহিলে, অর্দ্ধ শয়নাবস্থা হইতে উত্থিত হইবার সময়, এবং পান কালে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, বহির্বায়ুতে উপশম হয়। সর্দ্দিজনিত মাথা ব্যথা (কেলি-হাইড্রিওডিকম্, ল্যাকে)। বাতাস লাগিলে মাথায় ব্যথা। জলপান কালে বা কথা কহিলে মস্তিষ্ক নড়িতেছে বোধ হয়। মাথা বড় হইয়াছে বোধ।

মস্তিষ্কে রক্ত জমে, মাথা দপ্ দপ্ করে ও পূর্ণ ভাব, অনবরত মাথা ঘুরে, বিশেষতঃ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

[illegible] ও [illegible] উপস্থিত [illegible] বোধ হয়, [illegible] হইবে (বাই) ও [illegible] বৃদ্ধি হয়; চক্ষুর সম্মুখে [illegible] ও অন্ধকার অনুভূতি (বেলে) কাণ ভোঁ ভোঁ করে, [illegible] মূর্চ্ছা, ধুক ধুক করে। মস্তিষ্ক মধ্যে জ্বালা করে বিশেষতঃ ললাটের দিকে। মুখমণ্ডল লাল ও স্ফীত (বেলে); চক্ষু লাল হয় ও প্রলাপ বকে (বেলে); [illegible] হয়। শিশুদের দন্তোদ্গমের সময় মস্তিষ্কে রক্ত জমে (কফি, [illegible])।—মাথা বড় হইয়াছে বোধ করে। মস্তিষ্কে উষ্ণ জল রহিয়াছে অনুভূতি (ইণ্ডিগো)।

হাইড্রোসিফেলস্ বা মস্তকে জল সঞ্চয়, তরুণাবস্থা।

মেনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কের আবরণের প্রদাহ, রোগের প্রারম্ভে। প্রদাহজনিত প্রবল জ্বর, প্রচণ্ড প্রলাপ, সমগ্র মস্তিষ্ক বিশেষতঃ ললাট দেশের নিকট অত্যন্ত জ্বালা করে; মুখমণ্ডল লাল ও স্ফীত; চক্ষু লাল।

শিরোঘূর্ণন,—পাকাশয়ের পীড়া বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যবশতঃ হয়। অর্দ্ধশায়িতাবস্থা হইতে উঠিবার সময় বা হেঁট হইলে মাথা ঘুরে। গা বমি বমি করে; গলায় জল উঠে ও বমি হয়, মেঘাচ্ছন্নবৎ দৃষ্টি, সংজ্ঞাহীন হয়, মাতালের মত হয়, মাথার ভিতর বোঁ বোঁ করে।

দন্তোদ্ভেদকালীন আক্ষেপ;—উত্তাপ ও মাংসপেশীর প্রকম্পন, হস্ত সজোরে মুষ্টিবদ্ধ করে, রাগান্বিত হয় ও চীৎকার করে ও অত্যন্ত জ্বর।

ডাক্তার বার্জ্জেস্ ম্যাড্লি বলেন যে স্নায়বিক পীড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণে একোনাইটের অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা; হেণ্ডার্সন্ ও [illegible] বাতজনিত শিরঃপীড়ায় ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছেন। ট্রোযার্ক ও তোপেল বাতজনিত শিরঃপীড়ায় ইহা ব্যবহার করিতে, [illegible] বাতিক ও স্নায়বিক উভয় প্রকার শিরঃপীড়াতেই ব্যবহার করিতে বলেন।

প্রবল শিরঃপীড়ায় রোগী সংজ্ঞাশূন্যবৎ পড়িয়া থাকে, বমি, কফ বা কাট বমি হয়, নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে মনে করে, সামান্য শব্দ বা নড়ন চড়ন অসহ্য বোধ হয়, মুখমণ্ডল মলিন এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও সবিচ্ছেদ। আধকপালিতে বাম চক্ষুর উপর অত্যন্ত ব্যথা, গা বমি বমি করে ও বমি হয়।

কোমা ও সন্ন্যাস রোগ যদি শিরায় রক্তাধিক্য বা স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যবশতঃ হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, ঠোঁট কাল। জ্বরকালে মুখমণ্ডল স্ফীত, লাল ও উত্তপ্ত।—এক কপোল লাল এবং অপরটী মলিন কিম্বা উভয় কপোলেই মলিন। মুখের আধ খান মলিন; উঠিলেই লাল মুখ মৃতবৎ মলিন হয় (ভেরে)। কপালে, ওষ্ঠদেশে এবং যে দিকে ফিরিয়া শুইয়া থাকে, সেই দিকের কপোলে ঘর্ম্ম হয়।—মুখের মাংসপেশী সমূহের বিকৃতিভঙ্গী। কপোলদেশ সুড় সুড় করে এবং ফুলিয়াছে এইরূপ অনুভব করে। ম্যালার অস্থিতে ক্ষতবৎ ব্যথা।—মুখমণ্ডলের পার্শ্বে ব্যথা, তৎসঙ্গে নিম্নের চোয়ালের স্ফীতি।—মুখমণ্ডলের পার্শ্বে ব্যথা, ঠোঁট কাল ও শুষ্ক। নীচের চোয়াল জ্বালা করে, সুড় সুড় করে, ছুরিকাবিদ্ধবৎ ব্যথা করে। শুইয়া থাকিলে মুখ লাল হয় (ভেরে)।—মুখমণ্ডল গোলাকার লালবর্ণ দাগ সমূহ। মুখমণ্ডলের আক্ষেপ, চোয়াল ধরিয়া যায়। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ব্যথায় ইহার প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ।

ইহার বাহ্য প্রয়োগ ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারা ৮।৯ বৎসর স্থায়ী মুখের স্নায়ুশূল ব্যথা ৮।১০ দিনে আরোগ্য হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তরুণ স্নায়ুশূল ব্যথায় ইহার বাহ্য প্রয়োগ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ অপেক্ষা ভাল।

(ক্রমশঃ)

প্র্যাক্টিস্ অফ্ মেডিসিন্।

তরুণ সর্দ্দি।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নেট্রম্ কার্ব্ব—সর্দ্দি চলিয়া যায়, আবার হয়, চক্ষু জ্বালা করে, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে। একদিন অন্তর সর্দ্দি। অনবরত সর্দ্দি ও কাশি; সর্ব্ব শরীরে শৈত্যানুভূতি, হস্ততল ও কপোল দ্বয় শীতল, স্বরভঙ্গ তৃষ্ণাহীন। কথা কহিবার সময় নাকবন্ধ; এক নাসারন্ধ্র দিয়া শক্ত দুর্গন্ধময় চাপ নির্গত হয়।

নেট্রম্ মিউরিয়েটিকম্—অত্যন্ত স্রাবকারী সর্দ্দি, একদিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে, তৎপরে নাকবন্ধ হয়, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়। ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায় জলীয় স্রাব হয়। অত্যন্ত হাঁচি হয়। স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়।

নেট্রম্ ফস্—নাসিকা ও গলদেশে এককালীন সর্দ্দি। পুরু, পীতবর্ণ, দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

নেট্রম্ সলফ্—নাকে সর্দ্দি, পুরু পীতবর্ণ স্রাব হয় এবং লবণাক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। সর্দ্দিতে নাকবন্ধ হয়।

নিকোলম্—অত্যন্ত হাঁচি; নাক বন্ধ। নাসাগ্রে লাল ও স্ফীত হয়।

নাইট্রিক এসিড্—নাসারন্ধ্র মধ্যে ক্ষতানুভূতি; সর্দ্দির সহিত শুষ্ক কাশি ও শিরঃপীড়া। মুখে জল উঠে।

নক্সভমিকা—শুষ্ক শীতল বায়ু সেবনে বা ঠাণ্ডা স্থানে বা ঠাণ্ডা প্রস্তরের উপর বসিয়া থাকিবার দরুণ যদি সর্দ্দি হয়। একবার উত্তাপ একবার শৈত্য। শুষ্ক সর্দ্দি, অত্যন্ত হাঁচি, নাকবন্ধ; ইউষ্টেসিন টিউবের কণ্ডুয়ন, অনবরত ঢোঁক

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

গিলিতে হয় এবং রাত্রে জাগিয়া থাকিতে হয়। সর্দ্দিজ্বর হইয়া অত্যন্ত মাথা ধরে, মাথার সম্মুখভাগ ধরে। দিবাভাগে সর্দ্দির স্রাব প্রচুর হয়, রাত্রে শুষ্ক থাকে। নাসারন্ধ্রদ্বয় একবার করিয়া বন্ধ হয়, একবার করিয়া খুলিয়া যায়। মাথার স্পর্শ সহ্য হয় না, কিন্তু আচ্ছাদিত করিলে উপশম হয়। স্নিগ্ধ বায়ুতে যতক্ষণ থাকে, সর্দ্দি কম বোধ হয়, গরম ঘরে থাকিলে বৃদ্ধি হয়।

ওলিয়ম এনিমেলি—জলীয় স্রাব, নাক হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে; বহির্বায়ুতে বৃদ্ধি।

অসমিয়ম্—সর্দ্দিতে নাসিকা মধ্যে পূর্ণভাব। নাসিকা ও শ্বাসযন্ত্র মধ্যে বায়ু অসহ্য হয়। নাসার পশ্চাদংশ হইতে গয়েরের টুকরা বাহির হয়।

ফাইটোলেকা—সর্দ্দি, এক নাসারন্ধ্র ও নাসার পশ্চাদ্ভাগ দিয়া শ্লেষ্মা প্রবাহিত হয়। নাসিকা ও চক্ষে সর্দ্দি হইবে এইরূপ অনুভূতি।

প্লাটিনা—শুষ্ক সর্দ্দি কেবল এক নাসারন্ধ্রে হয়।

প্লম্বম্ এসেটিকম্—প্রচুর সর্দ্দি। জলীয় শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

পলসেটিলা—সর্দ্দির পূর্ণাবস্থায়, যখন পুরু, পীতাভ, বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ স্রাব হয়, জ্বালা করে না; স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

শিশুরোগ নির্ণয়।

—:০:—

শিশুরা তাহাদের মনোভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। তাহাদের পীড়াকালীন শারীরিক অবস্থা সমূহ চিকিৎসককেই বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহাদের রোগ নির্ণয় করিতে হইলে আকৃতি, প্রকৃতি, অঙ্গভঙ্গী, উত্তাপ, শ্বাসপ্রশ্বাস, মলমূত্র প্রভৃতি মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে হইবে।

তাপ পরীক্ষা—সাধারণতঃ শিশুদিগের উত্তাপ এক ডিগ্রী অধিক অর্থাৎ ৯৯.৪°। যদি দেখা যায় উত্তাপ ১০২°র উপর বা ৯৭°র নীচে হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে শিশুর পীড়া হইয়াছে।

১০২° বা ১০৩° উত্তাপে অল্প জ্বর মনে করিতে হইবে।

১০৫° উত্তাপে গুরুতর পীড়া।

১০৬° বা ১০৭° উত্তাপে বিপদ।

১০৯° বা ১১০° উত্তাপে মারাত্মক।

কণ্ঠজ্বর, অবিরাম জ্বর, ফুসফুসের প্রদাহ বাতজ্বর, যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি রোগে যদি ক্রমে ক্রমে উত্তাপ কমিয়া আসে, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়, তাহা হইলে ভাল।

সাধারণতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে উত্তাপ কমিয়া আসে।

উত্তাপ ১° ডিগ্রি বৃদ্ধি হইলে নাড়ীর সংখ্যা দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ ফুসফুসের প্রদাহ ও সান্নিপাতিক জ্বরে, উত্তাপ অধিক হয় (১০৪° বা অধিক)। সান্নিপাতিক জ্বরে প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে সন্ধ্যার পর উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। প্রথম সপ্তাহে উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া খারাপ চিহ্ন। পালা জ্বরে প্রায় কম্প হয়, কিন্তু দুই বৎসরের ছোট শিশুদের প্রায় কম্প হয় না। মুখ, ঠোঁট ও নখের নীচে কাল হইলে কম্পের অবস্থা বুঝিতে হইবে।

শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা—শিশু জন্মের পর হইতে দুই বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাসের কোন নিয়ম থাকে না। শিশু যত ছোট হয়, শ্বাস প্রশ্বাস উদরে হয়; নিদ্রার সময় স্থিরভাবে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস মিনিটে ৩০ বার হয়। আক্রান্ত হইলে চঞ্চল হয়। শিশুদের শ্বাসপ্রশ্বাস মিনিটে ৩৫ বার; যদি কোন উত্তেজনা হয়, মিনিটে ৮০ বার হইতে পারে। শিশুদের বায়ুকোষ (air cells) ভাল করিয়া বিকশিত হয় না, সুতরাং বায়ু অধিক প্রবেশ করে না, সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্ব্বল।

যদি ক্রুপ (croup) কাশি হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কাক ডাকিবার মত (crowing) শব্দ হয়।

যদি লেরিংসের প্রদাহজনিত কাশি হয় তাহা হইলে ঘণ্টা বাদ্যবৎ শব্দ হয়।

যদি আক্ষেপযুক্ত কাশি হয় ও যদি গলার ভিতর প্রদাহ থাকে, তাহা হইলে স্বরভঙ্গ হয়।

যদি নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস হয়, প্রথমে শুষ্ক কাশি থাকে, হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস গ্রহণ করে, শ্বাস প্রশ্বাস মিনিটে ৬০ হইতে ৮০ বার হয়, নাসাপ্রাচীর উঁচু নীচু হয়, গয়ের ফেলিতে পারে না, শ্বাসরোধ হয়।

যদি প্লুরিসি হয় ও ব্যথা অধিক হয়, তাহা হইলে আক্ষেপ হইয়া শ্বাসবদ্ধ হয়।

যদি পেরিটোনাইটিস্ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস অসমান ক্ষুদ্র হয়, শিহরিয়া উঠে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়।

যদি মস্তিষ্কের কোন রোগ হয়, তাহা হইলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী বয় স্কাউট।—যাহাদের বয়স ১৮ বৎসরের কম, তাহারা অভিভাবকের অনুমতি লইয়া বয় স্কাউট দলভুক্ত হইতে পারে। প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ ৫টা ও প্রতি রবিবার প্রাতে ৮টা ও অপরাহ্ণ ৫টায় তাহারা ২৩।১৪ লোয়ার সার্কুলার রোডে মিলিত হইয়া কাওয়াজ, সঙ্কেত প্রদর্শন, আহতের সেবা ও সন্তরণ শিক্ষা করে। কলিকাতায় উত্তরাঞ্চলের বয়

স্কাউটদের সুবিধার জন্য মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সার্কুলার রোডস্থ বাগানে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যাহারা স্কাউট দলভুক্ত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদের ৪৬ নং বিডন ষ্ট্রীটে ডাক্তার এস, কে, মল্লিকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। প্রত্যেক স্কুলের সংশ্রবে যদি স্কাউট দল গঠন করিলে ছাত্রদের মঙ্গল হইতে পারে।

ভারত রত্নের ভাণ্ডার।—ভারত রত্ন-ভাণ্ডার, কিন্তু আমরা তাহাকে চিনিলাম না। সাকচির লোহার কারখানার কর্ম্মাধ্যক্ষ স্যার দোরাবজী তাতা বলিয়াছেন, সাকচিতে যে খনিজ লোহা পাওয়া যায়, তাহার মূল্য টন প্রতি ১॥, কিন্তু ইংলণ্ডে ঐ প্রকার লোহার মূল্য ১৫ টাকা। সাকচির খনিজ লোহ ইংলণ্ডের খনিজ লোহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইংলণ্ডের খনিজ লোহায় যদি ৫ ভাগ ধাতু পাওয়া যায়, সাকচির লোহায় ৬ ভাগ ধাতু পাওয়া যাইয়া থাকে। চান্দা ও চুলী হইতে যে খনিজ লোহা সাকচিতে আনা হয়, তাহার মূল্যও টন প্রতি ৫৷৷৵০ আনার বেশী হয় না। খনিজ লোহা সস্তা হওয়াতে তাহা কোম্পানী ১৫ হইতে ২০ টাকার মধ্যে এক পিগ লোহা তৈয়ার করিতেছেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এক টন পিগ লোহা তৈয়ার করিতে ৩৫ হইতে ৪০ টাকা খরচ হয়। অত্র কোম্পানী এখন প্রতি বৎসর ২,৮০,০০০ টন খনিজ লোহা ব্যবহার করিতেছেন, কারখানা বড় করিলে ৮,২০,০০০ টন খনিজ লোহা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ভারতে যে এমন লোহা ছিল, তাহা কে জানিত?

বঙ্গের চিনি গুড়।—লর্ড কারমাইকেল স্বয়ং দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা বাঙ্গালা দেশে ইক্ষু ও খেজুরের চিনি গুড় অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভের পরেই কৃষি রসায়নবিদ মিঃ আনেট বঙ্গের সর্ব্বত্র গমন করিয়া চিনি গুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব কিনা তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে এমন হাজার হাজার খেজুর গাছ আছে, যাহা কেহ কাটেনা, তিনি প্রত্যেক গাছ কাটিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন।

গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় চিনি গুড় বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ১৯১৩।১৪ সালে ২,১৮,৩০০ একার, ১৯১৪-১৫ সালে ২,৩৭৪০০ একার ১৯১৫-১৬ সালে ২,৩৩,৫০০ একার ভূমিতে আঁকের চাষ হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে ৪৮,৯৬,৫০০ হান্দর আঁকের চিনি গুড় ও ১৯,৪৭,০০০ খেজুরের চিনি গুড় হইয়াছিল, ১৯১৫।১৬ সালে ৫১,৭৬,৬০০ হান্দর আকের ও ১৯,৮৩,৮০০ হান্দর খেজুরের চিনি গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। মিঃ আনেট তালের গুড় সম্বন্ধেও অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি অশিক্ষিত লোক দিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, ভাণ্ডের ভিতরের দিকে পাতলা করিয়া চুণ মাখিয়া দিলে তালের রসে গাঁজা হয় না, উহা হইতে বেশী চিনি হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী সৈন্য।

সেদিন কলেজষ্ট্রীট্ হইয়া টাউন হলে যখন বাঙ্গালী—সৈনিকযুবকগণ দেশের মুখ রক্ষার জন্য, রাজার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া যাত্রা করিল তখন, সে দৃশ্য দেখিয়া আনন্দের সীমা ছিল না। ধন্য, ইহারাই বঙ্গের সুসন্তান—আমাদের জীবনে—আমরা যে এদৃশ্য দেখিব, এমন আশাটা কখন করি নাই। দ্বিতীয় দল অবিলম্বেই গঠিত হইবে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে সেদিন বর্দ্ধমানেও একটা সভা হইয়াছিল, বর্দ্ধমান কি মুখ রক্ষা করিবে না? ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দলের জন্য বহু যুবক অগ্রসর। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এতকাল যে সুবিধা দিতে ইতঃস্ততঃ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সুবিধা দিয়া বঙ্গের আপামর সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

Agricultural Notes.

(সার সংগ্রহ)

খেজুর চিনি।

(২)

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, গুড় অনেকটা জ্বাল করা যাইতে পারে। এক্ষণে মৃৎপাত্রে রস জ্বাল দেওয়া হয়। পাত্রগুলি প্রত্যহ ধৌত করা হয় না—পাত্রে পোড়া গুড় জমিয়া থাকে। তাই গুড় পরিষ্কার হয় না—কৃষ্ণবর্ণ হয়। ১৮৯২-৯৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু যশোহরে গুড় প্রস্তুতের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মৃৎপাত্রের পরিবর্ত্তে লৌহ কটাহ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছিলেন—গুড় ভাল হয়, আর সেই গুড় হইতে সেণ্টিফিউগাল কলে চিনি শাদা হয়। দেশে লৌহ-কটাহে রস জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল গুড় প্রস্তুত করা যাইবে। আর এক কথা—গুড় জ্বাল দিবার সময় রস ছাঁকিয়া লওয়া প্রয়োজন; নহিলে গুড় পরিষ্কার হয় না।

বাওয়ায় পাটা শেওলা দিয়া গুড় সাফ করা হইয়া থাকে। ইহাতে অর্থব্যয় অতি সামান্য বটে, কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। সেণ্ট্রিফিউগাল কল ব্যবহার করিলে গুড় হইতে অতি শীঘ্র চিনি প্রস্তুত

হয়; তাহাতে টাকা বহুবার ঘুরিয়া আসাতে লাভ হয়। ভূপাল বাবু বলেন, ভাল গুড় লইয়া সেণ্ট্রিফিউগাল কলে অতি উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে, এই কল ব্যবহৃত হইলে চাষীরা উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুত করিবে।

রস ধরিবার প্রথারও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভাঁড়ের বদলে ঢাকনিওয়ালা ধাতু-পাত্র ব্যবহার করিতে না পারিলে পাত্র সাফ করিবার ব্যবস্থা হইবে না। এনামেলকরা পাত্রে রস ধরিয়া দেখা গিয়াছে, ভাঁড়ে ধরা রস অপেক্ষা সে রস ভাল। ইহার কারণ এই ভাঁড় সাফ করা হয় না—তাই ভাঁড়ে ধরা রসও খারাপ হয়।

রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, গুড় ভাঁড়ে না পুরিয়া পিপায় বা ক্যানেস্তারায় পুরিলে সুবিধা হয়। নাগরী ভাঙ্গিয়া গুড় লইয়া কলে দিতে হয়। সময় সময় নাগরির খাপ্‌রা গুড়ের সঙ্গে কলে পড়ে। তাহাতে কলের ফিল্‌টার ব্যাগের কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। আবার গরুর গাড়ীতে আনিবার সময় নাগরি ভাঙ্গিয়া গুড় নষ্ট হয়। পিপা বা ক্যানেস্তারা ব্যবহার করিলে সে ভয় থাকে না।

রিপোর্টে দেখা যায়, সেণ্ট্রিফিউগাল কল বসাইয়া রস কিনিয়া চিনি প্রস্তুত করিলে যথেষ্ট লাভ হয়। ইহার জন্য বড় বড় কারখানা সংস্থাপিত করিলে যে লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

একটি কথা জানা প্রয়োজন। রিপোর্টে যে কলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বসাইতে বা চালাইতে প্রথমত কিরূপ ব্যয় পড়িবে? আমাদের বোধ হয়, চাষী দিগের পক্ষে এরূপ কল সংস্থাপন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং যদি বড় বড় আড়তে কেহ কল সংস্থাপন করেন, তবেই ফল হইতে পারে। ইহাতেও কিছু অসুবিধা যে নাই, এমন নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিনির ব্যবসায়ে অসুবিধা বুঝিয়া অনেকে খেজুর-বাগান কাটিয়া মাঠাল জমি করিয়া চাষ করিতেছে। কোন্ আশায় তাহারা আবার খেজুর-বাগান করিবে? খেজুরগাছ বড় হইয়া রস দিবার উপযোগী হইতে সময় লাগে। যত দিন নূতন গাছ বড় হইয়া রস দিবার মত না হয়, তত দিন রসের পরিমাণ অধিক হইবে না—কলে যথেষ্ট কাজ হইবে না—আবার রস না বাড়িলে লোক বাগানও বাড়াইবে না।

যাহা হউক, সরকার যদি আমদানী চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে খেজুর-চিনির ব্যবসায়ে নূতন জীবন-সঞ্চারের উপায় করেন, তবে লোকের উৎসাহ হইবে, অনেক লোকের অন্নের উপায় হইবে। এ বিষয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রবর্ত্তক শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে অবগত নহেন, কেবল ব্যবসা বজায় রাখিবার ও কারখানাওয়ালাদের উৎসাহ দিবার জন্য তিনি অনেক দিন লোক-সান দিয়াও একটা কারখানা চালাইয়া-ছিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং নানাতথ্য সংগ্রহ করিয়া ও চৌগাছার শ্রীযুত দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে সকল 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশ করেন ও সেই সম্বন্ধে নানাপ্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন যদি সরকার চেষ্টা করি-তেন, তবে বোধ হয় এই ব্যবসার পুনরুদ্ধার সহজসাধ্য হইত, এখন সে কাজ আর সহজ সাধ্য নহে।

সরকার যদি রিপোর্ট বাহির করিয়াই নিশ্চিন্ত না হন, পরন্তু যাহাতে বঙ্গে খেজুর চিনির ব্যবসা রক্ষা পায়, তাহার উপায় করেন, তবে বঙ্গবাসীর মহদুপকার সাধিত হইবে—শত শত নিরন্ন বাঙ্গালীর অন্নের উপায় হইবে। বঙ্গের পল্লীতে আবার বহুলোকের অবস্থার উন্নতি হইবে। আমরা আশা করি, সরকার বাহাদুর সে বিষয়ে অবহিত হইবেন; আর সহিত প্রতি বিদেশাগত সরকারী সাহায্যে পুষ্ট চিনির প্রতিযোগিতার অবশ্য উপায় করিবেন।

Editor's Note-Book.
সম্পাদকের পকেট-বুক।

—:০:—

কানেডিয়ান কৃষকগণের শতকরা ৮০ জনের নিজস্ব ভূসম্পত্তি আছে, কৃষি দ্বারা ইহাদের অতুল সুখ ও সৌভাগ্য।

জগতের সমস্ত জাতি অপেক্ষা গ্রেট ব্রিটেনই অধিক মাখনখোর, গড়ে প্রত্যেকে প্রায় ১৩ পাউণ্ড মাখন ভক্ষণ করিয়া থাকে, জর্ম্মানী গড়ে ৮ পাউণ্ড, ফরাসি ৪ পাউণ্ড এবং রুসিয়া গড়ে ২ পাউণ্ড মাত্র।

সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, জগতের প্রত্যেক এক লক্ষ লোক সংখ্যার মধ্যে ৩৪ জন অন্ধ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে রাস্তায় কাগজ ফেলা আইন বিরুদ্ধ। এইরূপ ছেঁড়া কাগজ রাস্তায় ফেলিলে নাকি রাজারও পরিত্রাণ নাই। একটা গল্প শুনুন।

একদিন প্রত্যুষে আমাদের স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ম্যারিয়েন বাড নামক স্থানের উদ্যান পার্শ্বে রাস্তার ধারে একখানি আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রভাত সমীরণ সেবন করিতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখে রাস্তার উপর কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ পড়িয়াছিল। সহসা

একজন পুলিসকর্ম্মচারী আসিয়া রাজাকে একটু অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, আপনি কি এই কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন? এডোয়ার্ড বিনয় নম্রতার সহিত বলিলেন "না আমি ফেলি নাই"

রাজকর্ম্মচারী একটু বিরক্তভাবে বলিল, "ফেলি নাই বলাটা আপনার সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহা কুড়াইয়া লইব না আপনাকে বলিতেছি" এই বলিয়া পুলিসকর্ম্মচারী সদর্পে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। কর্ম্মচারী বুঝিতে পারে নাই যে, সে কাহার সঙ্গে, কাহার সম্মুখে কথা কহিতেছিল।

আর একবার আমাদের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ, তখন তিনি প্যারিস নগরের এক উদ্যানের সম্মুখে বসিয়া বায়ু সেবন করিতে ছিলেন। ঘটনাচক্রে একখানি পত্র পাঠ করিয়া ছিঁড়িয়া রাস্তায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। একজন পুলিশ কর্ম্মচারী দূর হইতে আগাগোড়া সমস্তই দেখিতে ছিল। আসিয়া বলিল, "মহাশয় এই কাগজগুলি আপনি ফেলিয়াছেন, এক্ষণে নিজেই কুড়াইয়া লইয়া ভদ্রতা রক্ষা করুন।"

যুবরাজ একবার পুলিশ কর্ম্মচারীর মুখের দিকে তাকাইয়া সহাস্য বদনে মস্তক নীচু করিয়া কাগজগুলি কুড়াইয়া লইলেন!

পাশ্চাত্য দেশের সম্রাট এবং সাধারণ প্রজার পোষাক পরিচ্ছদে বিশেষ পার্থক্য নাই। কাজেই পুলিসকর্ম্মচারীগণ কে রাজা কে প্রজা চিনিতে পারে না।

ছালপুরু মানুষ।

আফ্রিকার নিগ্রো জাতির ছাল বা চামড়া অতিশয় পুরু, ইংরাজ এবং অন্য দেশের লোক অপেক্ষা দ্বিগুণ মোটা, বিশেষতঃ মস্তক ও পৃষ্ঠের চামড়া অধিক পুরু, ইহাদের দেশের রৌদ্রের তাপ অতি প্রখর, বোধ হয়, সেইজন্য পরমেশ্বর এত ছাল পুরু করিয়া ইহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন।

EASY ENGINEERING.

সহজ গৃহনির্ম্মাণ শিক্ষা।

—:০:—

(১)

ইঞ্জিনিয়ারিং কঠিন বিদ্যা, বলা বাহুল্য আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে লিখিতে অগ্রসর হইতেছি না। তবে সংসারে থাকিতে হইলেই সকল বিষয়ে যেমন একটা মোটামুটী জ্ঞান লাভ করা আধুনিক সাংসারিকের আবশ্যকীয় বিষয়, সেই হিসাবে, আমরা কিছু কিছু সহজ সাধ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ই আলোচনা করিব মাত্র। কারণ, সাধারণ পল্লীগ্রামবাসীর যাহাতে এ বিষয়ে মোটামুটী কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে, সেইটী আমাদের লক্ষ্যস্থল। এই কার্য্যে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিলে অনেকে কনট্রাক্টর বা ঠিকার কার্য্য অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা কম লাভ জনক কার্য্য নহে।

এই কার্য্য শিক্ষায় মাপা জোকা কার্য্যের দক্ষতায় আবশ্যক, গণিত শাস্ত্রেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নচেৎ ইহার অনেক বিষয় বুঝিবার উপায় নাই।

স্থান পরিষ্কার।

যে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ হইবে, সেই স্থানটী আগে বৃক্ষলতা শূন্য করিয়া স্থানটীকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। বট অশ্বত্থ প্রভৃতির মূল অতি গভীর মাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত শিকড় এবং বৃক্ষলতা সম্পূর্ণ রূপে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে, নচেৎ অট্টালিকার ভিত্তি প্রভৃতি ফাটিয়া অট্টালিকা অবিলম্বেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

নির্ব্বাচিত স্থানে কোনরূপ ডোবা বা গর্ত্ত থাকিলে তাহাকে খুঁড়িয়া পুনরায় মাটী দিয়া দুরমুস করিয়া সমতল করিতে হইবে। পুরাতন মাটী বসিয়া যাইয়াও ভিত্তি ফাটিয়া যায়। তজ্জন্যও দুরমুস করাইয়া মাটী বসাইয়া লইতে হয়। পল্লীগ্রামের বহুলোক অট্টালিকা নির্ম্মাণের সময় এই সকল কার্য্য গুলিকে অতি সামান্য এবং নগণ্য মনে করেন, সেইজন্য ২।১০ বৎসরেই দালান ফাটিয়া যায় এবং গৃহস্বামী মনোস্তাপ ভোগ করেন। সমস্ত স্থানটীকে সমতল করিয়া লইয়া তাহার পর বনেদ কাটিতে হয়। এই বনেদ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিশেষ রূপে আলোচিত হইবে। অনেক সময় বাড়ী ভাঙ্গিয়া সেই স্থানেই বাড়ী প্রস্তুত হয়। এমন স্থানেও অগ্রে ভগ্ন গৃহের কাট কাট্‌রা লোহ, কপাট জানালা প্রভৃতি গুলি নিরাপদ একত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুছাইয়া রাখিয়া তাহার পর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্থানটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইলে তাহার পর বনেদের কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। পুরাতন সুরকী ইট্ যথা যোগ্য স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। ground বা জমী যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, ততই কার্য্যের সুবিধা হইয়া থাকে।

ইমারৎ বা ইঁটনির্ম্মিত গৃহ।

১। কোন স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমে সেই স্থানটার দীর্ঘ প্রস্থ মাপিয়া কোন "plan maker" বা নকসা ওয়ালাকে দিয়া সেই স্থানের একটী নক্সা প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়। ভাল নক্সাওয়ালা যতটুকু জমীই হউক তাহার মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে গুছাইয়া গৃহস্থের আবশ্যকীয় কক্ষ গুলি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করিতে পারে যে তাহাতে বাড়ী প্রস্তুত হইলে গৃহস্থ আশ্চর্য্য হইয়া যায়। ইহারা অনর্থক স্থানের অপব্যয় করে না। কলিকাতা সহরে প্রত্যেক বাড়ীরই

এক একটী প্লান বা নক্সা করাইয়া আগে মিউনিসিপাল আফিসে মঞ্জুর করাইয়া লইয়া তবে বাড়ী তুলিতে হয়। সেই জন্য অন্য স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর বাড়ী দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। যাহারা এই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে বলে প্লান মেকার বা Drafts-man বা নক্সা ওয়ালা।

EXCAVATION.

ভিত্তি খনন।

প্লানের মত যেমন যেমন স্থানে দেওয়াল প্রভৃতি হইবে, সেই সকল স্থানে ভিত্তি বা বনিয়াদ খুঁড়িতে হয়। এই ভিত্তি ৫।৬ ফুট্ গভীর করিতে হইবে এবং তাহা যথেষ্ট অর্থাৎ প্রায় ২।৩ ফিট্ প্রশস্ত করিতে হয়। কারণ তাহার মধ্যে চলা ফেরার সুবিধা হইবে। এই সকল উত্তোলিত মাটীকে বনিয়াদের খাদ হইতে যথেষ্ট দূরে রাখিয়া দিতে হইবে, নচেৎ অকস্মাৎ বৃষ্টি হইলে বা লোকজন ঐ মাটীর উপর দিয়া যাতায়াৎ করিলে মাটী গর্ত্তে পড়িয়া বনিয়াদ পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, তখন আবার খুড়িয়া মাটী বাহির করিতে ব্যয় যথেষ্ট হইতে পারে।

এই ভিত্তি খনন করা হইলে একবার মজুর দ্বারা সমস্ত ভিত্তি গুলিকে খুব জোরে দুর্ম্মুস করিয়া ঠিক সমতল করিয়া লইতে হইবে এবং লেভেল দেখিবার যন্ত্র দ্বারা লেবেল পরীক্ষা করিতে হইবে। বনেদ খোঁড়ার পর একবার খুব সাবধানে মনোযোগ দিয়া সমতলত্ব না দেখিলেই ভিত্তি ফাটিয়া যায়, এবং তাহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ হইলে তাহার দেওয়ালও ফাটা অসম্ভব নহে, অনেক স্থানে এই জন্যই দেওয়াল ফাটিয়া যায়।

আগামী বারে Concreat বা বনিয়াদের কথা বলিব। এবারে স্থানাভাব বশতঃ অধিক কিছু বলিতে পারা গেল না।

পূজার বলি।

—(:০:)—

(ক্ষুদ্র গল্প)

পূজার কয়েকদিন পূর্ব্বে এক পল্লীগ্রামে সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে, নিবীড় জঙ্গলের কোনে, বিশাল অট্টালিকার নিম্নতলস্থ গৃহে তখনও অন্ধকারের মৃদুচ্ছায়া পরিস্ফুট, প্রকৃতির গায়ক বন বিহঙ্গেরা নিদ্রাভঙ্গে পাখা ঝাড়িয়া মিষ্ট স্বরে গান ধরিয়াছে, শেফালিকার রাশি, শিথিল দেহে তরুতলে পতিত, স্থলপদ্ম বিরল-পত্র তরুরবক্ষে সুন্দর মুখে হাস্য করিতেছে। এখনও মলিনচন্দ্রমা প্রভাহীন বদনে গগনের একপ্রান্তে অলসবৎ অবস্থিত! ঠিক এই সময়ে পল্লীর এক ক্ষুদ্র কুটীরে এক নীচ জাতীয়া বৃদ্ধা বিধবা গাত্রোত্থান করিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহ ও অঙ্গনাদি পরিষ্কার করিয়া ক্ষুদ্র অর্দ্ধভগ্ন একটী ঘরে একটী ছাগশিশু ছিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া শামল তৃণপূর্ণা সমতলস্থানে বাঁধিয়া দিল, ছাগশিশু আহ্লাদে বৃদ্ধার অঙ্গে অঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল, বৃদ্ধা নিকটে বসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া, শ্যামল কচি পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়া স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দূরে গ্রাম্য জমীদারের বাড়ীতে পূজার বোধন বসিয়াছে, তাহার বাজনার শব্দ বৃদ্ধার কুটীরে আসিয়া পৌছিতে ছিল, সে বাদ্যরবে তাহার স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া হৃদয়ের নিভৃতপ্রান্ত হইতে একটা অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি করিতে ছিল, কৃষ্ণকায় সবল শিশু পুত্র-কন্যাগুলি একদিন এই কুটীরে পূজার আনন্দে কোলাহল করিয়া বেড়াইত, আজ তাহারা থাকিলে; এই ভগ্নকুটীর আলো করিত; স্নেহময় সরলহৃদয় স্বামী, সুখ ও দুঃখে আপ নার জন, তাহার ও স্নেহার্দ্রনয়ন চিরদিনের জন্য মুদিত হইয়াছে। বৃদ্ধা নয়ন মুছিয়া গৃহ কার্য্যে রত হইল।

জমীদার বাড়ীর সাদা চুণকাম করা পূজার দালানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়া ঝাড়ের কলম গুলিতে নানা বর্ণ ফলাইতেছিল, কখনও বা মৃদু বাতাস তাহাদের আন্দোলিত করিয়া শ্রুতিমধুর ঠুন্ ঠুন্ শব্দ উৎপাদন করিতেছিল, দালানে কয়েকটী ভদ্র যুবক ও অর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতেছিল।

যুবক শ্যামাপদ অর্দ্ধ বয়স্ক এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেওয়ানজী মশাই? এবার মহাপ্রসাদের আয়োজনটা একটু বেশী রকম চাই, মানুষ হিসাবে এক খানি করে মাংস হলে চলবে না।"

দেওয়ানজী মিষ্টহাস্যে বলিলেন, প্রায় ২০।২৫ টা ছাগবলি হয়, তবুতো কুলাতে পারি না; লুচি সন্দেশ রেখে লোকে আগে মাংস খায়।"

চাটুয্যে মশায় কপটভাবে হাই তুলিয়া বলিলেন, "আর ব্রাহ্মণের মতি গতি এখন এমনই হ'য়েছে, যে ব্রাহ্মণ পুরাকালে কাঁচকলা ভাতে দিয়া হবিষ্য করিত, এখন তা'রা মুরগী খেয়ে পার করে দিচ্ছে।"

শ্যামাপদ হাসিয়া বলিল, "খুড়ো তখন তো ব্রাহ্মণেরা এমন মটনচপ ফাউলকারী, হাঁসের রোষ্ট রাঁধতে জান্‌তো না, কাজেই কাঁচকলা ছিঁড়ে ভাতে দিয়ে ভাত খেত।"

কুমদ নামে যুবক বলিল, "তখন ব্রাহ্মণের ছিল আত্মত্যাগ, সত্যবাদিতা, চরিত্রবল, ধর্ম্মভাব, কাজেই সমাজে উন্নত স্থানে আসন ছিল, কিন্তু এখন ত্যাগ দূরে যা'ক, লোভ প্রবল, প্রতিবাসীর এক হাত জায়গা থেকে, আর যজমানের পিতলের থাল খানি পর্য্যন্ত নজরে আছে, সত্যবাদিতা যখন দেশেই নাই, তখন আমাদেরই বা থাকবে কেন? কাজেই

গঙ্গাজল হাতে আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিবার সময় অম্লান বদনই থাকে। চরিত্রবলের কথা আর কি বলবো, মদের বোতল একটা অস্পৃশ্য জিনিস, এ মনেই থাকে না, অন্যান্য কথা এ সভাস্থলে বলতে লজ্জা পাই। ধর্ম্ম ভাবের মধ্যে নিজে সব অধর্ম্ম করি, অন্য লোকে সমাজের বিরুদ্ধে যদি একটা সৎ কার্য্যও করে, তবে সেই পুরা'ন আইন ধরে একটু শক্তিসঞ্চয় করে তাকে এক ঘরে করি। ব্রহ্মশাপের তো আর ক্ষমতা নাই, এখন বরং গলাবাজিতে কিছু কাজ হয়। লুকিয়ে ইষ্টার্ণ হোটেলে সব জাত এক হো'য়ে এক টেবিলে খাই, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যদি ভোজন স্থলে শূদ্র আসে, তবে অর্দ্ধভুক্ত খাদ্য পরিত্যাগ করে নিষ্ঠার পরিচয় দিই।"

এ কথায় উপর জবাব ছিল না, কাজেই সকলে বিমনাভাবে চুপ করিয়া রহিল। সত্যচরণ বলিল, "পাঁচীর মা বুড়ীর একটা ছাগল আছে, খেয়ে দেয়ে বেশ নাদুশনুদুশ হয়েছে সেইটা বুড়ী দেয়, খেয়ে মা দশভুজার তৃপ্তি হয়।" ঈশান বলিল, "চেয়ে দেখ্‌বো, কিন্তু বুড়ী কি দেবে? ছাগলটী তার প্রাণ?"

কুমদ বলিল, "আহা অভাগিনী স্বামী পুত্র সব হারিয়ে ঐ একটা জানোয়ারের উপর বাৎসল্য স্নেহ স্থাপন করে রয়েছে, তোমরা সেইটী ফাঁকি দিতে চাও? মা দশভুজার চক্ষে তুমি আমি আর ছাগলছানার কোন প্রভেদ নাই। ধর্ম্মের নামে বৃথা জীবহিংসা! আপনার মনের কুভাবকে বলিদান কর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রতি বৎসরে একটী করে বলিদান দাও, তা'তে বিশ্বমাতা পরিতৃপ্ত হ'বেন, না হ'য়ে একটী অসহায় পশুকে রসনার তৃপ্তিসাধনের জন্য বলি দিলে সর্ব্বমঙ্গলা অসন্তুষ্ট হ'বেন।"

সাধু ঠাকুর নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "কালকের ছোকরা, কলকেতায় থেকে ম্লেচ্ছ ভাব পেয়েছ, তুমি বেদ বেদান্তের কি জান? এস তো বিচার করে দেখি, কত বিদ্যা হয়েছে।" কুমদ হাত যোড় করিয়া বলিল, আমি বেদ বেদান্ত পাখীর মত কণ্ঠস্থ করি নাই যে আপনার সহিত বিচারে জিতবো, শুধু হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে বিবেকের বাণী নিনাদিত হতেছে, সেই শুনে কথা কই।"

সাধু ঠাকুর টিকি নাড়িয়া বলিলেন, "তবে আর কখনও ওসব কথা মুখে এনো না।" ঝগড়ার সূত্রপাত দেখিয়া পাঁচ জনে থামাইয়া দিলেন।

(২)

নবমী পূজার দিনে যখন বলিদানের ২৫টা পাঁঠার স্থলে ২৪টা মাত্র দেখা গেল, তখন বাড়ী আশপাশ ও জঙ্গল খুঁজিয়াও একটী হারাণ ছাগশিশুর সন্ধান হইল না। তখন জমিদার বাবু বিমর্ষমুখে বলিলেন, কি হ'বে? সেটা তো আর পাওয়া যা'বে না, এখন কলকেতা থেকে কিনে আনাবারও সময় নাই। আমাদের যোড়া পশু দিতে নাই, হয় ২৩ নয় ২৫, কিন্তু তা ২৩টায় কম হ'বে, তা তোমরা পাড়ায় আর একটা ছানার সন্ধান কর।"

সত্যচরণ বলিল, "উচ্ছিষ্ট ভাত খাওয়া ছাগে বলিদান হয় না, আমি জানি, পাঁচীর মার একটা ছাগলছানা আছে, সেইটা হ'লে ঠিক হয়।" জমিদার বলিলেন, "উচিত মূল্য দিয়ে বুড়ীর কাছ থেকে নিয়ে এস।"

* * * *

পাঁচীর মা একটা পানা পুকুরের ধারে বসিয়া বাসন মাজিতেছে, পুষ্করিণীর ২।১টী মৎস্য উচ্ছিষ্ট খাইবার লোভে পানা ঠেলিয়া মুখ বাড়াইতেছে, পাড়স্থ নিবিড় তরুরাজি হইতে মাছরাঙ্গা পাখী তাহা দেখিতেছে, এবং ফুলে ফুলে বলাকাকুল সাগ্রহে তাহা লক্ষ্য করিতেছে।

জমীদারের কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "পাঁচীর মা! তোর সঙ্গে একটা কথা আছে, আমাদের বলির একটা ছাগল হারিয়েছে, এখনি এক ঘণ্টার মধ্যে একটা চাই, তোর ঐ ছাগলটা আমাদের দে, ১৷০ কি ১৷৷০ টাকা দাম এখনি দিয়ে যাচ্ছি।" বৃদ্ধা প্রমাদ গণিয়া বলিল, দোহাই বাবু মাপ কর, আমি ছেলের মতন করে পালন করেছি, আমি দিতে পারবো না।"

নারান বলিল, "তোর ছাগল মা'র ভোগে লাগবে, ওর জন্ম সার্থক, আর তোরও জন্ম সার্থক, ওর আর পশু জন্ম হ'বে না, দে!

"পাঁচীর মা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বাবু আপনি যদি ওকে ঘাস খাইয়ে হাতে করে মানুষ করতে, তাহলে বুঝতে; আমায় আপনি মাপ কর বাবু!"

অদূরে ছাগশিশুর অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল, যেন যমরাজার সবল বাহু তাহার দুর্ব্বল বক্ষ হইতে ছাগ শিশুকে ছিনাইয়া লইতে চাহিতেছে, সে বাসন রাখিয়া পশুকে ঘরে তুলিতে গেল।

গিয়া দেখে, বলবান কৃষ্ণকায় দরওয়ান তাহার রজ্জু আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইতেছে, পশু বুড়ীকে দেখিয়া তাহার করুণ নেত্র মেলিয়া অব্যক্ত শব্দে যেন তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল; মার্জ্জার শিশুও জানে, যে তাহার মাতা বলবান,সেও নিপীড়িত হইয়া মাতার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করে। বৃদ্ধার ক্ষমতা বা কি, সে কর্ম্মচারীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবু গো! গরীবের জিনিসটী ছেড়ে দাও বাবু, আমায় দয়া কর।"

কর্ম্মকারী তাহার কাছে ঝনাৎ করিয়া ১৷০ সিকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "চল্‌রে নিয়ে চল। বুড়ীর সঙ্গে মিছে বকে ফল নাই।"

তাহার পর ছাগশিশুর গমনে অনিচ্ছা ও বৃদ্ধার গাত্রে মুখ লুকান, বৃদ্ধার কাকুতি ও রোদন, এবং পাষণ্ডগণের উপেক্ষা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম, যখন তাহারা পশুসহ চলিয়া গেল, তখন সেই শূন্য ময়দান, শূন্য খুঁটী-দণ্ড দেখিয়া মুহূর্ত্তেকে বৃদ্ধার মনে পড়িল, যেন দালানে দশভূজা মূর্ত্তি জলজল করিতেছে, যূপকাষ্ঠে এক অসহায় ছাগশিশু, তাহার কি করুণ দৃষ্টি, অসহায়ের কি অন্তরস্পর্শী আকুল চীৎকার! চতুর্দ্দিকে যেন পিশাচের দল বধির-বৎ দণ্ডায়মান, একটী পলক অতীত হইল, গম্ভীরবাদ্য অসহায়ের নিরপরাধের মরণ ঘোষণা করিল, মুহূর্ত্তে ছিন্নমুণ্ড ধরাতলে পতিত, রক্তের স্রোত বহিতেছে, বৃদ্ধার অন্তর ধড়ফড় করিয়া উঠিল. "মা দয়াময়ী! ফিরে দে মা!" বলিতে বলিতে জমীদারের বাড়ীর অভিমুখে ছুটিল।

(৩)

জমীদারবাবু দীর্ঘাকার, স্থূলকায়, গৌরবর্ণ পুরুষ, গোলাপী বেণারসী পরিধান ও বেণা-রসীর উড়ানী বক্ষে বাঁধা, হাতের অঙ্গুলীতে ৫।৭টী হীরার অঙ্গুরী ঝকঝক করিতেছে, পাঁচীর মা আসিয়া তাহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল "বাবু তুমি গরীবের মা বাপ, আমার ছানাটী দয়া করে ফিরে দাও।" বাবু পার্শ্বচরের কাছে ব্যাপার কি জানিয়া বলি-লেন, "এখন ফিরে দেওয়া অসম্ভব, পূজার আধ ঘণ্টা মাত্র দেরী আছে, তুই বরং আর একটা টাকা নিয়ে যা।"

পাঁচীর মার এক কথা, অনর্গল অশ্রুজলের সহিত এক প্রার্থনা, "ফিরে দাও, বাবু ফিরে দাও!" বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ! বুড়ী বড় জ্বালাতন করলে, একে তাড়িয়ে দাও!" আজ্ঞামাত্র ২।৩ জন লোক অগ্রসর হইল, অগত্যা পাঁচীর মা সদরদ্বারের দিকে চলিল, কিন্তু তাহার স্নেহপালিতকে যমের মুখে রাখিয়া যাইতেও পারে না, সদর দিয়া বাহির হইয়া খিড়কী দিয়া অন্দরে গেল।

স্থূলকায়া পরমাসুন্দরী, নানালঙ্কার ভূষিতা গৃহিণী নিমন্ত্রিতাগণের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত ছিলেন, পাঁচীর মা আসিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিয়া পড়িল, তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "এখন তো আর উপায় নাই বাছা; সময় থাকতে হ'লে না হয় আর একটা কিনে নেওয়া হ'ত, তুই মনে দুঃখ করিসনি, পূজার ক'দিন এখানেই প্রসাদ পাস্।"

বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমি খেতে চাই না ঠাকরুণ! আমার ছাগলটী ফিরে দাও, আপনার ছেলেটী মারা গেলে মনে যা লাগবে, আমার ছাগলটীর জনাও ঠিক তাই মনে হচ্ছে।"

বুড়ী অতশত না ভাবিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু গৃহিনী একেবারে তেলে বেগুণে জলিয়া উঠিলেন. "বেরো বুড়ী আমার বাড়ী থেকে, আজ মহা নবমী, আমার একমাত্র ছেলের অকল্যাণ কচ্ছে।" পাঁচীর মা শশব্যস্তে পলাইল, রাস্তায় আসিয়া একবার সেই উন্নত অট্টালিকার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইল, জানালা দিয়া প্রতিমা দেখা যাইতেছিল, সজোরে পূজার বা বলিদানের বাজা বাজিয়া উঠিল, "জয় মা" শব্দে গগণ ও মেদিনী কাঁপাইতে লাগিল, কি রাক্ষসী চীৎকার! যে মানুষ সহৃদয়তার বড়াই করে, সেই কি অসহায়ের প্রতি অত্যাচার করিয়া এমনি আনন্দধ্বনি করিতে পারে, তাহার পাশব চীৎকারে বুঝি অসহায়ের মৃত্যুকালীন আকুল চীৎকার ঢাকিয়া ফেলিতে চায়।

বৃদ্ধা প্রতিমার প্রতি চাহিয়া "মা বিশ্ব-মাতা এর বিচার ক'র মা।" এই কথাটী বলিয়া ছাগশিশুর মূল্য ভূমিতে ফেলিয়া পদ-দলিত করিয়া চলিয়া গেল।

(৪)

আজ বিজয়া দশমী বা বিসর্জ্জন, বেলা ১২ টা বাজিয়াছে, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, জমীদার বাড়ী পূজাবাড়ী হইলেও অনেকটা নিস্তব্ধ, ত্রিতলে গৃহস্বামীর কক্ষে নেটের পরদা ফেলা রহিয়াছে, জমীদারের একমাত্র দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র বিসূচিকা রোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, ডাক্তার আর ভরসা দিতে পারিতেছেন না, পিতার অগাধ বিষয়, অসীম স্নেহ, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, এই ক্ষুদ্র প্রাণকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। কালে তিনি অসহায়া বৃদ্ধার ছাগটিকে যেমন নির্ম্মমভাবে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, আজ যমরাজ তাঁহার প্রাণাধিককেও তেমনই করিয়া গ্রহণ করিতেছে, কোন কাকুতি মিনতি তাহার অন্তর স্পর্শ করি-তেছে না।

জমীদার গৃহিণী মুমূর্ষপুত্রের ললাটে হাত বুলাইতেছেন, রোদনস্ফীত নয়ন দুটী অপলকে সন্তানের মুখপ্রতি চাহিয়া আছে, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কাল এমনি সময়ে সে বুড়ী কেঁদে আমায় এই কথা বলে গিয়েছিল!" কক্ষস্থ সকলেরই নয়নের পাতায় পাতায় জল ভরিয়া আসিল, গৃহস্বামী দু'টী হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "বুড়ী আমায় মাপ কর্, আমার প্রাণের ধনকে একবার আশীর্ব্বাদ কর্।"

যখন সন্ধ্যাকালে পাঁচীর মা গৃহকার্য্য সারিয়া নির্জ্জন দাবায় বসিয়াছিল, সন্ধ্যার আকাশে ২।১ টী তারা ফুটিতেছিল, ঝিল্লীরব সবে মাত্র আরম্ভ হইতেছিল, তখন গ্রামপ্রান্তে নদীতীরস্থ শ্মশানে যে গম্ভীর রোলে হরিধ্বনি উঠিতেছিল, তাহা বৃদ্ধার কর্ণে গতকল্যের বিসর্জ্জনের বাজনার মতই শুনাইতেছিল, সে ধ্বনি শুনিয়া তাহার উজ্জ্বলহীন নয়নযুগল জলে ভরিয়া লোল শীর্ণ গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

সমাপ্ত।

কৌতুক কথা।

—(:০:)—

পল্লীগ্রামের এক নিতান্ত সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ কলিকাতায় চাকুরী কত্তে এসেছিল। হঠাৎ ব্রাহ্মণের এক খানি নূতন গামছা হারাইয়া যায়। ব্রাহ্মণ তজ্জন্ত বড় মনঃক্ষুন্ন। সামান্ত আয় সে কেমন করিয়া আবার এক খানা গামছা কিনিবে, এই ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিল যে, যদি কিছু দিন কামান বন্ধ করা যায়, তা হলে এই ক্ষতিটা পূরণ করা যেতে পারে। তাই হলো। গামছা খানার দাম ছিল।৶০ আনা, মাসেতো ৵০ আনা বাঁচিবে, ৬ মাস নাই কামাইলাম।

ছ মাস ব্রাহ্মণ ক্ষৌরকর্ম্ম করে নাই, মাথায় চুল, দাড়ী, নখ সব দিব্য বড় হয়ে উঠেছে। একদিন সে একটা পক্ক কেশ আবক্ষ লম্বিত দাড়ী চুলওয়ালা ভদ্র লোককে দেখে সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে তাকিয়ে আছে। লোকটী অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন, মশায়! আমার মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছেন, কিছু জিজ্ঞাসার আছে কি? ব্রাহ্মণ বল্লেন মশায়, আপনি শাল দোশালা হারিয়েছেন বোধ হয়। ভদ্রলোক বল্লেন সে কি? কেন বলুন দেখি?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে, আমি একখানা গামছা হারিয়ে আজ ৬ মাস না কামিয়ে পয়সা যোগাচ্ছি, না জানি আপনি কত দামী জিনিসই হারিয়েছেন যে, দাড়ী গজিয়ে বুক ছাড়িয়ে পড়েছে! ওঃ গামছা হারানর যে এত কষ্ট, এবার তাই শিখলেম।

ভদ্রলোক অবাক্! বল্লেন না ঠাকুর, আমি চিরকালই দাড়ী রাখি। তা আপনার গামছার আমি দাম দিচ্ছি, এক খানা গামছা কিনে দাড়ী চুল মুড়িয়ে ফেলগে। সরল ব্রাহ্মণ ধন্ত ধন্ত কর্ত্তে লাগল।

কতকগুলো জ্যাটা ছেলে একদিন হাবড়া ষ্টেশনে এসে গাড়ীতে উঠলো, পরক্ষণেই এক ভয়ানক মোটা ভদ্রলোক সেই কামরায় উঠে প্রায় ৪ জনের জায়গা জোড়া করে বসে পড়লো।

ছোঁড়াদের একজন বল্লে, মহাশয়, আপনার মাংসগুলো যদি ঘাস হতো, তা হলে আপনাকে একটা ঘাসের বোঝা বল্লেও বলা যেতো।

ভদ্রলোক বল্লেন—আমারও মাঝে মাঝে সেটা সন্দেহ হয় বটে, কেননা অনেক গাধা আমাকে দেখে খুব লালসার চোখেই তাকায় দেখছি।

ইউরোপের কোন স্থানের এক রাজা তাঁর রাজপ্রতিনিধিকে বল্লেন, দেখ রাজপ্রতিনিধি, আপনাকে আমার গম্ভীর পেচকের ন্তায় বোধ হয়।

রাজপ্রতিঃ। আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমাকে কেমন দেখায় তা আমি বলতে পারি না কিন্তু এটা জানি, অনেক সময় আমাকে আপনারই প্রতিনিধিত্ব কত্তে হয়।

স্তার আইজাক নিউটনের ভাইপো পাদরীর কাজ কর্ত্তেন। যখন নবদম্পতি বিবাহ বেশে গির্জ্জায় যাইয়া রেজষ্ট্রী হয়ে বিবাহ সার্টিফিকেট নিয়ে পাদরীর ফি দিতে যাইত, তখন পাদরী বলতেন, যাও হতভাগ্য দম্পতিযুগল, তোমাদের পরস্পরের গলায় ফাঁসি পরিয়ে যে অনিষ্ট করে দিলাম, তার জন্ত আর কিছু চাই না। আশ্চর্য্য জগতের নরনারী হাসতে হাসতে এই ফাঁসি পরে চলে যায়।

আদালতে এক বালক আসামীর উকীল বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে জুরিদিকে বলতে লাগলেন আপনারা একবার দেখুন, এই রোরুদ্যমান বালক "দেখলেই আপনাদের দয়া হবে।"

ফরিয়াদীর উকিল তা চেয়েও স্নেহ দেখিয়ে বালককে জিজ্ঞাসা কল্লেন, বলত বাবা, খোকা, কেন কান্দচো?

বালক। আমাকে চিম্‌টি কাটচে— বালকের চাপা কান্না হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে আদালত প্রতিধ্বনিত করে তুল্লে।

বিচারক। আইন ব্যবসায়ী হয়ে অকারণ একজন বালককে কোর্টের সম্মুখে অযথা চিম্‌টি কেটে কাঁদিয়ে জুরীদের হৃদয় অধিকারের চেষ্টা বাস্তবিক নিষ্ঠুরতা।

ফরিয়াদীর উকীল—বিদ্বান বন্ধুর, ও চালাকি কি চলে ভাই, আমরা সব চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, ওবুদ্ধি আমিও জানি।

"Franklin said that rich widows are the second-hand goods that are sell at prime cost." ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন, সেকেনহাও পুরাণ জিনিস কম দরেই বিক্রয় হয়, কিন্তু সেকেণ্ডহাণ্ড ধনী বিধবা খুব উচ্চ মূল্যেই বিকাইয়া থাকে।

The only time a woman does not exaggerate is when she is speaking her own age." মেয়েমানুষ আর সমস্ত বিষয় বাড়িয়ে বলে, কিন্তু নিজের বয়স কখন বাড়িয়ে বলে না।

The tongue of woman is her own sword. and she never lets grow rusty for want of using.

মেয়ে মানুষের জিহ্বা তাহার নিজস্ব তরবারি, কিন্তু সে তরবারিতে অব্যবহারেও কখন মরিচা ধরে না। মুখ ধরিলে আর রক্ষে নাই।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্যই দিতে হইবে।

Editor in Council.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

প্রঃ। ডাক্তার কুঞ্জবিহারি চৌধুরী
এল, সি, এম, এস, গ্রাহক।

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ঈসার মূল ছোট বড় দুই প্রকারের আছে, ইহার মধ্যে কোন প্রকার সর্প বিষের ঔষধ?

উত্তর। ঈষারমূল আমরা এক প্রকারেরই জানি, তাহার পাতা একটু ছোট, পাতা রগড়াইলে এক প্রকার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। ইহা অনন্তমূলের গাছের মত লতানে গাছ; আপনি যে বড় ঈষার মূলের কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা কখনও দেখি নাই, সুতরাং তাহার বিষয় বিশেষ কিছু বলিতে অক্ষম। এই ছোট ঈষার মূল সর্পের মুখে ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাপ ফনা তুলিতে পারে না। ইহার আঘ্রাণে সর্প নতশির হয়।

শ্রীরাইমোহন সেন গুপ্ত। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, অমৃত দধি বা মিষ্ট দধি কেমন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

অমৃত দধি প্রস্তুত প্রণালী।

উত্তর। উৎকৃষ্ট দধি খাঁটী দুগ্ধ ব্যতীত ভাল হয় না। অমৃত দধি প্রস্তুত করিতে হইলে খাঁটী গোদুগ্ধই আবশ্যক।

প্রক্রিয়া—প্রথমে একখানি পরিস্কৃত কড়াইয়ে দুগ্ধ জ্বালে চড়াইয়া যখন দেখিবে, দুগ্ধ প্রায় অর্দ্ধেকের কম মরিয়া আসিয়াছে, তখন চুলা হইতে নামাইয়া লইবে। যতক্ষণ দুগ্ধ জ্বালে চড়ান থাকিবে, ততক্ষণ নাড়িতে থাকিবেন এবং সর পড়িতে বা ধরিয়া যাইতে দিবেন না।

তাহার পর একটী মাটীর পাত্রের ভিতর দিকে দধি উত্তমরূপে লেপন করিয়া উপরোক্ত দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তাহাতে ঢালিয়া কাণা পর্য্যন্ত দুগ্ধ ঢালিয়া দিবেন। তাহার পর অপর একটী পাত্রে জল দিয়া উপরোক্ত দুগ্ধ পরিপূর্ণ মৃত্তিকা পাত্রটী এমন ভাবে তাহার মধ্যে বসাইয়া দিবেন যেন, জলপূর্ণ পাত্রের জল দুগ্ধপূর্ণ পাত্রের গলদেশ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, যেন সেই জল কদাচ দুগ্ধ পাত্রে প্রবেশ না করে। তাহার পর অপর একটী হাড়ির তলদেশে ২ ইঞ্চি পরিমিত একটী ছিদ্র করিয়া উপরোক্ত জলপূর্ণ পাত্রের উপর উবুড় করিয়া ঢাকা দিয়া ময়দার লেপন দ্বারা জোড় মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবেন। অনন্তর পুনরায় উপরোক্ত প্রকারে প্রস্তুত জলপূর্ণ পাত্রটী উনানের আংরা টানিয়া বাহির করিয়া তাহার উপর বসাইয়া রাখিয়া দিলেই ক্রমশঃ দুগ্ধ জমিয়া দধি হইবে।

এই প্রকারে প্রস্তুত দধিকে অমৃত দধি বলে। ইহাকে মিষ্টাস্বাদ বা চিনি পাতা দধি করিতে হইলে যে সময় দুগ্ধ জ্বালে চড়ান থাকে, সেই সময় ১ সের দুগ্ধে এক ছটাক শর্করা দিলেই সুন্দর মিষ্ট দধি প্রস্তুত হইবে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, বাঁধা দধি একখানি কাপড়ে করিয়া তাহাতে দুগ্ধ এলাচচূর্ণ ও চিনি দিয়া মিশাইয়া ছাঁকিতে হয়, চিনি ও দুগ্ধ এরূপ নিয়মে দেওয়া উচিত, যেন অধিক পাতলা বা অধিক মিষ্ট না হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রস্তুত দধিকেও অমৃত দধি বলে। ইহার সহিত কিঞ্চিৎ আম আদার রস মিশাইলে অতি মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট এবং উপাদেয় হইবে।

দধি ভাল না জমিলে কম্বল দ্বারা ঢাকা দিয়া রাখিলে জমিয়া যায়, না জমিলে নাড়া চাড়া করা উচিত নহে। অধিক অম্বল পড়িলেও দধি জমে না। পল্লীবাসীগণের খাঁটী দুগ্ধ কলিকাতার ন্যায় এত দুর্ল্লভ নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটু পরিশ্রম করিয়া কিছু খাইতে জানে না। অথচ বসিয়া মাটী ভাগান ছাড়া পাড়াগাঁয়ে স্ত্রীপুরুষের কাজও থাকে না। মেয়ে পুরুষ কুঁড়ের বাদসা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

নানাকথা।

বাঙ্গালীপ্রবাসীর ছুটির কাজ।

মহামায়ার পূজায় দেশ দেশান্তর হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী ঘরে ফিরিয়া থাকেন, আর বাবু সাজিয়া পোষাক পরিচ্ছদের বাহার ছুটাইয়া পল্লীকে যেন সহরের ন্যায় করিয়া ছুটী কাটাইয়া দেন। এসকল বেশ—তা' ছাড়া একটু কাজ করিলে ভাল হয়, মধ্যে ২।১ দিন গ্রাম্য লোকগুলাকে লইয়া একত্র আমোদ আহ্লাদের ছলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আচার ব্যবহার, কৃষি বাণিজ্যের প্রসঙ্গ তুলিয়া কিছু কিছু উপদেশ দিতে হয়, ইহাতে পরস্পরের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হয়, প্রতিবাসীগণ শিক্ষিত হয়। নিজের গ্রামের উন্নতির জন্য নিজেরা মনোযোগী না হইলে ক্রমে গ্রাম শশ্মানে পরিণত হইতে যায়। সহরে বিদেশে অজস্র পয়সা ব্যয়ে বাবু সাজিয়া বেড়ান অপেক্ষা নিজের গ্রামে দান খয়রাৎ করিলে প্রকৃত খাতির বাড়িবে, দেশের সৎকার্য্য গুলিতে মনোযোগ দিয়া কি করিলে ভাল হয়, সকলে মিলিয়া স্থির এবং কার্য্য করা একটা মস্ত দেশ হিতকর কাজ। এটা একেবারে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এতে বড় বেশী সময় যাইবে না, কিন্তু লাভ যথেষ্ট হইবে।

OPAL প্রস্তরের গুণ।

ওপ্যাল মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ, লোকে অঙ্গুরীতে,রাজা রাজড়া মুকুটে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রস্তর সম্বন্ধে সাংঘাতিক কিম্বদন্তী সমগ্র জগতে প্রচারিত আছে। পাশ্চাত্য ইতিহাসে এই প্রস্তরের বড় বদনাম, যে ইহা ব্যবহার করে,প্রায়ই সে সুখী হয় না।

প্রমান স্যর ওয়াটার স্কট্" অ্যানি অফ্

জিয়ার স্ত্রী (Anne of Geierastten) এর বিবরণে বলিয়াছেন যে ইহা দ্বারা মন্দভাগ্য আনীত হয়। অপরাপর বহুলোকেও এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। খুব মূল্যবান এক খানা ওপেল ভিয়েনার রাজদরবারের আছে। আর একখানি সাম্রাজ্ঞী জোসেফাইনের ছিল। সেই ওপেল খানির নাম ছিল "Burning of troy". স্পেনের রাজা আলফন্‌সোর একখানি ওপেল ছিল, তিনি তাঁহার নবীনা স্ত্রী (Merecedes) বিবাহের দিন উপহার দিয়া ছিলেন, রাণী বিবাহের পরই মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজা রাণীর সমাধির পূর্ব্বেই তাঁহার ভগ্নিনী মেরিয়াডেল পিলারকে উপহার দেন, অতি অল্প দিবসের মধ্যেই তাহার ও মৃত্যু হয়। তাহার পর রাজা তাঁহার শালিকাকে (Princess Christianaকে উপহার প্রদান করেন, দিনকতক ব্যবহারের পরই তাঁহারও তিন মাসের মধ্যেই সেই গতি হয়, এই সকল দুর্ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া রাজা স্বয়ং ব্যবহার করেন এবং অল্প দিবস পরেই তাঁহারও মৃত্যু হয়, তাঁহার বিধবা রাণী তাহার পর একগাছি সোনার চেনে বাঁধিয়া মাড্রিডের Virgin Almundone গলায় ঝুলাইয়া দেন। এদেশে নীলা প্রস্তর সম্বন্ধেও এই প্রবাদ আছে, আমি স্বয়ং জানি জনৈক ভদ্রলোক এই নীলা প্রস্তর যে দিন হইতে রাখিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। নীলা পরিত্যাগ করিয়া তিনি রক্ষা পান। এমন প্রস্তর শুদ্ধ বিলাসিতার জন্য না পরিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু ধনমদে মানুষ যখন অন্ধ এবং বধির হয়, তখন সে কিছুই দেখিতেও পায় না, শুনিতেও চায় না। এখনও অনেক বড় লোক আজ Opal পাইবার জন্য লালায়িত, এমনও আমি দেখি।

কাগজের গুলি।

কাগজের অথবা চর্ব্বির গুলি ধাতু নির্ম্মিত গুলি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক। যদি কাগজের গুলিকে বন্দুকে পুরিয়া নিকটস্থ দ্রব্যে মারা যায়, তাহা হইলে বন্দুকের শিশা অথবা লৌহ গুলি অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। তবে কাগজের গুলি দূরবর্ত্তী স্থানে কার্য্যকারী হয় না। একবার একখানা ১ইঞ্চি কঠিন কাষ্ঠের তক্তা উপর ১ ফুট দূরে বন্দুকের সাধারণ গুলি ছোড়ায় একটি ছিদ্র হইয়া ছিল, কিন্তু তাহার উপর কাগজের গুলি ছোড়ায় তক্তা খানা একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ৬ খানা টীনকে একত্র করিয়া কাগজের গুলি করায় সমস্ত খণ্ড গুলি আহত স্থানে একবারে প্রেকদ্বারা আটিয়া ফেলার মত হইয়াছিল, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে একখানার একটি পরিস্কার ছিদ্র হইয়াছিল মাত্র। নিকটের মারে কাগজের গুলি অধিক—ক্ষমতাশালী।

পৃথিবীর সাউথ আফ্রিকা সঙ্গীত বিক্রয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাজার। এখানে প্রতি বৎসর গড়ে ৩০০০০০০৲ টাকার সঙ্গীতে যন্ত্র বিক্রয় হয়, তাহার মধ্যে প্রায় ১৫০০০০০ টাকায় শুদ্ধ পিয়ানো বিক্রয় হইয়া থাকে। জগতের আর কোনদেশে এত সঙ্গীত যন্ত্র বিক্রয় হয় না।

প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে সময়ে বালিকার চুল যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, সেই সময়ের মধ্যে বালকের চুল বালিকার চুল অপেক্ষা অর্দ্ধেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৬ বৎসরে একটী বালকের চুল ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি বাড়িয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে একটী বালিকা চুল দ্বিগুণের উপর বাড়িয়াছিল। কিন্তু ২১ হইতে ২৮ বৎসরের মধ্যে পুরুষের চুল শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

সুইডেনের নিয়ম, প্রত্যেক শনিবার, এবং বেতন পাইবার দিনে, সমস্ত মদের দোকান বন্ধ থাকে, কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সেভিংব্যাঙ্ক গুলি খোলা থাকে। কোন গবর্ণমেণ্টই টাকা জমাইবার জন্য এরূপ উপায় করেন নাই।

কাগজের দুর্মূল্যতা।

কাগজের প্রতি নিয়তই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, ইতিমধ্যে মূল্য ৩ গুণ হইয়াছে। কি ব্যয় এবং কষ্টে যে সংবাদপত্র চলিতেছে, তাহা যাহারা চালাইতেছেন তাহারাই জানেন। মূল্য বৃদ্ধি করিলে গ্রাহক থাকে না, এদেশের এই অবস্থা। ইহার পর যে কি হইবে বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকার না করিলে বহু মাসিক ও সাপ্তাহিকের হয়ত অকাল মৃত্যু ঘটিতে পারে। বাজারেও কাজ দুর্লভ, তাহার পর ব্যবসায়ীদের এখন পোয়াবার দাঁড়াইয়াছে। জানি না কত দিনে জগতের শান্তি স্থাপিত হইবে। দেশের কাগজীগণ এ সময় যদি দেশী কাগজ করিত, তাহা হইলে তাহাদেরও অবস্থার উন্নতি হইত। হায় হায়! দেশের কাগজীরা কি আর আছে? সব আমরা তাচ্ছল্যে হারাইয়া পর মুখাপেক্ষী হইয়াছি, তবু চৈতন্য হইল কি? একেবারে যে অধঃপাতে গিয়াছি।

শরতের কয়েকটী লাভজনক কাজ।

১। বেণার মূল বা খস্‌খস্ মূল্যবান সামগ্রী ইহা বিলাতে যায়। এই সময় মাঠে প্রচুর বেনার গাছ সংগ্রহ করাইলে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়।

২। শরতে পল্লীগ্রামের পুষ্করিণী তড়াগ ও খাল বিলে প্রচুর শালুক এবং সুন্দি ফুল জন্মে, ফুল ফুটিয়া যাওয়ার পর ঐ সকল গাছে এক প্রকার পদ্ম গাছের ঢেঁড়ির ন্যায় ঢেঁড়ি হয়, তাহা তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

তাহা হইতে বীজ বাহির করিতে হইবে। তাহার নাম ভাঁট, সেই ভাঁট হইতে থৈ হয়, কলিকাতা সহরে তাহার অতিশয় কাটতি, সেই ভাঁট শুষ্ক অবস্থায় কলিকাতায় পাঠাইলে সাদরে মুড়িওয়ালারা ক্রয় করে। বহু স্থান হইতে কলিকাতায় তাহা আমদানীও হইয়া থাকে। পুঁজি পাটা শূন্য অনেক লোকের ইহা দ্বারা কিছু উপার্জ্জন হইতে পারে।

৩। সোলা সংগ্রহের এই সময়, কলিকাতায় এই সোলা সাহেবদের টুপি করিবার জন্য বিক্রয় হইয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে বেকারের উপায়ে ইহা লিখিয়া ছিলাম, পুনরায় এইটা স্মরণ করাইবার সময়।

Home Industries.
গার্হস্থ্য শিল্প।

Brass-Polish
পিতল পালিস।

পিতলের কারুকার্য্য বিশিষ্ট জিনিস ঘোড়ার সাজের পিতলকে পালিস করিবার অনেক নামের পালিস আমদানী হয়। আমাদের দেশেও ইহা আনাইয়া বিক্রয় করা যায়। সেইজন্য আমরা পিতল পালিসের কয়েকটী উৎকৃষ্ট ফরমুলা পাঠকগণকে উপহার দিব, এগুলি আমদিগকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

১ম প্রকার।

Oxalic acid	3 parts
Hot water	40 parts

৩ ভাগ অক্জালিক অ্যাসিড টাকে ৪০ ভাগ গরম জলে গলাইয়া ফেলিয়া তাহাতে ১০০ ভাগ পিউমিস পাউডার (Powdered Pumice Stone) মিশাইয়া তাহাতে—

টারপিন	২ ভাগ।
সফ্ট সোপ্	১২ ভাগ।
চর্ব্বি	১২ ভাগ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া যেমন জুতার কালির কৌটা, সেইরূপ কৌটায় পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় উপযোগী করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় কর, যথেষ্ট লাভ হইবে। ইহা যে কেন এদেশে প্রস্তুত হইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না।

২। তাম্র ও পিত্তল পালিস।

Rotten stone	৩ আঃ।
সাবানের গুঁড়া	১ আঃ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে, Brass Polish Powder একটু ন্যাকড়ার জল স্পর্শ করিয়া পিতলের জিনিসে মাখাইয়া তাহার পর শুষ্ক ন্যাকড়া দ্বারা যতই ঘর্ষণ করিবে, ততই উজ্জ্বল ও হাইপালিস্ হইবে।

৩। গন্ধক ও খড়ির গুঁড়া সম পরিমাণ দিয়া ইহাতে ভিনিগার দিয়া আটার মত করিয়া লইতে হইবে। পিতলের জিনিসে এই পেষ্ট মাখাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে ইহা শুষ্ক হইয়া যাইবে, তাহার পর নরম ন্যাকড়া বা ফ্লানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিলে হাই পালিস হইয়া যাইবে।

Magic Polish for Brass.

সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্	২০ ভাগ।
বাইক্রমেট অফ্ পটাশচূর্ণ	১০ ভাগ।

ইহাতে ওজনে সম পরিমাণ জল মিশাইয়া পিত্তলের জিনিসে মাখাইয়া তাহার পর ধুইয়া ফেলিয়া ন্যাকড়ায় Rotten stone চূর্ণ দিয়া ঘর্ষণ করিলে অতিশয় উজ্জ্বল হইবে। সাবধান, খাঁটী সলফিউরিক আসিডে হাত দিওনা, পুড়িয়া যাইবে। অন্যান্য মেটাল পালিসের কথা "কাজের লোকের" অন্যান্য ভলিউমে ইতিপূর্ব্বে অনেক বাহির হইয়াছে। পাঠকগণকে সে সমস্ত পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ পালিসের বাজারে কাটতি আছে।

সেমাই।
(VERMICELLI.)

—:০:—

সেমাই কাহাকে বলে তাহা অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন। ময়দা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ঝুরি ভাজার ন্যায় ইহার আকৃতি। ইংরাজীতে ইহাকে Vermicelli কহে। দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খাইলে ইহা অত্যন্ত উপাদেয় ও মুখরোচক।

পশ্চিমাঞ্চলে ইহার প্রচলন অত্যন্ত অধিক। এই প্রদেশের শত শত অনাথা বিধবাগণ ইহা প্রস্তুত করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। ইহা উত্তমরূপে করিলে একটি লাভজনক ব্যবসায়। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত কৃতবিদ্য যুবকগণ "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা কিন্তু একবার ভাবেন না যে, এ কার্য্য বাঙ্গালা দেশে করিলে বেশ চলিতে পারে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও যোগ্যতা আছে, যদি তাঁহারা এ কাজটা একটু নূতন প্রণালীতে করেন, তাহা হইলে শুধু বাঙ্গলা দেশ কেন, সুদূর ইংলণ্ডেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বৃথা মানের ভয়ে এ কাজ করিতে কেহই অগ্রসর হন না।

পশ্চিমাঞ্চলের স্ত্রীলোকগণ হস্তদ্বারা সেমাই প্রস্তুত করে। কিন্তু যদি কেহ কাঠের, চিঠি ছাপিবার কলের (Letter Copy Press) এর ন্যায় কল (Press.) প্রস্তুত করেন, যাহার নিম্নস্থিত কাষ্ঠখণ্ড পদযুক্ত গোলাকার বা চতুষ্কোণাকার বারকোসের ন্যায় হইবে এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিবে। এই

বায়কোবাকৃতি পাত্রটিতে ময়দার তাল রাখিয়া কলটি ঘুরাইতে থাকিবে, তাহা হইলে ঐ ছিদ্র হইতে ঝুরি ভাজার ন্যায় কুণ্ডলাকার পদার্থ নির্গত হইবে। এই গুলিকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বার্ণিস টিনের ন্যায় চতুষ্কোণাকার টিনের মধ্যে রাখিয়া রাজঝাল দিয়া ঢাকনি বন্ধ করিবে। (Best Vermicelli) নামাঙ্কিত লেবেল লাগাইয়া বিক্রয় করিলে দেশে ও বিদেশে বেশ বিক্রয় হইতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে C. B কৃত দুই পাউণ্ড ওজনের টিন গুলি ৯৲ ডজন হিসাবে বিক্রয় হইত; এক্ষণে ইহা ১৮৷২০৲ হিসাবে বিলাত হইতে আসিতেছে। দুই পাউণ্ড সেমাই তৈয়ার করিতে চারি আনার অধিক ব্যয় হয় না। এই কারবার যদি কেহ করেন, তাহা হইলে সত্বর ধনবান হইতে পারেন। এই সকল জিনিস অয়েলম্যান ষ্টোরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

শ্রীরাধারমণ সেন

গোরক্ষপুর।

Special for "Businessman".

মহিম বাবুর সংগৃহীত মুষ্টীযোগ।

—:o:—

নালীক্ষতের ঔষধ।

ইহা প্রসিদ্ধ চাঁদসীর ক্ষত যোগের মহৌষধ।

হিঞ্চির শিকড় ছেঁচিয়া নরম কলাপাতার বড় ছোঁদা করিয়া ক্ষত স্থানে দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলে ক্ষতপূর্ণ হইবে।

(পদ্ম) চাঁদসী, সংগ্রাহক

শশীভূষণ দে।

(২)

খারকোল বা ঘেটুফুল, ইহার মূল বাছুর গরুর লাদ ও লোদ কাষ্ঠ এই তিনটী দ্রব্য সম পরিমাণ লইয়া বাটিয়া ক্ষতের উপর দিয়া কুমরিয়া লতার পাতা দিয়া ১২ প্রহর বান্ধিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিয়া দিবে, ইহাতেই ঘা পুরুষ্ট হইয়া শুকাইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা বিস্তৃত ভাবা ঘার নালীতে সারিবে।

(পদ্ম) চাঁদসী—

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. X.

১১শ সংখ্যা। NOVEMBER 1916. নবেম্বর ১৯১৬। No. 11.

পূজার অবকাশের পর আবার আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকা, পাঠক পাঠিকাগণকে এবং আমাদের পৃষ্ঠপোষক বিজ্ঞাপনদাতাগণকে বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন "কাজের লোক" স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হয়। আশা করি, সকলে কুশলে আছেন।

বর্ষ পরে মহামায়ার পূজায় তিনটী দিনের জন্য বঙ্গ যেরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, এবার অতিবৃষ্টির জন্য তাহা হইতে পারে নাই, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বন্যায়, ভয়ঙ্কর ঝটিকায় হাহাকার উঠিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গে ২।৩ বৎসর ভালরূপ শস্য জন্মে নাই, এবারেও আমন ধান্যের ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে—দীন দরিদ্রগণের কুটীরসমূহ পূজার পূর্ব্বেই ঝড়ে ধ্বংশ হইয়াছিল, পূজার সময় অতিবৃষ্টিতে অসংখ্য গ্রাম অজয় এবং দামোদরের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। অজয় তীরস্থ বহু গ্রামের সপ্তমী পূজার পর প্রতিমা ও গৃহ দ্বার ভাসিয়া যাওয়ায় আর অন্য পূজা হইতে পারে নাই।

অনেক লোক দামোদরে বন্যায় নৌকা ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মৃতদেহও ভাসমান দেখা গিয়াছে। এবার মহামায়ার পূজায় আনন্দ কোলাহলের পরিবর্ত্তে হাহাকার উঠিয়াছে।

জলপ্লাবিত স্থান সমূহে আশু সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলে যে আরও লোক ক্ষয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

প্রতিবৎসরই এইরূপ দুর্ঘটনায় বঙ্গের বাসস্থান মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে। তাহার উপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে, প্রতিকারের কোন উল্লেখ-যোগ্য উপায়ই হইতেছে না। জানি না, এদেশের ভবিষ্যৎ আরও কত ভয়ঙ্কর হইবে।

তাই বলিতেছিলাম, পূজায় এবার আনন্দের লেশ মাত্রই হইতে পায় নাই। সহরের বিলাস-স্রোতে ভাষমান ধনাঢ্য ব্যক্তি-গণ অবশ্য দরিদ্রপল্লীবাসীর দুঃখের কণা মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এ দুঃখ দরিদ্র পল্লীবাসীগণ নিজেরাই অনুভব একরে বং নিজেই ভোগ করে মাত্র। জানি না মহামায়ার কি ইচ্ছা, কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা নানা কারণে ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে।

অবশ্য, দৈব বিপত্তির উপর মানবের

হাত নাই, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রাজা এবং প্রজার ঐকান্তিক চেষ্টা হইলে বঙ্গের বিষম শত্রু ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক পীড়ার হাত হইতে এখনও দেশের লোকক্ষয় কতকটা প্রশমিত করা ও যাইতে পারে।

আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি, পল্লীগ্রামবাসী রোড্ সেশ দেয় কিন্তু কদাচিৎ তাহার দেয় অর্থের সাহায্য পাইয়া থাকে। জেলা ও লোকাল বোর্ডের অর্থ মেম্বর এবং চেয়ারম্যানের আয়ত্তাধীন। পল্লীবাসী নিরক্ষর প্রজার সেইঅর্থ যত দিন না তাহাদের গ্রাম্য রাস্তাঘাট এবং জলাশয়ের উদ্দেশ্যে উদারতার সহিত ব্যয়িত হইবে, ততদিন পল্লী স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভবপর নহে—কখনও হইবে না। প্রত্যেক গ্রামের রোড শেষের টাকা গ্রাম্য পঞ্চায়তের হস্তে সমর্পিত হইলে তাহারা নিজেরাই অতি সুন্দরভাবে নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া যখন নিজেদের রাস্তাঘাট, জল নিকাশের এবং জলাশয়ের সংস্কার কার্য্যে ব্যয় করিতে পাইবে, তখন এদেশের স্বাস্থ্য এবং অবস্থার উন্নতি হইবে। যদি আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট আশু এবিষয়ে মনোযোগী না হয়েন, তাহা হইলে বঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইতে বড় অধিক বিলম্ব হইবে না। পল্লীবাসীগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া অতি পাষণ্ডের চক্ষেও জল আসে। তাহাদের দিকে গবর্ণমেণ্টকে অগ্রে তাকাইতে হইবে, কারণ রাজা ভিন্ন তাহাদের পানে আর কে তাকাইবে?

যাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ লোক্যাল বা জেলা বোর্ডের মেম্বর হয়েন, রাজদ্বারে তাহাদের প্রতিপত্তি বশতঃই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, পল্লীর প্রকৃত অবস্থা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর গোচরে আসিতে চায় না। এদেশের কুশিক্ষা বশতঃ শিক্ষিত লোকগণ স্বার্থান্ধ, নিজেদের গ্রামের জন্য সমস্ত রাজস্ব এবং রাজকোষ লাগাইয়া দিতে পারিলেও তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। এমত অবস্থায় অপরাপর পল্লীবাসীর অবস্থা রাজসমীপে পৌছানই স্বভাবতঃ অসম্ভব। কোথাকার কে ভোটের জোরে মেম্বর হইয়া আর ভোটদাতাদের মুখের দিকেও তাকান কর্ত্তব্য মধ্যে মনে করেন না। সুতরাং নিরীহ দীন প্রজার রোডশেষ পব্লিকের টাকায় "নেপোয়" দধি খাইয়া থাকে। এই নেপোর রাহু গ্রাস হইতে পল্লীবাসীকে রক্ষার একটা উপায় গবর্ণমেণ্ট না করিলে পল্লী স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে না। ম্যালেরিয়ার প্রকোপও কমিবেনা। এই ম্যালেরিয়ার প্রশমনকল্পে যে সকল জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে, তাহা আদৌ কার্য্যকারী নহে, কখনও হইবে না। কারণ এই ম্যালেরিয়া প্রশমনের দুইটি উপায়; প্রথম, পল্লীর বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রাস্তা ঘাট দুরস্ত করা। ২য়—পল্লীর দূষিত জলাশয়গুলির সংস্কার করা। তাহা হইলেই পল্লীর সমস্ত রোগ অন্তর্হিত হইবে, লোকের পরিশ্রম করিবার শক্তি সামর্থ্য হইবে, অবস্থার উন্নতি হইবে।

এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে গ্রামের পঞ্চায়েতগণের হস্তে গ্রামের উন্নতির ভারার্পণ করিতে হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই নিজের গ্রামের উন্নতি করিবে। এই উপায়ই শ্রেষ্ঠ উপায়। জানিনা, কবে গবর্ণমেণ্ট এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। অহরহ প্রজাক্ষয়ে পল্লী শ্মশানে পরিণত হইলে—ভবিষ্যতে এজন্য গবর্ণমেণ্টকেও মনস্তাপই ভোগ করিতে হইবে। দেশের এমন অবস্থা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে।

দিবাবসানে।

(১)

সারাদিন আমি করিয়াছি খেলা
ভাবি নাই কিছু, করি নাই কিছু আর।
এখন নিরখি বয়ে গেছে বেলা,
ঘেরেছে আঁধারে ঘোর চারিধার।

(২)

দিন গেছে চলে, সব কাজ বাকি,
সে সব এখন আর সমাধিতে নারি?
ফাঁকি দিয়ে এবে পড়িয়াছি ফাঁকি
নিসম্বলে ফিরে যেতে হবে মোর বাড়ী।

(৩)

কাল চুক্তি করি কাজে এসেছিনু
এবে হয়ে এল মম পরিপূর্ণ কাল।
মিছা কাজে নিত্য নিয়ত ফিরিনু
কভু ভাবিনু না শেষে কি হবে হাল।

(৪)

পথের মাঝেতে নদী ভয়ঙ্করী
একই নাবিক শুধু সেথা তরী বয়
করে না'ত পার বিনা খেয়া কড়ি
নিসম্বলে কর্ণধার বড় নিরদয়

(৫)

বিধির বিধানে চুক্তি অন্ত হলে,
তিল মাত্র কর্ম্মভূমে রহিতে না পারে।
পার হতে হবে নদী পারে এলে
যে কোন রকমে হোক তরণী অভাবে।

(৬)

দুস্তরা সে নদী জীব প্রাণনাশী
সেথা শমন কিঙ্কর নিয়ত বিরাজ করে
পীড়ন ভীষণ করে জীবে আসি
যারা খেয়ার অভাবে নামে পারাবারে।

(৭)

চলিয়াছি পথ বাহি আমি নিসম্বলে
শ্রান্তক্লান্ত অনুতপ্ত ব্যাকুল অন্তরে
ভেসেছি অকুলে নিজ কর্ম্মফলে
পথহারা দিশাহারা ঘোর অন্ধকারে।

(৮)

হে পারের যাত্রী হও সাবধান,
অসার অনিত্যে যেন দিন নাহি যায়।
সার সত্যে মন করি সমর্পণ
সময় থাকিতে কর পারের উপায়।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

Order-Supplying Business.

অর্ডার সাপ্লায়িংএর কাজ।

এখন যেখানেই সভ্যতালোক বিস্তার হইয়াছে, সেই স্থানের লোকই বুঝিতেছে যে, নিজ আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সংসার চালান সহজসাধ্য নহে। ইহার কারণ, ব্যয় বাহুল্য, সময় নষ্ট এবং সুদূর স্থানে যাইয়া নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করার দুরুহতা।

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখন বিবিধ দ্রব্যের আবশ্যকতা নিত্যই বৃদ্ধি হইতেছে। সেই সকল দ্রব্য বহুদূর এমন কি পৃথিবীর অপর পারে জাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এখন ক্ষুদ্র পল্লীতে বসিয়া তেমন জিনিস না পাইলেও চলিতেছে না। এই সকল নানান কারণে এখন নিজের আবশ্যকীয় জিনিস নিজের দ্বারা সংগ্রহ করা যায় না। আরও যেন কাহারও কাহারও সাহায্যের আবশ্যক হয়। জগৎ যখন এই অভাব বুঝিতে আরম্ভ করিল, তখনই সমগ্র জগতে অর্ডার সাপ্লায়ারের সৃষ্টি হইল। ইহাদের কাজ, যাহার যাহা আবশ্যক, ইহারা কিছু পারিশ্রমিক লইয়া মাল সরবরাহ করিতে লাগিল। ইহাতে হইল কি? গৃহস্থ বা ব্যবসায়ীর অনর্থক সময়, অনর্থক যাওয়া আসার ব্যয় হইল না। জিনিসের পড়তা কম পড়িতে লাগিল; দর সুলভ দাঁড়াইল, ক্রেতাগণের সুবিধা হইতে লাগিল। এখন আমাদের প্রথম ব্যবসায় শিক্ষার্থীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, দূর দূরান্তরের ক্রেতাকে কিছু কমিশন বা পারিশ্রমিক পাইয়া মাল সরবরাহ করার কার্য্যের নাম ইংরাজীতে অর্ডার সাপ্লাইং বিজ্‌নেস্ বলে।

বহু ব্যবসায়ী, বহু জমিদার, রাজা, মহারাজার মাল এখন অর্ডার সাপ্লাইং এজেন্সি দ্বারা জগতের সর্ব্বত্র সরবরাহ হইতেছে। এই কার্য্য লাভ জনক, সেই জন্য জগতের সর্ব্বত্রই এই প্রকার এজেন্সী আছে। আমেরিকায়, ইংলণ্ডে বা জাপানে বা সুদুর আফ্রিকায় কোন দ্রব্য কাহারও আবশ্যক হইলে অনায়াসে ভারতের ক্ষুদ্র পল্লী হইতেও তাহা আনাইবার এখন আর কষ্ট নাই। বড় বড় ব্যবসায়ী হইতে সাধারণ ক্রেতাও এখন কিছু বা অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া ঘরে বসিয়া তাহার দ্বারে স্বীয় অভিলষিত দ্রব্য পাইতেছে।

এই অর্ডার সাপ্লাইংএর কার্য্য সামান্য পল্লীগ্রাম বা সহরে উভয় স্থলেই চালান যায়। যাহা পল্লীতে জন্মে, তাহা সহরের লোকের যেমন আবশ্যক, যাহা সহরে উৎপন্ন, তাহা তেমনি পল্লীগ্রামের লোকেরও আবশ্যক। সুতরাং উভয় স্থলেই সরবরাহকারীর আবশ্যকতা আছে। সুতরাং এ কার্য্য সকল স্থলেই চালান যায়।

নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য, ছাপার কাজ, পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহ নির্ম্মাণের মাল মসলা, ঔষধ, লোহা লক্কড়ের দ্রব্যাদি যাহা কিছু মানবের আবশ্যক, তাহাই এই সরবরাহকারীকে অর্ডার দিয়া পাওয়া যাইতে পারে। এই কার্য্য করিতে মূলধন এবং বিশ্বস্ততার প্রধান আবশ্যক। বিশ্বাস ইহার মূল শক্তি, বিশ্বাসের অভাবে অর্ডার সপ্লাইএর কার্য্য চলে না। কিন্তু এদেশে এ কার্য্য সম্যক্ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ অনেক অসৎ লোক অর্ডার সাপ্লায়ার্স হইয়া অর্ডারের জিনিস পাঠাইবার সময় অতি জঘন্য এবং অল্প মূল্যের দ্রব্য সরবরাহ করিয়া লোককে এত প্রতারিত করিয়াছে যে, অর্ডার সাপ্লায়ার শুনিলেই এখন লোকের ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। সেইজন্য লোকে এবং ব্যবসায়ীগণ নিজেরা বহু ব্যয় করিয়া সহরে যাইয়া মাল গস্ত করিয়া আসে এবং সেই খরচা জিনিসের উপর চাপাইয়া দেওয়ায় জিনিস দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে এবং এই কারণেই সমস্ত সংসারেই অতিশয় ব্যয় বাহুল্যতা হেতু অন্তঃসার শূন্য হইয়া যাইতেছে। এক শ্রেণীর কিছু অর্থ সাচ্ছল্য হইলেও সাধারণ লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং দেশের ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি সম্ভবপর হইতেছে না। যদি সরবরাহের কার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে অতিশয় বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে দেশের শিক্ষিত সমাজের উপার্জ্জনের একটী উৎকৃষ্ট লাভ জনক উপার্জ্জনপন্থা সুগম হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অর্ডার সাপ্লায়ের কার্য্য করিতে মূল ধনের আবশ্যক হয়। কখন কে কত টাকা মূল্যের মালের অর্ডার করিয়া বসিবে তাহার কোন ঠিকানা নাই। সুতরাং প্রচুর মূলধন সর্ব্বদাই হাতে রাখার আবশ্যক হয়। পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অর্ডার সাপ্লাইং কার্য্যকারিগণ ব্যাঙ্কের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পায়, এদেশের লোকের সে সুবিধা নাই, ইহা একটা ভয়ানক অসুবিধা। দেশের ধনীগণ দ্বারা এদেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের সাহায্যার্থ ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইলে বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু যদি বিদেশীয় ব্যাঙ্কের সহিত সম্বন্ধ রাখা যায় তাহা হইলেও লেনা দেনার অসুবিধা হয় না। এখনও অনেকে এদেশে করিতেছেন। অর্ডার

সাপ্লায়িং কার্য্য কিরূপ ভাবে চালাইতে হয় তাহার একটা মোটামুটি মাত্রা দেখাইবার জন্যই আমাদের প্রবন্ধের অবতারণা। এই অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করিতে হইলে কয়েকটা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়।

১। বাজারের কোথায় কি পাওয়া যায় তাহার দর ও ঠিকানা জানা।

২। চিঠি পত্র লিখিবার বিশেষ অভিজ্ঞতা।

৩। ডাক, ষ্টীমার বা রেলে মাল পাঠাইবার অভিজ্ঞতা।

৪। বাজারের মাল পত্র খরিদ করিবার ক্ষমতা।

আমরা আগামী বারে কেমন করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া ক্রেতা সংগ্রহ করিতে হয় এবং কেমন করিয়া মাল সরবরাহ করিতে হয় তাহার যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

দীনের দুঃখ গীতি।

(১)

কাজ কি আমার প্রাণে
মরা বাঁচা সমান আমার দেখি অর্থ বিহনে
নাইক টাকা, নাইক কড়ি
জীবনটা এ কি ঝকমারি
আমার অর্থাভাবে বাঁচার চেয়ে শ্রেয় মরণে

(২)

কাজ কি আমার প্রাণে,
যখন অর্থ ভিন্ন সবি শূন্য আমার জীবনে
অর্থ ভিন্ন সবই আঁধার
অর্থ হল জ্যোতির আঁধার
নির্ধনেরে আপন বলাই ভাবে সবাই মনে।

(৩)

কাজ কি আমার প্রাণে,
যখন অর্থাভাবে বীতস্নেহ সবাই এ দীনে
আদর যতন ভালবাসা
সত্য আমার সব দুরাশা
বিরক্তি ও ঘৃণার লক্ষ্য আমার দৈন্য কারণে

(৪)

কাজ কি আমার প্রাণে
যদি অর্থ শুধু আনে হেথা প্রেমের প্রস্রবণে
অর্থ ভিন্ন প্রেমই মিছে
অর্থে হৃদয় একই আছে
প্রিয়া তাই বিপরীতে কিরায় আঁখি নিত্য নির্ধনে

(৫)

কাজ কি আমার প্রাণে
স্নেহ, শ্রদ্ধা সম্ভব শুধু যখন ধনীজনে।
অর্থাভাবে বাপ মার স্নেহ,
ভায়ের মায়া পায় না কেহ
লক্ষী ছাড়া অপদার্থ সবাই মনে গণে।

(৬)

কাজ কি আমার প্রাণে
যখন অর্থেই শুধু সুখ শান্তি সংসারে আনে
হে ঈশ্বরী ! আর কতদিন
রাখিবেন আমায় এ দুর্দ্দিন
নাও না কোলে আর কেন মা কাঁদাও অভাজনে

দীনের দান।

—:•:—

(গল্প)

ইন্দুপতি গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্বীয় পত্নী কমলাকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন, "না সে হল না, তারা দেড় হাজার টাকা চায় "তাও নগদ"।

দেড় হাজার ! নগদ ! !"

"হাঁ দেড় হাজার নগদ ত বটেই, তার উপর আরও কিছু কি চায় শোন। মেয়ের গায়ে চলন সই গয়না, বরের আংটী, সোনার ঘড়ি ও চেন" "তা হলে বল কম বেশী দুহাজার টাকা"

"তা বৈকি ; আমি ভেবেছিলাম কমে হতে পারবে ; তা দেখ্‌লাম যাদের টাকা আছে, তারাই অর্থপিশাচ।"

"আমাদের বাড়ী ঘর দোর বেচলেও ত অত টাকা হবে না। তবে উপায় ?"

"নিরুপায়ের উপায় যিনি, তিনিই উপায় কর্ব্বেন।"

"তাইত মেয়ে যে আর ঘরে রাখা যায় না"

একটী ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র কুটীরের বহিরাঙ্গনে দাঁড়াইয়া স্বামী স্ত্রীতে উপরি উক্ত কথোপকথন হইতেছিল। ইন্দুপতি আপন কন্যার জন্য একটী বরের সন্ধানে করিতে গিয়া এই মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংবাদ শুভ নয়, তাহা কমলা স্বামীর বিষণ্ণ আনন দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন তাই তিনি প্রথমে কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বামীর হৃদয়ে ধৈর্য্য সহিল না। সম্পদের সাথী, ব্যথার ব্যথী যে, তাহার কাছে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে স্বতঃই প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যখন হৃদয় গুরু ভারাক্রান্ত হয়, দুঃখে ব্যথায় নিরানন্দে মন নিতান্ত অশান্ত হইয়া উঠে, তখন যে ইহজীবনের সুখদুঃখ হর্ষবিষাদের সঙ্গিনী, প্রকৃত সমবেদনায় যার প্রাণ ব্যাকুল হয়, যাহার কাছে অন্তরের নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ হয় না, তাহাকে প্রাণের কথা, মর্ম্মব্যথা জানাইবার আগ্রহ হয়, কারণ তাহাতে গুরুভাবের লাঘব হয়, প্রাণে বহুল পরিমাণে শান্তি আসে। তাই বোধ হয়, ইন্দুপতি গৃহ প্রবেশ মাত্র পত্নীকে এই দুঃখজনক সংবাদ দিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এ সংবাদে পতি পত্নী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বহুক্ষণ নীরবে সেইস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে কমলার চমক ভাঙ্গিল ; তাঁহার স্বামী পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত, রৌদ্রতাপে শ্রান্ত ; তাঁহার বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। তখন কমলা

তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "তা ও পাত্র না হয়, অন্য পাত্র দেখো ; মেয়ের বিয়ের ফুল না ফুটলে কিছুতেই কিছু হবে না তবে চেষ্টা দেখ্‌তে হয়। এখন এস, হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম কর্ব্বে।" এই বলিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া কমলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

(২)

সোণারপুর একখানি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। তিন ঘর ব্রাহ্মণ, একঘর কায়স্থ এবং কয়েক ঘর নীচ জাতীয় লোক এই গ্রামের বাসিন্দা। পূর্ব্বে এই গ্রাম বেশ জনসঙ্কুল ছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন এই গ্রামের নীচে দিয়া একটী স্রোতস্বিনী নদী প্রবাহমানা ছিল ; সেই সময় দেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, স্বল্পব্যয়ে স্বাদ ও সারপূর্ণ আহারের ব্যবস্থা ছিল ; সুতরাং গ্রামটী লোক পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না ; কালে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়। আজ এ গ্রামেরও সেই দশা ; ম্যালেরিয়া ও অনশনে লোকক্ষয় হেতু গ্রামটী প্রায় জনশূন্য ; যে কয় ঘর আছে তাহাদের কাহারও বড় প্রাণ নাই, দেখিলেই বুঝা যায়, তাহারা কোন রকমে জীবন ধারণ করিয়া আছে ; ২।৪ বিঘা জমি আবাদ থাকায় কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয়। ইন্দুপতির অবস্থাও প্রায় এইরূপই, তবে কলিকাতায় কোনও সওদাগরী আফিসে পনর টাকা বেতনে চাকরী করায় তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, কিন্তু অসাংসারিকের ন্যায় কখন কিছু জমাইবার প্রয়াস পান নাই ; বরং যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা দ্বারায় এবং সময় সময় ঋণও করিয়া প্রতিবেশীর ক্লেশের উপশমে সাহায্য করেন। তাহার সংসারে পরিবার মধ্যে তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও এক কন্যা। ইন্দুপতি যথা সময়েই বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি না ষষ্ঠী তাঁহার উপর বড় সদয় হন নাই। ইন্দুপতি এ জন্য দুঃখিত নহেন ; তাঁহার স্ত্রী যদি কখনও পুত্র না হওয়াতে দুঃখ করেন, তখন তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "কন্যাও বিধাতার দান, সুতরাং দুঃখ করা অনুচিত, তিনি যা দেন, তাহাই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করা উচিত।" কন্যাটী পরম রূপবতী, নিখুঁত সুন্দরী ; স্বভাব নম্র, সরল অমায়িক। তাহার নাম প্রতিভা। প্রতিভাকে তাহার স্বভাবের গুণে সকলেই ভালবাসে, আদর করে। তাহার বয়স এখন দশ বছর মাত্র, কিন্তু মাথায় বাড়ন্ত থাকায় এই অল্প বয়সেই তাহার বিবাহের জন্য ইন্দুপতি ও কমলা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর, তাঁহাদের এক মাত্র কন্যাকে সুপাত্রে দান করিতে উভয়ে একান্ত অভিলাষী। সেইজন্য ইন্দুপতি আজ দুই বৎসর হইতে পাত্রান্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মনের মতন পাত্র এ পর্য্যন্ত মিলে নাই ; যদিও বা কখন দুএকটী মিলে তাহার 'চড়াদামের জন্য নিবাশ হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটী ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই পাত্রটী কুলে শীলে ধনে মানে বিদ্যায় প্রতিভার উপযুক্ত ; তাহার উপর "মেয়ে পছন্দ হলে, লেনা দেনা সম্বন্ধে কিছু কর্‌বে না" বরের পিতার এই অভয় বাণী লোক পরম্পরায় শুনিয়া এ পাত্রের আশায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখিয়া পিছাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি এ পাত্রের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু কমলার একান্ত ইচ্ছা, এই পাত্রের সহিত প্রতিভার বিবাহ স্থির হয়। তিনি স্বামীকে পুনরায় এই পাত্রের জন্য চেষ্টা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন কিন্তু ইন্দুপতি আজ কাল করিয়া এখনও পর্য্যন্ত অগ্রসর হন নাই।

(৩)

আজ রবিবার। ইন্দুপতি আজ বাড়ীতে আছেন। তিনি প্রত্যহ ডেলি প্যাসানুযায়ী করেন, কারণ বাড়ীতে অন্য অভিভাবক না থাকায় তাঁহাকেই সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতে হয়। আজ রবিবার বলিয়া আফিসে বাহির হইতে হয় নাই এবং সে কারণ বাড়ীতেই আছেন। দিবা দ্বিপ্রহর অতীত ; তিনি তাঁহার শয়ন গৃহে পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নীরবে অবস্থান করিতেছেন ; ভূমে তাঁহার পত্নী ও কন্যা। আজ কমলা তাঁহার স্বামীকে নারায়ণপুরের পাত্রটী পুনরায় চেষ্টা করিবার জন্য বিশেষরূপ অনুযোগ করিতেছেন। ইন্দুপতিও এক প্রকার 'নিমরাজী' হইয়াছেন। তিনি কমলার সমুদয় আবেদন নিবেদন শুনিয়া বলিলেন "আচ্ছা, ধর, তারা বারশ টাকায় রাজি হল,—যদিও তার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ সাত আটশ টাকা তারা কখনই ছাড়বে না, কিন্তু ধর ছাড়লেই, তা হলেও বাকী টাকার যোগাড় হবে কেমন করে ?"

"তা যেমন করেই হোক্ যোগাড় কর্ত্তে হবে। মেয়েত আর চিরকাল আইবুড়ো রাখা যাবে না, আর যে দিনকাল পড়েছে, বিনি পয়সায় মেয়েও বিকোবে না।"

"যেমন অবস্থা তার তেমনি ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। তা বলে দেনায় হাবু ডুবু খেতে পার্ব্ব না"।

একটী মাত্র মেয়ে, যা আছে মেয়ে জামাইকে দিয়েই ফতুর হব, তা বলে মেয়েকে অপাত্রে দেওয়া হবে না"।

"কিন্তু শেষে গাছতলা সম্বল! স্বীকার আছত ?"

এমন সময় বাহিরে ডাকহরকরা হাঁকিল "বাবু! চিঠি ?"

ইন্দুপতি চিঠি আনিতে ব্যস্তভাবে উঠিয়া গেলেন ; কমলা কিছুক্ষণ নিদ্রিতা প্রতিভার প্রতি আকুল নয়নে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন ; অবশেষে তাহার সুন্দর মুখে স্নেহভরা চুম্বন করিয়া কার্য্যব্যপদেশে প্রস্থান

করিলেন। হায় বঙ্গবালা! তোমরা আঁধার ও আলোকের প্রতিচ্ছবি।

(৪)

কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া কমলাকে দেখিতে না পাইয়া ইন্দুপতি ডাকিলেন, "কমলা!" স্বর মৃদু মধুর, আশাব্যঞ্জক।

কমলা তখন রান্নাঘরে স্বামীর জন্ত চা তৈয়ারী করিতেছিলেন। সেখান হইতে উত্তর দিলেন "যাই"। অনতিবিলম্বে চা লইয়া কমলা গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীর হস্তে চায়ের পেয়ালা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খবর"।

"ভগবান বোধ হয় এবার মুখ তুলে চাইলেন, এই দেখো" এই বলিয়া ইন্দুপতি পত্রখানি কমলার হাতে দিলেন। কমলা দেখিলেন, লেখা জড়ান, তাঁহার পড়িতে অনেক সময় লাগিবে, তাই দুই চারিবার পত্রখানি এদিক ওদিক করিয়া স্বামীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,না, তুমি পড়, আমার সময় নেই"

ইন্দুপতি পত্র পড়িলেন; পত্রে লেখা ছিল;—

দাদা!

অনেক দিন হইল, আপনার একখানি পত্র পাইয়াছিলাম কিন্তু নানাকারণে তাহার উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। বহু অনুসন্ধানের পর প্রতিভার জন্ত একটী ভাল পাত্রের সন্ধান পাইয়াছি। পাত্রটী শ্রীরামপুরের সর্ব্বানন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র; বয়স উনিশ বৎসর, রং গৌরবর্ণ, তবে প্রতিভাপেক্ষা সামান্ত ময়লা হইতে পারে; মুখশ্রী, গড়ন প্রভৃতি মন্দ নয়, এখন বি, এ পড়িতেছে। বাপের তেজারতি ও জমিদারী আছে, আয় হাজার পাঁচ সাত হইতে পারে। তিনি ছেলের বিবাহে টাকা কড়ি লওয়ার বিপক্ষে; তিনি মেহলতা স্মৃতি সভার যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,তাহা দেখাইলেন। সুতরাং আপনার সাধ্যমত ব্যয় করিলেই চলিবে। যদি আপনার মত হয়, আগামী বুধবারে পাত্র দেখিতে যাওয়া যাইতে পারে। পত্র পাঠ ফেরত ডাকে আপনার মতামত জানাইবেন।

বউদিদির, প্রতিভার ও আপনার কুশল সংবাদে সুখী করিবেন। এখানে আপাততঃ সমস্ত মঙ্গল। ইতি—

"আশা"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে, কমলা বলিলেন "তা'হলে এইটাই আগে দেখো, তারপর না না হয়, নারায়ণপুরে যেও"।

"দেখবোত বটে, কিন্তু জানতো তোমাদের মধ্যে একটা কথা আছে 'আমি যাব বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে'"।

"তা বলে আগে থাকৃতে হাল ছাড়লে চলে না। আজিই ঠাকুরপোকে পত্র লিখে দাও।

স্ত্রীভক্ত স্বামী বিনা ওজরে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন॥

(৫)

এতদিনে বুঝি প্রতিভার বিয়ের ফুল ফুটিল। ইন্দুপতি পাত্র দেখিয়া আসিয়াছেন। শ্রীরামপুরের সর্ব্বানন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্রের সহিত প্রতিভার বিবাহ স্থির হইয়াছে। পাত্রটি মন্দ নয়, তবে কমলা ও ইন্দুপতির আশানুরূপ হয় নাই। যাহা হউক, বাজার দর আজকাল যেরূপ, সে হিসাবে এ পাত্র ভালই বলিতে হইবে। সুতরাং এই পাত্রই ইন্দুপতির ভাবী জামাতা স্থির হইয়াছে। 'লক্ষ কথা না হইলে বিবাহ হয় না' এইরূপ জন প্রবাদ। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ কথার প্রয়োজন হয় নাই, অতি অল্পেই সমস্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। বরকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, তিনি পুত্রের বিবাহে যৌতুক লওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ বিরোধী; তবে কন্যা ও জামাতাকে কন্যার পিতার সেচ্ছায় ও সাধ্যানুসারে কিছু দেওয়া উচিত; আর যাহা দেওয়া হইবে, তাহা যেন বাজারের 'দেনো' সামগ্রী না হয়, সেগুলি ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী, সরেশ ও মজবুত হয়। একথায় কে না বলিবে; সুতরাং ইন্দুপতি সানন্দে সম্মত হইবেন। যথাসময়ে আশীর্ব্বাদ ও পাকা দেখা হইয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। ইন্দুপতি বসত বাড়ীটি বন্ধক দিয়া, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এজন্ত কমলা মাঝে মাঝে দুঃখ করিতেন; তখন ইন্দুপতি তাঁহাকে বলিতেন, "দুঃখ কি, আমরা আর কতদিন, এ ত সবই মেয়ে জামায়ের হইবে। তবে দুদিন আগে আর পরে"। কমলা কন্যা সন্তানের উপর অভিসম্পাত করিলে ইন্দুপতি সান্ত্বনা দিয়া কহিতেন, "পুত্রও আমাদের অবর্ত্তমানে সমস্ত অপচয় করিতে পারে। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য। কমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইতেন, আর ভাবিতেন, স্বামীর কি এই অন্তরের কথা!

আজ প্রতিভার বিবাহ। ইন্দুপতি আপনার অর্থেও সামর্থে যতদুর সম্ভব আয়োজন করিতে ক্রুটী করেন নাই; কন্যার অলঙ্কার হাজার টাকার এবং বরাভরণ দুই শত টাকার, তদ্ব্যতীত দান সামগ্রী এই প্রায় তেরশত টাকার দ্রব্যাদির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কন্যার বিবাহে হাজার টাকার অধিক খরচ করিবেন না সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বরপক্ষের সদয় ব্যবহারে তিনি আরও তিনশত টাকা অধিক ব্যয় করিলেন। তিনি বলেন "বরকর্ত্তা কিছু জেদ করিয়া চাহেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে একটু বিবেচনা

করিয়া দিতে হবে বৈকি ?" আমরা জানি, এই সব উদারচিত্ত বরকর্ত্তারা 'মিটমিটে শয়তান' এখন ইন্দুপতির ভাগ্য।

এদিনে দুইটী লগ্ন। প্রথম লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় লগ্ন প্রায় উপস্থিত, কিন্তু তথাপি বর আসিয়া পৌছায় নাই। সকলেই উদ্বিগ্ন চিন্তিত। যাহা হউক, ক্ষণপরে বাদ্যের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল. অমনি "বর আস্‌ছে, বর আস্‌ছে" রোল উঠিল। ইন্দুপতি স্বয়ং সদর দরজায় অভ্যর্থনার্থ উপনীত হইলেন। বর আসিল; সকলকে সাদরে বিবাহ আসরে লইয়া যাওয়া হইল। যথাযথ বিশ্রামের পর ইন্দুপতি সম্প্রদানার্থ বর লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। বরের পিতা বলিলেন, "তাহাতে আর আপত্তি কি ? তবে কয়েকটা বিষয় মীমাংসার প্রয়োজন।"

"আজ্ঞে তা পরে হইবে। লগ্ন উপস্থিত, এখন মীমংসা সম্ভব নহে। কন্যা পাত্রস্থ হইলে সমস্ত মীমাংসা করিবেন।"

"না, না, তার পূর্ব্বেই দরকার। শুনিলাম, আপনি তেরশত টাকা, অলঙ্কার, বরাভরণ ইত্যাদি দিতেছেন। আমি মনে করেছিলাম, আপনি বিবেচনা করে আমাদের মান মর্য্যাদা অনুসারে সমস্ত দিবেন। তা দেখছি, ফাঁকিতেই পড় ছি। যা হোক, আর তিন শত টাকা নগদ দিন।

"মাপ কর্ব্বেন, আর এক কপর্দ্দক আমার দেবার আর ক্ষমতা নেই। যা ছিল, সর্ব্বস্ব খুইয়ে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি"।

"কি কর্ব্ব বেহাই, এটা গিন্নির আব্‌দার, ফেলবার যো নাই। আপনিত জানেন, ছেলের বিয়ের টাকা নিতে একেবারে নারাজ, তবে গিন্নির আবদার, না রাখ্‌লে সর্ব্বনাশ। তিনি বলেন, এল এ পাশ ছেলে কি মাজনা দেব নাকি ?

"আপনি দয়া কর্‌লে সব ঠিক হয়ে যাবে। বেয়ান নিশ্চয় আপনার কথা মানবেন।"

"না তা হবে না, তা হলে আমাকে বাড়ী ছাড়া হতে হবে, তিনশত টাকা দিতে পারেন বলুন, আর না হয় আমরা ফিরিয়া যাই"।

ইন্দুপতি পায় ধরিলেন, বলিলেন "আমার জাত রক্ষা করুন, এ গরিবের জাত মারবেন না। আপনি বড় মানুষ, তিনশত টাকা আপনার কিছু নয়, না পেলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আজ রাত্রে আমার মেয়ের বিয়ে না হলে মেয়ের সর্ব্বনাশ হইবে।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পায়ে ধরা অনুনয় বিনয় সবই বৃথা হইল। বরকর্ত্তাকে সকলেই ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল, অভদ্র ভাষায় গালি দিল। কিন্তু অর্থ পিশাচ দমিল না। সেই রাত্রেই তিনশত টাকা নগদ না পাইলে ছেলের বিবাহ কিছুতেই দিবেন না বলিলেন। বরযাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ হ্যাণ্ডনোটে ঐ তিনশত টাকা ইন্দুপতির নিকট লিখিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইল। ইন্দুপতি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন; এত রাত্রে বিনা বন্ধকে কে তাঁহাকে টাকা কর্জ্জ দিবে, বন্ধকের সম্বলই বা কই, বাড়ীর মধ্য হইতে কমলার অস্ফুট রোদন ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ইন্দুপতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় কে একজন ডাকিল, "ইন্দুপতি।" ইন্দুপতি ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁদের পাশ্ববর্ত্তি গ্রামের স্বনাম ধন্য জমীদার দীননাথ বাবু; দীননাথ বাবুর ইঙ্গিতানুসারে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

(৭)

পূর্ব্ব কথিত নদীর পরপারে হোসেন পুর গ্রাম। দীননাথ বাবুর বাড়ী এই গ্রামে। তিনি একজন বেশ সঙ্গতি সম্পন্ন জমীদার, বাৎসরিক মুনফা প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা, সদাশয়, উদার, পরোপকারী, দয়ালু, ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট তাঁহার বিশেষ খ্যাতি, তাঁহার একমাত্র পুত্র আঁখিরঞ্জন সর্ব্ব গুণাধার; রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। অনিন্দনীয় দেহের গঠন, নির্ম্মল চরিত্র, বয়স উনিশ বৎসর। এম এ পাশ করিয়া এম, বি পড়িতেছে, উদ্দেশ্য ডাক্তারী পাশ করিয়া জনহিত ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবেন। ইহার আজিও বিবাহ হয় নাই; প্রতিভার সহিত ইহাঁর বিবাহ দিতে ইন্দুপতির একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনার দৈন্য হেতু এ পাত্র নাগাল পাওয়া ভার মনে করিয়া কখনও প্রস্তাব করিতে সাহস করেন নাই। পরন্ত তিনি দেখিয়াছেন, এই পাত্র লাভের আশায় কত ধনী ব্যক্তি আট দশ হাজার দর হাকিয়াছেন, অপিচ এক স্থানে দশ হাজার টাকায় ইহার বিবাহ একপ্রকার স্থির হইয়াছে, কেবল শেষ নিষ্পত্তি হইলেই হয়, সুতরাং আপনার কন্যার সহিত আঁখিরঞ্জনের বিবাহ প্রস্তাব করিতে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবেন,—তাঁহার মতে এইরূপ প্রস্তাব করা তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। যাক্ এখন সে সব কথা।

দীননাথ বাবু ইন্দুপতিকে সঙ্গে লইয়া আপন বাসভবনে আসিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের বিশেষ কোন আলাপ হয় নাই, কেবল মাত্র দীননাথ বাবু ইন্দুপতিকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ হইলে কিরূপ হয়?" প্রত্যুত্তরে 'বামনের চাঁদে হাত" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। দীননাথ বাবু আর কোন কথা বলিলেন না; বাটী আসিয়া ইন্দুপতিকে বৈঠকখানায় রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিপত্নীক, অন্তঃপুরে কেবল মাত্র তাহার মা থাকেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দীননাথ বাবু ডাকিলেন "মা"!

"কে বাবা দীনু এত রাত্রে ?"

না দেখিয়াই বুঝি, দীন উঠ।

"কি হয়েছে বাবা" বলিয়া দীননাথ জননী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিলেন। দীননাথ বাবু তখন সবিস্তারে ইন্দুপতির কন্যার বিবাহের বিড়ম্বনা কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিবার অনুমতি চাহিলেন। মা বলিলেন" দশ হাজার টাকা লোকসান তার কি বলিস" ? দীননাথ বাবু বলিলেন, "টাকা ত ফক্কা তুমিই শিখিয়েছ মা; তোমার শিক্ষা কি বিফল হতে পারে ?" দীননাথ জননী পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন "বাবা চিরকাল তোর মতি গতি যেন এই রকম থাকে," এই বলিয়া আনন্দে প্রস্তাবিত বিবাহে অনুমতি দিলেন। দীননাথ বাবু মাতৃপদে প্রণত হইয়া বৈঠকখানায় আসিলেন, এবং আঁখিরঞ্জনকে ডাকিলেন। আঁখিরঞ্জন আসিলে লোহার সিন্দুক হইতে তিনশত টাকা বাহির করিয়া বলিলেন "এই আমার পুত্র, আর এই তিন শত টাকা, এই দুইটার যেটা ইচ্ছা লইতে পার, তবে আমার মতে শয়তানকে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ।" ইন্দুপতি সতৃষ্ণ নয়নে একবার দীননাথ বাবুর প্রতি চাহিলেন, তারপর আঁখিরঞ্জনকে আপনার ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইলেন।

সেই রাত্রেই আঁখিরঞ্জনের সহিত প্রতিভার বিবাহ হইয়া গেল। ইন্দুপতিও দীননাথ বাবুর একান্ত অনুরোধে পূর্ব্ব বরানুগামীদের মধ্যে অধিকাংশই আহারাদি করিলেন; কেবল বর ও বরের পিতা এবং তাঁহাদের নিতান্ত নিকটাত্মীয়েরা মনক্ষুন্ন হইয়া অনাহারেই চলিয়া গেলেন।

সম্প্রদান কালে কন্যা জামাতার করে কর সংলগ্ন করিবার সময় ইন্দুপতি বলিলেন "বাবা এই লও, দীনের দান ;—তারপর আনন্দাশ্রু বহিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, আর কথা বলিতে পারিলেন না।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল রায়।

মহাজন বাক্য।

—:০:—

শত্রু স্তবেব ভবতো নাস্তি কেঽপি হি বিস্তুতে।

যেন ত্বয়া নৈব কৃতমাত্মনো বন্ধন মোচন ॥

তোমার শত্রু বলিয়া তুমি সর্ব্বদা যাহাদের দ্বেষ করিয়াছিলে, তাহারা কেহই তোমার শত্রু নহে, কিন্তু তুমি নিজেই তোমার নিজের শত্রু, কারণ মোক্ষ সাধনার প্রধান উপকরণ স্বরূপ মানব দেহ লাভ করিয়াও নিজের বন্ধন মোচনের কোন উপায় কর নাই। অতএব তুমি নিজেই তোমার বিষম শত্রু। আত্ম পুরাণ।

দেহোপভোগসিদ্ধ্যর্থং পুত্রদার ধনাদিকম্।

আশ্রিত্য ভবতা কিঞ্চিন্ন কৃতং সুকৃতং ব্রত।

এই ক্ষণভঙ্গুর বিনাশশীল দেহের উপভোগ সিদ্ধির নিমিত্ত দারা পুত্র ও ধনাদিকে আশ্রয় করতঃ পুণ্যলেশমাত্রও না করিয়া রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করিয়াছ।

অপি পাপ কৃতো যাবত

ক্লেশস্তে সমভূ দিহ ॥

তস্য লেশোঽপি সুকৃতে

ন ভবেৎ স্বর্গদেন্নৃণাম ॥

হায় হায়, যদিও উপাসনাদি কার্য্যে অক্ষম হইয়া থাক, তবে পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত দূর ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তাহার লেশমাত্র যাহাতে নাই, এতাদৃশ স্বর্গফলপ্রদ ভগবানের নাম কীর্ত্তনই বা কেন না করিয়াছ ?

বিষয় পিপাসার সীমা নাই। অহরহ অর্থ অর্থ করিয়া পরমার্থ বিস্মৃত হইও না। জীবনের শান্তি, ভোগপিপাসার শান্তিতে— এই ভোগ পিপাসা একমাত্র ভগবানের প্রেমে চরমেই শান্তি হইয়া থাকে। হে মানব! বিষয় মদে মত্ত হইয়া সেই পরমার্থ পথ বিস্মৃত হইও না, যদি আর কিছু না করিতে পার, ভগবানের নাম কীর্ত্তনেই কৃতার্থ হইতে পারিবে।

সিমলা যাত্রীর পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এখানে বিন্ধ্যগিরি দর্শনার্থ আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনের অতি সন্নিকটেই একটী ধর্ম্মশালা আছে। আমরা আমাদের দ্রব্য সামগ্রী লইয়া সেইখানে যাইয়া উঠিলাম এবং তথাকার অধ্যক্ষের অনুগ্রহে একটী ঘর পাইলাম। সেই ঘরে আমাদের দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া আমরা ঐ ধরমশালার চতুর্দ্দিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কলিকাতার অনেক বিখ্যাত মারওয়াড়ী এই জনহিতকর কার্য্য করিয়া সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। বেলা ৫।।০ টা বাজিয়াছে দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে করিতে লাগিলাম। এখানেও আমাদের আহারাদির কোন প্রকার অসুবিধা নাই। তিন আনা কিম্বা চারি আনা হইলেই দুই জনের উপযোগী উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সন্ধ্যার পর পিতাপুত্রে জলযোগ করিয়া সেই ঘরের মধ্যে শয়ন করিয়া রহিলাম। রজনী প্রভাত হইলে আমরা গাত্রোত্থান করিলাম এবং ধরমশালার অধ্যক্ষের নিকট একটী ভৃত্যের জন্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন সেই দেশীয় হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে বলিয়া দিলেন। আমরা দুইদিনের পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলাম, তাই সেই ভৃত্যকে তৈলাদি আনিতে বলিলাম, এবং যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র আনাহার করিতে পারি তাহারই বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

ভৃত্য তৈল আনিলে আমরা পিতা পুত্রে তৈল মর্দনান্তে স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলাম। ভৃত্য আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাকূলে আনয়ন করিল এবং আমাদিগকে স্নান করিতে বলিল। আমরা প্রথমে সেই কলকল নাদিনী জাহ্নবীর পবিত্র সলিল মস্তকে স্পর্শ করিয়া অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম এবং পূজাদি সমাপ্ত করিয়া সেই পতিতপাবন ভীষ্ম জননীর উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

অতঃপর সেই ভৃত্য আমার হস্তে একটী জবা পুষ্প ও কয়েকটী বিল্বদল দিল এবং বলিল, আসুন, বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করুণ। স্নান করিয়া উঠিয়া ঘাটের ঠিক উপরিভাগেই বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। আমি সিক্তবস্ত্রে সেই জবাকুসুম ও বিল্বদল হস্তে কৃতাঞ্জলী পুটে মাতা বিন্ধ্যবাসিনীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলাম, মা! আমার পূজা উপকরণ কেবল নয়নজল বিল্বদল, আর এই জবাকুসুম, নাও তোমার অধম সন্তান এই ত্রিবিধ উপকরণে তোমার পূজা দিতেছে। গ্রহণ কর মা! বলিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিলাম, অতঃপর ভৃত্যের সহিত বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

এই দেবী বিন্ধ্যবাসিনী সম্বন্ধে এথানে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে এইথানে সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

বহু পুরাকালে দেবতাগণ শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কৈলাসে যাইয়া অনন্যকর্ম্মা ও একাগ্রমনা হইয়া মা ভবানীর আরাধনা করেন, মা ঈশানী দেবগণের এবম্বিধ অবস্থা দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া দৈত্যদ্বয়কে নিধনের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। অতঃপর সেই হরহৃদিবিলাসিনী মা দুর্গা মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই বিন্ধ্যগিরির এক অতি উচ্চশিথরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা দৈত্যদ্বয় ঘটনাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং সেই নির্জ্জন গিরি শিখরে এই অলৌকিক রূপলাবণ্যশালিনী রমনী মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়া যায় এবং উভয়েই তাঁহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করে। রমনী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবে, তিনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন। এই কথা শুনিয়া দৈত্যদ্বয় মহানন্দে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং উভয়েই সেই অসুর নাশিনীর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। তদবধি সেই মোহিনী মূরতী বিন্ধ্যবাসিনী নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া এই ভাগীরথী উপকূলেই বিরাজ করিতেছেন।

এদিকে আমরা আহারাদি সমাপনানন্তর সেই ভৃত্যকে সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যগিরি পরিদর্শনার্থ যাত্রা করিলাম। ইতিহাসে এই বিন্ধ্যগিরিকে ভারতের প্রাচীর স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা দূর হইতে ঠিক সেইরূপই দেখিতে লাগিলাম। ঠিক যেন আমাদের সম্মুখে একটী প্রাচীর রহিয়াছে, মনে হইল, এই বুঝি ভারতের সীমান্ত প্রদেশ যতই নিকটে যাইতেছি, ততই পর্ব্বত ও গাত্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসকল লক্ষিত হইতে লাগিল। আমরা বরাবর সেই পাহাড়ের তলদেশে উপস্থিত হইলাম এবং সেই ভৃত্যকে সমভিব্যাহারে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

এই পাহাড়টী উচ্চতায় তত অধিক নয়, কিন্তু ইহার কোথায় আরম্ভ, আর কোথায় বা শেষ তাহা মোটেই দৃষ্টিগোচর হইল না। এই বার আমরা পাহাড়ের উপরিভাগে উঠিয়াছি। পাহাড়টী উচ্চতায় ৭০৮০ ফিট হইবে। আমরা উপরে উঠিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পর্ব্বতের উপরিভাগে নানাবিধ বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইলাম তন্মধ্যে আম্র বৃক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা প্রায় ২ মাইল অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, তাহার মধ্যে দুই একটী সাধু সন্ন্যাসীর কুটীর আর ন্যাংড়া আম্রবৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই নয়ন গোচর হয় নাই। জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, সমস্তই নীরব, নিস্তব্ধ,কেবল আমরা তিনটী প্রাণী সেই বিশাল পাহাড়ের উপর বিচরণ করিতেছি। যাইতে যাইতে হঠাৎ নিম্নদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল, বেলা তখন ১১॥ টা বাজিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস, ভয়ানক গরম, ধরিত্রী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে শতধা বিদগ্ধ হইয়া ফাটিয়া চটিয়া যাইতেছে। দূর মাঠে কৃষকগণ টোকা মাথায় দিয়া ধর্ম্মাক্ত কলেবরে, বামহস্তে হুক্কা এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গোধনের লাঙ্গুল আকর্ষণ করিতেছে এবং কতই আনন্দে তাহাদের জমী কর্ষণ করিতেছে। কোথাও বা রাখাল বালকগণ তাহাদের গোধনের পাল চরাইতেছে—কেহ বা তপন দেবের প্রখর কিরণে উত্তপ্ত হইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছে, এবং তাহাদের বস্ত্রাঞ্চল উপধান করিয়া সেই নব দুর্ব্বাদলের বিছানায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। আমরা এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আরও এক মাইল আসিয়া পড়িলাম। তখন অরুণদেব ঠিক আমাদের মস্তকের উপরিভাগে আসিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ঝলসান কিরণে আমাদের মস্তক একেবারে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল। দারুণ রৌদ্রে আমার পুত্রটীর বদন রক্তিমাভ হইয়া উঠিল, ঘর্ম্মে অঙ্গ বস্ত্র সিক্ত হইয়া গেল—সে বলিতে লাগিল, বাবা, একটু জল খাইব, আর চলিতে পারিতেছি না। আমি ভৃত্যকে একটু জল আনিতে বলিলাম। সে বলিল, এথানে জল কোথায় পাইব, আর একটু অগ্রসর হইলে পর গুহার মধ্যে কয়েকটী দেবালয়

আছে এবং সেইখানেই একটা ঝরণা আছে, সেখানে জল পাওয়া যায়। আমি পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া আর অগ্রসর না হইয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলাম এবং সেই বৃক্ষছায়ায় সকলে উপবেশন করিয়া বালকটীর ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিয়া উত্তরীয় দ্বারা একটু ব্যজন করিতে লাগিলাম। তারপর অর্দ্ধঘণ্টা কাল বিশ্রামের পর সকলেই একটু সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু পিপাসা এত প্রবল হইল যে, আর কিছুক্ষণ জল না পাইলে জীবন সংশয় হইয়া উঠিত। অবশেষে আমরা তথা হইতে উঠিলাম, এবং সেই ভৃত্যের কথামত কোথায় একটু জল পাইব তাহাই অন্বেষণ করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণে আমরা সেই গুহা দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা পর্ব্বত হইতে কিছু নিম্নভাগে অবতরণ করিয়া গুহারও ভিতর প্রবেশ করিলাম। গুহাটী গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিছুই দেখিবার যো নাই। আমরা যাইবা মাত্র কয়েকটী লোক প্রদীপ আনিয়া আমাদিগকে ভিতরে লইয়া যাইল এবং সমস্ত দেবদেবী দর্শন করাইতে লাগিল। আমরা কোন্‌টী কোন দেবীর মূর্ত্তি কিছুই চিনিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, আমরা সর্ব্বস্থানেই কিছু কিছু প্রণামি দিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। তথায় কয়েকটী সন্ন্যাসী রহিয়াছেন। একজন বলিলেন, প্রসাদ গ্রহণ কর, বলিয়া কিঞ্চিৎ ভষ্ম আমাদের হস্তে দিলেন, আমরা ভক্তিভাবে তাহা মস্তকে অর্পণ করিলাম। তারপর অপর একজন সন্ন্যাসী প্রত্যেকের হস্তে ২ খানি করিয়া বাতাসা দিলেন, তাহাই ভক্তিভাবে ভক্ষণ করিলাম এবং ভৃত্যকে সেই ঝরণার নিকট যাইতে বলিলাম। ভৃত্য আমাদিগকে লইয়া কয়েকটী সোপান অবতরণ করিয়া আমরা ঝরণার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমরা দেখিলাম, পাহাড়ের গাত্র দিয়া জল পড়িতেছে, আমি সেই জল অঞ্জলী করিয়া প্রথমে পুত্রটীকে পান করাইলাম, অতঃপর আমি স্বয়ং পান করিতে লাগিলাম। জলটী যেন বরফের ন্যায় শীতল, আর তেমনি সুমিষ্ট যতই পান করি, পানেচ্ছা ততই বলবতী হয়। আমি এইরূপে প্রায় দেড় সের জল উদরস্ত করিলাম। যাহা হউক, এরূপ জল আমি ইতিপূর্ব্বে কখন উদরস্থ করি নাই।

অতঃপর আমরা সেই গুহা পথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম এবং আর অগ্রসর না হইয়া এবার পশ্চাৎদিকে ফিরিলাম। বেলা তখন ৪টা বাজিয়াছে। দিনমণির উত্তাপ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। আর সেই ঝরণার শীতল বারি পান করিয়া আমাদের দেহ একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; সেইজন্য ফিরিবার সময় আমাদের কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, আমরা বরাবর ফিরিয়া আসিয়া পাহাড় হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া বাসাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

NOTES OF INTEREST.

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি।

স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষণে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি তথাকার বহুস্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ক্যানেডার ভাঙ্কুবার নামক স্থানে যাইবার জন্য তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ-পত্রের প্রত্যুত্তরে স্যার রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি কখনই ক্যানেডা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় পদার্পণ করিবেন না। যে দেশের লোক তাঁহার দেশবাসীর উপর অসদ্ব্যবহার করে, তিনি তথায় যাইতে পারেন না।

স্যার রবীন্দ্রনাথ এইরূপ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া যেরূপ তেজস্বিতা ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে এই ভাবের পরিচয় আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই। স্যার রবীন্দ্রনাথের এইরূপ ব্যবহারের কথা দেশবাসীর হৃদয়ে চির অঙ্কিত থাকিবে।

বাঙ্গালী পল্টন।

বাঙ্গালী পল্টনের অধিনায়ক কর্ণেল সি এইচ মোক্‌লাক্ সাহেব বাঙ্গালী সৈন্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালীরা অপর সাধারণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান। তাহাদের আচার, ব্যবহার ও চরিত্র খুব ভাল। শিক্ষার পর প্রায় সকলেই সমতল ভূমির কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইবে। পাহাড়ে উঠিবার কার্য্যে কিরূপ পারিবে, তাহা বলা যায় না। আমার ধারণা, বাঙ্গালীরা যুদ্ধ কার্য্যে অনুরাগী, আচার ব্যবহারেও খুব কৃতিত্ব দেখাইতে আগ্রহান্বিত।"

ভেজালের আইন—ভেজাল প্রতিষেধক আইন হয় হয়—হয় না গোছের হইয়াছিল। লোকাল গবর্ণমেণ্টের মত জানিবার জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে যাবতীয় লোকাল গবর্ণমেণ্ট একমত হইয়া বলিয়াছেন যে,খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল জঞ্জাল ঘুচাইতে হইবে সুতরাং তজ্জন্য আইন হওয়া আবশ্যক। এইবারে ভেজাল আইন হইতে চলিল। বাজারের তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্য রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ভেজাল কিনা স্থিরীকৃত হইবে। পরীক্ষকদের রিপোর্ট অনুযায়ী অপরাধী ভেজাল বিক্রেতার দণ্ড হইবে। যাহোক, একটা আইন হইলে খাদ্যদ্রব্যের

সহিত প্রচ্ছন্নভাবে দেহমধ্যে নব্দপ্রবেশ বিষ-প্রহরণধারী ভেজাল শত্রুর উচ্ছেদসাধনের পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়। দেশের বালকবালিকা ভেজালের দৌরাত্ম্যে অর্দ্ধমৃত, যৌবনচিহ্ন তাহাদের সঙ্গে মুকুলে বিলয়প্রাপ্ত এবং প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ না করিতেই তাহারা কাল-কবলিত বা শমনসকাশ লাভেচ্ছায় উৎকণ্ঠিত। ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবার যুগ যখন কালের তিমির গহ্বরে অন্তর্হিত, তখন আইনের বলে কার্য্যোদ্ধার না হইলে আর উপায় কি? রাজা আমাদের ভূদেব সুতরাং তাঁহার আইনই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। দেখা-যাউক, এই ধর্ম্মের গুঁতায় দেশের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে কিনা? আইনের কড়াকড়িতে অনেক সময়ে ঘুসখোরের কোষ্ঠপুষ্টি হয় বটে কিন্তু আইন হইলে ভেজালের অবাধ বাণিজ্যে বিষম বাধা উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই সাধারণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। দোহাই উৎকোচ গ্রাহিনী প্রবৃত্তি! ভেজালের আইনে তোমার লোলরসনা বিস্তার করিয়া তুমি আর বাঙ্গালার মৃতকল্প জীবনীশক্তিতে কঠোর কুঠারাঘাত করিও না। বীরভূমবাসী।

সর্পদংশন চিকিৎসা।

গত ২৩শে অক্টোবর সন্ধ্যার সময় চন্দননগরের এক ভদ্রলোকের ভৃত্যকে কিসে দংশন করে। ৫ মিনিটের মধ্যেই লোকটা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তার পর তাহাকে ফরাসী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়,—লোকটা তখন গোঁ গোঁ করিতেছিল,—মুখ দিয়া বিষাক্ত গাঁজলা বহির্গত হইতেছিল। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়—ইহা সর্পাঘাত। হাসপাতালের সাহেব—তৎক্ষণাৎ তাহার পেটের ভিতর যন্ত্র সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ঔষধের অব্যর্থ শক্তিতে—তিন মিনিটের মধ্যেই ভৃত্য উঠিয়া বসিল। নিজেকে হাসপাতাল গৃহে ডাক্তার পরিবেষ্টিত দেখিয়া বিস্মিত হইল। তার পর ধীরে ধীরে—তাহার গৃহে চলিয়া গেল। সে বেশ ভাল হইয়াছে। ফরাসী হাসপাতালে সর্পাঘাতের আশ্চর্য্য ঔষধ আছে। আগে ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ম দলে দলে লোক ফরাসডাঙ্গায় ছুটিত, এখন সাপে কামড়াইলে ছুটিবে। ইহা অবশ্যই ফরাসডাঙ্গার স্থান মাহাত্ম্য। কিন্তু সর্পাঘাতে ছুটিবার অবসর হইবে কি?

আমেরিকার ধনী রমণীদের পোষাকের ব্যয় শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হইবে। চিকাগো নগরে ৬টী রমণী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের পোষাকে বার্ষিক ব্যয় সওয়া দুই লক্ষ টাকা ও তাহার উপর ১০০ জনের প্রত্যেকের পোষাকে বার্ষিক ব্যয় গড়ে দেড় লক্ষ টাকা, ১০ হাজার জনের প্রত্যেকের ব্যয় ১৫ হাজার টাকা। যে সকল রমণী পোষাকের জন্ম বার্ষিক দেড় হাজার হইতে সাড়ে চারি হাজার টাকা ব্যয় করে, তাহারা গণনায় বহু লক্ষ। এই সর্ব্বনিম্ন ব্যয় আমাদের দেশের কোন ধনী রমণী ও যদি করে, তাহা হইলে তাহার ভিটায় শীঘ্র ঘুঘু চরে।

Home Industries.

Varnishes বার্ণিশ্।

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:০:—

পিত্তল রঙ্গের বার্ণিশ্।

গালার বার্ণিশের সহিত Tumeric হলুদের গুড়া মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট সোনালী রঙ্গের ল্যাকার বা পিত্তলের রঙ্গের বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। স্পিরিটে চাঁচ গালা গলাইয়া লইলেই ল্যাক বার্ণিশ প্রস্তুত হইবে। এই বার্ণিশেই লটকন রুল মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ করিয়া লইলেই তামার রঙ্গের বার্ণিশ হইবে। টীনের লণ্ঠন প্রভৃতিতে এই বার্ণিশ মাখাইলে তামা বা পিতলের রং হইয়া যাইবে।

কৃষ্টাল ভার্ণিশ্।

এই বার্ণিশ জলের রঙ্গের ম্যাপ এবং ছবি প্রভৃতিতে মাখান হয়।

কৃষ্টাল বার্ণিশ দ্বারা কাগজের উপর বার্ণিশ করিতে হইলে একটু আইসিং গ্লাস গরম জলে গলাইয়া প্রথমে খুব পাতলা এক কোট লাগাইয়া তাহাকে শুষ্ক করিতে হয়, তাহার পর কৃষ্টাল বার্ণিশ এক পোঁচ লাগাইলেই সুন্দর বার্ণিশ করা হইবে।

কৃষ্টাল বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী।

(১)

সাদা চাঁচগালা	—৪ আউন্স
কর্পূর	—অৰ্দ্ধ আউন্স
ক্যানডা বালসাম	—অৰ্দ্ধ আউন্স
আল্‌কোহল	—১ কোয়ার্ট

মিশ্রিত করিয়া গলাইয়া ফেলিলেই কৃষ্টাল বার্ণিশ্ প্রস্তুত হইবে।

২য় প্রকার।

খুব ভাল কানাডা বালসমকে উত্তাপ দ্বারা এরূপ ভাবে দ্রব করিয়া ফেল, যেন তাহা সম্পূর্ণ তরল হইয়া দাঁড়ায়, তাহার পর ইহাতে ৩ ভাগ টারপিন ঢালিয়া দিয়া অনেক ক্ষণ নাড়িতে থাক বা একটা বোতলে পুরিয়া ঝাকরাইতে থাক, এবং কোন গরম জায়গায় কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর ইহা ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

৩য় প্রকার।

মাষ্টিক গম—৪॥ আউন্স গলাইয়া লইয়া ইহাতে ৪ আউন্স Dammar দিয়া ১ পাইন্ট তার্পিনের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লও, তাহা হইলে সুন্দর বার্ণিশ্ হইবে।

Green Varneshes

গ্রীণ বার্ণিশ্।

ক্রিষ্টাল বার্ণিশ্	—৪ ভাগ
বোরাক্স্	—২ ভাগ
অক্সাইড্ অফ টীন	—১ ভাগ
ক্যাল্সাইনড্ বোন	—১ ভাগ
ভাডির্গ্রিস	—১ ভাগ
ব্লু কার্ব্বোনেট কপার	—১ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিলেই গ্রীণ ভার্ণিশ্ প্রস্তুত হইয়া গেল। বর্ণের আধিক্য বাঞ্ছনীয় হইলে ইহার সহিত Chromine oxside ক্রোমাইন অক্সাইড কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিলেই বেশ উজ্জ্বল সবুজ বার্ণিশ হইবে।

স্বচ্ছগ্রীণ বার্ণিশ্।

যদি স্বচ্ছগ্রীণ বার্ণিশ্ আবশুক হয়, তাহা হইলে

চাইনিজ ব্লু	—১ ভাগ
ক্রোমেট অফ্ পটাস	—২ ভাগ

খুব অনেকক্ষণ মাড়িয়া মিশ্রিত করিতে হইবে, ইহাতে কোপাল বার্ণিশ্ মিশ্রিত করিলেই স্বচ্ছ বার্ণিশ হইবে। ইহা টীনের দ্রব্যাদিতে পাতলা করিয়া লাগাইলে বড় সুন্দর হইবে।

কোপাল বার্ণিশ্।

কোপাল ১ পাউণ্ডকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাজিয়া লও। তারপর কোপাল এবং অর্দ্ধ পাউণ্ড রজন এই দুইকে ১ কোয়ার্ট বা ৩ পোয়া লিন্‌সিড অয়েল বা মসিনার তৈলে অগ্নিতে ফুটাইতে থাক। মৃদু জ্বালে প্রায় ১৫।১৬ মিনিট সিদ্ধ করিয়া তাহাতে দুই আউন্স সুগার অফ্ লেড্ দিয়া আরও ১৬।১৬ মিনিট অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া দাও। যখন চুলা হইতে নামাইবার পর শীতল হইবে তখন ইহাতে টার্পিন তৈল দিয়া পাতলা করিয়া ছাকিয়া লইলেই কোপাল বার্ণিশ হইয়া গেল।

দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্য সংবাদ।

—:•:—

স্যার মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নূতন উদ্যোগ।

যশোহরের চিরুণীর কারখানা স্থাপিত হইয়া চিরুণী প্রস্তুত হইতেছিল, পাঠকগণ একথা বিস্মৃত হয়েন নাই। এই সমস্ত চিরুণী সেলুইলয়েড্ দ্বারা প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া এদেশে চিরুণী প্রস্তুত হইলে কার্য্যের উন্নতি হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এদেশেও সেলুলয়েড্ প্রস্তুতের ভাল মাল মসলা পাওয়া যায়। যশোহরের সুদক্ষ কার্য্যাধ্যক্ষ জাপান হইতে সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়া এদেশে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যশোহরে এই কারখানা স্থাপন করেন। লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর এই কারখানার দ্রব্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদের সর্ব্বজন প্রিয় প্রকৃত হিতৈষী মহারাজা স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সেলুলয়েডের কারখানার জন্য স্বীয় কাকুড়গাছীর প্রাসাদ তুল্য বাটী ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং কল কারখানার জন্য যত টাকার আবশ্যক, জাপানে তাহা প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর তত্ত্বাবধানে মহারাজা বাহাদুরের সেলুলয়েডের কারখানা পরিচালিত হইয়া এদেশেও অতঃপর সেলুলয়েড প্রস্তুত হইবে।

এই সেলুলয়েডের চিরুণী করিতে তাহাতে কর্পূরের আবশ্যক হয়, তাহার জন্য এদেশকে জাপানের উপর আপাততঃ নির্ভর না করিলে উপায় নাই। যাহাতে এদেশে কর্পূর গাছ জন্মিয়া এ অভাব পূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্য ও মহারাজা বাহাদুর চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। ইতিমধ্যেই তিনি মন্মথ বাবুর সাহায্যে রাঁচি পুরুলিয়া পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে কর্পূর বৃক্ষ রোপন করাইয়াছেন, যদি ঐ সকল ক্ষেত্রে কর্পূর গাছ জন্মে, তাহা হইলে এদেশে জাপান হইতে অতঃপর আনাইয়া চিরুণীর জন্য আর পর মুখাপেক্ষি হইতে হইবে না। আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, মন্মথ বাবুর উদ্যম সফল হউক এবং মহারাজা দীর্ঘজীবি হইয়া এদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন।

সাধারণ মধ্যবৃত্ত লোকের অবস্থা এদেশে অতি শোচনীয় উপলব্ধি করিয়া সদাশয় কাপ্টেন পেটাভেল সাহেব নিজ ব্যয়ে এদেশে আসিয়া মহারাজার সাহায্যে শিল্পবিদ্যালয় করিবার জন্য কঠোর উদ্যোগ করিতেছেন। তাহা আমরা কয়েক বারই "কাজের লোকে" তাহা প্রকাশ করিয়াছি। এদেশের লোকের পুঁজি নাই। সেইজন্য ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারে না, বিশেষতঃ শিল্প শিক্ষার নিয়োজিত রাখিতে পারে না, কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষা দিয়া ছেলেদের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে যদি তাহাদের ব্যয় চলিয়া যায়, তাহা হইলে কয়েক বৎসরের পর ছেলে বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়া পিতামাতার দুঃখ মোচন এবং কিছু কিছু মূলধন সঞ্চয় করিতে পারে। তাহা হইলেই এদেশের অন্ন সমস্যায় সুমীমাংশা হইয়া যায়। এই মহদুদ্দেশ্যে মাননীয় মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাহায্য করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আমরা বহুবার এই বিদ্যালয়ের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি, পুনরায় সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি, যেন এই বিদ্যালয়ে সন্তানগণকে শিক্ষা দিয়া দেশের শিল্পোন্নতির জন্য যত্নবান হয়েন। প্রথম ২।৩ মাস একটু ব্যয় হইবে বটে, কিন্তু ২।৩ মাস পরে বালকগণ নিজের উপার্জ্জনে নিজের

ব্যর চালাইতে সক্ষম হইবে। এই সকল বালক শিক্ষালাভ করিয়া যাহাতে কাজ পায়, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে বিশেষঃ সাহায্যও করিবেন। এ সকল মহৎ কার্য্যের যে তুলনা নাই, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ধন্ত! ইহাই প্রকৃত উদ্যোগ এবং দেশহিতৈষিতা।

কালীর মসলার অভাব।

—:০:—

জার্ম্মানীর ব্লাক আনিলিন দ্বারা কালির বড়ী, কালির গুড়া, তরল কালী প্রস্তুত হইতেছিল। যুদ্ধের জন্ত গলনট্ বা মাজুফল, এখন আর পাওয়া যাইতেছে না, অতিশয় দুর্ম্মূল্যও হইয়াছে, তাহাতে কালী প্রস্তুত করিয়া কালীওয়ালাদের কোন ক্রমেই পোষাইবে না। আনিলিন কলার দুষ্প্রাপ্য। দেশী কালী-ওয়ালাগণ অতি বাধ্য হইয়াই।০ আনা পাঁইটের কালীকে ॥০ দরে বিক্রয় করিতেছেন। সবুজ আভাযুক্ত ব্লুব্লাক কালীর মায়া ছাড়িয়া আবার বুঝি হরিতকি, আমলা, বহেড়ার কালী ধরিতে হয়। কাগজ দুর্ম্মূল্য—দাম ৪ গুণই বৃদ্ধি হইতে চলিল। পরমুখাপেক্ষী জাতি আমরা, আর হায় হায় করিয়া কি হইবে? দেশে হরিতকি বহেড়ার কালী আবার চলিতে আরম্ভ হইতেছে। এত দাম দিয়া পল্লীগ্রামবাসীগণ আর পারিয়া উঠিতেছে না। খাদ্য, পরিধেয়, সমস্তই দুর্ম্মূল্য। কাগজের এবং কালীর অভাবে বহু আবশ্যকীয় বিষয়ও এখন গ্রন্থকারগণ প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। দেশীয় উপাদানে লিখিবার কালীর উপায় উদ্ভাবন করা এখন আবশ্যক হইয়াছে। দেশী কালীর দ্বারা কাগজ—কলম নষ্ট হইত না, তাহাতে লিখিত প্রাচীন পুঁথি কত শত শত, বৎসর অসংখ্য হইতে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই একটি দেশীয় শিল্পের অভ্যুদারের সুযোগ দ্বারে করাঘাত করিতেছে, দেশের বৈজ্ঞানিকগণের এই সুযোগ উপেক্ষা করা উচিত নহে। দেশের ছেলেদের এত লেখা পড়া, এত বিজ্ঞান পাঠ সমস্তই কি ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হওয়া বাঞ্ছনীয়? একটা জিনিষও কি খাটী দেশজাত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে না। মাথা ঘামায় কে? সে চেষ্টা কৈ? সে ব্যাকুলতা কৈ? ঘুমঘোর ভাঙ্গিল না আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই বুঝি থাকিয়া গেলাম। কত দেশলাইয়ের কলের কথা, যৌথ কারবারের কথা, কত স্বদেশ-হিতৈষির কথাই এ জীবনে শুনিলাম, কিন্তু হায় হায়, একটীও ধোপে ঠিকিল না, এই দুঃখ্ আর কি? যুদ্ধ আরও কিছুদিন চলিলে কালী, কলম, কাগজ, বই সমস্তই বোধ হয় আর পাওয়া যাইবে না। তখন বোধ হয়, শিক্ষার বড়াই ঘুরিয়া যাইবে এবং দেশের ছেলেরাই অগত্যা শিল্পে—ও বিজ্ঞ—কৃষিকার্য্যে মন দিতে আরম্ভ করিতে পারে। ভগবানের কি অভিপ্রায় কে জানে? বাণিজ্য শিল্পের কথা এদেশে নামও করিতে নাই। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইতেছে চাকুরী বা ওকালতি করা, শিল্প ব্যবসার এ সকল ছোট কাজে আমাদের দেশের শিক্ষিত এবং ধনীগণ পাপ মনে করিয়া থাকেন। সেরূপ শিক্ষার পুস্তক, কাগজ স্পর্শ করিতে এক মুহূর্ত্ত সময় দেওয়াও বাঙ্গালীর ছেলের নিকটে অপব্যয়, অথচ তোতাপাখীর ন্যায় পাশ্চাত্য দেশের শিল্প বাণিজ্যের কথা লইয়া আমরা গলাবাজী করিতে ছাড়ি না, এই দেশের আবার অবস্থার উন্নতি হইবে? শুনিলেও হাসি পায়। এদেশের ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ প্রকৃতই আমাদিগকে বাকসর্ব্বস্ব বলিয়া হাস্য ও উপহাস করিয়া থাকেন?

Home Industry.

শৃঙ্গ-শিল্প।

—:০:—

শৃঙ্গ হইতে বহু উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য হইতে পারে এবং হইতেছে। মহিষের শৃঙ্গ হইতে বহু পূর্ব্বকাল হইতে নানা প্রকারের কৌটা, চিরুণী, ছুরীর এবং অস্ত্র শস্ত্রের বাঁট হইতেছে এমন কি আমরা দেখিয়াছি, এদেশে যখন ছাতার জন্ত ইস্পাতের শিক প্রভৃতি আমদানী হইত না, সেই সময়েও ছাতার শীক পর্য্যন্ত মহিষের শৃঙ্গ এবং কাঁচকড়া দ্বারা প্রস্তুত হইত। এখন কটক অঞ্চলে, এবং পুরুলিয়ার দিকে শৃঙ্গের কাজ মন্দ হইতেছে না, কটকের ছড়ি, কৌটা, কলমের হাণ্ডেল, চিরুণী এমন কি মুক্তদান প্রভৃতিও সুন্দর হইতেছে—তাহা অনেকেই দেখিতেছেন। পুরুলিয়া অঞ্চলে মহিষের শৃঙ্গ দ্বারা লাঠীর মাথা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার অন্যত্র কোন উল্লেখ যোগ্য কাজ হইতেছে এমন আমরা শুনিতে পাই না। কলিকাতার হাড়কাটা গলিতে মহিষ শৃঙ্গের কখন কখন বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, সময় সময় দেখিয়াছি। এই শৃঙ্গের কাজ এদেশেও হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেইজন্ত শৃঙ্গকে কেমন করিয়া কার্য্যোপযোগী করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার বাসনা।

শৃঙ্গকে নরম করিবার উপায়।

শৃঙ্গের অগ্রভাগে যাহা অস্থির ন্যায় কঠিন, সেই অংশটা করাত দ্বারা কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয় এবং গোড়াটাতেও ঐরূপ করাত দ্বারা কিঞ্চিৎ বাদ দেওয়া উচিত। তাহার পর গরমজলে বা একটা পাত্রে জলদিয়া তাহাকে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইলে শৃঙ্গ বেশ কোমল হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় ইহাকে অনায়াসে সোজা করিয়া ফেলা যাইবে। এখন এই মহিষ শৃঙ্গের উপর যে কঠিন

আবরণ থাকে সেইটীরই আবশ্যক। কিন্তু তাহার ভিতর যে মাংশল পদার্থ থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, মহিষ শৃঙ্গকে জলে ফুটাইলেই যখন কোমল হইবে, সেই সময় ইহাকে মাঝে মাঝে চিরিয়া ফেলিয়া ভিতরে মাংশল অংশটা অনায়াসে ছুরি দ্বারা পৃথক করা যাইতে পারে। তাহার পর খোলার ন্যায় শৃঙ্গের যেটুকু আবশ্যক,সেই কঠিন অংশ অর্থাৎ শৃঙ্গের প্রকৃত আবরণটী থাকিবে। এই অবস্থায় ইহাকে সোজা করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা বাঞ্ছনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা সহজ হইবে। ইহার উপর, এই নরম অবস্থায় এই শৃঙ্গটাকে সোজা করিয়া ইহার উপর ভার চাপাইয়া রাখিলেই ইহা সোজা হইবে, এবং শুষ্ক হইলে আর কোঁকড়াইবে না। তাহার পর শুষ্ক হইলে তখন কঠিন হইবে, তখন রেঁদার বা তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ইহাকে সমান ভাবে চাঁচিয়া মসৃণ করিয়া তাহাদ্বারা নানা প্রকার দ্রব্য করা যাইতে পারিবে। শৃঙ্গকে কেমন করিয়া পালিস করিতে হয়, তাহার কথা নিম্নে বলিতেছি।

শৃঙ্গের জিনিসের উপরিভাগ প্রথমে কাঁচ ভাঙ্গাদ্বারা চাঁচিয়া চাঁচিয়া সমতল এবং যথাসাধ্য মসৃণ করিয়া লইয়া একটু ফ্লানেল বা তদনুরূপ কাপড়ের উপর কিঞ্চিৎ পিউমিস পাউডার, অভাবে সাণ্ড পেপার দিয়া খুব বারম্বার ঘর্ষণ করিলে যথেষ্ট সমতল এবং পালিস হইবে। তাহার পর একটু হুইট অয়েল মাখাইয়া শ্যাময বা সাব্‌ডী চামড়া দ্বারা ঘর্ষণ করিতে করিতে ইহার পালিসের উজ্জলতা বাহির হইবে।

টুকরা জুড়িবার উপায়।

মহিষের শৃঙ্গের টুকরা জুড়িয়া অনেক সময় কাজ করিতে হয়, কারণ শৃঙ্গের খোলা দ্বারা কাজ করিতে হয়, টুকরা না জুড়িলে উপায় নাই। এই টুকরা জুড়িতে হইলে দুইটী শৃঙ্গের পাতকে অগ্নির উত্তাপ দ্বারা গরম করিলেই যখন নরম হইয়া যাইবে, তখন দুইমুখ একত্র করিয়া চাপ দিয়া যে পর্য্যন্ত শীতল না হয় সে পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলেই বেমালুম জুড়িয়া যাইবে।

এই শৃঙ্গের উপর রঙ্গ করিতে হইলে পালিস করা শৃঙ্গের দ্রব্যের উপর নাইট্রেট্ অফ্ সিলভারকে কিঞ্চিৎ জলে গলাইয়া তুলি দ্বারা ইহার উপর চিত্র বিচিত্র যাহা ইচ্ছা করা যাইতে পারে, যে পর্য্যন্ত বাঞ্ছনীয় বর্ণের গাঢ়তা না হয়, যে পর্য্যন্ত ঐরূপে ২।৩ বার তুলিদ্বারা লাগান যাইতে পারে। ইহাদ্বারা বেগনী আভাযুক্ত কৃষ্ণ বর্ণ হইবে। প্রত্যেক বার তুলিদ্বারা লাগাইয়া রৌদ্রের তাপে শুষ্ক করিয়া লইয়া তবে দ্বিতীয় বার লাগাইতে হইবে।

এই শৃঙ্গের কার্য্য করিবার সময় ইহার অনেক গুঁড়া ছাঁট চুট বাদ পড়ে, তাহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে। ইহা অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া শিরিশ প্রস্তুত হয়। উত্তম রূপে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া বোতামাদি প্রস্তুত হইতে পারে। কোন জিনিসের কিছুই বাদ যায় না, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

Agriculture.

গার্হস্থ্য কৃষি।

সংক্ষিপ্ত উপদেশ।

—:০:—

গোলআলু—কার্ত্তিক মাস।

হালকা পলিপড়া জমি উপযোগী। ভিজা নামাল জমিতে আলু জন্মায় না। ভাদ্র মাসে উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দ্বারা জমি বারংবার চষা। যত অধিক চাষ করা যায়, ততই ভাল হয়। রেড়ির খোল, পুরাতন গোবর, ছাই, পলিমাটী যথেষ্ট পরিমাণে মিশান। অস্থিচূর্ণ বিশেষ উপকারী—বীজ বপনের অন্ততঃ ৩।৪ মাস পূর্ব্বে অতি সূক্ষ্ম অস্থিচূর্ণ মিশান উচিত। কার্ত্তিক মাসে পুনরায় লাঙ্গল ও মই দেওয়া। প্রায় একহাত গভীর করিয়া মাটি খনন করত ধুলির মত করণ।

রোপণের প্রথা—এক হাত অন্তর উত্তর দক্ষিণে লম্বা জুলি প্রস্তুত। আধ হাত গভীর জুলি, প্রত্যেক জুলিতে ১৫।১৬ আঙ্গুল ব্যবধানে এক একটী চোক বসান। চোক উপর দিকে রাখিয়া সাবধানে মাটী চাপা দিতে হয়।

ঐ অন্য প্রথা—চৌকার প্রস্থভাগে ৬ হাত অন্তর [illegible] ইঞ্চ গভীর এক একটী জুলি। প্রতি দুই জুলির মধ্যবর্ত্তী জমিতে প্রস্থভাগে ৬।৭ ইঞ্চ গভীর জুলি কাটা। ঐ উভয় পার্শ্বস্থ জুলির মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক ফুট অন্তর বীজ বসান। চারা ৫।৬ অঙ্গুলি প্রমাণ হইলে সমস্ত জমিতে উত্তমরূপে জল সেচন। জল টানিয়া "যো" হইলে নিড়ান দ্বারা মাটী খুঁসিয়া দেওয়া। চারার গোড়ায় মধ্যে মধ্যে মাটী তুলিয়া দেওয়া। ৭।৮ দিন অন্তর ঐরূপ ছেঁচ দেওয়া, ক্রমশঃ পার্শ্বের দাঁড়া জুলির মত হইবে এবং গোড়ার মাটি উঁচু হইয়া উঠিবে। গাছ মরিয়া আসিলেই আলু উঠাইতে হয়।

বাঁধা কপি—ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস।

ছায়াবিহীন দো আঁশ শক্ত বা হালকা মাটি। ভাদ্র মাসে জমি কোপাইয়া খৈল বা পুরাতন গোবর সার মিশান। সার দিবার দিবার পর বারংবার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি চূর্ণ ও আলগা করা। বিঘা প্রতি ২০ মণ খৈল বা ১৫।২০ গাড়ি পুরাতন গোবর সার। পচা পানার সার মিশ্রিত হালকা মাটিযুক্ত ভাঁটিতে

বা গামলায় বীজ বপন। আগ্‌নী জাতীয় বীজ আষাঢ় মাসে ও নাম্‌লা জাতীয় ভাদ্রের শেষে রোপণ। ২।৩টী পাতা হইলে উঠাইয়া ছাউনিযুক্ত হাপোরে চারা বসান ও উত্তমরূপে জল সেচন। দিনের বেলায় হাপোর ঢাকা এবং বর্ষা না থাকিলে রাত্রিতে খুলিয়া রাখা। ৬।৭টী পাতা জন্মিলে চারা ক্ষেত্রে রোপণ। পুতিবার সময় বা তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক গর্ত্তে এক বা দুই মুষ্টি পুরাতন সার বা চূর্ণ সরিষা খৈল দিলে ভাল হয়। দেড় হাত অন্তর জুলি মধ্যে দেড় হাত অন্তর এক একটী চারা গলা ডুবাইয়া বসান। তৎপরেই অল্প অল্প জল সেচন। সূর্য্যাস্ত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চারা বসাইবার সময়। যাবৎ চারা সবল না হয়, দিনের বেলায় ঢাকিয়া রাখা ও অপরাহ্নে খুলিয়া দেওয়া। গাছগুলি ধরিয়া গেলে জুলির পার্শ্বস্থ মাটি উহাদের গোড়ায় টানিয়া দেওয়া। জলাভাবে কপি জন্মে না। অতএব প্রচুর জল সেচন চাই। মাটি কঠিন হইলে গাছের গোড়া খুলিয়া দিয়া ও জঙ্গলাদি পরিস্কার করিয়া রাখিতে হয়।

ফুলকপি—শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক।

ফুল কপি দুই জাতীয়—পাটনাই ও বিলাতী। মৃত্তিকা, বীজ রোপণ ও চারা পালন সম্বন্ধে বাঁধা কপির প্রণালী অবলম্বন। কিন্তু বাঁধা অপেক্ষা ইহার জমিতে অধিক সার দেওয়া ও পাট আবশ্যক। বিঘা প্রতি ১৮।২০ মণ খৈল এবং পুরাতন সার। ভাদ্র মাসে জমিতে বারংবার চাষ। চারা পুতিবার সময় প্রতি গর্ত্তে ৩।৪ মুষ্টি পুরাতন পচাসার বা খৈলসার দেওয়া। আড়াই ফুট অন্তর জুলিতে দুই ফুট ব্যবধানে চারা বসান। গাছ বড় হইলে গোড়ায় মাটি তুলিয়া দাঁড়া দেওয়া। সপ্তাহে একবার হেঁচ—গাছে—পোকা ধরিলে পাতায় ছাই ছড়াইয়া দেওয়া। ফুল দেখা দিলে গাছের ২।১টী পাতা দ্বারা দিনের বেলা ঢাকিয়া রাখা—অপরাহ্নে খুলিয়া দেওয়া। আগ্‌দি জাতীয় ও পাটনাই আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বপন করা বিধি। পাটনাই কপি অনায়াসে উৎপন্ন করা যায়।

ওলকপি—ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক।

বাঁধা কপির প্রণালীতে চারা উৎপাদন ও প্রতিপালন করিয়া কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রে রোপণ। অল্পাধিক ছায়াযুক্ত পুরাতন গোবর বা খৈল সার মিশ্রিত হাল্‌কা দো-আঁশ মাটি। দেড় ফুট অন্তর শ্রেণীতে এক ফুট ব্যবধানে চারা রোপণ। গাছের গোড়ার মাটি খুলিয়া দেওয়া। মধ্যে মধ্যে তরল গোবর সার বা খৈল সার দিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রে রোপন করিবার দিন হইতে ২ মাসের মধ্যে আহারের উপযোগী হয়।

মহিম বাবুর মুষ্টীযোগ।

আফিং বিষনাশক ঔষধ।

কলমীর শাকের রস আফিংএর বিষ নষ্ট করে, আফিং দ্বারা বিষাক্ত রোগীকে কলমীর শাকের রস যতটুকু সম্ভব, খাওয়াইয়া দিলে ইহার বিষ ক্রিয়া নষ্ট হইয়া রোগীর জ্ঞান ও চৈতন্য হইবে।

রক্ত আমাশায়ের ঔষধ।

আমচুর ভিজান জল	—/০ ছটাক
দধি	—/০ ছটাক

কাঁচা হরিদ্রা পেঁতো করিয়া তাহার সূক্ষ্ম গুড়া অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া যে পর্য্যন্ত আরোগ্য না হয়, প্রত্যহ প্রাতে ১ বার করিয়া দিলে রক্তামাশয় আরোগ্য হইবে।

সাদা ও রক্ত আমাশয়ের মুষ্টিযোগ।

কেশুথের শিকড় পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ও সাদা আমাশয় ভাল হয়।

পুরাতন ঘুষঘুষে জ্বর।

প্রাতে এবং বৈকালে কাগজিলেবুর পাতার আঘ্রাণ লইলে এইরূপ জ্বর বন্ধ হয়।

ডিসপেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণতা।

কোষ্ঠ বদ্ধ বিশিষ্ট অজীর্ণতায়—

ইসপ্‌গুল ভাজা	—১ ভাগ
ঐ কাঁচা	—১ ভাগ

কাশীর চিনি (অভাবে সাধারণ চিনি) ২ ভাগ, দধির জল ফেলিয়া যাহা ছানার মত থাকে, তাহা ৮ ভাগ। একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, বায়ুর সমতা হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং অচিরে ডিসপেপ্‌সিয়া আরোগ্য হয়।

অর্দ্ধ কপালীর মুষ্টিযোগ।

যে পার্শ্বে পীড়া, সেই পার্শ্বের হাতের কনুইয়ের উপর কাপড়ের পাড় ছেঁড়া দ্বারা কসিয়া বান্ধিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও। পর দিবসও যদি মাথা ধরে, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, একই নাসায় শ্বাস গ্রহণ কালে একই সময় মাথা ধরে কিনা, নিশ্চয়ই তাহাই হইয়া থাকে। তাহা হইলে সেই নাকে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কনুয়ে বান্ধন দিবা মাত্রই মাথা ছাড়িয়া যাইবে। এই মাথাধরা প্রায়ই সূর্য্যোদয় সময় আরম্ভ হইয়া বেলা যত বাড়ে, ততই বৃদ্ধি হয়, এবং বেলাবসানে কমিয়া যায়।

(যোগী গুরু)।

ভুত প্রেতাদি সম্ভুত জ্বর।

রক্ত আপাঙ্গের মূল হাতে বান্ধিয়া দিলে এইরূপ জ্বর ভাল হইবে।

(যোগী গুরু)

রক্ত পরিষ্কার এবং দেহ পুষ্টির সহজ উপায়।

উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘৃত ১ তোলা পরিমাণ লইয়া তাহাতে ৮।১০টী গোল মরিচ ভাজিয়া সেই ঘৃত প্রত্যহ পান করিলে শরীরের পুষ্টিসাধন এবং রক্ত পরিষ্কার হইবে।

(যোগী গুরু)।

নারিকেল ছোবড়ার দড়ীর কল।

হাওড়া, ২৫৩ নং বেলিলিয়াস রোড হইতে শ্রীকৃষ্ণনাথ অধিকারী আমাদিগকে লিখিয়াছেন, তিনি বহুদিন পরীক্ষা করিয়া নারিকেলের ছোবড়ার দড়ী প্রস্তুত করিবার একটী পা চাপা কল প্রস্তুত করিয়াছেন। ৫।৬ হাজার টাকা মূলধন লইয়া এই কলে কাজ করিলে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি দরিদ্র মিস্ত্রি; সে টাকা নাই, তাঁহার কেহ যদি সহায় হয়েন, তবে তিনি কলটী চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এ দেশে নারিকেলের ছোবড়া নষ্ট হয়—আর বিদেশ হইতে বৎসর বৎসর অনেক টাকার নারিকেলের কাতা আনিয়া আমরা ব্যবহার করি। কলকব্জা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন লোক এই কলটী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?

"Businessman" Poor Charitable Dispensary.

বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা। পরদুঃখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মফঃস্বলের রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া যাহা সাধারণ হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থে ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধারক

অধীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,
"কাজের লোক" সম্পাদক।

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

—:০:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. X.
১২শ সংখ্যা। DECEMBER 1916. ডিসেম্বর ১৯১৬। No. 12.

কিছু নিজেদের কথা।

এই সংখ্যার সহিত ১৯১৬ সালের "কাজের লোক" সম্পূর্ণ হইল। কত বাধা বিঘ্ন, কাগজাদির মূল্যবৃদ্ধি হেতু ক্রমাগত ক্ষতি সহ্য করিয়া "কাজের লোক"কে দশ বৎসর কাল জীবিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। হয়ত গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট কত ত্রুটী, কত অপরাধ করিয়াছি—সকলের নিকট আজ সানুনয় প্রার্থনা, যেন নিজগুণে সে সমুদয় ত্রুটী ক্ষমা করেন।

—•—

শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক পত্রের মধ্যে এক মাত্র পত্র "কাজের লোক"কে ব্যবসায়ী শিল্পী গৃহস্থ সকলেরই আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ করিয়া সর্ব্বজনপ্রিয় করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটী করি নাই, বলিতে কি "কাজের লোকের" প্রত্যেক পৃষ্ঠাকেই দুর্ল্লভ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ করিয়াছি। এ পরিশ্রম এদেশে উপলব্ধি করিবার লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাপি বহু গৃহস্থ, বহু ব্যবসায়ী, বহু বিজ্ঞাপন দাতা, রাজা, মহারাজা,জমীদারগণ গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং জীবিত রাখিয়াছেন। কিন্তু যে আশায় "কাজের লোক" প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলাম; অতি পরিতাপের বিষয়,সে আশা পূর্ণ হয় নাই। বাঙ্গালার প্রতি গৃহে "কাজের লোক" স্থান পাইবে এই উচ্চ আশা ছিল, কিন্তু তেমন হয় নাই। এদেশে শিল্প ব্যবসায়াদি শিক্ষায় প্রকৃতই আগ্রহ নাই, সর্ব্ব বিষয়েই আমাদের দেশের লোক যেমন বাকসর্ব্বস্ব, এবিষয়েও তাহার ত্রুটী নাই।

যদি আমরা এই কাগজখানিকে ইংরাজীতে প্রকাশ করিতাম, তাহা হইলে সুদূর ইয়োরোপ এবং আমেরিকা ও রেঙ্গুন, বর্ম্মা, মান্দ্রাজ, বম্বে, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রচুর গ্রাহক পাইতে পারিতাম। বিলাতী বিজ্ঞাপনে কাগজ পূর্ণ হইয়া অর্থ স্বাচ্ছল্য হইত, কাগজের উন্নতি হইত। উদ্দেশ্য সফল হইত।

—•—

যুদ্ধের জন্ত কাগজের অসম্ভব মূল্যাধিক্য না হইলে আমরা এই বারেই "কাজের লোকের" একটী ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত করিতাম, কিন্তু এবারেও সে আশা ফলবতী হইল না। যদি কখন সুযোগ পাই,তবে সে উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিব।

—•—

১০ বৎসরের "কাজের লোক" শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য বিষয়ক দুর্লভ জ্ঞাতব্য কথায়

পূর্ণ হইয়া বিশ্বকোষ সদৃশ হইয়াছে। সমস্ত সংবাদ পত্রই—মুক্তকণ্ঠে "কাজের লোকের" প্রত্যেক খণ্ডের প্রশংসা করিয়াছেন। এই দশবৎসরের সমস্ত খণ্ড খুবই সুলভে দেওয়া হইতেছে। একত্রে লইলে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৩৲ টাকা স্থলে এখন বহুল প্রচার কামনায় ১৷৹ টাকা করিয়া আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে। বাঙ্গালার প্রত্যেক সাধারণ পুস্তকালয়ে, প্রত্যেক গৃহে "কাজের লোকের" পূর্ণ এক সেট কি রক্ষিত হইবে না?

—•—

বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়েই যাহাতে একটু একটু সাধারণ জ্ঞান জন্মে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যাহাতে ছেলেকে দুনিয়া অন্ধকার না দেখিতে হয়, এই উদ্দেশ্যেই "কাজের লোক"কে শিক্ষার বিশ্বকোষ সদৃশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই জন্যই এত অনুরোধ যে, যেন প্রত্যেক সংসারের পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা এক এক সেট ক্রয় করিয়া বালকগণের সম্মুখে রাখিয়া দেন, তাহারা অবকাশ সময়ে এই বিরাট গ্রন্থের একটী মাত্র পৃষ্ঠা উলটাইলেই বহু শিক্ষার বিষয় দেখিতে পাইবে।

—•—

এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ বালককে শিক্ষা মন্দিরে পাঠাইয়াই নিজের দায়ীত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পাইলেই ধন্য বোধ করেন। পাশ্চাত্য পিতামাতাগণ নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় ব্যতীত বালকগণকে বহু বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেইজন্য সে দেশের ষোল বৎসরের বালক এদেশে আসিয়া প্রকাণ্ড কারবার এবং অধ্যক্ষতা করিতে সক্ষম হয়, তাহার পরিচালনায় এদেশের অতিবৃদ্ধ আক্কেলবাজ লোকেও চালিত হইয়া দাসত্ব করিতে থাকে। এদিকে এদেশের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষে উহাদিগকে অপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া নিশ্চয়ই গর্ব্বিত, কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতার অভাবে ঐ ষোড়শবর্ষীয় বালকের সম্মুখে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় দাঁড়াইতেই পারে না। এদেশে শিক্ষা হয়, কিন্তু কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে না।

—•—

সেই সাধারণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য এ দেশের পিতা মাতা যখন চেষ্টা করিবার সময়ও পান না, তখন তজ্জন্য ৮৷১৹ টাকা ব্যয় করিয়া "কাজের লোকের" ন্যায় গ্রন্থ গৃহে রাখিয়া বালকের জন্যে দেওয়া অপব্যয় নহে। তাই আমরা আশা করিতে পারি, অপিচ দাবী করিতেও পারি যে, এই এত পরিশ্রমের সংগ্রহ বিশাল গ্রন্থাবলী অবিলম্বেই নিঃশেষিত হইয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতে থাকিবে।

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ—"কাজের লোক।"

—•—

ব্রাহ্মণ।*

ব্রাহ্মণ দেব, ব্রাহ্মণ গুরু, পতিতের তুমি প্রাণ,
সম্রাট তুমি ধর্ম্মরাজ্যে, ভারতের তুমি প্রাণ।
বসতি তোমার শ্যামল কানন, শকতি তোমার যোগ,
দেহের রক্ত, হৃদয়ের বল, সংযমে বিনিয়োগ।
দান করি দেছ রাজ্য ছত্র স্বর্ণ রত্ন তুমি,
পর্ণ-কুটীর, বল্কল-বাসে, তৃপ্ত রয়েছ তুমি।
নীবার' তোমার যোগায় খাদ্য, 'ইঙ্গুদী' দেয় স্নেহ,
বনের হরিণ সরল সঙ্গী, মুক্ত হৃদয় দেহ।
নমো নমো নমো ব্রাহ্মণদেব, ধন্য ভারতভূমি,—
ধন্য আমার জীবন জন্ম তব পদরেণু চুমি'।

পর্ব্বত কার আক্কেল-বাণীতে লজ্জা-নম্রমুখে
লুটায়ে ধুলায় বিশাল শিখর যুগ যুগ আছে পড়ে
গণ্ডুষে কেগো শুকায় সাগর, আঁখিতে বহ্নি হানে;
ত্রিভুবন ভীত তপোবলে যা'র, বচনে প্রলয় আনে?
কটাক্ষ তার সহে না পৃথ্বী, দেবকুল কাঁপে ত্রাসে,
অর্দ্ধপথেতে রবিরে থামায়, রাজ্য জড়ায় খাসে,
কাহার এমন প্রবল প্রতাপ, ভৃঙ্গারে জল আনি
শ্রীকৃষ্ণ দেন প্রক্ষালি পদ নিজেরে ধন্য মানি!
বিশ্বের লাগি কেগো দেয় প্রাণ বজ্র গড়িতে হাড়ে?
সে যে ভারতের ব্রাহ্মণ,—ওগো ব্রাহ্মণে শুধু পারে।
কাহার এমন ইচ্ছা মৃত্যু, কে আছে এমন ত্যাগী,
কোথায় এমন কুবের ভিখারী—সদা হরি-অনুরাগী।
হৃদয় কাহার স্বভাব শীতল—পদে পদে কার ক্ষমা।
নিমেষে আতুর-মৃতেরে জীয়ায় বাণী কার সুধাসমা?
ধরণী কাহার চরণে লুটায়—সে তায় ঘৃণায় ছাড়ে।
সে যে ভারতের ব্রাহ্মণ,—ওগো ব্রাহ্মণেই শুধু পারে।
যে দিয়াছে বেদ, যে দেছে পুরাণ, অমর কাব্যকথা,
যে নামায়ে আনি' স্বরগের বাণী হরিয়াছে শোক-ব্যথা।
জানায়ে যে দেছে নশ্বর ধরা আত্মারে অবিনাশী,
ধরণীর ক্লেশ-জ্বালা-যন্ত্রণা বলেছে সহিতে হাসি'
মন্ত্রে যে এই বিশ্বনাথের সংবাদ দেছে কাণে,—
কুশাগ্রে যার শান্তির জল, শান্তি এনেছে প্রাণে

* "ভারতবর্ষ" হইতে উদ্ধৃত।

কণ্ঠে যাহার বাণীর বসতি, ব্রহ্মা রহেন ভালে।
চরণ যাহার যশ ধন-মান ভক্তি মুক্তি চালে—
নমো নমো নমো ব্রাহ্মণদেব, ধন্য ভারতভূমি,
ধন্য আমার জীবন জন্ম, তব পদরেণু চুমি'!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সিমলাযাত্রীরপত্র।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

আমরা যখন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা ৪॥ টা বাজিয়াছে। এখান হইতে ৩টা ৩১ মিনিটের সময় ১খানা গাড়ী পশ্চিমাভিমুখে যায়,তখন ঐ গাড়ী চলিয়া গিয়াছিল এবং ইহার পর আর অন্য গাড়ীও নাই শুনিয়া আমরা অগত্যা সেদিনটাও ঐখানে অতিবাহিত করিলাম।

পর দিবস বেলা ঠিক ৩টার সময় আমরা বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া পৌছিল, আমরা পিতা পুত্রে গাড়িতে উঠিলাম। এখানে এ গাড়ি অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে গাড়ীও প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল, আর আমি গাড়ীতে বসিয়া কেবল বুট, গম, ভুট্টা ও জুয়ারা বাজরার চাষ দেখিতে লাগিলাম। এ অঞ্চলে ধান্যের চাষ অতি অল্পই দেখা যায়, তৎপরিবর্ত্তে জুয়ারা এবং বাজরা নামক একপ্রকার শস্য এই সকল স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। এদেশের দরিদ্র লোকেরা গমের ময়দার পরিবর্ত্তে ইহার ময়দা সচরাচর খাইয়া থাকে। কারণ ইহা পূর্ব্বোক্ত ময়দা অপেক্ষা সুলভ।

এইরূপে কয়েকটী ষ্টেসনের পর বেলা ৫॥ টার সময় আমাদের গাড়ী একেবারে এলাহাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এলাহাবাদ কলিকাতা হইতে ৫১৪ মাইল। ইহা একটী প্রকাণ্ড সহর এবং ষ্টেশনও খুব বৃহৎ। এখানে কয়েকটী দেখিবার জিনিসও আছে, সেইজন্য আমরা এখানে অবতরণ করিলাম এবং ষ্টেশনের সন্নিকটেই এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। বেলা তখন ৬টা বাজিয়াছে, সূর্য্যদেব সবেমাত্র অস্তাচল চূড়ায় পৌছিয়াছেন—তখনও তাঁহার আলোক রশ্মি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তখন তমসা রাণীর আসিতে বিলম্ব আছে, তখনও এলাহাবাদ সহরের সেই রমণীয় দৃশ্য আমাদের নয়ন পথ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমরা ধরমশালার ত্রিতল গৃহ হইতে সহরের এই সমস্ত বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিল—রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য বিপনী হইতে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল—যমুনা উপকূলে সাধু সন্ন্যাসীগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতাগণের আরতী আরম্ভ করিলেন। কাঁসর ঘণ্টা এবং শংখ্যধ্বনিতে যেন সহরটী পূর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যা আগমনে এলাহাবাদ সহর যেন এক অপূর্ব্ব অভিনব সাজে সজ্জিত হইল। আমরা পিতা-পুত্রে কিছু জলযোগ করিয়া অদ্যকার মত এইখানেই বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আমি প্রথমে একটী এই দেশীয় লোক ঠিক করিলাম। এখানে ইহাদিগকে দুই চারি আনা দিলে তাহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া গিয়া সমস্ত স্থান দেখাইয়া দেয়। আমরা পিতাপুত্রে সেই লোকটীকে সমভিব্যাহারে দারাগঞ্জের ভিতর দিয়া বরাবর যমুনা উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং একখানি নৌকাযোগে পরপারে যাইয়া গঙ্গা যমুনা সঙ্গম স্থলে পৌছিলাম। এই স্থানটীকে প্রয়াগ বলে। প্রয়াগ হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে মস্তক মুণ্ডনের প্রথা আছে। প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করিয়া এই সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে জীবের দেহে নাকি আর পাপ থাকে না; তাই কথিত আছে—",প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, মরে পাপী যেথা সেথা।" কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ আমার মস্তক মুণ্ডন হইল না, কেবল সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। ইহাতে সমুদয় পাপ বিনষ্ট না হইলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সূর্য্য এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় বা অর্দ্ধোদয় যোগের সময় এখানে বিস্তর সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয় এবং তদুপলক্ষে এখানে একটী বৃহৎ মেলা বসে। বহু দেশ দেশান্তর হইতে বহু সংখ্যক লোক সাধু দর্শনার্থ এবং এই সঙ্গমস্থলে স্নান করিবার জন্য এখানে আগমন করেন।

প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম বাস্তবিক একটী দেখিবার জিনিস। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিধারা বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ভাগে নীল সলিলা যমুনা আর শ্বেতবরণা সরস্বতী প্রবাহিতা, আর উত্তরবাহিনী ভাগিরথী কুলুকুলু শব্দে আসিয়া এই যমুনা ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইতেছেন। কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! কি অদ্ভুত দৃশ্য! এই জলের কি একটা অপূর্ব্ব শক্তি আছে, তিন প্রকারের জল তিন প্রকার বিভিন্ন বর্ণের, গঙ্গার জল ঘোলা, যমুনার জল নীল, আর সরস্বতীর জল সাদা কিন্তু এই তিনটী জল যেন স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কোনটীর সহিত কোনটীর মেশামেশি নাই। যমুনা পশ্চিম বাহিনী হইয়া বরাবর ভগবানের লীলাভূমি মথুরা ও বৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, আর পবিত্র সলিলা জাহ্নবী বারানসী অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। কিন্তু সরস্বতীর ধারা কোন দিকে

প্রবাহিত হইতেছে না। স্থির এবং ধীর ভাবে একস্থানেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানে জনশ্রুতি যে, ইহার ধারা উপস্থিত পাতালে প্রবাহিতা। যাহা হউক, কি অপরূপ এ দৃশ্য! এ দৃশ্য বর্ণনা করিতে আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী সম্পূর্ণ অসমর্থ। পাঠক, আপনি যদি এদৃশ্য কখন না দেখিয়া থাকেন, তবে একবার আসুন, এই প্রকারের পঞ্চ বস্তুনা সঙ্গম স্বচক্ষে দর্শন করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। আমি বহুক্ষণ ধরিয়া এই অপূর্ব্ব শোভা নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং সেই পরম করুণাময় পরমেশ্বরের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম দিতে লাগিলাম।

অতঃপর আমি প্রদর্শকের কথামত এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই দুর্গের ভিতর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। তবে দুর্গ দর্শনেচ্ছুকগণ দুর্গ রক্ষকের হুকুম লইয়া যাইতে পারেন। বলা বাহুল্য, আমাদের পূর্ব্ব হইতেই উহা সংগৃহীত ছিল। এই দুর্গ ঠিক যমুনার উপর প্রতিষ্ঠিত, এমন কি যমুনার জল উহার ভিত্তি স্পর্শ করিয়াছে। ইহার নাম "আকবর ফোর্ট"। মোগল সম্রাট আকবর বাদসাহ নাকি এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। উপস্থিত এই দুর্গ ইংরাজ বাহাদুরের অধিকৃত এবং তাঁহাদেরই সৈন্য সামন্ত এখানে বাস করে। আমরা এই দুর্গের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিলাম এবং অবশেষে দুর্গের প্রান্তভাগে এক সুড়ঙ্গ পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রদর্শক বলিল, আসুন, কোন ভয় নাই, ইহার ভিতর অক্ষয় বট দর্শন করিবেন। আমরা কয়েকটী সোপান অবতরণ করিয়া সেই সুড়ঙ্গ পথে চলিলাম। সুড়ঙ্গটী বরাবর নিম্নদিকে চলিয়া গিয়াছে। আমরা ভিতরে গিয়া দেখি, ভয়ানক অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে এক একটী দীপ জ্বলিতেছে। সেই দীপের ক্ষীণালোকে কয়েকটী প্রস্তর নির্ম্মিত দেব দেবীর মূর্ত্তি আমাদের নয়নগোচর হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন্‌টী কোন্ দেবতা, তাহা চিনিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, আমরা বরাবর ভিতরে যাইয়া সেই বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে অনেকগুলি আলোক জ্বলিতেছিল। আমরা চাহিয়া দেখিলাম, ঠিক ঘরের ন্যায় বোধ হইল। কিন্তু কোন জানালা দরজা নাই—আর ভয়ানক অন্ধকার। অতঃপর আমরা সেই অক্ষয় বটের নিকটে যাইয়া দেখিলাম, একটী প্রকাণ্ড গাছের শাখার ন্যায় দৃষ্ট হইল—এবং তাহারই নিম্নভাগে কয়েকটী পাতা গজাইয়াছে দেখা গেল। আমরা এই অক্ষয়বট দর্শনান্তে গুহা পথ অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলাম এবং বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে দেখিয়া আর অন্যত্র কোথাও না যাইয়া বাসাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম। এখানকার রাস্তাগুলি অতিশয় প্রশস্ত এবং খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তন্মধ্যে দারাগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ, হাজরতগঞ্জ এই কয়টী রাস্তা আমার চক্ষে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য অশ্বথ এবং দেবদারু বৃক্ষ সকল কেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহারই শীতল ছায়ায় কত পথশ্রান্ত পথিক বিশ্রাম করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলের কল রহিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান শোভা পাইতেছে। মোটের উপর বলিতে গেলে এ অঞ্চলের মধ্যে এলাহাবাদ একটী বেশ বর্দ্ধিষ্ণু সহর। এখানকার জলবায়ু মন্দ নয়, সহরে জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি সবই আছে, মিউনিসিপ্যালিটীর অনুগ্রহে রাস্তাঘাটও বেশ পরিষ্কার। সর্ব্ব প্রকার খাদ্যদ্রব্যও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে অনেক বাঙ্গালী ব্যবসা কিম্বা চাকরী উপলক্ষে আগমন করিয়া এই দেশেই বসবাস করিতেছেন। এখানে সর্ব্বপ্রকার ব্যবসাই প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে। আমরা যখন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, বেলা তখন ১১॥টা বাজিয়াছে—আমাদের জঠরানলও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। পাঠক, আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমরা স্নানাহার সমাপনান্তে আবার আপনাকে লইয়া ভরদ্বাজাশ্রম যাইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

শান্তিতে সংস্কার।

(গল্প)

১

"বউই মা কোথা গো"

"কে—লা?"

"আজ্ঞে আমরা কাতেনপুর থেকে আস্‌ছি মা"

এই বলিয়া রাধানাথ ভট্টাচার্য্যের বৃদ্ধা ঝি ও তাঁহার সঙ্গিনী পূজার তত্ত্ব সামগ্রী লইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। রাধানাথ বাবু শিবশঙ্কর বাবুর বৈবাহিক; নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা মাধবীলতাকে শিবশঙ্কর বাবুর পুত্র উমাশঙ্করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। উমাশঙ্কর রূপে গুণেও যে রকম, বিদ্যা বুদ্ধিতেও তথৈবচ; বয়সও ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শিবশঙ্কর বাবুর গৃহিণীর কৈফিয়তে জানিতে পারি যে, অল্প বয়সের পুত্রের বিবাহ দেওয়া তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীর কাহারও মত নহে তাই উমাশঙ্করের এত দিন বিবাহ হয় নাই। শিবশঙ্কর বাবুর গৃহিণী এইরূপ বলিলেও দুষ্ট নিন্দুক লোকে অন্যরূপ বলে। ইহাদের বড়লোক ও বনিয়াদী ঘর বলিয়া খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, এই বনিয়াদী চাল বজায় রাখিতে ব্যয় বাহুল্য হেতু বিষয় সম্পত্তি অধিকাংশই মহাজনের কবলগত

হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাও বন্ধক দেওয়া আছে। সে যাই হোক, রাধানাথ বাবুকে তাঁহার কন্যার বিবাহে গহনা বরাভরণ প্রভৃতিতে তের শত এক টাকা দিতে হইয়াছিল। সকল মায়ের নিকট "কানা ছেলেও পদ্মলোচন"; সুতরাং শিবশঙ্কর গৃহিণী, উচিত মত পণ ব্যতীত পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত ছিলেন তবে শিবশঙ্কর বাবুর মধ্যস্থতায় উপরি উক্ত "অল্প" টাকায় স্বীকৃত হইয়াছিলেন। শিবশঙ্কর বাবু স্বীয় পুত্রের মূল্য বুঝিতেন, প্রায়ই কিছুই দাবী দাওয়া করেন নাই, সেই জন্য রাধানাথ বাবু অধিকাংশ টাকাই কন্যার অলঙ্কারে ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহীণীর ইহা মনঃপূত হয় নাই, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, অৰ্দ্ধেক টাকা নগদে গ্রহণ করা; কিন্তু তাঁহার স্বামীই সে সাধে বাদ সাধিয়াছিলেন, কারণ তিনি রাধানাথ বাবুর নিকট এরূপ অন্যায় প্রস্তাব করিতে লজ্জিত বোধ করিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত মাধবীলতা খাশুড়ীর কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, অনেক সময় তাঁহাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত। বাঙ্গালীর সংসারে ইহা নূতন নহে; অনেকের গৃহেই মাধবীলতার ন্যায় বহুপুত্রবধুই নিপীড়িতা দুৰ্দ্দশাগ্রস্তা।

২

আধ ঘণ্টা পরে গৃহিণীর ফুরসত হইল, তিনি উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। ঝি ও তাহার সঙ্গিনী গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া সমস্ত সামগ্রী তাঁহার সম্মুখে রাখিল। গৃহিণী একে একে সমস্ত দেখিলেন—প্রত্যেক স্ত্রীলোকের জন্য জোড়া জোড়া শাড়ী, সেমিজ, জ্যাকেট, আর পুরুষদের জন্য জোড়া জোড়া ধুতি, উড়ানী ও সার্ট, তা ছাড়া সন্দেশ ও মাছ। সমস্ত দ্রব্যই সরেশ ও উত্তম—মূল্য সর্ব্বসমেত প্রায় এক শত টাকা হইবে। কিন্তু তাহাতেও গৃহিণীর মন উঠিল না। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বলি হ্যা লা ঝি, এই ত পূজার তত্ত্ব? তা এ পাঠানর আবশুক ছিল কি? এ রকম যত খেলো দেলো জিনিষ যে ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বাড়ী তত্ত্ব পাঠাতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না, ছিঃ ছিঃ"

ঝি উত্তর করিল, "মাউই মা, জিনিস গুলাত মন্দ নয়" "মন্দ নয় ছোট লোকদের কাছে মন্দ না হতে পারে, তা তাই বলে এ রকম জিনিষ আমাদের বাড়ী পাঠান উচিত ছিল না"

"তাঁরা গরিব মানুষ, আর দেবেন কি রকমে মা"

"যদি দেবারই ক্ষমতা না, ছিল তবে এ ঘরে কুটুম্বিতার দরকার ছিল কি? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর্লেই হত,—কি বলে 'নাইক হাতে কানা কড়ি, তবু চায় জুড়ী গাড়ী'।

"তা মা যার যেখানে বরাত—মা যার যেখানে বরাত, তা না হলে বর খুজ্‌তে গাঁ উজড় করে করে এসে এখানে দিদি পড়্‌বে কেন? সুখ খুঁজলে কি হবে, কপালে সুখ থাকলে ত?"

"সত্যি নাকি? আ—মর মাগী, যত বড় মুখ নয়, ততবড় কথা! বের হারামজাদী, আমার বাড়ী থেকে বেরো! কি পাপই ঘরে এনে ছিলাম, তাই ছোটলোকের কাছে অপমানিত হলাম" এই বলিয়া শিবশঙ্কর গৃহিণী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, ঝি ও তাহার সঙ্গিনী নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

(৩)

সরমা শিবশঙ্কর বাবুর কন্যা, মাধবীলতার সমবয়সী, তবে আজিও বিবাহ হয় নাই। তার কারণ, শিবশঙ্কর বাবু কন্যার উপযুক্ত মনের মতন পাত্র মিলে নাই; যাক, সে কথা পরে বলিব। উপরে বর্ণিত গোলযোগের সময় সরমা গৃহে ছিল না, প্রতিবেশী বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। গৃহিণী প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরেই সরমা অকুস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল—তথাকার ভাবগতিক দেখিয়া এবং বৃদ্ধা ঝির মুখে কতক কতক শুনিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে তৎক্ষণাৎ মাধবীলতার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সেখানে দেখিলেন, মাধবীলতা রোদন করিতেছেন। তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল—তিনি ননদ বটে, কিন্তু জটিলা কুটিলার মত ননদ নহে। সে তাহার ভ্রাতৃজায়াকে বড়ই ভালবাসিত, এজন্য মা ও মেয়ের মনোমালিন্য ঘটিত। সরমা মাধবীলতাকে আপনার কোলে লইয়া নানারূপ মিষ্টবাক্যে শান্তনা করিল; তাহার পর ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া যেখানে রাধানাথ বাবুর ঝি-রা ছিল, সেইখানে লইয়া গেল;—উভয়ে সমস্ত জিনিসপত্র ঘরে উঠাইয়া ঝি-দের আদর আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিয়া সরমা মায়ের নিকট গেল, মাধবীলতাও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

সরমা মায়ের নিকট গিয়া বলিল "মা বউ কাঁদচে"।

সরমার মার রাগ তখনও পুরামাত্রায় ছিল। কন্যার কথা শুনিয়া বলিলেন "কাঁদছে তাই কি তুই কি তার হয়ে কোঁদল কর্ত্তে এসেছিস।"

"অন্যায় দেখ্‌লেই দুকথা বল্‌তে হয়! তুমি বউকে যখন তখন নাহক বক"।

"বকবে না, মাথায় করে রাখবে! তুই, তোর দাদাকে মাথায় করে রাখিস। আমার কাছে যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর"।

"তা হলে ত কোন কথাই ছিল না, অন্যায় করে বক, সেই ত কর অন্যায়"।

"তোর ফাজলুমি রাখ্। বেকুবে বেশ কর্ব্বে। ছোটলোকের মেয়ে এনে হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল"।

"মা! তারা ভদ্রলোক"—

"ভদ্রলোক! আ—আমার ভদ্রলোক। তা পূজার তত্ত্ব দেখেই বুঝা যাচ্ছে। তারা একেবারে ছোটলোক"।

"তারা ছোটলোক নয় মা, ছোটলোক আমরা;—তারা যথাসাধ্য কচ্ছে; তবু আমরা সন্তুষ্ট নই। পূজায় তত্ত্ব মন্দই বা কি দিয়েছে।

"মন্দই বা কি দিয়েছে! তোরত দেখছি তাঁরি ছোট নজর হচ্ছে। ঘর বর বুঝে সেই রকম তত্ত্ব তল্লাস কর্ত্তে হয় ত?

"তার চেয়ে ঢের বেশী দিয়েছে।"

"কি রকম"।

"তা নয়! আমাদের কি আছে মা? কি বলে "বাহিরে চিকণ চাকণ, ভিতরে লেরনাই খড়" আমাদের তাই। আর দাদার কথা সে না বলাই ভাল—তাঁর যেমন রূপ তেমনই গুণ"।

গৃহিণী কন্যার ন্যায় ও স্পষ্টবাদীতায় ক্রমশঃই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন, এবার তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি কন্যাকে অকথা কুকথা বলিয়া তিরস্কার করিলেন, এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মাধবীলতার উদ্দেশে গালি দিতে লাগিলেন। সরমা দেখিলেন, এ রণচণ্ডীর কাছে পরাজয় নিশ্চয়, তথাপি কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত না হইয়া বলিলেন" মা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তোমাকে কিছু বলা বৃথা। তবে এইটুকু মনে রেখো, তোমারও মেয়ে আছে"।

এই বলিয়া সরমা তৎক্ষণাৎ তাহার বউ দিদির নিকট চলিয়া গেল। গৃহিণী রাগে অভিমানে অধীর হইয়া আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

(৪)

সরমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উপরি উক্ত ঘটনার ছয় মাস পরে সরমার বিবাহ হয়। পাত্র ধনীর সন্তান, সুশ্রী, সুন্দর ও সুশিক্ষিত, সুতরাং এ পাত্র হস্তগত করিতে চারিহাজার টাকা বরের মূল্য বাবদ শিবশঙ্কর বাবুকে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। শিবশঙ্কর বাবুর ইচ্ছা ছিল, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে কন্যার বিবাহ দেওয়া; কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছা অন্যরূপ, তিনি জমীদার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তাই শিবশঙ্কর বাবু গৃহিণীর আবদার এড়াইতে না পারিয়া কতক ভয়ে, কতক ভালবাসায় স্ত্রীর মতেই মত দিয়া চারিহাজার টাকা ঋণের উপর ঋণ করিয়া কন্যার বিবাহ ধুমধামের সহিত দিয়াছিলেন। তথাপি বরকর্ত্তা ইহাতে সন্তুষ্ট নাই। শিবশঙ্কর বাবুর যেরূপ নাম ডাক, যেরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি, তাহাতে বরপক্ষ আরও অধিক আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বিবাহ রাত্রে সে জন্য কোনও গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু তাহার পর হইতেই গোলমাল চলিতে থাকে।

সরমার বিবাহের পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসর সরমা পিতৃগৃহে যাইতে পান নাই। শুধু তাহাই নহে, এ পর্য্যন্ত পিতৃকুলের কাহারও দর্শন লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহার কারণ, বরপক্ষের শিষ্টাচরণ। গৃহিণী দিবারাত্র রোদন করেন। তিনি এখন অনুতপ্ত, এখন তিনি মাধবীলতাকে আর পীড়ন করেন না, স্নেহ করিয়া থাকেন; মাধবীলতাই এখন সহায় সম্বল, শান্তি। মাধবীলতাও তাহার স্নেহময়ী ননদের জন্য আকুল। তাই শাশুড়ী বউতে অনেক সময়ে কিরূপে সরমার দুঃখ ঘুচান যায়, কিরূপে সরমা শ্বশুরকুলের আদর যত্ন ভালবাসা পাইতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শ হইত, কিন্তু কিছুই স্থির হইতে না অথবা শিবশঙ্কর যে উপস্থিত পরামর্শ করিলেন, তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, সুতরাং সরমার যে দুঃখ, সেই দুঃখ।

"মা! ঠাকুরঝির চিঠি এসেছে নাকি?"

"হা মা! সরমার বড় অসুখ"।

"কি লিখেছেন মা? চিঠিখানা কি বাবার কাছে"।

"না, এই আমার কাছে, নাও"।

মাধবীলতা শাশুড়ির নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন। সরমা লিখিয়াছে—

"মা! আমার বড় অসুখ। অনেকদিন তোমাদের দেখি নাই। বড় দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় নাই। কারণ ইঁহারা আর এক হাজার টাকা না পাইলে তোমাদের আমাকে দেখা করিতে দিবেন না। সুতরাং আমার আশা দুরাশা, তোমরা কি আর আমার জন্য এত টাকা খরচ করিবে? মা জন্মের জন্য তোমরা আমায় বিদায় দাও; আর মরণ সময়ে আমার এই ভিক্ষা, যেন বউকে আর অযত্ন অনাদর করো না, তিনি লক্ষ্মী, তাঁহাকে মনস্তাপ দিয়া আমাদের এই মনকষ্ট পাইতে হইল। তোমরা আমার প্রণাম লইবে।" ইতি—

তোমাদের অভাগিনী কন্যা সরমা।

পত্র পড়িতে পড়িতে মাধবীলতার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। পত্র পাঠ শেষ হইলে মাধবীলতা শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি ঠিক কর্লেন মা?

"কি আর ঠিক কর্ব্ব মা! উনিত আর টাকা খরচ কর্ত্তে নারাজ। বলেন, মেয়ের কপালে যা থাকে, তাই হবে। আমি আর এক পয়সাও ছোটলোকদের দেব না। বল মা আমি আর কি কর্ত্তে পারি। এসব আমারই পাপের ফল।

"না মা, তা হবে না, ঠাকুরঝিকে যে রকম করেই হোক নিয়ে আসতে হবে" এই বলিয়া

মাধবীলতা সেথান হইতে দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া আসিলেন। অলঙ্কারগুলি শাশুড়ির চরণতলে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা। এই আমার গহনাগুলি নাও; এগুলি বিক্রয় করে আমার ননদকে নিয়ে এস" গৃহিণী প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, মাধবীলতা কৃতসংকল্প, তখন সেগুলিও আপনার যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া হাজার টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক শিবশঙ্কর বাবুকে কন্যা আনিতে পাঠাইলেন। শিবশঙ্কর বাবু গৃহিণীর অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই, কিন্তু পুত্রবধূ আসিয়া অনুনয় বিনয় করিতে অগত্যা যাইতে বাধ্য হইলেন। দুইদিন পরে শিবশঙ্কর বাবু কন্যা সহ ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! আজ আর সে সরমা নাই, তাহার সেই জীর্ণ তনু, দীনরূপ দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা অসাধ্য। শিবশঙ্কর গৃহিণী ও মাধবীলতা সরমাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তারপর সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া সরমাকে ঘরে তুলিল। শিবশঙ্কর বাবু ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেলেন।

৬

দুই মাস হইল, সরমা বাপের বাড়ী আসিয়াছেন। বাপ মার অবিশ্রান্ত স্নেহ ও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার অক্লান্ত সাহচর্য্যে এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সুনিপুণ চিকিৎসায় সরমা আবার তাঁহার পূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন। এদিকে মাধবীলতা আপনার অলঙ্কার দানের পর উভয় বৈবাহিকের সহিত শিবশঙ্কর বাবুর মনোমালিন্য দূর হইয়াছিল। মাধবীলতার পিতার সহিত মনোমালিন্য দূর হইয়াছিল, কারণ মাধবীলতা এক্ষণে শিবশঙ্কর বাবুর গৃহিণীর সুনজরে ছিলেন। আর সরমার শ্বশুর অর্থলাভে সন্তুষ্ট ছিলেন; সুতরাং কাহারও মনে আর কোন গোলমাল ছিল না। সরমার শ্বশুর ও স্বামী প্রায় সরমাকে দেখিতে আসিতেন; আবার রাধানাথ বাবু মধ্যে মধ্যে মাধবীলতার খোজ খবর লইতেন সুতরাং সরমা ও মাধবীলতাও বেশ প্রফুল্ল থাকিত। এক কথায় শিবশঙ্কর বাবুর গৃহে সুখ শান্তি এক্ষণে সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল। সরমা আরোগ্য হইলে রাধানাথ বাবু একদিন সুযোগ বুঝিয়া মাধবীলতাকে কিছুদিন স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য শিবশঙ্কর বাবুর নিকট প্রস্তাব করিলেন। শিবশঙ্কর বাবু আপনার ক্ষমতাতীত জানাইয়া রাধানাথ বাবুকে উচ্চ আদালতে দরখাস্ত পেশ করিতে বলিলেন। রাধানাথ বাবু অনতিবিলম্বে তাহাই করিলেন। দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া গেল। রাধানাথ বাবু দেখিলেন, তাঁহার দরখাস্তে একটা বিষয় উল্লেখ করা হয় নাই, জামাতাকে লইয়া যাইবার কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, সুতরাং পুনরায় সংশোধিত নূতন দরখাস্ত পেশ করিলেন। প্রথমে একটু ওজর আপত্তি হইল, কিন্তু রাধানাথ বাবু সনির্ব্বন্ধতায় অবশেষে মঞ্জুর হইয়া গেল। সেই দিনই দিন ভাল ছিল, সুতরাং রাধানাথ বাবু 'শুভস্য শীঘ্রং' এই ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সেই দিনই কন্যা-জামাতা লইয়া চলিয়া গেলেন। মাধবীলতা চলিয়া গেলে সরমা মায়ের নিকট আসিয়া বলিল, "বৌকে তা হ'লে যেতে দিলে দেখছি"। মা উত্তর করিলেন "তা আর দেব না মা, বউমা, যে আমার ঘরের লক্ষ্মী; তার উপর তার মা যখন দেখতে চেয়েছে, তখন কি আর আমি 'না' বলতে পারি, এখন যে আমি ব্যথা বুঝেছি; এযে আমার ঠেকে শেখা, এযে আমার শাস্তিতে সংস্কার।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

বিবিধ তথ্যসংগ্রহ।

—:০:—

সবারেণের দাম।—এক সবারেণের দাম ১৫ টাকা, কিন্তু পঞ্জাবে প্রায় ১৬॥০ টাকার কমে কেহ সবারেণ বদল করে না। পর্টুগীজ অধিকৃত ভারতে নিয়ম করা হইয়াছে যে, এক মোহরের দাম যাহা লিখিত আছে, তদপেক্ষা কেহ বেশী দাম চাহিলে দণ্ড পাইতে হইবে। ব্রিটিস ভারতের আদালতে এই বেশী মূল্য চাহিলে কোন অপরাধ হয় না।

কলেরার ঔষধ।

চকদিঘীর জমিদার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিয়াছেন যে, এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে ওলাউঠার ঔষধ শিখাইয়াছেন। সেই ঔষধ দ্বারা তিনি শতকরা ৮০ জন রোগীকে ভাল করিয়াছেন। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে পাথরকুচির ২।৩ টা পাতা গোলমরিচের সহিত নদীর জলে বাটিয়া সেবন করাইতে হইবে। যদি ইহার পর ভেদ বমি হয়, তবে আবার ঐ ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

—•—

তবু আরোগ্য লাভ না করিলে পাথরকুচির ২।১টি পাতাও গোলমরিচ বাটিয়া খাওয়াইতে হইবে। চতুর্থ বারেও ঐ পরিমান ঔষধ দিবে।

বনভূমিতে গাছের চারা রোপনের জন্য আমেরিকায় এক নূতন কল আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই কলে প্রতিদিন ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার চারা লাগান যাইতে পারে। পূর্ব্বে একজন লোক প্রতি দিন হাতে ১৫ শতের বেশী চারা লাগাইতে পারিত না। এই কলে ভূমিতে আইল তৈয়ার হয়, নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে চারা রোপণ হয়, চারা রোপণ করা তাহার গোড়ায় জল, ও সার দিয়া মাটি সমান করিয়া দেওয়া হয়।

ঔষধের বড়ীতে ধনী।

ঔষধের বড়ি বিক্রয় করিয়া সার জোসেফ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার পিতার এক ক্ষুদ্র ঔষধের দোকান ছিল। বাপের নিকট বড়ির ব্যবস্থাপত্র পাইয়া তিনি বিজ্ঞাপনের জোরে ধনী হইবার বাসনা করেন। জোসেফ ১৯১৩ সালে পেটেণ্ট মেডিসিনের সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্য দান কালে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বৎসরে বিজ্ঞাপনের জন্ম ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। প্রতিদিন তাঁহার ১০ লক্ষ বড়ি বিক্রয় হইত। বিজ্ঞাপনের বলে ঔষধ বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডের বহুলোক লক্ষপতি হইয়াছেন। এলেন হেনবেরী ৯৭,০২৭,৯০ টাকা, বেগ্লাস্ ফ্রুট ৬৬৩,১২,১০৫ টাকা, পিঙ্ক পিলস্ ১৯,৬৬,৫০০০ টাকা পিয়ার্স সাবান ১৯,৯৪,০৩০ টাকা ইনোজ ফ্রুট সল্ট ২৪১,৭৪,১০৬ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। এদেশের বিজ্ঞাপনদাতা মহাশয়গণ মাসে এক টাকা ব্যয় করিয়াই লক্ষপতি হইতে চাহেন।

ট্রেনের যাতায়াত হ্রাস।

গত সপ্তাহে দিল্লী সহরে ভারতের তাবৎ রেল বোর্ডের সমবায়ে এক পরামর্শ সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে স্থির হইয়াছে,—ভারতের রেল-সমূহে যাত্রি-ট্রেণের সংখ্যা যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়া হইবে, মালগাড়ীর সংখ্যা কমাইলে এবং তাহাতে মাল যাতায়াতের হ্রাস হইলে, লোকের বেশী অসুবিধা হইবে বলিয়া, যাত্রি ট্রেণ কমাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়াই স্থির হইয়াছে। তবে রেল-কোম্পানি যতটা পারেন, যাত্রিগণের সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিবেন; এখানে বুঝিতে হইবে, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্ম রেলের সরঞ্জামের অভাবে বাধ্য হইয়াই, রেল কোম্পানিকে এই নূতন ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। কেননা,—ইংলণ্ড হইতে এখন আর যথেষ্ট পরিমাণে রেলের সাজসরঞ্জাম এদেশে আনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রায় সকল কারখানাতেই যুদ্ধের গুলি গোলা প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে। এরূপ অবস্থায় রেল কোম্পানিগণের এই অভিনব ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য বলিয়াই স্থির হইয়াছে। পঞ্জাব-লাহোরের সংবাদে প্রকাশ,—আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে নর্থ ওয়েষ্টারণ রেলের বিস্তর যাত্রি-ট্রেণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। অনেক মেল ট্রেণও বন্ধ হইয়া যাইবে। বিশেষ কয়েক স্থল ব্যতীত সাধারণ 'কনসেশন' টিকিট বা "সুবিধা মূল্যের" টিকিট দেওয়া বন্ধ হইবে। এ সম্বন্ধে বঙ্গেও ত ই-বি এবং ই-আই রেলের বিস্তর ট্রেণ এবং কনসেশন টিকিট উঠিয়া যাইবে। ব্রহ্মদেশের রেলেও এইরূপ ব্যবস্থা হইবে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। তবে বলা বাহুল্য, যাত্রিগণের যাহাতে কোনরূপ গুরুতর অসুবিধা না ঘটে, তাহার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এবং রেল-বোর্ডের বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

পদ্মবীজ।

—০:—

রত্নপ্রসূ ভারত ভূমীর জলে স্থলে কাননে কান্তারে যে কত রত্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, চক্ষুহীন, উদ্যম বিহীন, অলস অকর্ম্মণ্য আমরা, মায়ের দেওয়া এই সব মণি মাণিক্য তুচ্ছ করিয়া চাকরির জন্ম লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছি। আমাদের দেশে এখনও এরূপ অনেক ব্যবসায় আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া পুরুষ সিংহ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন।

পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী তড়াগে কত পদ্ম শালুক প্রভৃতি আপনি জন্মায় ও জন্মিয়া জলেতেই শুখাইয়া যায়। আমরা কিন্তু একবারও ভাবি না, যে এইগুলি আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে কিনা। এই গুলি কি কেবল তড়াগের শোভা সম্পাদনের জন্যই সৃষ্টি, না ভ্রমরগণকে সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করণান্তর মধুদান করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য! যে কোন কারণেই ইহারা সৃষ্ট হউক না কেন, ইহাদের অনেক গুণ আছে।

আমরা আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাই, পদ্মের নূতন পত্র, বীজকোষ, কেশর, পুষ্পরস, বীজ এবং মৃণাল প্রত্যেকেরই উপকারিতা আছে। মৃণালের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কি বলেন শুনুন। ইহা শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, দুষ্পাচ্য, মধুরবিপাক, স্তন্য বর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফকারক, মলসংগ্রাহক ও রুক্ষ এবং ইহা পিত্তদাহ ও রক্তদুষ্টি নাশক। পদ্মবীজের গুণ ইহা শীতবীর্য্য, মধুরতিক্ত কষায় রস, তিষ্টম্বি, বৃষ্য রুক্ষ, গর্ভস্থাপক, বলবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহক এবং কফ বাত রক্ত পিত্ত ও দাহনাশক। এইত গেল দ্রব্যগুণ, এক্ষণে দেশভেদে ইহার ব্যবহার বলিতেছি।

পশ্চিমাঞ্চলে মৃণাল ও পদ্মবীজ যথেষ্ট বিক্রয় হয়। "মৃণালকে হিন্দীতে কমলকী নাল বা লোনার এবং পদ্মবীজকে কমল গট্টা বলে। মৃণালের ব্যঞ্জন এখানকার ইতরভদ্র সকলেরই প্রিয়। গ্রীষ্মকালে নরম মৃণাল কাঁচা বা ভাজা খাইতে মন্দ লাগে না। পদ্মবীজ দেখিতে নিম্ব ফলের ন্যায়। পানি ফলের ন্যায় খোসা ছাড়াইয়া ইহা খাইতে হয়। ইহার আস্বাদ কেশুরের ন্যায়। এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পানিফলের ন্যায় পদ্মবীজের জন্ম পুষ্করিণী তড়াগ জমা দেওয়া হয়।

এদেশে পদ্মবীজের ব্যবহার অনেক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। শতশত মণ বীজ কাণপুর প্রভৃতিস্থানে চালান দেওয়া হয়। অনেকে ইহা চূর্ণ করিয়া ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার পালো অত্যন্ত পুষ্টিকর, ইহার চূর্ণ 'ফুডের' সহিত ব্যবহার করিতে পারা যায়। মোট কথা, ইহা একটা বেশ লাভজনক ব্যবসায় এবং ইহা সংগ্রহ করিতে পারিলে বেশ দুই পয়সা উপায়ও হইতে পারে।

পদ্মবীজ রঞ্জিত করিয়া একপ্রকার সুন্দর মালা প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামে এইরূপ মালা বেশ বিক্রয় হয়। চেষ্টা করিলে উদ্যোগী পুরুষ মৃত্তিকায় সুবর্ণ ফলাইতে পারেন, কিন্তু আমরা কেবল চাকরীর মোহিনী ফাঁদে পড়িয়া দাসত্ব সুলভ হীনতা শিক্ষা করিতেছি। এদিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি?

শ্রীরাধারমণ সেন।
গোরখপুর।

Agriculture.

কৃষি-তথ্য।

চীনা-বাদাম।

—:০:—

বহুপূর্ব্বে আমরা একবার "কাজের লোকে" চীনাবাদামের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম, "কাজের লোকের" পাঠকগণ সম্ভবতঃ তাহা বিস্মৃত হন নাই, অদ্য "স্বাস্থ্য সমাচার" হইতে অনেক নূতন কথা আবার পাঠকগণকে উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিলাম।

বিভিন্ন নাম।

চীনা-বাদাম, ভারতের বিভিন্ন স্থানে মাট-কড়াই, মুগ-কালি, ভুঁই-মুগ, ভুঁই-সিং, ভুঁই-চানা, বিলাতী-মুগ, ম্যানিলা-কড়াই, ভেলু-সাঙ্গালু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইংরাজীতেও ইহাকে Ground nut (গ্রাউণ্ড নট্), Earth-nut (আর্থ-নট্), Pea-nut (পি-নট্), Monkey-nut (মনকি-নট্) Chinese-nut (চাইনিজ্ নট্), Manila-nut (ম্যানিলা নট্) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। অনেক দেশী নাম ইংরাজী নামেরই অনুবাদ।

আদি বিবরণ।

চীনা-বাদাম বা মাট কড়াই।

এক্ষণে প্রায় সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে চীনা বাদামের চাষ হইলেও, ব্রাজিল দেশই ইহার আদি জন্মভূমি। ভারতবর্ষে ইহার চাষ প্রচলনের জন্য প্রথমে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ইহা হয় ত চীনদেশ হইতে বঙ্গে (সেজন্যই বা চীনা-বাদাম নাম), ম্যানিলা হইতে দাক্ষিণাত্যে (দক্ষিণাত্যে ম্যানিলা-কড়াই নাম) প্রথমে আসিয়াছিল। আফ্রিকা হইতে—এবং সম্ভবতঃ একবারে ব্রাজিল হইতেই ইহা পশ্চিম ভারতেও প্রথমে আসিয়া থাকিতে পারে।

চাষের বিস্তৃতি।

ভারতবর্ষে, আফ্রিকায় ও বৃটিশ পূর্ব্ব উপনিবেশ সমূহে এখন প্রচুর পরিমাণে চীনা-বাদাম উৎপন্ন হয়। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই বাগানে বা কখন কখন আবাদে চীনা-বাদামের চাষ করা হইলেও কেবল মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশেই ব্যবসার জন্য রীতিমতভাবে ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ প্রদেশে ৫০০,০০০ লক্ষ একর অপেক্ষা অধিক জমিতে এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রায় ১০০,০০০ লক্ষ একর জমিতে চীনা-বাদামের চাষ করা হয়।

চাষে সুবিধা।

চীনা-বাদামের একটা বিশেষ গুণ এই, যে সে ক্ষেত্রে এই ফসল উৎপন্ন হয়, সে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অন্যান্য ফসল ক্ষেত্র হইতে নাইট্রোজেনময় রস আকর্ষণ করিয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চীনা-বাদামের গাছ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিয়া মূলমধ্যে প্রেরণ করে এবং মূলের সংস্পর্শ বশতঃ মাটীর মধ্যেও গৃহীত নাইট্রোজেন সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাই চীনা বাদাম ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাইবার কারণ। চীনা-বাদাম বা মাট-কড়াই গাছের কিছুই ফেলা যায় না। এই গাছ, গাছের ত্বক, ফলের খোসা প্রভৃতি পশু ও পক্ষীদিগের পক্ষে অতি পুষ্টিকর খাদ্য। আমেরিকার ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকে চীনা-বাদামের গাছ, ফলের খোসা এবং খইল প্রভৃতি নানা কার্য্যে ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইতেছে। কৃষিকার্য্যেও চীনা-বাদামের খইল ও খোসা চূর্ণ সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বিদেশে রপ্তানি।

প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বহু পরিমাণে চীনা-বাদাম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এক বৎসরের (১৯০৬-৭) রপ্তানির পরিমাণ ১,৭২৫,০০০ হন্দর অপেক্ষাও অধিক। ইহার মধ্যে মান্দ্রাজ হইতে ১,৩৫০,০০০ হন্দর, বোম্বাই হইতে ১৩০,০০০ হন্দর। এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাকি চীনা-বাদাম রপ্তানি হইয়াছিল।

চীনা-বাদামের তৈল।

কাঁচা পিষিয়া আবশ্যক মত উত্তাপ সাহায্যে চীনা-বাদাম হইতে তৈল বাহির করা যায়। প্রথম উপায়ে সর্ব্বোত্তম তৈল পাওয়া যায় কিন্তু উহা দ্বিতীয় উপায়ে লব্ধ তৈল অপেক্ষা অল্প হয়। প্রথম উপায়ে প্রাপ্ত তৈল প্রায় বর্ণশূন্য, প্রীতিকর মৃদু গন্ধযুক্ত এবং প্রায়

অলিভ অয়েলের মত স্বাদযুক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকারে প্রাপ্ত তৈল ঘোর হরিদ্রা বর্ণের এবং অত্যধিক অপ্রীতিকর স্বাদ ও গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য তৈলের ন্যায় চীনা-বাদামের তৈল সহজে দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া যায় না, কিন্তু অনাবৃত থাকিলে ইহা ক্রমে অপেক্ষাকৃত ঘন হয় এবং পরে দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

তৈলের সাধারণ ব্যবহার।

চীনা-বাদামের তৈলের আলোক প্রদানের ক্ষমতা অতি অল্প এবং সেজন্য সাবান প্রস্তুত করায় ও যন্ত্রাদিতে দিবার জন্যই ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারকেরা পমেটম্ ও কোল্ড্‌ক্রিম্ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ইহা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে। পরিস্কৃত চীনা-বাদাম তৈল, ঔষধ ও খাদ্য উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়। প্রতি বৎসর এই তৈল অনেক পরিমাণে অলিভ্ অয়েল রূপে বাজারে চলিয়া যায় এবং ইহা হইতে রন্ধন কার্য্যের উপযোগী একপ্রকার মাখন প্রস্তুত করা হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের তৈলের সহিত ভেজাল দিবার জন্যও চীনা-বাদামের তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিকিৎসাকার্য্যে ব্যবহার।

কাঁচা চীনা-বাদাম হইতে নিষ্কাশিত তৈলই চিকিৎসা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার ডাক্তারী নাক Araehis Oil 'এরাকিস্ অয়েল'। এই তৈলের মৃদু বিবেচক গুণ আছে। বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় অলিভ্ অয়েল দিয়া যে সকল লিনিমেণ্ট্, অয়েণ্টমেণ্ট প্লাষ্টার এবং সাবান ইত্যাদি তৈয়ারীর ব্যবস্থা আছে, সেইগুলি 'এরাকিস্ অয়েল' দিয়া প্রস্তুতই করা চলিতে পারে। এই তৈল বাদাম তৈল ও অলিভ অয়েল বা জলপাই তৈলের পরিবর্ত্তে সকল কার্য্যেই ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ভারতবর্ষে এইরূপে অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

তৈলের কারখানা।

ভারতীয় কারখানা সমূহে দেশী ঘানির সাহায্যেই সাধারণতঃ চীনা-বাদাম হইতে তৈল নিষ্কাশন করা হয়। মান্দ্রাজের ভালাবাপুরে এইরূপ ৭০০ ও পানরুটিতে ২০০ কারখানা আছে। তৈল নিষ্কাশনের জন্য পণ্ডিচেরী ও মান্দ্রাজের কুডালোরে ইউরোপীয় ধরণের কারখানা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা দেশীয় কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় ভালরূপ সমর্থ হয় নাই। এই সকল কারখানা হইতে তৈল নিষ্কাশনের পর চীনা-বাদামের বাকি অংশ একবারে শুষ্ক, গুঁড়া এবং তৈলসম্পর্কহীন হওয়াতে সেগুলি বিক্রয়েরও সুবিধা হয় নাই। মার্সেলিসে কারখানায় বিশেষ সাবধানে কার্য্য চালান হয় বলিয়া ফ্রান্সে চীনা-বাদান তৈলের দর ভারতবর্ষ অপেক্ষা অল্প। ফ্রান্সে ব্যবহৃত আফ্রিকাজাত চীনা-বাদামে এদেশী চীনা-বাদাম অপেক্ষা তৈল ভাগ অধিক থাকে বলিয়াই হয়ত সেখানে তৈলের দর অপেক্ষাকৃত সস্তা পড়িয়া থাকে। সাধারণতঃ ১ হন্দর শুষ্ক চীনা-বাদাম হইতে প্রায় ৫ গ্যালন তৈল পাওয়া যায়। জল সিক্ত ভূমিতে উৎপন্ন চীনাবাদাম অপেক্ষা সাধারণ ভূমিতে উৎপন্ন চীনা-বাদামে তৈল অধিক থাকে। কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতায় ও বঙ্গের অন্য স্থানে চীনা-বাদাম তৈলের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে পণ্ডিচেরী ও মান্দ্রাজ হইতে চীনা-বাদাম তৈলের যে চালান আসিত, তাহা এই সকল কারখানার দ্বারা বন্ধ হইয়াছে কিন্তু চীনা-বাদামের চালান আসা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপে মার্সেলিসই এই তৈল প্রস্তুতের প্রধান স্থান। লণ্ডন, হামবার্গ ও বার্লিন প্রভৃতি স্থানেও তৈলের কারখানা আছে।

তৈলের ব্যবসায়।

পূর্ব্বে পণ্ডিচেরী চীনা-বাদাম তৈল ব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিল, পরে মান্দ্রাজের বন্দর সমূহেই তৈল ব্যবসায়ের বিশেষ বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। বৎসরে (১৯০৫-৬) মোট ২,৪৭২,০০০ গ্যালনেরও অধিক তৈল ভারতীয় বন্দর সমূহ হইতে বাহিরে চালান হইয়া থাকে। মোট চালানের শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগই মান্দ্রাজ হইতে ব্রহ্মদেশে পাঠান হয়। বিদেশে বাৎসরিক (১৯০৬-৭) তৈল রপ্তানির পরিমাণ১৬,৭০০ গ্যালনের অধিক। এই তৈলের অধিকাংশই মান্দ্রাজ এবং বঙ্গদেশ হইতে মরিশস্, নেটাল এবং ষ্ট্রেটস্‌সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

খাদ্যরূপে ব্যবহার।

ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার লোকেরা চীনা-বাদাম অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে। চীনা-বাদাম অনেকরূপে খাইয়া হয়। কাঁচা কিম্বা ভাজা উভয় রকমই খাওয়া চলে। আমাদের দেশে সর্ব্বত্র ভাজা চীনা-বাদামের প্রচলনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চিনির সহিত পাক করিয়া বা চিনি ও নারিকেল দিয়া নানা প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত করা হয়। চিনির সহিত পাক করা চীনা-বাদাম এদেশে 'নকল দানা' নামে বিক্রীত হয়। সকলেরই কাছে ইহার খুবই আদর দেখা যায়। চীনা-বাদাম হইতে এক প্রকার মাখন প্রস্তুত করা হয়, অনেকে সাধারণ মাখনের পরিবর্ত্তে ইহা নিয়মিত ব্যবহার করে। চীনা-বাদামের গুঁড়া দিয়াও নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা কেক্ ও রুটি প্রভৃতি তৈয়ার করা হয়। নানারূপ পরীক্ষার পর জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট চীনা-বাদাম গুঁড়ায় বিস্কুট

সৈন্যগণের প্রাত্যহিক খাদ্যের একটী অঙ্গরূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চীনা-বাদামের তৈল অলিভ অয়েলের পরিবর্তে খাদ্যরূপে নিয়তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমেরিকার লোকেরা ইদানীং বৎসরে ১ কোটি ডলার ব্যয়ে প্রায় ৪০০০০০০০ কোটি বুসেল চীনা-বাদাম ব্যবহার করিতেছেন। এই পরিমাণ অত্যন্ত অধিক বোধ হইলেও, আমেরিকানরা আহারের সময়ে খাদ্যরূপে ইহা নিয়মিত গ্রহণ করেন না, অপর সময়ে সখ করিয়াই খাইয়া থাকেন। খাদ্যের অঙ্গরূপে ইহা নিয়মিত গ্রহণে অনেকেই সাংসারিক ব্যয় কমাইতে ও স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন।

কাঁচা খাওয়ার গুণ।

ভাজা ও সিদ্ধ করা চীনা-বাদাম অপেক্ষা কাঁচা চীনা-বাদাম অধিক পুষ্টিকর। লোকে একবার কাঁচা চীনা-বাদাম খাইতে অভ্যাস করিলে উহা খুব মুখরোচক হয় এবং অগ্নি উদ্দীপিত করে। ভাজা চীনা-বাদাম খাওয়া লোকের বিশেষ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যবহারের অনুরোধে সকলে ভাজা ও সিদ্ধ করা চীনা-বাদাম খাইয়া থাকে। কিন্তু চীনা-বাদামের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ এবং উহার দ্বারা শরীরের যথোচিত পুষ্টিসাধন করিতে হইলে কাঁচা চীনা-বাদাম খাইতে হয়। কাঁচা বাদামগুলি ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে হয়। পরিপাক ক্রিয়ার হিসাবে ঐরূপ চিবাইয়া খাওয়াই সঙ্গত, কেননা অর্দ্ধচর্ব্বিত দ্রব্য পেটের ভিতর গিয়া পেটের পীড়া জন্মাইয়া থাকে। কেহ কেহ চীনা-বাদাম লবণ সংযোগে খাইয়া থাকে। কিন্তু চীনা-বাদাম স্বভাবতঃ স্বাদু সুতরাং উহাতে লবণ সংযোগ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

পুষ্টিকারিতার তুলনা।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সরকারী কৃষি-বিভাগ পরীক্ষা দ্বারা অন্যান্য কয়েকটী সাধারণ খাদ্যের সহিত তুলনায় চীনা-বাদামের পালোর পুষ্টিকারিতার নিম্নলিখিত অনুপাত সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

খাদ্য সামগ্রী	প্রতি পাউণ্ডে পুষ্টিকারিতা
সাধারণ দুগ্ধ	১৪৫·৫
মাখন	১১৮৬·৬
মাংস	৫৩০·৯
ডাইস	৭৭৮·৬
আলু	১১৬·২
চাউল	৫৩৪·৬
চীনা বাদাম পালো	১৪২৫·০

অনেকের নিকট ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে যে, সম ওজনের প্রায় অন্য সকল সাধারণ খাদ্যের পুষ্টিকারিতা অপেক্ষা চিনাবাদামের পুষ্টিকারিতা অধিক। মূল্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও, অল্প মূল্যে এরূপ বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য আর কিছুই পাওয়া যায় না।

উপাদান।

চীনা-বাদামের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাতে শতকরা—৩১·৯ ... আমিষ
৩৭·৪ ... শালি
১১৮ ... স্নেহ

উপাদান পাওয়া যায়। যে খাদ্যে শরীর পোষণকারী আমিষ উপাদান এবং দেহের উত্তাপ ও কর্ম্মশক্তি উদ্দীপক স্নেহ উপাদান এত অধিক,সে খাদ্য যে বিশেষ পুষ্টিকর, তাহা বলা বাহুল্য।

মহীশূরের শিল্প-প্রচেষ্টা।

করেক বৎসর হইতে মহীশূর রাজ সরকার স্বরাজ্যে নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে পুরাতন শিল্পের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এ চেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে।

মহীশূর রাজ্যে চন্দনতরুর অভাব নাই; এখানে বড় বড় চন্দনের বন রহিয়াছে। প্রতি বৎসর রাশি রাশি চন্দনকাষ্ঠ এই সকল বন হইতে সংগৃহীত হইয়া ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইয়া থাকে। জর্ম্মণীতেও বহু চন্দনকাষ্ঠ এখান হইতে চালান হইত। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য অন্যান্য দ্রব্যের মত চন্দনের রপ্তানিও বন্ধ হইয়াছে। জর্ম্মণী হইতে যে প্রচুর চন্দন-তৈল ভারতে আমদানী হইত, তাহাও আর হইতেছে না। এদেশেও বিশুদ্ধ চন্দন-তৈলের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে; উহা এক প্রকার দুষ্প্রাপ্যই হইয়া উঠিয়াছে। মহীশূর রাজসরকার সম্প্রতি চন্দন-তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ এক কারখানা স্থাপিত করিয়াছেন। এই কারখানা হইতে আর এক মাসের মধ্যে প্রতিমাসে ২৫ হাজার টাকা মূল্যের চন্দন-তৈল তৈয়ারী হইবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না। পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিলে মহীশূর সরকার এই ব্যবসায়-পরিচালনের জন্য দেশের লোককে শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। তখন রাজসাহায্যে ও প্রজার যৌথ-মূলধনে মহীশূরে একাধিক চন্দনতৈল তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

মহীশূরে সাবানের কারখানা পূর্ব্বে ছিল না। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট সাবানের কারখানাও স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। মহীশূরের বিজ্ঞান-শিক্ষা-মন্দিরে (Indian Institute of Science) সাবান প্রস্তুত হইতেছে। এখানকার সাবান বেশ ভাল; মহীশূর গবর্ণমেণ্ট এ জন্য উৎসাহিত হইয়া সাবানের কারখানা স্থাপনের উপযোগী যন্ত্রাদি বিদেশ হইতে আনয়ন করিতেছেন। এই সকল

যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম আসিয়া পড়িলেই সাবানের কারখানা স্থাপিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত মহীশূর গবর্ণমেণ্ট তুলার কল, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করিতেছেন। কাগজের প্রধান উপকরণ—পল্প, কাঁচা কাঠ হইতে চুয়াইয়া নির্য্যাস প্রস্তুত, বোতাম প্রভৃতি এবং এই জাতীয় অন্যান্য আবশ্যক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা মহীশূরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় কি না, রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যসচিবেরা তৎসম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিতেছেন।

মোট কথা, মহীশূর গবর্ণমেণ্ট স্বরাজ্যের শিল্পের উন্নতি জন্য বিধিমতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এ চেষ্টা নানা পথে সাফল্য-লাভে অগ্রসর হইয়াছে। মহীশূরের জঙ্গলে পেন্সিল-প্রস্তুতের উপযোগী কাষ্ঠের সন্ধান মিলিয়াছে। জাপানী পেন্সিলে যে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, মহীশূরের কাষ্ঠ তাহা অপেক্ষা ভাল। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট এই সুবিধা দেখিয়া পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করিবার চেষ্টাও করিতেছেন।

ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্য মালব প্রদেশ হইতে বহু কারিকর মহীশূরে আনীত হইয়াছে। তাহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রথা ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রচুর পরিমাণে এই সকল দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশ হইতে জনৈক বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞকে লইয়া গিয়া রাজসরকার একটী বিস্কুটের কারখানাও স্থাপন করিয়াছেন। এখানে বেশ ভাল বিস্কুট তৈয়ারী হইতেছে।

মহীশূরে হস্তচালিত তাঁতের যথেষ্ট সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সকল উন্নত প্রণালীর তাঁত রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্র চলিতেছে। রাজসরকারের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তথাকার তাঁতীরা দু'পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছে।

জর্ম্মণীর রাসায়নিক কৃত্রিম রঙের আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে, এবং এই জন্য দেশের রঞ্জন-শিল্পের প্রকৃত ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া মহীশূর গবর্ণমেণ্ট উদ্ভিজ্জ হইতে রঙ তৈয়ারীর যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

অন্ন-সমস্যা এখন ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। মহীশূর-রাজ শিল্পের পুনরুজ্জীবন দ্বারা এই জটিলতম সমস্যার সমাধান-চেষ্টায় অবহিত হইয়াছেন। এপক্ষে মহীশূরের রাজা ও প্রজা উভয়েরই সমান উদ্যোগ, সমান চেষ্টা। কোনও প্রজা এ পথে নূতন চেষ্টা করিলে মহীশূর-রাজসরকার তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

মহীশূর গবর্ণমেণ্ট যে এই সকল কারখানা প্রভৃতি করিতেছেন; তাহাও প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য। এই সকল কারখানায় মহীশূরের শত শত শিক্ষক, যুবক, কর্ম্ম শিক্ষা করিতেছেন, তাহাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের জীবিকার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশের শিল্প ধ্বংসোন্মুখ, এখানে শিল্পের পুনরুত্থানের চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য না করিলে এ প্রদেশের শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। গবর্ণমেণ্ট কল-কারখানা স্থাপন করিয়া হাতে কলমে যদি বাঙ্গালার মহাজনগণকে লাভ দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে এদেশের লোক প্রকৃতপক্ষে শিল্পের উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইবে।

কৃষক।

Easy Engineering.

গৃহ-নির্ম্মাণ শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

ইমারত বা গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য তাগাড়ের আবশ্যক। ইহার ইংরাজী নাম মর্টার (Mortar).

সুরকী, চুন, বালী, সিমেণ্ট প্রভৃতি দ্বারা তাগাড় প্রস্তুত হয়, দ্রব্যের গুণাগুণ ভেদে এবং অনুপাতে তাগাড় নানাপ্রকার হইয়া থাকে। রেলওয়ে, গবর্ণমেণ্ট ইমারতে সচরাচর যেরূপ অনুপাতে এই তাগাড় বা মর্টার প্রস্তুত হয়, নিম্নে তাহারই কিছু কিছু দেওয়া হইল। সাধারণ গৃহস্থের স্থানীয় মিস্ত্রিকুল যাহা করিয়া লয়, তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লইতে হয়।

১নং তাগাড়।

টাট্‌কা চুণ ... ... ১ ভাগ।

উৎকৃষ্ট মগরাবালি বা উৎকৃষ্ট লাল ও চালা সুরকী (যাহাকে কলিকাতায় টালী কোটা সুরকী বলে) তাহাই... ২ ভাগ।

কিম্বা

২নং

ঘুটিং চুণ ... ... ৩ ভাগ।
মগরা বালী ... ... ২॥০ ভাগ
১নং সুরকী ... ... ২॥০ ভাগ।

৩নং তাগাড়

মগরা বালী ... ... ২ ভাগ।
পোর্টলাণ্ড সিমেণ্ট ... ... ১ ভাগ।

৪নং

মগরা বালি ... ... ৩ ভাগ।
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট ... ... ১ ভাগ।

৫নং

মগরা বালী ... ... ৪ ভাগ।
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট ... ... ১ ভাগ।

৩নং

মগরা বালী	...	...	৫	ভাগ।
সিমেণ্ট	...	...	১	ভাগ।

মালমসলা।

বালি—মোটা মগরা বালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ১ ঘন ফিটে যে বালুকা ধরে, তাহার ওজন ৪০ সেরের অধিক হওয়া উচিত নহে। যে সকল বালির গুরুত্ব অধিক, তাহাতে নিশ্চয়ই মৃত্তিকাদি মিশ্রিত থাকে, তাহাই ভারি হইয়া থাকে। মিহি বালি বা যাহার সহিত সোরা বা লবণ থাকে, সেইরূপ বালি ব্যবহার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আমরা এমন বাড়ী অনেক দেখিয়াছি, যাহাকে বৎসরে বৎসরে মেরামত করা সত্বেও বালিচুণ খসিয়া পড়ে, গায়ে সোরার ন্যায় পদার্থ জমিয়া থাকিতেও দেখা যায়।

সুরকী।—সুদগ্ধ লাল ইঁট হইতে সুরকী প্রস্তুত করাইতে হয়। আপোড় বা ঝামা ইটক সুরকী প্রস্তুতের অনুপযুক্ত। মিউনিসিপালিটী এবং গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাদিতে দেখা যায়, এই সুরকী কিউবিক বা ঘনফুটের ওজন ৩০ সেরের অধিক হওয়া উচিত নয়।

চুণ।—ঘুটিং, কাঁকর, সিলেট, বিসড়া কাট্নী, পাটনা, বাথাড়ী ও ডোমড়া প্রভৃতি চুণ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চুণের সহিত মৃত্তিকাদি অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত না থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। পল্লীগ্রামে ঘুটিংএর চুণই অধিকাংশস্থলে ব্যবহার হইয়া থাকে। ঘুটিংকে পাথুরে কয়লা দ্বারা পোড়ায়। পোড়াইয়া লইয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিলেই সেই চুণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাঁথনীর কার্য্যেও পল্লীগ্রামে এই চুণ ব্যবহৃত হয়। কলিকাতাতে ঘুটিং চুণ অপেক্ষা সিলেট, কাট্নী প্রভৃতি চুণেরই ব্যবহার অধিক দেখা যায়। বার্ণ কোম্পানী ঘুটিংকে পোড়াইয়া কলে পিষিয়া এক প্রকার চুণ প্রস্তুত করেন, অনেকে কন্‌ক্রীট প্রভৃতির কার্য্যে তাহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

Concrete. বা বনিয়াদের কথা।

বনিয়াদ খননের পর তাহার তলদেশে কন্‌ক্রীট্ করিতে হয়। কন্‌ক্রিট্ ভাল না হইলে অট্টালিকা ফাটিয়া যায়। সেইজন্য যথাসাধ্য কন্‌ক্রীট্ ভাল করিবার চেষ্টা করা উচিত। কন্‌ক্রেটের জন্য ইটের বা পাথরের খোয়া, ঝামা ও তাগাড়ের আবশ্যক হয়। ১০০ ঘন ফিটের খোয়াতে ৫০ ঘন ফিট তাগাড় লাগে। তাগাড় অবশ্য শুষ্ক অবস্থায় জল মাখিবার পূর্ব্বেই মাপিতে হইবে। পূর্ব্বে যে তাগাড়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই তাগাড়ের ১নং বা ৩নং মসলা কন্‌ক্রিট করিতে আবশ্যক হইয়া থাকে।

খোয়াগুলিকে তাগাড়ের সহিত মাখিবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া জলে ভিজাইয়া লইতে হয়, কারণ শুষ্ক অবস্থায় তাগাড়ের মাল মসলার জলীয় অংশ খোয়াতে শোষণ করিয়া লইয়া থাকে, জলে ভিজাইলে তাহা হইতে পারে না। তাগাড়ের জোর কম হইয়া যায় না।

তাগাড়ের মাল মসলাগুলি শুষ্ক অবস্থায় উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। সুচারুরূপে মিশ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে তাহার পর তাহাতে জল ঢালিয়া ভিজাইয়া লইতে হইবে। অতিরিক্ত জল ঢালিয়া পাতলা করিতে হইবে না, বেশ আঁট আঁট অবস্থায় মাখিবে।

দুরমুসের কথা।

দুরমুস সচরাচর লৌহেরই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেই দুরমুস অন্ততঃ ওজনে ৬ সেরের কম হওয়া উচিত নহে। ক্রমাগত দুরমুস করিয়া যখন দেখা যাইবে যে, দুরমুস অন্ততঃ ৫ ফুট উচ্চ হইতে সজোরে ঐ কন্‌ক্রিটের উপর আঘাত করিলে বড় বিশেষ চিহ্ন পড়ে না, তখনই বুঝিতে হইবে যে, জমাট ঠিক হইয়াছে। কন্‌ক্রিট শেষ হইলেই গাঁথনীর কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। বারান্তরে এই গাঁথনীর কথা বলা যাইবে। অত্র সমাপ্তঃ।

ভারতে কাচের চুড়ির কারখানা।

Empire নামক কাগজে প্রকাশ যে, ভারতে প্রচুর পরিমাণে সুন্দর কাচের চুড়ি প্রস্তুত হইতেছে। কাচের চুড়ির উপর রঙ্গীন কাচ বসাইবার প্রবর্ত্তক অবশ্য অষ্ট্রিয়ান। যুদ্ধের পূর্ব্বে বঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার এই চুড়ি এ দেশে আমদানী হইয়া আসিত। যে সকল গরীব লোক সোণা রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিতে পারিত না, তাহারাই এইরূপ সুদৃশ্য কাচের চুড়ি পরিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। বাঙ্গলার স্বদেশীর সময় এই চুড়ির কাট্‌তি একবার কমিয়া গিয়াছিল। শুনিয়া আনন্দ হয় যে, ভারতের উত্তর প্রদেশেই এখন সেইরূপ চুড়ি প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। সেদিন ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল কমিশনের এইরূপ চুড়ি প্রস্তুতের কেন্দ্রস্থল ফয়জাবাদে একটা বৈঠক বসে। তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, কাচ প্রস্তুতকারকগণ কাচ প্রস্তুত করিয়া দেয়, এবং চুড়ি প্রস্তুতকারকগণ চুড়ির উপর রঙ্গীন কাচ খণ্ড বসাইয়া সুন্দর সুন্দর দেশের পছন্দমত চুড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে। যাহারা এই চুড়ি প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদের কারখানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলেও তাহারা মাসে ৬০০০ মণ অর্থাৎ ২০ টনের অধিক রঙ্গীন কাচ প্রস্তুত করিয়া থাকে। মাসিক ৬ হাজার মণ রঙ্গীন কাচ প্রস্তুত হইতেছে, এদেশে ইহা শুনিলে বাস্তবিক পরীর গল্পের ন্যায় আশ্চর্য্যজনক গল্প বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই এত বড়

বিশাল কার্য্য এতকাল নীরবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কেহ জানিত না। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে ১৫০০০০০০ স্ত্রীলোক, তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হিন্দু বিধবা ব্যতীত সকলেই ছোট বড় অবস্থার স্ত্রীলোকেও কাচের চুড়ি সখ করিয়াও পরিয়া থাকে, সুতরাং অলঙ্কারের হিসাবেও ভারতে কাচের কারবার বা কারখানার উন্নতি সাধন হইলে যে কি বিশাল লাভজনক কারবার হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপারের কথা এদেশের অতি অল্প সংখ্যক লোকেই অবগত ছিল।

Home-Industry.
গার্হস্থ্য-শিল্প।

TO CLEAN GOLD.

সোণার জিনিস পরিষ্কারের উপায়।

Choride of Lime	4 ounce
Bichromate of Soda	4 ,,
Common Salt	1 oz.
Water	3 lb.

এইগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা বোতলে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও। যখন আবশ্যক, একটু ঢালিয়া লইয়া তাহাতে স্বর্ণের সামগ্রী গুলি ডুবাইয়া দিয়া অতি অল্পক্ষণ রাখিয়া দিয়াই তুলিয়া লইয়া সময় চর্ম্ম দ্বারা মুছিয়া দিলেই স্বর্ণ উজ্জ্বল এবং পালিশ হইবে। যদি স্বর্ণে অধিক ময়লা ধরিয়া থাকে,তাহা হইলে স্বর্ণকে অগ্নির উত্তাপে অল্প গরম করিয়া তাহার পর—আরকে ডুবাইলে স্বর্ণ পরিষ্কৃত হইবে। ইহার দ্বারা স্বর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না কিন্তু ময়লা দূরীকৃত হইবে, তা বলিয়া অধিকক্ষণ রাখিলে পালিস নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ১ মিনিট সময়ই যথেষ্ট।

HOW TO TEST GOLD.

স্বর্ণ পরীক্ষার উপায়।

সোণার গহনার যে স্থানটা সহজে নজরে পড়িবার সম্ভাবনা নাই—সেরূপ স্থানে একটা উখা দ্বারা বা তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটি scratch বা দাগ কর এবং তাহাতে নাইট্রিক অ্যাসিড একটু লাগাইয়া দাও। যদি সোণা খাঁটী হয়, তাহা হইলে সোণা বা অ্যাসিডের কোন বর্ণ বিপর্য্যয় হইবে না। কিন্তু যদি সোণায় অল্প খাদ থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণ অল্প মলিন হইবে। কিন্তু যেখানে স্বর্ণে অন্য ধাতু মিশ্রিত থাকে,যথা পিতল প্রভৃতি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অ্যাসিড গ্রীণ বা সবুজবর্ণ হইয়া যাইবে। তাহা অপেক্ষা নীচ শ্রেণীর ধাতু মিশ্রিত থাকিলে অ্যাসিডের রং কাল হইয়া যাইবে। নাইট্রিক অ্যাসিড রৌপ্যকে কাল করিয়া দেয়। অনেকের এইটী জানা আবশ্যক, গহনা বন্ধক রাখিতে, কিনিতে, আসল কি নকল ইহা গৃহস্থ মাত্রেরই জানা থাকিলে ঠকিতে হয় না।

How to make matches water-proof.

দেশলাইয়ের কাঠিগুলিকে ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায়।

দেশলায়ের কাঠির মাথাগুলিকে ২ ভাগ গ্লিসারিণ্ এবং ১০০ ভাগ কলোডিয়নের সলুশনে ডুবাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলে এই দেশলাই ঠাণ্ডায় অকর্ম্মণ্য হইবে না। বর্ষাকালেও ঠিক থাকে।

—:০—

Agriculture.
গার্হস্থ্য কৃষি।

—:০:—

ফরাসী সীম।

এই জাতীয় সীমের গাছ ১ হাত হইতে ১৷৷০ হাত উচ্চ হয় এবং বহু পরিমাণে ফলে। ইহার গাছ টবে জন্মাইয়া প্রদর্শনীতে ফল শুদ্ধ দেখান যায়, এবং খাইতে অতি সুস্বাদু, বীজ আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ১৮।২০ গাড়ি গোবর সার কিম্বা ৭।৮ মণ খৈল সার দিয়া ১ হাত অন্তর জুলি করিয়া জুলি মধ্যে ১৷৷০ হাত অন্তর বীজ বপন। গাছ বড় হইবার সঙ্গে পাঁশের মাটি গাছের গোড়ায়, দিয়া আল বাঁধিয়া দিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিলে এই সীম প্রচুর উৎপন্ন হয়।

বিট পালম—ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ।

বিট পালম দেখিতে লাল, সুমিষ্ট, ছায়া বিহীন সারযুক্ত দো-আঁশ হাল্কা মাটিতে জন্মে। ভাদ্র মাসে জমিতে চূর্ণ খৈলসার দিয়া লাঙ্গল ও কোদাল দ্বারা মিশান। জমি ঢেলা বিহীন ও ধূলির ন্যায় করুন। গামলা বা ভাঁটিতে বীজ ছড়াইয়া এক ইঞ্চি পরিমাণ চূর্ণ মাটি দ্বারা চাপা। আবশ্যক মত জল সিঞ্চন। ৩।৪ আঙ্গুল বড় হইলে চারাগুলি ৯ ইঞ্চি অন্তর ১৫ ইঞ্চি ব্যবধানে পটীতে বসান। চারা তুলিবার সময় শিকড় কিছুতেই যেন না ছিঁড়ে। গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসান, ০ বা মূলার ন্যায় একেবারে ছড়াইয়া বীজ বোনা যায়। সপ্তাহে ২।৩ বার পটীতে জল সেচন ও মধ্যে মধ্যে নিড়ানীদ্বারা মাটি আল্গা করণ। মাটীর উপর জাগিয়া উঠিলে গোড়া মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। নচেৎ বিট কঠিন হইয়া যায়। মধ্যে

মধ্যে তরল গোবর সার বা লবণের জল বিশেষ উপকারী।

কলাইশুঁটী (Peas) আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ।

ভাদ্রের শেষ হইতে জমিতে পুরাতন আবর্জ্জনা মিশ্রিত ছাই ও গোবর সার ছড়াইয়া জমি উত্তমরূপে কর্ষণ ও ঢেলা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করণ। কার্ত্তিকের প্রথমেই বীজ রোপণ। চৌকায় দেড় হাত অন্তর ৩।৪ ইঞ্চি আন্দাজ গভীর করিয়া লম্বা জুলি প্রস্তুত। জুলিতে লম্বালম্বি বীজ রোপণ ও পার্শ্বস্থ মাটি দিয়া চাপা। চারা জন্মিলে আবশ্যক মত জল সেচন ও সময়ে সময়ে মাটি খুসিয়া দেওয়া। গাছ ঘন হইলে তুলিয়া পাতলা করণ। যাবৎ বীজ অঙ্কুরিত না হয়,বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক। নচেৎ পক্ষী প্রভৃতিতে বীজ খাইয়া ফেলে। গাছ বড় হইলে দুই জুলির কিঞ্চিৎ মধ্যস্থানে বা পাট-কাটী হেলাইয়া দোচালা মত করিয়া পোতা। গাছ উহা অবলম্বন করিয়া উঠিবে।

টোমাটো ; বিলাতি বেগুন—ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক।

বর্ষা থাকিতে টবে বা হাপোরে বীজ বপন। চারাগুলি ৪।৬ আঙ্গুল বড় হইলে সারবান দো-আঁশ মাটিতে দেড় হাত অন্তর রোপণ। ঘোড়ার সার অভাবে পুরাতন গোবর সার। মধ্যে মধ্যে জল সেচন ও জমি খুসিয়া দেওয়া, গাছ এক হাত আন্দাজ বড় হইলে ডগা কাটিয়া দিলে ভাল হয়। ইহাতে শাখাপ্রশাখা হইয়া গাছে ফল অধিক জন্মে।

শালগম—ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক।

হালকা দো-আঁশ মাটি। শ্রাবণ মাসে জমিতে সার ও খৈল মিশাইয়া লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি প্রস্তুত করণ। মূলার ন্যায় বীজ বপন প্রণালী। ৩।৪টী পাতা হইলে গাছ ৮।১০ ইঞ্চি করিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত। সপ্তাহে আবশ্যক মত ২।৩ বার ছেচ দিয়া জমি ভিজান ও খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক।

স্কোয়াস—আশ্বিন কার্ত্তিক।

ইহা এক জাতীয় বিলাতী কুমড়া। ৫।৬ হাত অন্তর মাদা প্রস্তুত, পুরাতন গোবর মিশ্রিত মাদা। মাদাতে ৩।৪টী বীজ বপন। বীজ রোপণের পরে যথারীতি জল সেচন। ৪।৫ দিন মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। পরে ৫।৬টী পাতা হইলে মাদার উপর কঞ্চির পালা দেওয়া। গাছ অধিক বড় হয় না। ছোট ছোট লতানিয়া ঝোপের মত হয়। ইহার ৫।৬ জাতি আছে।

গাজর—আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ।

পাতা বা গোবর সার মিশ্রিত চূর্ণ ও গভীর কর্ষিত হালকা মাটী। পটী মধ্যে বীজ ছড়াইয়া মাটি দিয়া চাপা। প্রতিদিন প্রচুর জল সেচন। মাটি শুষ্ক হইলে অঙ্কুর হয় না। ১৫।২০ দিন বিলম্বে অঙ্কুরিত হয়।

লেটুস—ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক।

ছায়াবিহীন সারযুক্ত দো-আঁশ মাটি। বাঁধা কপির ন্যায় বীজ রোপণ ও চারা প্রস্তুত করণ। ৩।৪টি পাতা হইলে খুব সারযুক্ত পটীতে আধ হাত ব্যবধানে বসান। সপ্তাহে ২।৩ বার প্রচুর জল সেচনে ১০।১২টি পাতা জন্মিলে ছোটা প্রভৃতির দ্বারা পাতাগুলি একত্রে বাঁধা। পশ্চিম রৌদ্র গাছে না লাগে লক্ষ্য রাখা। সামান্য উত্তাপে ইহার অনিষ্ট করে। পাতা শুভ্র ও কচি অবস্থায় ব্যবহার্য্য। ইহা দুই জাতীয়। বাঁধালেটুস ও কস লেটুস।

সেলেরি—ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক।

সারযুক্ত দো-আঁশ মাটি। শ্রাবণ মাসের প্রথমে গামলায় বীজ রোপণ। ৩।৪ সপ্তাহ পরে বীজের অঙ্কুর হয়। ৫।৬ ইঞ্চি বড় হইলে জুলির মধ্যে পোতা। ৪ ফুট ব্যবধানে ১ ফুট গভীর ও ১।০ ফুট চওড়া জুলি। পুরাতন উৎকৃষ্ট সার দ্বারা পূর্ণ করণ। ৯ ইঞ্চি অন্তর এক একটী চারা পোতা। যথানিয়মে জল সেচন। মধ্যে মধ্যে নিড়ানী দ্বারা মাটি আলগা করণ। গাছ এক ফুট উচ্চ হইলে গোড়ায় মাটি দিবে। পত্রাংশ মাত্র বাহিরে রাখিয়া গোড়ায় মাটি উঁচু করিয়া দেওয়া। গাছের গোড়া যেরূপে হয় ঢাকিয়া রাখা। ২৫।৩০ দিন পরে ব্যবহার যোগ্য হয়।

রেডিস—(বিলাতি মূলা) ভাদ্র হইতে পৌষ।

হালকা দো-আঁশ বেলে মাটি। অতি পুরাতন গোবর সার ও চোণা মিশ্রিত গোয়াল ঘরের আবর্জ্জনা জমিতে দেওয়া। গভীর কোপান ও চূর্ণ করণ। মূলার জমির মত উত্তমরূপে পাট আবশ্যক। বৈকালে ছায়া পড়ে, অথচ পূর্ব্ব দিকের সূর্য্যালোক অবরুদ্ধ নহে, এরূপ স্থান বাঞ্ছনীয়। চৌকায় সাবধানে ছিটাইয়া বীজ রোপণ। বুনিবার পর হাত দিয়া আস্তে আস্তে চাপা। ৪।৫ দিবসে যদি অঙ্কুর না হয়, তবে অতি সাবধানে অল্প পরিমাণে ঝাজরা দ্বারা চৌকায় জল সেচন। সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার প্রচুর জল সেচন ও আগাছা পরিষ্কার করা। চারা ঘন হইলে পাতলা করণ। পল্লীগ্রামবাসীর প্রচুর জমী পড়িয়া থাকে এবং আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেইগুলি একটু পরিশ্রম করিয়া আবাদ করিলে গৃহস্থের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় এবং কিছু আয়ও বাড়ে। কিন্তু অলস জাতির সেদিকে লক্ষ নাই। কেহ মনোযোগী হইলে আমরা তাঁহাকে সতেজ বীজাদি সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিতে পারি।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা-সভা।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস
মৌলবীবাজার—গ্রাহক।

আপনার পত্রোত্তরে জানাইতেছি, তাঁটের খয়ের বর্তমান দর সের /০, /১০। হরিতকি শুক পাকা বড় ও ভাল ২।০ হইতে ২॥০ মন। আমাদের হরিতকি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর, শুক না পাইলে দর দেওয়া অসম্ভব। বহেড়া দ০। আমলা, বহেড়া, হরিতকি, কাঁচা কোন মহাজন গ্রহণ করেন না।

কমলা লেবু ১।০ টাকাপর্য্যন্ত কলিকাতা আসিবার পড়তা পড়িলে তবে এখানকার পাইকারগণ লইতে পারিত।

আপনাদের দেশের বেনার মূল অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর, গন্ধ কম, এরূপ বেনার মূল কলিকাতায় কেহ লইতে চাহেন না।

কমলার মধু এখানে বিক্রয় হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত দ্রব্যের কিছু কিছু নমুনা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বাস,
সিংহবীজগ্রাম, শ্রীহট্ট।

আপনার পত্রেরও উত্তর উপরোক্ত পত্রেই জ্ঞাত হইবেন। শোলার নমুনা পাইলে শোলার গ্রাহক আছে। ইহা ওজনদরে বিক্রয় হয় না। একটা দড়ীর মাপ আছে, সেই দড়িতে করিয়া বান্ধিলে যত সোলা ধরে, তাহারই মূল্য। কাটশোলা এবং ফুল শোলা এইরূপ দুই প্রকারের শোলা জন্মিয়া থাকে। কাঠ সোলা দ্বারা জেলেদের মাছ ধরার কাজ হয়, কিন্তু ফুল শোলার টুপি প্রভৃতি প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার বাজারে কাটতী আছে। ইহার গুণানুসারে দর হয়, সুতরাং নমুনা আবশ্যক। আপনি নমুনা পাঠাইলে দর পাঠাইয়া দিব। ভিজা সোলা চলে না, শুক শোলাই বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। মোমের এখানে খরিদদার আছে।

মি; সৈয়দ অহিসন নবি,
কুসুম গ্রাম, গ্রাহক।

আপনার অনুসন্ধানের উত্তরে জানাইতেছি যে, আপনার কথিত উর্দ্দু ভাষার কথিত পাপ্‌ড়ী এবং পাঁচ কাটিয়া গঁদ কোথাও পাওয়া যায় না, বাঙ্গলায় ইহার নাম কি?

সুপারী কাটা কলের মূল্য ১০৲ টাকা।

আপনার আবশ্যকীয় জিনিস আমরাই সরবরাহ করিতে পারি, তবে জিনিস কি, অর্ডার না দিলে কেমন করিয়া বুঝিব?

কাগজের দুর্ম্মূল্যতার জন্য বেকারের উপায় ২য় খণ্ড এখনও শেষ করিতে পারা যায় নাই। Soap and Candle সম্বন্ধীয় পুস্তক কলিকাতার মেসার্স থাকার স্পিংক কোম্পানীর নিকট পাওয়া যাইতে পারে পত্র লিখুন।

শ্রীযুক্ত বিত্তাকুমার চৌধুরী, প্লীডার সুনামগঞ্জ। সাবানের কব্জা ওয়ালা ছাঁচ কাষ্ঠের এবং পিত্তলের অভাবে মাটীর প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লইলেও চলিতে পারে। ছাঁচ বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। আপনাদের বাদশাহী তামাকের ব্লকের ড্রয়িং প্রস্তুত হইতেছে, একটা নমুনা পাঠাইয়া দিতেছি। অপরাপর বিষয় পত্রে জ্ঞাপন করিব।

পেপার ম্যাচি, কাগজকে কুটিয়া তাহার পর সিদ্ধ করিয়া দেখুন দেখি, উদ্দেশ্য সফল হয় কি না। ছেঁড়া কাগজ কুটিয়াইত জমাইয়া পিচ্‌বোর্ড প্রস্তুত হয়, সুতরাং কাগজ যে সিদ্ধ করিলে গলে, তাহা সুনিশ্চয়। আমাদের বোধ হয়, কুটিয়া করিলে সফলকাম হইবেন।

PAPIER MACHE.

সায়েণ্টিফিক্ এনসাইক্লোপিডিয়া নামক পুস্তকে এই "পেপার মাচি" প্রস্তুতের নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। আপনার অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

Papier-Mache is obtained from old paper and the like made into pulp by grinding with milk of lime or lime water and a little gum, dextrine or starch. This pulp is then pressed into form, coated with linseed oil baked at high temperature, and finally varnished. The pulp is sometimes mixed with clay (Kaoline) chalk, &c., and other kinds are made of a pulp and recently slacked lime"

এখন এই পেপার ম্যাচির নানাপ্রকার অন্য উপায়েও প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু সমস্ত প্রকার প্রণালীতেই কাগজকে কুটীয়া বা বাঁটীয়া সিরিস বা গঁদ বা প্যারিস প্লাষ্টার প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয় দেখা যাইতেছে। আমাদের বোধ হয়, উপরোক্ত প্রক্রিয়াই অধিক সহজ সাধ্য।

আমরা পূর্ব্বেও যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাও অন্যতম প্রণালী বটে, কিন্তু তাহাতে কাগজ কুটীয়া মণ্ডের মত করিয়া সিদ্ধ করিলে সম্ভবতঃ বিফল মনোরথ হইতে হইবে না।

১৯১৬ সালের "কাজের লোক" শেষ হইল। ১৯১৭ সালের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য গ্রাহকগণ দয়া করিয়া যেন জানুয়ারীর মধ্যেই প্রেরণ করেন ইহাই প্রার্থনা।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইয়া চলিল, তৎপর নবীন।

আমাদের কৈফিয়ৎ।

১। এবারে সমস্ত বর্ষের সূচীপত্রের জন্য আমাদিগকে ১ ফর্ম্মা ছাড়িয়া দিতে হয়, সেইজন্য Order supplying Business, গার্হস্থ্য শিল্প, এবং হোমিওঃ চিকিৎসা, মুষ্টিযোগ প্রভৃতি স্থানাভাব বশতঃ যাইতে পারিল না গ্রাহকগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কাগজের দর ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং বাধ্য হইয়া কলেবর সংযত করিতে হইতেছে। বহু আবশ্যকীয় বিষয় দিতে পারা যাইতেছে না। কতদিনে এ কাল সংগ্রামের শেষ হইবে বলিতে পারি না, কিন্তু কাগজের মূল্য বৃদ্ধিতে সংবাদ পত্র পরিচালকগণের দারুন শঙ্কট উপস্থিত। সেইজন্য কাগজের কলেবর কিছু ছোট হইলেও আবশ্যকীয় বিষয় যথাসম্ভব অধিক দিয়া ১৯১৭ সালের "কাজের লোকের" কলেবর পরিপূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইব। কোন বাজে বিষয় সন্নিবেশিত করিব না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, পাঠকগণ যেন সূচীপত্রের উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যেক প্রবন্ধই মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। "কাজের লোকে" এত বিষয় বাহুল্য যে, সমস্ত বিষয়ের সূচীপত্র দেওয়া কঠিন ব্যাপার। অনেকস্থলে আমাদের ত্রুটীও হইয়া থাকিবে। পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

কাঃ সং

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

১৯১৬ সালের কেবল আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের

সূচীপত্র।



এখনও পুরাতন "কাজের লোকের" জন্য অর্ডার করুন।